সিগমা ফোর্স
ব্লাডলাইন
জেমস রলিন্স
রূপান্তর- মোঃ আফরানুল ইসলাম সিয়াম
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

গ্যালিলি, ১০২৫, প্রাচীন এক ক্যাথেড্রালে হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা এক নিদর্শন খুঁজে পেল টেম্পলার নাইটদের একজন। যেন তেন নয় তা-বাকাল ইশু, যীশু খ্রিষ্টের লাঠি। যার কাছে পাওয়া গেল, তিনিও যেন তেন নন। তার দাবী শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে হাঁটছেন তিনি।

সময়কে এক হাজার বছর সামনে নিয়ে আসি। হর্ন অফ আফ্রিকার উপকূলে সোমালি জলদস্যুরা হাইজ্যাক করল এক ইয়ট, সেই সাথে অপহরণ করল এক গর্ভবতী আমেরিকান মেয়েকে। কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সকে মা হারাবার শোক ভুলে নামতে হলো কাজে। কেননা এই মেয়েটি কোনও সাধারণ মেয়ে নয়। সে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়ে!

সময়ের বিরুদ্ধে লড়তে থাকা গ্রে'র দলের সাথে যোগ দিল আরও দুজন যোদ্ধা: প্রাক্তন আর্মি রেঞ্জার টাকার ওয়েন আর তার সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর, কেন।

খোদ আমেরিকার ক্যারোলাইনাতে বোমা বিস্ফোরিত হলো এক ফার্টিলিটি ক্লিনিকে। সর্ষের ভেতর থেকে উঁকি দিল ভূত। জানা গেল, আমাদের জেনেটিক কোড অদল-বদলের চেষ্টায় মত্ত এক গুপ্ত সংঘ। মনুষ্যত্বকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুড়ে দিল সেই সংঘ:

অমর হতে চাও?
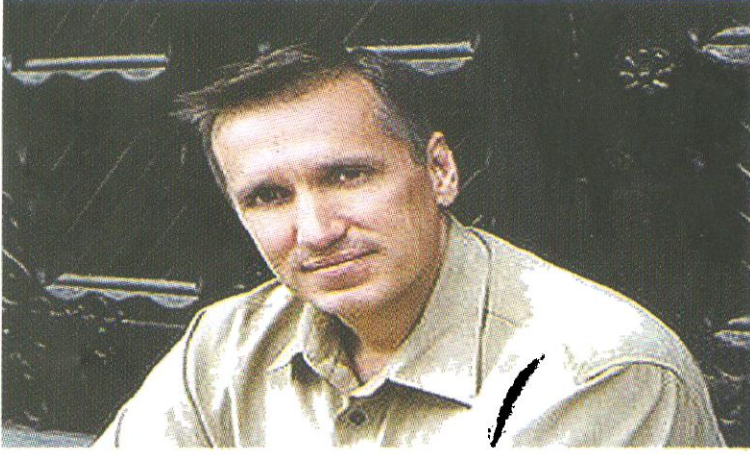
বাঁচতে চাও চিরদিন?

ISBN 978 984 92438 5 4

9 789849 243854

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

ব্লাড লাইন

জেমস রলিন্স

অফরানুল ইসলাম
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০১৭

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৪০ টাকা

Blood line By James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islami Tower, Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 440 Tk. U.S. :10 $ only
ISBN : 978 984 92438 5 4

উৎসর্গ

আমার তিন ভাই আর তিন বোন,
চেরিল, ডাগ, লরি, চাক, বিলি এবং ক্যারি।
গত বছরটা যেমন গিয়েছে, তাতে আমাদের সবার একত্রিত হওয়াটা
খুব ভালো লাগছে। তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি।

ভূমিকা

লেখক হওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল ছোট থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে পূরণ হলো সেই স্বপ্ন, অনুবাদক রূপে।

বইটা অনুবাদ করতে আমার থেকেও বেশি পরিশ্রম করেছেন ফুয়াদ ভাই, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সবসময় লোকটাকে পাশে পেয়েছি। গুরুসম বড় ভাইয়ের নামের সাথে প্রথম বইয়েই নিজের নামটা মলাটবন্দি হওয়া একজন শিষ্যের কাছে পরম পাওয়া। কৃতজ্ঞতা রইল সাজিদ ভাইয়ের প্রতি, আমার উপর ভরসা রাখার জন্য।

ভালোবাসা রইল মারুফ, শুভঙ্কর দা, রাফি ভাই, রাফসান ভাই, রিজন ও বিশালের প্রতি; সবসময় পাশে থেকে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে যাওয়ার জন্য।

লেখালেখির প্রথম থেকেই বন্ধু রাতুল, জাফর ও নাবিল যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে, ভালোবাসা রইল তাদের প্রতি।
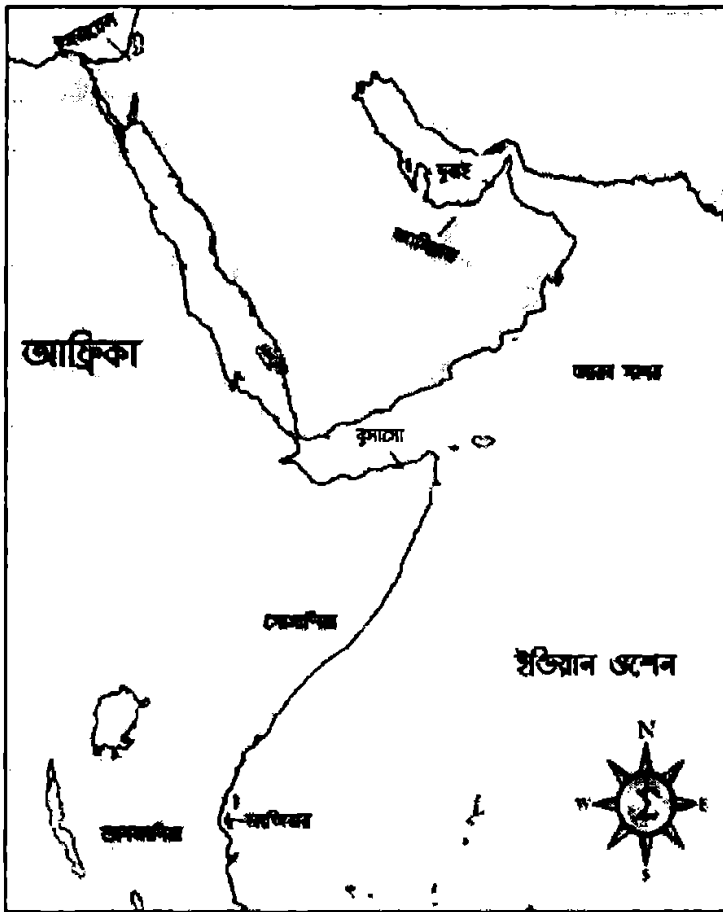
বই অনুবাদের সময় আমার থেকেও বেশি আগ্রহ-উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে আমার ছোট বোন, প্রচ্ছদ নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিটা ক্ষেত্রেই অবদান রয়েছে তার; অফুরন্ত ভালোবাসা রইল মিথিলার প্রতি। রাত জেগে বইয়ের কাজ করার সময় আমার সাথে রাত জেগে বসে থাকা মায়ের প্রতি রইল সীমাহীন শ্রদ্ধা, আমার লেখক সত্ত্বার সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করলাম আপনার চরণে।

মোঃ আফরানুল ইসলাম সিয়াম
ঢাকা, ২০১৭

ম্যাপ

হর্নস অফ আফ্রিকা

আফ্রিকা

কুসাসো

ইন্ডিয়ান ওশেন

N

'গুপ্তহত্যার শিকার রাষ্ট্র প্রধানদের কথা'

আধুনিক বিশ্বে গুপ্তসজ্ঞের অস্তিত্বের ব্যাপারেঃ

'বিশ্বজুড়ে আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে একদল মানুষ। যারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে চলছে .... গড়ে তুলছে বিভিন্ন সজ্ঞ, যে সজ্ঞগুলো সময়ের সাথে সাথে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তারা সামরিক, কূটনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক-বিভিন্নভাবে হামলা চালাচ্ছে।'

-জন এফ. কেনেডি, ওয়ালডর্ফ-অস্ট্রিয়া হোটেল, এপ্রিল ২৭, ১৯৬১

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কেঃ

'ঈশ্বর মানুষকে অমর হওয়ার ক্ষমতা দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অবশ্যই তিনি মানুষকে একদিনের জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাননি। হ্যাঁ, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে অমরত্বের জন্যই।'

-আব্রাহাম লিংকন।

ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগেই দেখা যায়, বিভিন্ন ঘটনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। আমরা আজীবন সব বিশৃঙ্খলার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বেড়াই। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া ব্যক্তিটার আসল পরিচয় উন্মুক্ত করতে চাই। জানতে চাই কে সেই লোক, যে আমাদের স্বাভাবিক জীবন, সরকারি কার্যক্রম ও মানবাধিকার বাধাগ্রস্ত করছে! কাউকে কাউকে চিহ্নিত করা হয় খলনায়ক হিসেবে, আবার কেউ বা পায় বীরের সম্মান। গুপ্ত সঙ্ঘগুলো গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে, আবার তাতে অবাস্তব মিথেরও যথেষ্ট প্রভাব থাকে। ঐতিহাসিক সত্য ও মিথের সংমিশ্রণে গড়ে উঠে তাদের বিশ্বাস, তাদের সঙ্ঘ!

ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত গুপ্তসঙ্ঘ ছিল 'নাইট'স টেম্পলার।'

বারোতম শতাব্দীর শুরুতে, নয়জন সদস্যকে নিয়ে শুরু হয় এই সঙ্ঘের যাত্রা। তারা শপথ করেছিল পবিত্র ভূমিগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করার, সময়ের সাথে সাথে অর্থে ও বিত্তে বেড়ে উঠল সেই দল। একটা সময় তাদের প্রভাবে ইউরোপের রাজা ও পোপ পর্যন্ত তাদেরকে ভয় পেতে শুরু করল। তারপর তেরোই অক্টোবর, ১৩০৭ সালে; তৎকালীন ফ্রান্সের রাজা ও পোপ তাদের বিরুদ্ধে এক জোট হলো, নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সেই দলকে। অভিযুক্ত করল ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড ও নৃশংসতার দায়ে। সমন জারি হলো তাদের বিরুদ্ধে। গুপ্তসঙ্ঘের সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল। গুজব ছড়াল, তাদের সঞ্চিত গুপ্তধন নিয়ে তারা পালিয়ে গেছে। ঘোষণা করা হলো সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু কেউ এই ঘোষণা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করল না। তাদের বিশ্বাস ওরা কেউ ধরা পড়েনি। লুকিয়ে আছে, তাদের গুপ্তসঙ্ঘ এখনও গোপনে কাজ করে চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ওদের হাতে এমন শক্তি আছে যা পুরো পৃথিবী বদলে দিতে পারে!

দুনিয়া তাদের নিয়ে যত কথাই রটাক না কেন, এই নয় জন ছিল সত্যিকার অর্থেই অদম্য। তাদের সম্পর্কে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে জানতে পেরেছিল। যেই সত্যটা কেউই জানে না তা হলো-এই নয়জন সবাই সম্পর্কে একে অন্যের আত্মীয়! কেউ বা রক্তের সম্পর্কের, আবার কেউ বৈবাহিক সূত্রে। ঐতিহাসিক বিভিন্ন দলিলে তাদের আটজনের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নবম জন সম্পর্কে কোথাও কিছু লেখা নেই। না তার নাম, আর না তার পরিচয়! এখন পর্যন্ত এই ব্যক্তি ইতিহাসবিদদের কাছে পুরোপুরি রহস্য। একে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। কে সেই ব্যক্তি, যে ইতিহাসে এমন বিখ্যাত হয়েও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে? বাকিদের নাম সহজে জানা গেলেও, কেন তার সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি?

এই রহস্যের উত্তর রয়েছে একটা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে প্রাপ্ত

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১, টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে একটি ঘোষণাঃ মানুষ অমরত্ব লাভ করবে ২০৪৫ সালের মধ্যে! নামকরা একটি পত্রিকায় এমন খবর দেখলে খটকা লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সংবাদের নীচে বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা দেখে অবিশ্বাস করারও কোনও উপায় নেই। অ্যান্টি-এজিং মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডঃ রোনাল্ড ক্লাডজ বলেছেন:

আগামী পঞ্চাশ বছরে পর, মানুষ কোনও রোগে আক্রান্ত হবে না...মারা যাবে না। তাত্ত্বিয়ভাবে অবশ্যই একজন মানুষকে আজীবন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

আমরা এক চমকপ্রদ সময়ে বাস করছি, এমন এক সময়ে যখন আমাদের মেডিসিন, জেনেটিক্স ও টেকনোলজি বিপুল উন্নতি সাধন করেছে এবং মানব জাতির জন্য খুলে দিয়েছে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার-অমরত্ব।

সবার মনেই হয়তো প্রশ্ন জাগছে, কীভাবে তা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। এই বইয়ের বাকি কয়েকটা পাতা পড়লে আপনারা তা নিজেই বুঝতে পারবেন। এই বইয়ে উল্লেখিত প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটা গবেষণা সত্য। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েতের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলো এই তত্ত্ব। কিন্তু এই পাতা ওলটানোর আগেই আপনাদের একটা কথা বলে রাখিঃ যা যা এখানে পড়বেন, তা কিন্তু আসলে কমিয়েই বলা হয়েছে।

অমরত্ব দূর ভবিষ্যতের কোনও কল্পনা নয়, আছে আমাদের হাতের নাগালেই।

প্রারম্ভ
গ্রীষ্মকাল ১১৩৪ খ্রিঃ
পবিত্র ভূমি

একদা সবাই তাকে ডাইনী আর বেশ্যা বলেই ডাকত।

খুব বেশী দিন আর পারবে না।

ধূসর রংয়ের ঘোড়ার উপর বসে আছে ও। পা দুটো দুইপাশে ছড়ান। যুদ্ধের সাজে সজ্জিত ঘোড়াটা যুদ্ধের ময়দানের মাঝ দিয়ে হাঁটছে। চারপাশে মৃত দেহের স্তূপ; মুসলমান ও খ্রিস্টানদের লাশ পড়ে আছে যত্র-তত্র। কাক ও শকুনের ভোজ-উৎসব শুরু হয়েছে যেন। কিছু মানুষ মৃত যোদ্ধাদের দেহ থেকে পায়ের জুতা, তীর-ধনুক, তলোয়ার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস খুলে নিচ্ছে। কয়েকজন ওর দিকে ফিরে তাকাল, সাথে সাথেই আবার চোখ নামিয়ে নিল।

ও জানে তারা কী দেখেছে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাধারণ সৈনিককে দেখেছে তারা। ওর উন্নত স্তন ঢাকা পড়েছে বর্মের নীচে। ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা ঘন-কালো চুল ঢাকা পড়েছে শিরস্ত্রাণের নীচে। সুন্দর মুখশ্রী আড়াল করে রেখেছে মুখবন্ধনী, জিনের একপাশ থেকে ঝুলে আছে খাপে পোরা তরবারি। ঘোড়ার দুলকি চালে হাঁটার সাথে সাথে তরবারিটা থেকে থেকে বা পায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। পায়ের লোহার আবরণে লেগে আওয়াজ হচ্ছে ঝনঝন।

খুব অল্প সংখ্যক মানুষ জানে যে সে ছেলে নয়, মেয়ে। কিন্তু আরও কম মানুষ জানে তার আসল পরিচয়।

এবড়ো-থেবড়ো রাস্তার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তার অনুচর। রাস্তার এখানে সেখানে বড় বড় গর্ত, পাথর ছড়িয়ে আছে। বিশাল বড় একটা কাঠামো লুকিয়ে রাখা হয়েছে গালিলের নাফতালি পাহাড়ের গভীরে। আলাদা কোনও নাম নেই কাঠামোটার, দেখে মনে হয় যেন পাহাড়েরই একটি অংশ ওঠে। এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে জানা না থাকলে, পাহাড় থেকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই! চূড়ায় সন্ধ্যার লাল টকটকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ক্যাম্প ফায়ারের ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে সূর্য।

সে ঘোড়া থেকে নামতেই, তরুণ অনুচর সম্মান দেখিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল।

'আছে এখনও?' জানতে চাইল সে।

ভয়ের সাথে নড করে বলল, 'লর্ড গডেফ্রয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

অনুচর একথা বলার সময় ভয়ে ওই দুর্গের দিকে তাকাল না পর্যন্ত! মেয়েটার অবশ্য এতে কোনও সমস্যা নাই, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আন্দাজ আছে। ভালোভাবে চারপাশের পরিবেশ দেখার জন্য তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল।

অবশেষে!

সে তার জীবনের ষোলটি বছর ব্যয় করেছে আজকের দিনটার জন্য-ফিরে গেল সে অতীতে, যেদিন তার চাচা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'অর্ডার অফ দ্য পুওর নাইটস অফ দ্য টেম্পল অফ জেরুজালেম', তা-ও এক অসম্ভব সাধন করার আশায়। এমনকি ও যখন তার চাচাকে বলল সে গুপ্তসঙ্ঘের একজন সদস্য হতে চায় তখন তার চাচা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেননি। কিন্তু তার পরিবার সেই ইচ্ছাকে গুরুত্বের সাথে নিল। তারই ফলশ্রুতিতে সে 'দ্য নাইন' এর একজন গুপ্ত সদস্য। তার চেহারা ও পরিচয় খুব কম মানুষই জানে। তার চোখের সামনেই সঙ্ঘটা তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, বর্তমানে তা যথেষ্ট ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী।

পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ওর বংশেরই সবাই, এই সঙ্ঘকে পরিচালনা করে আসছে; সমৃদ্ধ করে তুলেছে অর্থ ও জ্ঞান দিয়ে। খুঁজে চলেছে অতীতের গোপনীয় সব নিদর্শন। মূল্যবান প্রত্নতত্ত্বের জন্য তারা চষে বেড়িয়েছে মিশর ও অন্যান্য পবিত্র ভূমি। তবে প্রতিবারই যে সফল হতে পেরেছে, তা না। সবচেয়ে দক্ষতার সাথে করা প্ল্যানটাও ভেস্তে যায় প্রায়শই। গত বছরই তো, বহু প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে 'ম্যাজাই-এর হাড়' উদ্ধার করতে দল পাঠানো হয়েছিল। 'ম্যাজাই' হলো বাইবেলে উল্লিখিত তিনজন রাজা, যারা যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পর উপস্থিত হয়েছিলেন। কথিত আছে ওদের কাছে হারিয়ে যাওয়া আলকেমির সূত্র ছিল। কিন্তু পাঠানো দল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু আজকের কাজে কোনওভাবেই তাকে ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে চলল সে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে দেখতে পেল লাশের পাহাড়। যুদ্ধের ফল ওগুলো। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দেখল, দরজাটা এক পাশে ভেঙ্গে পড়ে আছে। ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে লোহার গেট। চারিদিকে সংঘটিত যুদ্ধের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

দুজন প্রহরী সামনের রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। দুজনেই তাকে দেখে নড করল। অল্প বয়সী প্রহরীর বুকে লাল টকটকে ক্রুশচিহ্ন সেলাই করা। নতুন যোগ দিয়েছে সে সঙ্ঘে। ধর্ম রক্ষার জন্য তারা যে কেউ যে কোনও সময় প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এই প্রতীক তারই প্রমাণ। অন্যান্য ধর্মযোদ্ধারাও এই একই নীতি অবলম্বন করে। বয়স্ক প্রহরীর পরনে চিরাচরিত যোদ্ধার পোশাক, একই পোশাক ও নিজেও পড়ে আছে। পার্থক্য শুধু বুকের লাল টকটকে ক্রুশচিহ্নটায়।

'গডেফ্রয় সমাধিগৃহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' বয়স্ক প্রহরী সেখানে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিল।

মেয়েটি তার ঘোড়া নিয়ে ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু সামনে এগিয়ে তার ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। তরবারি ঘোড়ার সাথেই রেখে গেল। জানে, কেউ তার ক্ষতি করবে না। লর্ড গডেফ্রয় তার কাজ নিখুঁতভাবে পালন করেছে। আক্রমণ করার জন্য কেউ বেঁচে নেই। লাশের স্তূপ জমে আছে পিছনের দেয়ালের দিকে।

যুদ্ধ শেষ!

পড়ে আছে ধ্বংসস্তূপ, বহন করছে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের স্বাক্ষর।

অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনার একটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। সামনে পাথর কেটে বানান অপ্রশস্ত সিঁড়ি নীচে, সমাধিকক্ষের দিকে চলে গেছে। সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ মশালের কমলা-লাল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। সে নীচে নামছে। শেষের কয়েকটা ধাপ দ্রুত পার হলো, তর সইছে না যেন।

সত্যিই কি সে জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে? এতো বছর পর

ও লম্বা একটা চেম্বারে প্রবেশ করল, দুইপাশে পাথরের তৈরি বেশ কিছু কফিন। ভালোমতো লক্ষ্য করে দেখল, প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কিছু লেখা আছে সবগুলো কফিনে। ও জানে, লেখাগুলো প্রাচীন এক রহস্যের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। উজ্জ্বল আলোয় দুইজন মানুষকে দেখল । একজন দাড়িয়ে আছে এবং অন্যজন একটা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

দৃঢ় পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল সে। শেষের কফিনটা হাট করে খোলা। পাশেই ওটার পাথরের ঢাকনা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। তার আগেই কেউ একজন গুপ্তধন খুঁজেছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।

লর্ড গডেফ্রয়কে হতাশ দেখাচ্ছে। 'অবশেষে!' আনন্দিত হওয়ার ভান করল সে।

লোকটাকে অবজ্ঞা করল ও। গডেফ্রয় ওর থেকে প্রায় এক হাত লম্বা। কিন্তু চুল ও নাকের গড়ন একই রকম। ওদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসী, চেহারাতে সেই ছাপই প্রকট।

ঝুঁকে বন্দির মুখের দিকে তাকাল ও। বন্দির মুখ যেন বার্নিশ করা কাঠের মতো চকচকে, গায়ের চামড়া একদম মসৃণ। ঘন কালো চুলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। চোখের কালো মণি আলো পড়ায় চকচক করছে। এতো সঙ্গিন পরিস্থিতিতে পড়েও তার চোখের তারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। আছে শুধু গভীর বিষণ্নতা।

গডেফ্রয় ওর পাশে বসে পড়ল। যারা যারা ওর মেয়ে পরিচয় সম্পর্কে জানে, তাদের মধ্যে লোকটা একজন। কিন্তু তার সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে সে অবগত নয়।

'আপনি...' শুরু করল সে।

বন্দির চোখের তারা হঠাৎ করেই ছোট হয়ে গেল, ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করেছে ওকে। এক মুহূর্তের জন্য বিষণ্নতার জায়গায় দেখা দিল ভয়। খুব জলদি আবার নিজেকে সামলে নিল।

অদ্ভুত .... সে কি আমাদের সম্পর্কে কিছু জানে? আমাদের বংশপরম্পরার রহস্য? আমাদের গুপ্তসজ্ঘের ব্যাপার?

গডেফ্রয়ের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল। 'আপনার কথায় আমরা প্রচুর রক্ত ঝড়িয়েছি, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই সমাধিস্থল দখল করেছি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছি। কিন্তু অভিশাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা আমাদের কারওই নেই। এই সব কীসের জন্য? শুধুমাত্র এই লোকটার জন্য! কিন্তু সে কে? আমি উত্তর চাই।'

গর্দভ লোকটা একটা, মনে মনে ভাবল মেয়েটি। এর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। সরাসরি বন্দিকে প্রশ্ন করল প্রাচীন আরবি ভাষায়, 'আপনার জন্ম হয়েছে কত সালে?'

বন্দির চোখের দিকে তাকাল ও, চোখাচোখি হলো দুজনের। ইচ্ছাশক্তির লড়াই হচ্ছে যেন। অবশেষে হার মানল বন্দি। মিথ্যা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর চেহারায় এমন কিছু ছিল যে বুঝতে পারলো মিথ্যা বলে পার পাবে না। সত্যটাই বলতে হবে।

যখন সে কথা বলা শুরু করল, মনে হলো যেন অনেক গভীর থেকে ভেসে আসছে শব্দগুলো। 'আমি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছি। ৯৫ হিজরিতে।'

গডেফ্রয় বিস্ময় প্রকাশ করল, 'কী! ৯৫ হিজরি? তাইলে তো তার বয়স হাজার বছরের বেশি হওয়ার কথা।'

'না।' যতটা না তাকে শোনানোর জন্য তার থেকে বেশি নিজের বোঝানোর জন্য বলল ও। 'এরা অন্যভাবে বছরের হিসেব করে। তাদের বছর শুরু হয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কা এসেছিলেন তখন থেকে।'

'তবে কি এই লোকের বয়স হাজার বছর নয়?'

'না, তা নয়।' মনে মনে হিসাব করছে মেয়েটা। 'তার বয়স মাত্র পাঁচশো বিশ বছর।'

চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করলো, গডেফ্রয় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অসম্ভব।' তার গলার স্বর কেপে উঠলো, কণ্ঠে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

ও এখনও বন্দির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। ভিতরটা পড়ার চেষ্টা করছে। এই শত শত বছরে কত কিছুরই না সাক্ষী হয়েছে এই লোক। কত রাজার, কত নগরীর উত্থান-পতন-ধ্বংস দেখেছে সে নিজ চোখে। তার জানা হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও গোপন সব রহস্য কি সে ওর কাছে প্রকাশ করবে?

কিন্তু এখানে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসেনি সে। জিজ্ঞাসা করলেও অবশ্য উত্তর পেত বলে মনে হয় না।

এই মানুষ মুখ খুলবে না। যদিও তাকে মানুষ বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

যখন লোকটা কথা বলল, গলা থেকে হুমকির সুর ভেসে এল। 'তুমি যা চাইছ তা কখনওই পাবে না। এই পৃথিবী এখনও তার উপযুক্ত হতে পারেনি।'

কিন্তু মেয়েটা তা মানতে নারাজ। 'সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। যদি কেউ বিশ্বাস করে আর যথেষ্ট পরিশ্রম করে, তবে সে অবশ্যই তা অর্জন করতে পারবে।'

বন্দি আবার ওর দিকে চাইল, বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। বোঝার চেষ্টা করছে, সামনে দাঁড়ান মানুষটা ছেলে না মেয়ে। 'ইভও কিন্তু স্বর্গের সাপকে বিশ্বাস করেছিলো। বদলে তাকেও ভুগতে হয়েছে।'

'আহ!' মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাছে গেল। 'তুমি ভুল ভাবছ। আমি ইভ নই এবং আমি জ্ঞানবৃক্ষও খুঁজছি না। আমার জীবনবৃক্ষ প্রয়োজন।' কোমরে গুঁজে রাখা ছুরি বের করলো সে, এক টানে বন্দির গলা চিড়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। এক আঘাতেই শত শত বছরের এক আদিম প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেল। সাথে সাথে তার ফলে সৃষ্ট হওয়া সব সমস্যাও।

গডেফ্রয় এক পা পিছিয়ে গেল। 'আপনি কি এর জন্য এতদূর থেকে এসেছেন?'

মৃতদেহের হাতের মুঠো থেকে লাঠিটা নিলো ও। যেটার উপর ভর করে এতক্ষণ বসে ছিল বন্দি। সেটা দেখিয়ে বলল, 'আমি তার জন্য এখানে আসিনি। এসেছি এটার জন্য।'

গডেফ্রয় ওর হাতের জলপাই কাঠের লাঠির দিকে তাকিয়ে আছে। লাঠির প্রান্ত থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে তরতাজা রক্ত। লাঠির গায়ে ছোট ছোট কিছু দুর্বোধ্য শব্দ খোদাই করা, দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, লেখাগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠেছে।

'কী এটা?' বড় বড় চোখে তাকাল গডেফ্রয়।

প্রথমবারের মতো মেয়েটি পুরোপুরি তাকাল লোকটার দিকে, হাতের ছুরিটা ছুঁড়ে দিল তার বাম চোখ সই করে। নিখুঁত নিশানা! কোনও কিছু বোঝার আগেই গডেফ্রয় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দৃঢ় হাতে ধরে আছে প্রাচীন লাঠিটা। অনেক বেশি জেনে ফেলেছিল সে।

'আমার হাতে এখন যীশুর দণ্ড!' বিড়বিড় করে বলল সে অনাগত ভবিষ্যতকে। 'এই সেই লাঠি, যেটা মোসেস ব্যবহার করতন, ডেভিড বহন করতন এবং এমনকি বহু রাজাধিরাজরাও এর পিছনে ছুটেছে! আর এখন এই লাঠি আমার হাতে শোভা পাচ্ছে!'

৪ঠা জুলাইঃ
আজ থেকে পাঁচ দিন পর

খুনি তার রাইফেলের নিশানা প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্টের মাথার ওপর তাক করল। সবকিছু আরেকবার চেক করে দেখল সে- সাতশো গজ দূরত্ব , ইউ.এস.এম.সি. এম৪০এ৩-এর জন্য একদম সহজ শিকার! সে লোকটার কানের পিছনে নিশানা করল, কোনওভাবেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। উৎসবের গান ও হাসির আওয়াজ তার কানে ফিকে হয়ে এল, সম্পূর্ণ মনোযোগ টার্গেটের দিকে।

ইউনাইটেড স্টেটসের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তিনজন প্রেসিডেন্ট একই দিনে খুন হয়েছেন, সেই দিন ৪ঠা জুলাই-স্বাধীনতা দিবস।

তারা হলেনঃ থমাস জেফারসন, জন এডামস এবং জেমস মনরো।

আজ হয়তো সংখ্যাটা চার হবে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল কমাণ্ডার গ্রে পিয়ার্স...টিপে দিল ট্রিগার!

প্রথম অংশ

বর্তমান

১
৩০শে জুন, সকাল ১১:৪৪ ই.এস.টি.
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যাণ্ড

গ্রে পিয়ার্স তার গাড়ি নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকল। গাড়ির থাণ্ডারবোল্ট ভি-৮ ইঞ্জিন গর্জন করছে। ওর নিজেরও গর্জন করতে মন চাইছে!

'যতদূর মনে পড়ে তুমি এই জায়গা বিক্রি করার কথা ভাবছিলে।' বলল কেনি ।

গ্রে'র ছোট ভাই, কেনি পাশের সিটে বসে আছে। দৃষ্টি সামনের বাড়িটার দিকে। দুই তলা বাংলোর মতো বাড়িটাতে বড় হয়েছে দু'জন। বাইরে লাল ইটের কারুকাজ করা, সামনে গ্যারেজ। সাজান গোছান ছিমছাম পরিবেশ।

'না। আমি তো এমন কিছু বাবাকে বলিনি।' গ্রে উত্তর দিল। 'বুড়ো মানুষটার দিন দিন ভুলে যাবার রোগটা বেড়েই চলেছে।'

'এ আর নতুন কী .....' কেনি বিড়বিড় করে বলল।

গ্রে ভাইয়ের দিকে ফিরে হাসল, ডালাস থেকে কেনিকে নিয়ে এসেছে। চোখ লাল হয়ে আছে কেনির; উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে ও। তবে চোখ লাল হওয়াটা জেট ল্যাগের কারণে, নাকি ফার্স্ট ক্লাসে বসে প্রচুর জিন পান করার কারণে কে জানে! কেনির নিশ্বাসের সাথে ভেসে আসা অ্যালকোহলের গন্ধ গ্রে'কে তার বাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাবার চেহারার পুরোটাই পেয়েছে ওর ছোট ভাই।

গাড়ি গ্যারেজে রাখার সময় রিয়ারভিউ মিররে নিজের চেহারা দেখল গ্রে। দুই ভাইয়ের গায়ের রং, চুল একই রকম। একদম ওদের বাবার মতো। কিন্তু ওর চুল ছোট ছোট করে ছাটা আর তার ভাইয়ের চুল লম্বা লম্বা, পনিটেল করে বাধা। এজন্যই হয়তো কেনির বয়স অনেক কম দেখায়। এর ওপর আবার পড়েছে শর্টস ও গেঞ্জি। একদম বাচ্চা বাচ্চা লাগছে দেখতে। সে যে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, দেখলে বিশ্বাসই হয় না! পালো আটলো'র অফিসে অবশ্য এই বেশভূষায় দেখা যায় না তাকে।

গ্রে গাড়ি থেকে বের হলো। ভাইকে নিয়ে চিন্তা বাদ দেয়ার চেষ্টা করছে। পুরোটা রাস্তা লোকটা একমনে ফোন টিপে গেছে শুধু, ফোনেই ব্যবসায়িক চুক্তি করেছে বিশ্ব জুড়ে। গ্রে'র সাথে কথা হয়নি বললেই চলে। গ্রে-ও শুধু নিষ্ঠাবান শোফারের দায়িত্বটাই পালন করে গেছে, বেশি একটা ঘাটায়নি।

আমাকে অকর্মা মনে করার কোনও কারণ নেই, ব্যস্ততা আমারও আছে!

গত কয়েক মাসে, গ্রে'র জীবন যেন থমকে দাঁড়িয়েছে, এর জন্য দায়ী মা'র মৃত্যু ও বাবার মানসিক অসুস্থতা। কেনি অবশ্য এসেছিল তখন, এক সপ্তাহ থেকে গেছে তাদের সাথে। কিন্তু তারপর থেকে পুরো দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে ওর কাঁধে। কেনি এসে যে সব ঝামেলা বাঁধিয়েছিল, সেগুলো সামলাতে না হলে খুব একটা সমস্যা

হতো না যদিও। চলে যাওয়ার সময় ছেলেটা একগাদা বীমা আর দলিলপত্রের কাজ বাকি রেখে গিয়েছিল।

এখন অবশ্য পরিস্থিতি উল্টো মোড় নিয়েছে!

অনেকদিনের চেষ্টার পর কেনিকে ওদের বাবাকে দেখে রাখার জন্য হা বলানো গিয়েছে। মি. পিয়ার্স অ্যালঝেইমার্সের রোগী, নিজের নাম ছাড়া আর প্রায় সবকিছুই ভুলে যান। কিছুদিন আগে এই রোগ এতোটা বেড়ে গিয়েছিল যে তাকে প্রায় তিন সপ্তাহ মেমোরি কেয়ার ইউনিটে থাকতে হয়েছে। এই গতকাল রাতেই ছাড়া পেয়েছেন তিনি। গ্রে একা আর কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। কেনিরও দুই সপ্তাহের ছুটি চলছিল, তাই ডেকে নিয়ে এসেছে।

গ্রে সিগমা থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছে। সেই ছুটির অবশিষ্ট আছে আর এক সপ্তাহ। আরও কিছু দিন সময় দরকার ঘরবাড়ি গোছানোর জন্য। সে কারণেই কেনির এখানে আসা।

তার ভাই গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে ব্যাগ-পত্র বের করে, হলদে বাম্পারে হাত রেখে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'বাবার গাড়ি কী করবে? বিক্রি করে দিলেই তো ভালো হয়। মনে হয় না তিনি কখনও আর এটা চালাতে পারবেন।'

গ্রে গাড়ির চাবি পকেটে রাখল। ক্লাসিক থাণ্ডারবার্ড গাড়িটা, কুচকুচে কালো দেহ আর লাল রংয়ের চামড়ার সিট। ওটা তার বাবার গর্ব আর অহংকার! প্রচুর খেটেখুটে এই গাড়িটাকে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। নতুন ইঞ্জিন, শক্তিশালী কার্বুরেটর, কয়েল ইত্যাদি জোড়া দিয়ে পুরাতন গাড়িটাকে একদম নতুনের মতো ঝকঝকে করে তুলেছেন।

'থাক। বিক্রি করার কী দরকার?' ও বলল। 'নিউরোলজিস্ট বলে দিয়েছে, বাবার যাতে আশেপাশের পরিবেশের পরিবর্তন আনা না হয়। গাড়ি তিনি চালাতে না পারলেই কী? দেখে তো অন্তত শান্তি পাবেন।'

কেনি আর কিছু বিক্রির প্রস্তাব দেওয়ার আগেই গ্রে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। ভাইয়ের ব্যাগ ছুঁয়েও দেখল না, নিজেরটা নিজেই এনে নিক।

কিন্তু কেনি বাধা দিল। 'যদি সবকিছুই আগের মতো রাখতে চাও তাহলে আমাকে কেন ডেকে আনলে? আমার কী কাজ এখানে?'

গ্রে'র মেজাজ খিচড়ে গেল। ধমকে উঠল, 'কারণ তুমি এখনও তার সন্তান-এবং দয়া করে সন্তানের দায়িত্বটা কিছুটা হলেও পালন করো।'

কেনি তার ভাইয়ের চোখে আগুন দেখতে পেয়েছে। এই আগুন একমাত্র তার বাবার চোখেই দেখতে পেত সে। চোখের দিকে তাকালেই ভয় জাগে মনে। বাবা একজন শক্ত-সামর্থ্য পুরুষ ছিলেন। তেলের খনিতে কাজ করতেন। কিন্তু একদিন দুর্ঘটনায় বাম পা কাটা পড়ল। সারাদিন তাদের দুই ভাইকে নিয়েই থাকতো বাবা। মা চাকরি করতো। বাবা যন্ত্রের মতো সারাদিন ঘরের কাজ করাত ওদেরকে দিয়ে। শেষমেশ অত্যাচার সইতে না পেরে আঠারো বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দেয় গ্রে।

মা-ই ছিলেন তাদের সংসারের মধ্যমণি। মা'র কারণেই পরিবারের সবার মাঝে যোগসূত্র ছিল। কিন্তু আজ তিনিও নেই।

তারা কী করবে এখন মাকে ছাড়া?

কেনি অবশেষে তার ব্যাগ উঠিয়ে, গ্রে'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সেই কথাগুলো বলল, 'অন্তত আমার জন্য তো আর মা মারা যাননি।' প্রতিটি কথা যেন তীর হয়ে গ্রে'র বুকে বিঁধল।

কথাটা এক মাসে আগে শুনলে, হয়তো ওখানেই হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ত গ্রে। কিন্তু গত এক মাসে নেয়া বেশ কয়েকটা সেশন এখন ওকে খানিকটা হলেও সুস্থ করে তুলেছে। তবে ভাইয়ের কথাটা একেবারে ফেলে দিতে পারল না, পুরাতন ক্ষতটায় নতুন করে জ্বালা করছে! গ্রে'র জন্য পাতা ফাঁদে প্রাণ গেছে ওর মা'র। লোকে একে দুর্ঘটনা বললেও, গ্রে নিজেকেই দোষী ভাবে। ওরই তো দোষ। ওর জন্যই তো তাকে অকালে মরতে হলো! সেদিন মাকে না পাঠালে তো তিনি আজও বেঁচে থাকতেন!

এখন বেঁচে থাকার জন্য একটা মাত্র কারণকেই চোখের মণি করে নিয়েছে ও, সে জন্য নিজেকেও তৈরি করছে। ধ্বংস! তার মায়ের মৃত্যুর জন্য যে গুপ্ত সঙ্ঘ দায়ী তার ধ্বংস চায় সে। দরকার হলে প্রতিটি দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে খুন করবে ও। মৃতা মা'র কাছে এ-ই ওর প্রতিজ্ঞা।

রাত ১০:৫৮ এস.সি.টি.
সিসিলির দ্বীপপুঞ্জে

হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙ্গে গেল অ্যামাণ্ডার, ইয়টে শুয়ে আছে ও। জেগে উঠে প্রথমেই নিজের ফুলে উঠা পেটে হাত বোলাল। ওখানে দ্বিতীয় প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। তেমন কোনও সমস্যা হচ্ছে না, শুধু তলপেটটা একটু ভারী লাগছে। প্রথম তিন মাস খুব দুশ্চিন্তায় কেটেছিল তার।

গত দুই বার তিন মাস হওয়ার আগেই বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে, সে এখন অল্পতেই ভয় পেয়ে যায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর প্রথম সন্তান ছিল ছেলে ও দ্বিতীয় সন্তান ছিল মেয়ে।

ছত্রিশতম সপ্তাহ চলছে...এখনও কোনও ঝামেলা হয়নি, সবকিছু ঠিকই আছে।

ইয়টের ব্যক্তিগত কেবিনের বিশাল বড় বিছানায়, পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকছে ওর স্বামী। সাদা বালিশের মাঝে লোকটার মুখ ঠিক যেন দেবদূতের মতো লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো নিজের হাতে গ্রানাইট কুঁদে তৈরি করেছেন তাকে। ম্যাকের বাহুবন্ধনে সে নিশ্চিন্ত অনুভব করে। স্বামীকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলে মেয়েটি, পাছে আবার না সজাগ হয়ে যায়।

দক্ষিণের এক স্বনামধন্য পরিবারে তার জন্ম। আভিজাত্যের পাশাপাশি তার পরিবার সংবেদনশীলও। ও নিজে ফর্সা, চুল সোনালি ও চোখ নীল। বড় হয়েছে

বনেদী সব সংস্কারের মাঝে। কিন্তু সেসব শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে করেছে আটলান্টার এক পুরুষকে; যার চুল কালো, চোখের মণি কালো, গায়ের রং শ্যামলা। ম্যাককে বিয়ে করার জন্য পরিবারের বিরুদ্ধে যেতে হয়েছে তাকে, কিন্তু দিনশেষে ওরা সুখী। পরিচিত মহল তাদের সুখে ঈর্ষাবোধ করে! কিন্তু এতো সুখের মাঝে অপূর্ণতা একটাই। একটাও সন্তান নেই ওদের।

স্বামীর সমস্যার কারণে দীর্ঘ এক বছর ধরে চেষ্টার পরও অ্যামাণ্ডা সন্তান সম্ভবা হতে পারেনি। অবশেষে স্পার্ম ডোনারের মাধ্যমে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। গত দুই বার সন্তান গর্ভেই নষ্ট হওয়ার পর এইবার তারা সফল।

সে আবার তার পেটে হাত বুলাতে লাগল, এইতো আর কিছুদিন। তারপরই তার ছেলে পৃথিবীর আলো দেখবে।

কিন্তু এই সুখ যেন সহ্য হলো না বিধাতার। তাই গত সপ্তাহে, একটা উড়োচিঠি এসে হানা দিল সুখের সংসারে। চিঠিটা একটা সতর্কবার্তা। পালাও, কেউ যেন জানতে না পারে। চিঠিতে কেন পালাতে হবে তাও লেখা আছে, তবে সংক্ষেপে। চিঠির গুরুত্ব বুঝে পালাতে সে আর দেরী করেনি।

ডেকে ধুপ করে কী যেন পড়ল। উঠে বসে কান খাড়া করল সে। ভুল শুনল নাকি?

ম্যাক উঠে গেছে, চোখ রগড়াতে লাগল। 'কী হয়েছে সোনা?'

ও মাথা নাড়ল, মুখে এক হাত দিয়ে স্বামীকে চুপ করতে ইশারা করল।

ওরা সবকিছু ঠিক-ঠাক করেই এখানে এসেছে, যাতে কেউ তাদেরকে খুঁজে না পায়। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিমান ভাড়া করেছে। সিসিলির অন্য প্রান্তে প্লেন নিয়ে নেমেছে। সতর্কতার জন্য বাড়তি আধা ঘণ্টা অপেক্ষা পর্যন্ত করেছে! সবশেষে একটা প্রাইভেট ইয়ট ভাড়া করে চলে এসেছে এই নীল সাগরে।

অ্যামাণ্ডা চায় অনেক দূরে, সবার চোখের আড়ালে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু গর্ভবতী বলে তা অসম্ভব। ইয়টটা সিসিলির রাজধানীর কাছাকাছিই রাখতে হচ্ছে ওদের। যাতে প্রয়োজনে দ্রুত পৌঁছুতে পারে হাসপাতালে।

ইয়টে উঠার পর, শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন ও ক্রু দুজন তাদের চেহারা দেখেছে। তাদের কেউই তাদের আসল নাম জানে না।

একদম নিখুঁত একটা পরিকল্পনা!

চাপা চিৎকার কানে এল তার। বাইরে কথার আওয়াজ...তারপর আচমকা গুলির শব্দ!

তার হৃদয়ে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

না, এখন না। হে খোদা! বাঁচাও তুমি।

ম্যাক বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া। 'অ্যামাণ্ডা, এখানেই থাকো।' ড্রয়ার থেকে অটোমেটিক পিস্তল বের করল সে। সার্ভিস পিস্তল ওটা, লোকটা যখন চার্লসটনের পুলিশ ছিল, তখনকার। রুমের কোনার দিকে ইঙ্গিত করল ম্যাক, 'জলদি বাথরুমে লুকাও।'

অ্যামাণ্ডার চেহারা রক্তশূন্য, ভয়ে কাঁপছে।

ম্যাক দৌড়ে দরজার কাছে গেল, উঁকি দিয়ে দেখল বাইরে। কেউ নেই দেখে সন্তুষ্ট হলো। দরজা খুলে বের হয়ে গেল সে। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'দরজা আটকিয়ে দাও।'

অ্যামাণ্ডা অক্ষরে অক্ষরে তার আদেশ পালন করল। তবে না লুকিয়ে, প্রথমেই অস্ত্রের আশায় ঘরের ভেতরে নজর বুলাল। কিন্তু আফসোস, ছোট ফল কাটার ছুরিটা পেল শুধু! ওটার হাতলে এখনও পেঁপের রস লেগে আছে। ছুরি নিয়ে ও বাথরুমের দিকে এগুলো। কিন্তু এতো ছোট জায়গায় তো সে সহজ শিকারে পরিণত হবে! মন সায় দিল না বলে শেষপর্যন্ত রুমের মধ্যেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

বাইরে প্রচুর গোলাগুলির শব্দ, চিৎকার ও খিস্তির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল মেয়েটা। এক হাতে চাকু, অন্য হাত তার পেটে। তার উৎকণ্ঠা তার গর্ভের সন্তানের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে যেন, পেটের ভিতর ছোট্ট একটা লাথি অনুভব করল সে।

'সোনামণি! কেউই তোমাকে ব্যথা দিতে পারবে না।' বিড়বিড় করে বলল অনাগত সন্তানের উদ্দেশ্যে।

বাইরে থেকে ছোটাছুটি-ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল।

উপরে তাকাল অ্যামাণ্ডা। হচ্ছেটা কী ডেকে? কয়জন তারা? কী চায়?

দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ শুনতে পেল হঠাৎ, সেই সাথে অস্পষ্ট আঁচড়ের শব্দ। ম্যাক নাকি? আহত হয়নি তো? চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ম্যাক প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি সব সামলে নিয়েছে? নাকি তাকে বাঁচানোর জন্য ফিরে এসেছে?

প্রায় অবশ হাত দিয়ে দরজার লক খুলে দিল মেয়েটি। সাথে সাথেই দরজায় জোরে একটা লাথি পড়ল। ছিটকে দূরে পড়ে গেল ও। এক লম্বা-শ্যামলা লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে ম্যাক নয়!

ম্যাকের মাথা তার বা হাতে ধরা, ডান হাতের ম্যাচেটি গলা চিরে দুই ফাঁক করে দিয়েছে। রক্ত ভেসে গেছে পুরো ডেক! হাঙরের মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে, কুৎসিত হাসি দিল লোকটা। যেন খুব বড় কোনও রসিকতা করে ফেলেছে।

ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল অ্যামাণ্ডা। হাতে ধরা ছোট ছুরিটার কথা ভুলেই গেছে।

কুৎসিত লোকটার পাশেই ধবধবে ফর্সা একটি লোক দাড়িয়ে আছে, পরনে সাদা স্যুট। পুরো অবয়বে শুধু চুল ও ঠোঁটের উপরে গোঁফ কালো, বাকি সব সাদা। সে-ও হাসছে, তবে হাসির মাঝে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা ভাব। যেন তার সঙ্গীর কাজে সে অত্যন্ত বিব্রত।

লোকটা কিছু কঠিন কথা তার সঙ্গীকে শুনিয়ে দিল। কিছুই বুঝতে পারলো না অ্যামাণ্ডা। ভাষাটা সম্ভবত আফ্রিকান। ধমকের মতো শোনাচ্ছে কথাগুলো। অন্য লোকটা শ্রাগ করে ওর স্বামীর কাটা মুণ্ডু বিছানায় ছুড়ে মারল।

'চল, যাওয়ার সময় হয়েছে।' চোস্ত ইংরেজিতে ওকে আদেশ করল স্যুট পড়া লোকটা। এমনভাবে বলল যে, কোনও পার্টিতে যাওয়ার জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নড়ল না মেয়েটি...বরঞ্চ বলা ভালো, নড়তে পারল না।

ফর্সা লোকটা তার সঙ্গীর দিকে ইশারা করল।

এগিয়ে এসে সাথের জন তার হাত ধরল, টেনে নিয়ে গেল রুমের বাইরে। এরপর বাইরের প্যাসেজ ওয়ে থেকে সরাসরি ডেকে।

ডেকে যেন নরককাণ্ড ঘটে গেছে।

ক্যাপ্টেন ও তার দুজন ক্রুমেট পড়ে আছে। মৃত, রক্তের যেন বন্যা বয়ে গেছে! কাছাকাছি আরও দুজনের লাশ। আক্রমণকারী দলের সদস্য ওই দু'জন। তাদের দেহে বুলেটের ক্ষত এবং ক্রুদের দেহে ম্যাচেটির গভীর ক্ষতের দাগ।

বেঁচে থাকা দস্যুরা ডেকের উপর জাহাজের যত যত দামি জিনিস আছে তা জমা করছে। এর মধ্যে মদ ও অন্যান্য খাবার-দাবারও আছে। সবার চামড়া কালো, স্থানীয় আদিবাসী সবাই। প্রত্যেকের হাতেই ম্যাচেটি, গাদা বন্দুক, পুরাতন পিস্তল- এককথায় কোনও না কোনও অস্ত্র আছেই।

জলদস্যু!

চাঁদের আলো আর উষ্ণ বাতাসে মেয়েটির মনে হতাশা জেগে উঠল। এত দূরে পালিয়ে এসে ভেবেছিল বেঁচে যাবে, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। সিসিলিতে এসে জলদস্যুদের হাতে মরতে হবে-কখনও কল্পনাও করেনি!

খুব বড় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু শোধরানোর আর উপায় নেই।

ফর্সা লোকটা তাকে পাশে নোঙর করা বোটে নিয়ে এল। কোথায় যেন অ্যামাণ্ডা পড়েছিল, ইউরোপ থেকে নির্বাসিত কিছু লোক জলদস্যুদের আর্থিক সাহায্য করছে। পাশাপাশি নেতৃত্বও দিচ্ছে।

এই লোক কি এমন কেউ? এতো রক্তারক্তি, এত হত্যাকাণ্ডের পরও তার স্যুটে একফোঁটা রক্তও পড়লো না কেন?

স্টারবোর্ডের কাছাকাছি আসতেই লোকটা তার দিকে ফিরে তাকাল।

'কী চান আপনি আমার কাছে?' রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। আর যাই হোক তার আসল পরিচয় তাদের জানার কথা না।

স্যুট পরা লোকটা মৃদু ও অনুগত স্বরে বলল, 'আমরা তোমাকে চাই না।' পেটের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'ওকে চাই।'

সন্ধ্যা ৭টা ই.এস.টি.
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যাণ্ড

হাতে একগাদা বাজার নিয়ে গ্রে তাদের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। ঢুকতেই নাকে এসে বসল প্রচুর দারুচিনি দেয়া পাইয়ের সুগন্ধ! জিম থেকে আসার সময় কেনির মেসেজ পেয়েছিল ও। ছেলেটা ওকে আসার সময় কিছু ভ্যানিলা আইসক্রিম

আর কিছু টুকিটাকি জিনিস আনতে বলেছে, ডিনারের জন্য লাগবে। মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আজই তাদের প্রথম ডিনার যেখানে পরিবারের সব সদস্যরাই উপস্থিত থাকছে।

চুলোর মধ্যে চাটনি টগবগ করে ফুটছে, বড় একটা বাটির মধ্যে স্প্যাগেটি রাখা। চাটনি উপচে পড়ছে পাতিল থেকে, পুড়ে যাচ্ছে। ভুলে গেছে? নাকি খেয়াল করেনি?

কিছু একটা হয়েছে।

পাশের রুম থেকে উচ্চস্বরে কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, 'আমার গাড়ির চাবি কোথায়?'

গ্রে তাকের মধ্যে বাজারের ব্যাগ রেখে লিভিং রুমের দিকে এগুলো। যাওয়ার আগে চুলা বন্ধ করতে ভুলল না।

'আমার গাড়ি চুরি হয়েছে!'

ডাইনিং রুমের ভিতর দিয়ে লিভিং রুমে পৌঁছল গ্রে, এখান থেকেই শোরগোল হচ্ছে। ঘরের চারপাশ আসবাবপত্রে ঠাসা। কঙ্কালসার বাবা আর্মচেয়ারে বসে আছেন। পাশেই জানালা। এক কালে এই আর্মচেয়ারে বসেই তিনি এই পুরো বাড়ি দেখাশোনা করতেন। সেই ছাপ এখনও রয়ে গেছে তার মাঝে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াতে চাইলেন, কিন্তু কেনি হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিল। ছোটখাটো এক মহিলা রাখা হয়েছে বাবার সেবা করার জন্য। সে বাবাকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেরি বেনিং হাসপাতালের মেমোরি কেয়ার ইউনিটের একজন প্রশিক্ষিত নার্স। বাবার দেখ-ভালের জন্য গ্রে তাকে নিযুক্ত করেছে। তবে তার কাজ কেবল রাতে। চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে, এমন কোনও নার্স এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেনি আপাতত দিনের বেলা বাবার খেয়াল রাখবে। গ্রে আর মেরি অবশ্য নতুন নার্সের খোঁজ করছে। দুজন নার্স রাখা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও, এটুকু মেনে নিতেই হবে। অবশ্য সিগমা কমাণ্ডার, পেইন্টার ক্রো টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

'হ্যারিয়েট ! আমাকে যেতে দাও।' বাবা ঝটকা দিয়ে মেরির হাত ছুটিয়ে নিল। আরেকটু হলেই কনুই মহিলার নাকে গিয়ে লাগত।

নার্স তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,'জ্যাক! আমি মেরি।'

তিনি তার দিকে ফিরে তাকালেন। চেনার চেষ্টা করছেন। দ্বিধায় পড়ে গেছেন যেন! তারপর তিনি ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়লেন।

মেরি গ্রে'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার বাবা আপনাকে গাড়িটা চালিয়ে আসতে দেখেছেন। সেজন্যই বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে গেছেন। ঠিক হয়ে যাবে।'

কেনি উঠে দাঁড়াল, হতভম্ব ভাব তার চেহারায়। সে বাবার এই রূপ কখনও দেখেনি। এলোমেলো ভাবে পা ফেলে চলে গেল সে।

তার হাটা বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। 'কেনি! তুমি এখানে কী করছ?'

কেনি রুম থেকে বের হয়নি এখনও। উত্তরে কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। বাবার অসুস্থতা তাকে ভালোই নাড়া দিয়েছে।

মেরি তার বদলে উত্তর দিল। 'জ্যাক, তিনি তো সবসময় এখানেই ছিলেন।' কথাটা যদিও পুরোপুরি সত্য নয়।

বাবা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। তারপর হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। 'হ্যাঁ ...... আমার মনে পড়েছে ....'

সত্যিই কি? নাকি তিনি মনে পড়ার ভাব দেখাচ্ছেন?

কেনি গ্রে'র দিকে তাকাল। এখনও হতভম্ব।

আমার জগতে তোমাকে স্বাগতম।

'আমি যাই। ডিনারের কাজ সেরে ফেলি।' মেরি উঠে দাঁড়াল।

'জামাকাপড়গুলো ব্যাগ থেকে বের করা দরকার।' বলতে বলতেই চলে গেল কেনি।

'ভালো কথা, কাপড়গুলো ধুয়ে ফেল কিন্তু।' বাবা হুকুম করলেন যেন। 'তোমার ঘর উপরে '

'আমার মনে আছে বাবা।' কেনি তাকে থামিয়ে দিল। এমনভাবে বলল যেন তার বাবা পুরো সুস্থ, তার স্মৃতিভ্রষ্টের কোনও রোগ নেই।

বাবা শুধু নড করলেন, সন্তুষ্ট।

কেনি চলে যাওয়ার পর যেন তাদের বাবা গ্রে'কে খেয়াল করল। তার চেহারার হাসি হাসি ভাবের জায়গায় ফুটে উঠছে রাগ। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে বাবার মনে পড়েছে মায়ের মৃত্যুর কথা। ক্ষতটা তার জন্য এখনও তাজা। তিনি এটাও জানেন কেন ও কীভাবে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই একটা ব্যাপার তিনি কখনওই ভুলেন না। এই সপ্তাহে এমনিতেও প্রচুর ঝুট-ঝামেলা হয়েছে। তবে যত কিছুই হোক না কেন মাকে ফিরিয়ে আনা তো সম্ভব না।

দরজায় টোকার আওয়াজ তাদের সবাইকে সচকিত করল। গ্রে চিন্তায় পড়ে গেল, কেন যেন খারাপ কোনও সংবাদের আশংকা করছে।

কেনি দরজা খুলে দিল। মেরুন জামার ওপর কালো-নীল বাইকার জ্যাকেট পরিহিত এক মেয়েকে দেখা গেল দোরগোড়ায়, এক হাতে হেলমেট ধরে রয়েছে।

গ্রে মেয়েটাকে দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'সেইচান! তুমি এখানে কী করছ?'

বাবা বাধা দিল, 'মেয়েটাকে বাইরে দাড় করিয়ে রেখেছ কেন?'

তিনি হাত নেড়ে ইশারা করলেন মেয়েটাকে ভিতরে আসতে। অনেককিছু ভুলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু দরজার দেড়গোড়ায় আসলে সুন্দরী মেয়েদের যে সম্মান দিতে হয় তা এখনও ভুলেননি।

'ধন্যবাদ, মি. পিয়ার্স।' সেইচান বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। তার হাটা-চলার মাঝে জংলি বিড়ালের ক্ষীপ্রতা! মেয়েটির সদা সতর্ক চোখ খুঁজে নিল গ্রে'কে। তিন সপ্তাহ আগে তাদের শেষ দেখা হয়েছিল। একটা গভীর চুম্বন ও একটা প্রতিজ্ঞা

করেছিল তারা ওইদিন। প্রতিজ্ঞাটা অবশ্য প্রণয়ের ছিল না, ছিল মিসেস পিয়ার্সের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার।

এখনও সেইচানের ঠোটের কমনীয়তা গ্রে'র মনে আছে।

প্রতিজ্ঞাটা কী শুধু মাত্র ওই একটা বিষয়েই ছিল? নাকি তার পিছনেও ছিল অন্য কোনও অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি?

সেইচান কিছু বলে উঠার আগেই তার বাবা বলল, 'আমরা ডিনার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তুমিও আমাদের সাথে ডিনারে অংশগ্রহণ করতে পারো।'

'ধন্যবাদ। হাতে সময় কম তো, অন্য কোনও দিন। আপনার ছেলের সাথে কয়েকটা কথা ছিল।' কঠিন স্বরে বলল সেইচান।

ওর চোখের মণি আমলকি আকৃতির-ধূসর রংয়ের, বংশ সূত্রে পাওয়া ইউরেশিয়ান বৈশিষ্ট্য।

নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছে।

সেইচান একদা এক কুখ্যাত গুপ্ত সঙ্ঘের তারচেয়েও বেশি কুখ্যাত তুখোড় গুপ্তঘাতক ছিল। ওই একই গুপ্ত সঙ্ঘ গ্রে'র মায়ের হত্যার সাথে জড়িত। এর নাম 'দ্য গিল্ড'। পুরো পৃথিবী জুড়েই এদের প্রভাব আছে। এই দলের উদ্দেশ্যে ও পরিচয় এখনও এক রহস্য, এমনকি তাদের সদস্যদের কাছেও। প্রতিটা দেশে এদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাখা আছে। কীভাবে সব কাজ চলে তা কেউই জানে না। সেইচান মূলত ডিরেক্টর ক্রো'র কথায় সেই দলে ডাবল এজেন্ট হিসেবে প্রবেশ করে। কিন্তু দলের লোকেরা তার আসল পরিচয় টের পেয়ে যায়। এখন সে পলাতক। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তাকে খুঁজছে বিভিন্ন অপরাধের জন্য এবং গুপ্ত সঙ্ঘের সদস্যরা তাকে খুঁজছে খুন করার জন্য। সে গ্রে'র পার্টনার এবং তার ভালোমন্দের দায়িত্ব গ্রে'র ঘাড়েই।

গ্রে মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়াল। 'বল।'

নিচু গলায় সে বলল, 'ডিরেক্টর ক্রো ফোন দিয়েছেন। সরাসরি এখানে আসতে বললেন। সিসিলিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান টার্গেটকে অপহরণ করেছে সোমালিয়ার জলদস্যু। পেইন্টার জানতে চেয়েছেন তুমি এই মিশনে যাবে কিনা।'

গ্রে ভ্রূকুটি করল। অপহরণ-এর সাথে সিগমার কী সম্পর্ক? পুলিশ ও মেরিন আছে কিসের জন্য? এইসব ছোটখাটো কেস তো তারাই সমাধান করবে। সিগমা ফোর্স এমন এক সংগঠন যা গড়ে উঠেছে স্পেশাল ফোর্সের তুখোড় সব যোদ্ধাদের নিয়ে। এর প্রত্যেক সদস্যই কোনও না কোনও বৈজ্ঞানিক শাখায় বিশেষজ্ঞ। মূলত এই সংস্থা ডারপার একটা কভার। সিগমা বিশ্বকে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু তাই বলে একটা সাধারণ অপহরণ-এর জন্য ওদেরকে ডাকা হবে!

ওর মুখের সংশয় ভাব সেইচান নজর এড়ায়নি। সে আরও কিছু বলতে চায় কিন্তু সবার সামনে তা বলা সম্ভব না। বড় কোনও ব্যাপার ঘটেছে, উপলব্ধি করতে পারল গ্রে। মনটা কেন যেন কু গাইতে শুরু করেছে!

'আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।' সেইচান বলল। 'তুমি কী আসবে? এয়ারপোর্টে একটা জেট প্লেন তৈরিই আছে। এই মুহূর্তে তেল ভরা হচ্ছে।

কোয়ালস্কি রাস্তা থেকে আমাদের তুলে নেবে। তুমি তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ব্যাগ গুছিয়ে নিতে পারবে। নইলে আমাদের অন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

গ্রে তার বাবার দিকে ফিরে তাকাল, এতক্ষণ আড়ি পেতে সব শুনেছেন তিনি।

'যাও। তোমার কাজ করো। আমাকে দেখার জন্য এখানে অনেকেই আছে।'

বাবার কথায় গ্রে সান্ত্বনা অনুভব করল, হয়তো বাবা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের এই অনুভূতির তিক্ততায় রূপ নিল। একটু পরেই বাবা বললেন, 'এমনিতেও তোমার চেহারা দেখতে আর ভালো লাগছে না।'

গ্রে দুই পা পিছিয়ে গেল। সেইচান তার হাত ধরল, নরম হাতের স্পর্শেও শান্ত হলো না সে।

মেরি তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। কথাগুলো তার কানেও গেছে। গ্রে'র দিকে সহানুভূতির সাথে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঠিক সব সামলে নিব। তোমার একা থাকা প্রয়োজন।'

মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল গ্রে। সেইচানকে সাথে বেরিয়ে এল গাড়ি বারান্দায়। মনের মাঝে কষ্ট দানা বেঁধে উঠছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'তুমি ঠিক আছ?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে মাথার চুলে আঙুল চালাল সে। 'আমাকে ঠিক থাকতে হবে। '

তারপর মেয়েটি ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল, সত্য খোঁজার চেষ্টায়।

উত্তরটা খুঁজে পাবার আগেই গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ শুনতে পেল সে, সামনে এসে থামল একটা কালো এস.ইউ.ভি.। জানালা খুলতেই সিগারের এক গাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল, পিছনে টাকমাথা গরিলার মুখ দেখা যাচ্ছে।

'আসবে নাকি চলে যাব?' কোয়ালস্কি কর্কশস্বরে বলে উঠল।

যতই ভাব দেখাক না কেন, নিজের দলের লোককে দেখে মনে মনে খুশি হলো গ্রে। এর আগে কখনওই এই নিষ্ঠুর লোকটাকে দেখে এতোটা খুশি হয়নি।

কেনি দৌড়ে এসে তার পথ আটকাল। 'তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না। আমি একা একা এখানে কীভাবে এতকিছু সামলাব?'

গ্রে বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, 'এবার তোমার পালা। এতদিন তো আমি একাই সামলে নিয়েছিলাম।'

ভাইকে সরিয়ে পথ করে নিল। গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আর কে কে আমার সাথে যাবে?' জানতে চাইল ও।

'আরও দুইজন আমাদের টিমে কাজ করবে। যথা সময়ে তাদের তুলে নেওয়া হবে। স্থানীয় এজেন্টকেও জানিয়ে রাখা হয়েছে। সে আমাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।'

'তারা কারা?'

রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে হেলমেট পড়ে নিল কোয়ালস্কি। 'আশা করি জলাতঙ্কের টিকা নিয়েছ তোমরা!'

২

১লা জুলাই, সন্ধ্যা ৬:৩২, পূর্ব আফ্রিকার সময়
তানজানিয়া রিপাবলিক

নিচু গলার গরগর একটা আওয়াজ, লোকটাকে সতর্ক করে দিল।

অপ্রশস্ত রাস্তার এক কোনায় লুকিয়ে আছে সে। দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও এদিকটা কিছুটা অন্ধকার। এক ঘণ্টা ধরে এক অপরিচিত লোক তার পিছনে লেগেছে, দূর থেকে তার উপর নজর রাখছে। জাঞ্জিবারের অলিগলি, চিপাগলি ঘুরে ঘুরে অবশেষে সে পিছনে লেগে থাকা ফেও ছুটিয়েছে।

কিন্তু ওরা তাকে খুঁজে পেল কীভাবে?

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল, চেয়েছিল কেউ যেন ওকে খুঁজে না পায়। গত তিন বছর ধরে চলছে এই লুকোচুরি। দুই সপ্তাহ আগে এখানে এসেছে ও। জাঞ্জিবার, পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপ, রহস্যের দ্বীপ। লোকমুখে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এই দ্বীপ সম্পর্কে। পালিয়ে বেড়ানোর জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। কেউ কাউকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। কাকে নিয়ে আগ্রহ দেখানো যায়, আর কাকে নিয়ে নয় তা এই দ্বীপবাসী ভালোই বোঝে। অপরাধীদের জন্য এক স্বর্গরাজ্য এটা।

কিন্তু তবুও সবাই ওকে দেখলে দ্বিতীয়বার আবার ফিরে তাকায়, আসলে বাধ্য হয় তাকাতে। বিদেশি বলে নয়...এই ছোট দ্বীপে বিদেশিদের অভাব নেই। এক বছরের বেশি সময় আফ্রিকায় থাকতে থাকতে ওর গায়ের রং রোদে পুড়ে স্থানীয়দের মতোই গাঢ় হয়ে গেছে। ঊনত্রিশ বছর বয়সী লম্বা আর মেদহীন দেহটা, কাঠামো শক্তিশালী। কেউ একবার ওর হিমশীতল চোখের দিকে তাকালে দ্বিতীয়বার আর ফিরে তাকানোর সাহস পায় না।

মানুষকে আকর্ষণ করে তার পোষা কুকুর কেন, আকারে প্রাণীটা প্রায় তার হাঁটু অবধি লম্বা। সে যেখানেই যায় কুকুরটাকে সাথে করে নিয়ে যায়। কুকুরটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী, তার দেহেরই যেন একটা বাড়তি অংশ, এক মুহূর্তের ইশারায় ঝাঁপিয়ে পড়বে যে কারও ঘাড়ে। কোথাও বসলে এক হাত সে কুকুরটার উপর দিয়ে রাখে, যাতে জরুরি মুহূর্তে সাথে সাথে ইশারা করতে পারে।

কুকুরটিকে দেখতে জার্মান শেফার্ডের মত শক্তিশালী হলেও মূলত এটা বেলজিয়ান শেফার্ড, জাতের নাম ম্যালেনওয়া। দেহের রং কালো ও তামাটে, তবে কালো রংয়ের আধিক্যই বেশি। হাতের নিচে টাকার অনুভব করল হঠাৎ করেই তার কুকুরের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেছে, সতর্ক হয়ে উঠেছে।

আধ-ব্লক সামনে একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল যুবক। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে। টাকার বিপদের গন্ধ পেল।

ছেলেটার বয়স হবে বিশের মত, ভারতীয়। চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, ক্ষীণকায় দেহ। নেশার জন্য নাকি অপুষ্টি কে জানে!

ছেলেটা বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে আছে। হাতের ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে রক্ত ঝরছে, আঘাত পেয়েছে। টাকার সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল।

লুকাবার অন্ধকার কোনাটা থেকে বের হতে উদ্যত হলো ও, ছেলেটাকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু কেনের পা অনড়, তাকে আটকে রাখল প্রানিটা।

এক মুহূর্ত পরেই কারণটা বোঝা গেল। মোড় থেকে তিনজন আফ্রিকান বের হয়ে এসেছে, সবার মুখেই আদিবাসীদের মতো ট্যাটু করা। হাতে ধারালো ম্যাচেটি, শিকারকে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। পেশাদার খুনি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

যুবক তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর উপায় খুঁজছে। কিন্তু রক্তক্ষরণ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত। ছুটে পালানোর চেষ্টা করতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। একটুও আওয়াজ বের হলো না মুখ থেকে, শুধু হাত দুটো সামনে নিয়ে নিজেকে রক্ষার শেষ চেষ্টা করল।

টাকার আর নিজেকে আটকে রাখতে পারল না। দাদার কাছে ছোটবেলায় শিক্ষা পেয়েছে-কোথাও অমানবিকতা দেখলে ভালোরা নিন্দা করে, কিন্তু মহৎরা এগিয়ে যায়। ও মহৎ নয়, তবে চোখের সামনে এভাবে এক যুবকের নিশ্চিত মৃত্যু দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেও পারবে না।

টাকার তার কুকুরের গায়ে তিনবার চাপড় মারল, আক্রমণের সংকেত।

কেন লাফ দিয়ে ছেলেটার শুয়ে থাকা দেহটা পার হয়ে গেল। লেজ উঁচু, দাঁত বের হয়ে আছে, মুখে চাপা গর্জন। কুকুটার হঠাৎ আবির্ভাবে আক্রমণকারীরা থমকে দাঁড়াল, অবাক হয়েছে। কুকুরটা এমনভাবে তাদের সামনে দাঁড়াল, যেন কোনও অপদেবতা আচমকা সামনে এসে হাজির হয়েছে!

আক্রমণকারীদের মনোযোগ সরে যাওয়ার সুযোগে টাকার ছায়ার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। সবচেয়ে কাছে থাকা আক্রমণকারীকে আক্রমণ করল। একহাত মোচড় দিয়ে ধরে, থুতনিতে বসিয়ে দিল অন্য কনুইটা। লোকটার হাতের ম্যাচেটি যেন ভোজবাজির মতো চলে এল টাকারের হাতে। এদিকে প্রথম আক্রমণকারী আগেই মুখ থুবড়ে শয্যা নিয়েছে! দ্বিতীয় জন ফিরে তাকাল, সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখেছে। ম্যাচেটি হাতে এগিয়ে এল সে, আঘাত করবে। তলোয়ারের মতো করে ম্যাচেটিটা সামনের দিকে চালিয়ে দিল সে। সরে যাওয়ার বদলে টাকার সামনে এক পা এগোল, জুডোর প্যাচে ম্যাচেটি ধরা হাতটা ধরে ফেলেছে। নিজের হাতে ধরা ম্যাচেটির হাতল দিয়ে শত্রুর নাকে আঘাত করল। বিশ্রী একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে বুঝল, ভেঙে গিয়েছে নাকের হাড়, দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। মার খেয়ে এই

লোকের অবস্থাও কাহিল। কিন্তু তবুও লোকটাকে পড়ে যেতে দিল না টাকার, ঢাল হিসেবে সামনে ধরে রাখল। চোখের কোণ দিয়ে তৃতীয় লোকটাকে পিস্তল বের করতে দেখে ফেলেছে। এতো কাছ থেকে মানব ঢাল খুব একটা সুরক্ষা দেয়ার কথা না। হলোও তাই, শত্রুর ছোড়া বুলেটের একটা লাগল সঙ্গীর গলায় এবং অন্য একটা টাকারের কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

সাথে সাথেই শুনতে পেলে একটা তীব্র আর্তনাদ।

মৃতদেহ ফেলে দিতেই টাকার দেখল, কেন পিস্তলধারীর হাত কামড়ে ধরেছে! দাঁত বসিয়ে দিয়েছে কব্জির নরম মাংসে। হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল লোকটা। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ভয় পেয়েছে খুব। কুকুরটা এখনও ছাড়েনি, মোটা ধারায় রক্ত বের হচ্ছে হাত থেকে।

রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেল লোকটা, অন্য হাতে ধরা ম্যাচেটির কথা মনে পড়েছে। উঁচু করে অস্ত্রটা ধরল সে, কুকুরের গলা কেটে দিতে প্রস্তুত।

'সরে যাও, কেন।' চিৎকার করে বলল টাকার।

কেন সাথে সাথে আদেশ পালন করল। হাত মুক্ত হতেই, শত্রু বিপুল আক্রোশে ম্যাচেটি নামিয়ে আনল অবলা প্রানিটার মাথা বরাবর! আঁতকে উঠল টাকার।

কেন সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে না!

দৌড় দিল ও, হৃদপিণ্ডের গতিবেগ বেড়ে গেছে। লাফ দিয়ে পড়ল রাস্তায় পড়ে থাকা পিস্তল লক্ষ্য করে, হাতে পিস্তল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

সূর্যের আলোয় ম্যাচেটির ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কেশে উঠল একটা বন্দুক!

খুনি পিছিয়ে গেল, মাথার অর্ধেক উধাও হয়ে গেছে। হাতের ম্যাচেটি পড়ে গেল মাটিতে, কারও কোনও ক্ষতি করার সুযোগ পেল না। টাকার হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে নিজের হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে, ও তো গুলি করেনি! তাহলে?

রাস্তায় আরও তিনজনকে দেখা গেল, দুইজন পুরুষ ও একজন নারী। সবার পরনেই সাধারণ জামাকাপড়, কিন্তু হাঁটাচলায় সামরিক ভাব স্পষ্ট। মাঝখানে দলনেতা, তার হাতে একটা ধোঁয়া উঠা সিগ সয়ার।

'একে,' মাটিতে পড়ে থাকা আহত যুবকটির দিকে ইঙ্গিত করল সে। কথায় টেক্সাসের টান। 'জলদি আশেপাশের কোনও হসপিটালে নিয়ে যাও। আমরা পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে সবাই এসে মিলিত হব।'

আহত যুবকের প্রতি মনোযোগ থাকলেও, এক মুহূর্তের জন্যও টাকারের ওপর থেকে নজর সরাল না দলনেতা। চেহারায় কাঠিন্য, মাথার চুল ক্রু-কাট, চোখের রং ধূসর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নিশ্চয়ই সামরিক বাহিনীর লোক।

উঁহু, এক্স-আর্মি।

ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকছে না।

কেনের গরগর উপেক্ষা করে দলনেতা ওর দিকে এগিয়ে এল, বাড়িল দিল সাহায্যের হাত বাড়াল।

'তোমাকে খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হয়েছে, ক্যাপ্টেন ওয়েন।'

টাকার অবাক হলো। বাড়িয়ে ধরা হাত উপেক্ষা করে, নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াল। 'তুমিই তাহলে সকাল থেকে আমাকে অনুসরণ করছিলেন।'

'এবং তুমি আমাদের হারিয়ে দিয়েছ।' লোকটার চোখে এক মুহূর্তের জন্য খুশির ঝিলিক দেখা গেল। 'কাজটা খুব একটা সহজ নয়। এটাই প্রমাণ করে যে তোমার মতো লোককেই আমাদের প্রয়োজন।'

'আমি আগ্রহী নই।'

ঘুরে দাঁড়াল ও। কিন্তু লোকটা ওর পথ আটকে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে বুকে তাক করেছে।

'এক মিনিট শোন।' লোকটা বলল। 'তারপর আপনি যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারো।'

টাকার রাগত দৃষ্টিতে লোকটার আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে। কেনের জীবন না বাঁচালে এর আঙুল এক সেকেণ্ডে ভেঙ্গে দিত। কিন্তু যে ব্যক্তি কেনের জীবন বাঁচিয়েছে তাকে এক মিনিট সময় তো দেওয়াই যায়।

'কে তুমি?' জানতে চাইল ও।

হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, 'কমাণ্ডার গ্রে পিয়ার্স। আমি একটা সংস্থায় কাজ করি, নাম সিগমা।'

টাকার মুখ বিকৃত করল, 'কখনও নাম শুনিনি। এই সংস্থা তোমার পেশাকে কী নাম দিয়েছে? ডিফেন্স কন্ট্রাক্টর? নাকি মার্সেনারি?' শেষোক্ত শব্দটার প্রতি তার ঘৃণা গোপন থাকল না।

'না। আমরা ডারপা'র অধীনে কাজ করি।' কথাটা বলার সময় সামনে দাঁড়ানো লোকটার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

টাকার ভ্রূকুটি করল। আগ্রহী হয়ে উঠেছে, ডারপা'র কথা তার অজানা নয়। এতো বড় একটা সংস্থা এখানে কী করছে?

হচ্ছেটা কী এখানে?

'আমরা নির্জন কোনও জায়গায় দাড়িয়ে কথা বলতে পারি?' কমাণ্ডার বলল।

লোকটার পার্টনাররা আহত যুবককে কাঁধে তুলে নিয়েছে, রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। রাস্তার পাশের জানালাগুলো থেকে উৎসুক মানুষের উঁকিঝুঁকি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু মানুষ বাড়ির কোনায় ভিড় জমিয়েছে। জাঞ্জিবারের মানুষরা অপরাধপ্রবণ, ছোটখাটো অপরাধে সবাই জড়িত। গুলির আওয়াজে আশেপাশের সব মানুষ চলে এসেছে এখানে। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পরপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে মৃতদেহের উপর, দামী যা পাবে ছিনিয়ে নিবে। পুলিশ এলে লাশ ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কোনও প্রমাণ থাকবে না তাদের বিরুদ্ধে, জিজ্ঞাসাবাদ করলেও মুখ খুলবে না কেউ।

'আমার পরিচিত একটা জায়গা আছে।' টাকার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সন্ধ্যা ৬:৪৪

গ্রে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে, সামনে টাকার ওয়েন বসা। এই রেস্টুরেন্টটার ছাদ থেকে ভারত সাগর দেখা যায়। পানিতে মালবাহী জাহাজের পাশাপাশি টুরিস্টদের ইয়ট ভেসে বেড়াচ্ছে। আপাতত রেস্টুরেন্টে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

বিল্ডিং এর নিচে ছোট একটা মশলার দোকান, বাতাসে নানা ধরনের মশলার গন্ধ ভেসে আসছে। জায়ফল, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ এবং নানা ধরনের মশলা একদা এই দ্বীপে নিয়ে এসেছিল অনেক রাজা-রাজরাকে। তারা এই দ্বীপে এসে শুধু মশলাই নয়, ক্রীতদাস কেনা বেচার প্রতিষ্ঠানের-ও প্রসার ঘটিয়েছিল। তারপর বহু হাত ঘুরেছে এই দ্বীপের মালিকানা; মরিস, মধ্য প্রাচ্য, ভারত ও সর্বশেষ আফ্রিকা। সবগুলো দেশের সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে এই দেশের মানুষের মাঝে। দেশের একেকটা প্রান্ত যেন একেক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে, এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য একই কথা ওর বিপরীতে বসে থাকা লোকটার ক্ষেত্রেও খাটে। গ্রে তার চায়ের কাপ পিরিচে রাখল। বড় একটা মাছি কোথা থেকে যেন উড়ে এসে টেবিলে বসেছে, এগিয়ে যাচ্ছে চায়ের কাপের দিকে ।

গ্রে হাত উঠাল-মাছিটাকে পিষে ফেলতে চায়। হাত টেবিলে পড়ার আগেই ওর হাত টাকার ধরে ফেলল।

'না।' টাকার বলল। মাছিটাকে হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে আবার বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

গ্রে কব্জিতে হাত বোলাল। মাছিটা ভুলে গেছে যে আর একটু হলেই সে ভর্তা হয়ে যেত, অলস ভঙ্গিতে উড়ে বেড়াচ্ছে এখনও।

অবশেষে টাকার গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

গ্রে নিকট অতীত ফিরে গেল। আফ্রিকায় আসার সময় প্লেনে বসে সাবেক রেঞ্জারের ডোশিয়ে পড়েছে। টাকার খুব ভাল ডগ ট্রেইনার। ছোটবেলায় পাওয়া মানসিক আঘাতের ফলে সে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ ও সহানুভূতিশীল। এই গুণের কারণে সে খুব সহজেই যেকোনও পশুকে বশে আনতে পারে। বড় হয়েছে ডাকোটায়, ছোট থাকতেই বাবা-মা হারিয়েছে এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায়। তারপর বড় হয়েছে দাদার কাছে। সেই দাদা-ও ওর তেরো বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। এরপর সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত এতিমখানায় লালিত পালিত হয়েছে, সুযোগ পেতেই চলে এসেছে আর্মিতে। কঠিন প্রশিক্ষণের পর, তার পশু বশ করার গুণাবলি বিকশিত হয়। এখন সে মানুষের থেকে পশুর সাথেই সখ্যতা বেশি পছন্দ করে।

গ্রে বুঝতে পারছে, সামনে বসা লোকটা তাদেরকে আরও অনেক কিছুই দিতে পারে। তাদের কাছে এই লোক একটা রহস্য! জৌলুসে ভরা চাকরি হুট করেই ছেড়ে

দিয়েছে, তারপর নিজেকে লুকিয়ে ফেলছে পুরো পৃথিবী থেকে। কর্মজীবনে প্রচুর সুনাম ও সম্মানের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মেডেল পেয়েছে, এর মধ্যে আছে আফগানিস্তানের ট্যাকার ঘারের 'অপারেশন অ্যানাকোণ্ডার' জন্য সম্মানসূচক পার্পল হার্ট।

গ্রে সরাসরি মূল বক্তব্য শুরু করল, 'ক্যাপ্টেন ওয়েন, তুমি অনুপ্রবেশ আর উদ্ধার কাজে বিশেষ পারদর্শী। তোমার কমাণ্ডিং অফিসারের দাবি, একাজে তোমার চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই।'

শ্রাগ করল টাকার, কিছু বলল না।

'তুমি ও তোমার কুকুর-'

'কেন।' টাকার বাধা দিল। 'ওর নাম কেন।'

মনিবের মুখে নিজের নাম শুনে কান খাড়া করল কুকুরটা, মেঝেতে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল এতোক্ষণ। কিন্তু গ্রে জানে, মুহূর্তের নোটিশে যে কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে সে। গ্রে কেনের ডোশিয়েও পড়েছে। একে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের জন্য, হাজারের বেশি শব্দ ও একশোর বেশি ইশারা বুঝতে পারে। এরা দুজন স্বামী-স্ত্রীর থেকেও গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে আছে, একজন আরেকজনের প্রতিটি পেশির নড়াচড়া খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে। যেসব জায়গায় মানুষ যাওয়া সম্ভব না সেসব জায়গায় খুব সহজেই কেন চলে যেতে পারে। তারা দুজন একসাথে যুদ্ধের মাঠে অত্যন্ত দক্ষ, যেকোনও যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

গ্রে'র এই দক্ষতাটুকু প্রয়োজন।

'একটা মিশন আছে।' ও বলল। 'তুমি তোমার প্রাপ্য বুঝে পাবে।'

'দুঃখিত। আমাকে দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সোনা ফোর্ট নক্সে নেই।'

গ্রে এমনটাই আশা করেছিল, ডোশিয়েতে পড়েছে টাকারের স্বভাব সম্পর্কে। 'হয়তো নেই। কিন্তু যখন তুমি চাকরি ছেড়েছ, তখন একটা সরকারি সম্পত্তি চুরি করেছ।'

টাকার তার দিকে ফিরে তাকাল, চোখে হীরের মতো কঠিন দৃষ্টি। গ্রে সতর্কভাবে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। হাতে একটা মাত্র তুরুপের তাস অবশিষ্ট আছে, ঠিকভাবে খেলতে হবে।

গ্রে বলতে লাগল, 'যুদ্ধের জন্য একটা কুকুরকে প্রস্তুত করতে সরকারের হাজার হাজার টাকা এবং অগণিত মানুষের পরিশ্রম খরচ হয়।' ও কেনের দিকে ফিরে তাকানোর সাহস পেল না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টাকারের মুখের দিকে।

'সেটা আমার পরিশ্রমের ফসল, আমার।' টাকার চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিল, 'আমি অ্যাবেল ও কেনকে তৈরি করেছি। জানো অ্যাবেলের কী পরিণতি হয়েছিল?'

গ্রে ওই ব্যাপারে বিস্তারিত পড়েছে, মাইনফিল্ডে অ্যাবেলের দুঃখজনক মৃত্যুর কথা এড়িয়ে গেল। 'এখনও কেন সরকারের সম্পত্তি, সামরিক বাহিনীর জিনিস, একটা দক্ষ অনুসরণকারী। এই মিশনে অংশগ্রহণ করো, মিশন শেষে ও পুরোপুরি তোমার।'

ঘৃণায় টাকারের ঠোঁট বেঁকে গেল। 'কেউই কেনের মালিক নয়, কমাণ্ডার। না সরকার, না স্পেশাল ফোর্স, না আমি।'

'বুঝলাম। কিন্তু এটাই আমাদের প্রস্তাব।'

টাকার জোরে শ্বাস নিল, হেলান দিয়ে বসল, হাত সামনে। তার ভাব-ভঙ্গি পরিষ্কার; এখনও রাজি হয়নি, শুধুমাত্র শুনতে চাইছে। 'আমাকে কেন প্রয়োজন হলো?'

'একটা উদ্ধার কাজে সহায়তা করার জন্য।'

'কোথায়?'

'সোমালিয়াতে।'

'কে?'

গ্রে প্রতিপক্ষের ওজন মাপছে। এই তথ্যটুকু সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাই শুধুমাত্র জানে। প্রথমে সত্যটা শুনে ও নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কথাটা যদি কোনওভাবে অপহরণকারীর কানে যায় -

'কে?' টাকার এবার জোর দিয়ে বলল।

কেনের মাঝেও তার পার্টনারের অসহিষ্ণুতা সঞ্চারিত হয়েছে, মৃদু গরগর করে উঠল।

গ্রে তাদের দুজনকেই উত্তর দিল, 'প্রেসিডেন্টের মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য তোমার সাহায্য দরকার।'

৩

১লা জুলাই, সকাল ১১:৫৫ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

এবার শুরু হবে আসল কাজ।

ওয়েস্ট উইং-এর সবচেয়ে নিচের তলায় সিচুয়েশন রুম খালি হওয়ার অপেক্ষা করছে ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো। পুরোটাই ক্ষমতার খেলা, সতর্কতার সাথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সবকিছু। কে প্রথম যাবে, কে কার পরিচিত, কে একা যাবে আর কে সবার সাথে যাবে- সব আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে।

মাথা চক্কর দিয়ে উঠল তার।

পেইন্টার তিন ঘন্টাব্যাপী হোয়াইট হাউসের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং-এ বসে আছে। কনফারেন্স টেবিল ঘিরে, মোটা গদির চামড়ার চেয়ারে বসে আছে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। এদের মাঝে আছে হোয়াইট হাউসের চীফ অফ স্টাফ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিব এবং আরও গুটি কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে, ভেতরে কোনও সহকারী, ডেপুটি, সেক্রেটারি কাউকেই রাখা হয়নি। এমনকি নিরাপত্তা কর্মীদের স্থান হয়েছে দরজার বাইরে।

সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে যাতে মিটিং এর কথা খুব কম মানুষ জানতে পারে।

মিটিং এর শুরুতে পেইন্টারকে ডারপা'র প্রতিনিধি হিসাবে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ অবাক হয়েছে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা সচিব। কনজারভেটিভ স্যুট পড়ে আছে ও, মিটিং এ উপস্থিত সবার মধ্যে ওর-ই বয়সে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে কাছাকাছি বয়সের লোকের বয়সও ওর থেকে কমপক্ষে বারো বছর বেশি। মাথার ঘন কালো চুলের মাঝে কানের পিছনে গুঁজে দেওয়া একগুচ্ছ সাদা চুল, ওর নেটিভ আমেরিকান পূর্ব পুরুষের কথা সগর্বে জানান দিচ্ছে।

কেউই প্রশ্ন তুলল না যে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ প্রেসিডেন্ট কেন পেইন্টারকে রেখেছেন। এদের মধ্যেও খুব কম মানুষই জানে সিগমার অস্তিত্বের কথা, তার থেকেও কম মানুষ জানে সিগমা এই বিষয়ে সরাসরি জড়িত।

এবং প্রেসিডেন্ট তাই-ই চান।

পেইন্টার চুপচাপ টেবিলের পাশে ওর চেয়ারে বসে আছে, পর্যবেক্ষণ করছে সবাইকে। প্রয়োজনীয় নোট টুকে নিচ্ছে, কিছু মনের খাতায় আর কিছু ল্যাপটপে।

প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট সবাইকে নিজের পঁচিশ বছর বয়সী কন্যা-অ্যামাণ্ডা গ্যান্ট বেনেটের অপহরণের বিস্তারিত বিবরণ জানালেন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে একটি ইয়ট থেকে অপহরণ করা হয়েছে তাকে। সময়টা ছিল মধ্যরাত। বোটের ক্যাপ্টেন কোনওমতে মৃত্যুর আগে রেডিওতে এস.ও.এস. পাঠাতে পেরেছে। পুরো

ইয়টে লাশ আর লাশ, একজনকেও ছাড়েনি দস্যুরা। মেয়েটার স্বামীর লাশও আছে এর মধ্যে। সবাইকে খুন করে মেয়ে ও নৌকার দামী সমস্ত জিনিস লুট করে নিয়ে গেছে তারা। দেয়ালে লাগানো স্ক্রিনে মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কিছু ভিডিও দেখান হলো।

পেইন্টার প্রেসিডেন্টের মুখের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করল। চোখের কোনে হতাশার ছাপ, চোয়াল চেপে বসেছে, চেহারার থেকে রক্ত সরে গেছে যেন। দেখে মনে হচ্ছে এক হতাশাগ্রস্ত পিতা, যে তার সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন।

কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশায় মধ্যে।

কেন তার মেয়ে মিথ্যা পরিচয়ে সিসিলির সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

এই একটা কারণেই, দীর্ঘ কয়েকটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে উদ্ধারকারী দলের। সিসিলির কোস্ট গার্ড এস.ও.এস.-এ সাড়া দিয়ে ইয়টে পৌঁছায়। তাদের বলা হয়েছে, এক আমেরিকান লোকের নেতৃত্বে জলদস্যুরা হামলা করেছে এক বিদেশি বোটে। বোটে মৃত লাশ ছাড়া আর কিছু খুঁজে না পাওয়ায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট করা হয়। টেস্টে ধরা পড়েছে যে অপহৃত মেয়েটি আর কেউ নয়, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কন্যা। ইয়টটা ছদ্মনামে ভাড়া করেছিল প্রেসিডেন্টের মেয়ে ও তার স্বামী। দস্যুদের হাতে খুন হয়েছে ওর স্বামী, তারপর অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে ওকে। আসল ঘটনা জানতে পেরে টনক নড়েছে সিসিলির সরকারের।

জাল পাসপোর্টের কারণে ভিক্টিমদের পরিচয় খুঁজে পেতে মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। এর মাশুল না মেয়েটাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়!

জেমস গ্যান্ট সিচুয়েশনে রুমের দরজায় দাড়িয়ে সবাইকে বিদায় জানাচ্ছেন। সবার সাথে হাত মেলালেন তিনি। সর্বশেষ মানুষটার ক্ষেত্রে হাত ঝাঁকুনিটা একটু জোরাল হলো। 'এন.আর.ও. এর মাধ্যমে স্যাটেলাইটটা আনার ব্যবস্থা করিয়েছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ, ববি।'

ববি হলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট, পুরো নাম রবার্ট লি গ্যান্ট, প্রেসিডেন্টের বড় ভাই। কামানো গাল, সাদা চুল আর পিঙ্গল-সবুজাভ চোখ তার। বয়স ৬৬ বছর; রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অন্যতম দক্ষ একজন ব্যক্তি। তার দক্ষতা প্রশ্নাতীত, এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলও তাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তিনি একইসাথে তিনটা আলাদা আলাদা দপ্তরের দায়িত্ব পালন করছেন। আশি দশক লাওসের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং নব্বইয়ের দশকে কম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামের মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন তারই কৃতিত্ব।

এখনও একই আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন ছোট ভাইকে।

'চিন্তা করো না, জিমি। এক ঘণ্টার মাঝেই স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট কক্ষপথে সোমালিয়ার তটরেখার উপর চলে আসবে। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করব।'

প্রেসিডেন্ট নড করলেন, ভাইয়ের কথায় পুরোপুরি আশ্বস্ত নন।

সেক্রেটারি অফ স্টেট চলে যাওয়ার পর, পেইন্টার আবিষ্কার করল, ও আর প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কেউ কক্ষে নেই! প্রেসিডেন্ট মাথার রুক্ষ চুলে আঙুল চালাচ্ছেন, এক হাতের তালু দিয়ে চিবুক ঘষলেন। লোকটা মেয়ের অপহরণের খবর

পাওয়ার পর এক ফোটাও ঘুমাননি, এখনও একই পোশাক পড়ে আছেন। পোশাকের ওপর শুধু একটা জ্যাকেট পড়েছেন, শার্টের হাতা আস্তিন পর্যন্ত গোটানো। একমুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, কিছু একটা ভাবছেন যেন। তারপর নড়ে উঠলেন, আরেকটা দরজা দেখালেন।

'চলো, এই উডশেড থেকে বের হই।' তিনি বললেন। উডশেড সিচুয়েশনে রুমের আরেকটা নাম। সবাই চলে যাওয়ায়, প্রেসিডেন্ট ধীরগতিতে কথা বলা শুরু করলেন। 'সামনে আমার ব্রিফিং রুম।'

পেইন্টার তার পিছন পিছন ব্রিফিং রুমে প্রবেশ করল। রুমের মাঝে আরেকটা কনফারেন্স টেবিল রাখা, কিন্তু এটা ছোট। রুমের দুই পাশে দুইটা বড় ভিডিও স্ক্রিন।

প্রেসিডেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসলেন। সারা দুনিয়ার বোঝা টানতে টানতে তিনি যেন ক্লান্ত। পেইন্টার ভাবল, মাঝে মাঝে এমন হয়। কিন্তু আজকের দিনটা হয়তো তার জন্য সবচেয়ে খারাপ দিন।

'বসো, ডিরেক্টর।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'আমাকে জিমি বলে ডেকো, আমার সব বন্ধুরা আমাকে এই নামেই ডাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমিই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু, কারণ একমাত্র তুমিই পারো আমার মেয়ে ও নাতিকে খুঁজে বের করতে।'

পেইন্টার ধীরে ধীরে বসল, সতর্ক। অনুভব করছে গুরুভার পড়েছে তার কাঁধে। আরেকটা নতুন জিনিস জানল, অ্যামাণ্ডা নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

কিন্তু সে সিসিলিতে কী করছিল? তাও আবার মিথ্যা পরিচয়ে!

প্রেসিডেন্ট তার শীতল চোখ ওর ওপর নিবদ্ধ করলেন। তার মুখে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে, 'অতীতে সিগমা আমার জীবন বাঁচিয়েছিল।'

এই কারণেই পেইন্টারকে এই সার্চ অপারেশনে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি।

'আমি আরেকটি চমক চাই ডিরেক্টর।'

যাক, অন্তত এই লোক পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পেরেছে। সোমালি দস্যুরা এখনও জানে না তারা কাকে অপহরণ করেছে। তাদের ধারণা অ্যামাণ্ডা একজন সাধারণ আমেরিকান নাগরিক। যখন সত্যটা তাদের সামনে আসবে, তখন তারা ওকে খুনও করে ফেলতে পারে। একবার লাশ আফ্রিকার কুমিরে ভরা খালে ফেলে দিলে অথবা ঘন জঙ্গলের কোথাও পুঁতে ফেললে, অ্যামাণ্ডার আর কোনও চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন দস্যুদের খুঁজে পাওয়া শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখন একটাই আশা করা যায়, দস্যুরা নিজেরাই বন্দি বিনিময়ের জন্য যদি তাদের চাহিদা জানায়। হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির প্রধান অবশ্য আরেকটা সম্ভাবনার কথাও বলেছেন, কোনও প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের কাছে অ্যামাণ্ডাকে বিক্রিও করে দেয়া হতে পারে। সেই রাষ্ট্র মেয়েটিকে জিম্মি করে আমেরিকার কাছ থেকে তাদের দাবি দাওয়া আদায় করে নিতে পারি।

তাই তাদের সবার লক্ষ্য এখন একটাই- দস্যুরা সত্যটা জানার আগেই অ্যামাণ্ডাকে খুঁজে বের কর।

'সকালের ব্রিফিংয়ের ব্যাপারে তোমার কোন বক্তব্য আছে?' প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'আপনার টিম ভালো কাজ দেখিয়েছে। আমি নিজেও এর থেকে বেশি কিছু করতে পারতাম না। খুব দ্রুত একটা রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখা দারকার, যারা মুহূর্তের নোটিসে আক্রমণ করতে পারবে। সি.আই.এ.-এর যারা আফ্রিকায় আছে, তাদের সাথে লিঁয়াজো রাখা দরকার। কিন্তু যতক্ষণ না স্যাটেলাইট কভারেজ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে!'

অপহরণের সময় একটা স্যাটেলাইট ভারত মহাসাগর উপর দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা থেকে কিছু ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। ছবি ঝাপসা হলেও ইয়ট ও আক্রমণকারী জাহাজ চিহ্নিত করা গেছে। ডাকাতি শেষে তারা পূর্ব দিকে আফ্রিকার দিকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর জাহাজটা স্যাটেলাইটের সীমানা থেকে বের হয়ে যায়। ঠিক কোথায় যে নোঙ্গর ফেলেছে, তা জানা এখনও সম্ভব হয়নি। আফ্রিকা উপকূল ধরে যে কোথাও চলে যেতে পারে জাহাজ, তবে ধারণা করা হচ্ছে জাহাজটা সোমালিয়ায় ভিড়েছে। কারণ সোমালিয়া হচ্ছে অপরাধীদের স্বর্গ। ন্যাশনাল রিকনেইসেন্স১ অফিসের একটা স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিয়ে আসা হচ্ছে আক্রমণকারী জাহাজ খুঁজে বের করার জন্য।

কিন্তু ওটাই তাদের সব আশা ভরসার স্থল নয়।

পেইন্টার বলতে থাকল, 'স্যার, ওখানে আমাদের কয়েকটা নৌকার দরকার হবে। নিখুঁতভাবে অপারেশন চালালেই কেবল সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়া সম্ভব। ছোট একটা দল পাঠাতে চাইছে।'

'ঠিক আছে। আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ অপহরণকারীদের কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। নইলে তারা বুঝে ফেলবে যে এই জিম্মি আমাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'এবং তারা ওর লাশ গুম করে দিবে।' পেইন্টার আফসোস করতে লাগল তার মুখ ফসকে বের হওয়া শব্দগুলোর জন্য।

জেমস গ্যান্টের চেহারা ধূসর হয়ে গেল, কিন্তু তিনি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন। শীঘ্রিই সামলে নিয়ে পেইন্টারকে ইঙ্গিত করলেন কথা শেষ করার জন্য।

'আপনাকে যে দলের কথা বলছি, তারা এই মুহূর্তে সোমালিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। আমি এন.এস.এ., এন.আর.ও. এবং ডারপা'র মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে যাব। অপহরণকারীদের অবস্থান জানার সাথে সাথেই আমার টিমকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তারা শুধুমাত্র তখনই অপারেশন চালাবে, যখন শতভাগ সাফল্য নিশ্চিত করতে পারবে। নইলে উদ্ধার কাজের দায়িত্ব নেভির সিল টিমের কাছে চলে যাবে।'

প্রেসিডেন্টের উদ্বিগ্ন নড তার পরিকল্পনাকে সমর্থন দিল।

পেইন্টার বলেই চলেছে, 'অপহরণকারীরা আপনার মেয়েকে নিয়ে নিরাপদ কোনও জায়গায় ঘাঁটি গাড়বে। তারা মুক্তিপণ দাবি করার জন্য অ্যামাণ্ডার কাছে একটা নাম্বার চাইবে। আপনার মেয়ে যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হয় তাহলে-'

'সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।'

'তাহলে সে নিজের পরিচয় গোপন রাখবে। আমরা আশা রাখতে পারি যে, ও হয়তো এমন কাউকে ফোন দেবে যাকে ব্যবহার করে ওর আসল পরিচয় বের করা যাবে না। হয়তো আপনাদের কোনও আত্মীয় অথবা কোনও কাছের বন্ধুর কাছে ও ফোন করতে পারে। আমাদের উচিত এমন কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন, যাতে যার কাছে ফোন আসে সে পুলিশ বা প্রেসের কাছে না যায়।'

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

পেইন্টার প্রশ্ন করল, 'আপনার আত্মীয়দের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় তো?'

'তাদের মুখ থেকে একটা কথাও বের হবে না। গ্যান্টরা প্রয়োজনীয় কথা গোপন রাখতে জানে।'

কথাটা একদম সত্যি।

বিগত কয়েক মাস ধরে পেইন্টার গোটা গ্যান্ট পরিবারের ওপর তদন্ত করছে। সিগমা ফোর্সের এক মিশনে তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উঠে এসেছে। বাজারে এই পরিবার সম্পর্কে নানা গুজব প্রচলিত। এদের ডাকনাম দক্ষিণের কেনেডি, যুগ যুগ ধরে তারা আমেরিকায় বাস করছে। দেশের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে তারাও উন্নতি করেছে খুব দ্রুত। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কল কারখানা গড়ে তুলেছে। আমেরিকার উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় টানা দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট পদ তাদের পরিবারের দখলে।

কিন্তু গত মাসে দক্ষিণের অভিজাত এই বংশ সম্পর্কে নতুন একটা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। শত বছর আগের কয়েকটি নথি থেকে জানা গেছে, এই কেনেডি পরিবার একটা গুপ্তসঙ্ঘের সাথে জড়িত। গুপ্তসঙ্ঘটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল- দ্য গিল্ড, এসলন, লা ফিমিলিস ডি লিতোইলি, দ্য স্টার ফ্যামিলিস ইত্যাদি। ইতিহাস থেকে এদের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় অতীতের নানা ঘটনা এদের দ্বারা প্রভাবিত। এরা ক্ষমতা, সম্পদ ও জ্ঞান অর্জন করে সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের দলকে। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে বিভিন্ন গুপ্তসঙ্ঘের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে।

এদের বলা হয় গুপ্তসঙ্ঘের মাঝে লুকায়িত আরেকটা গুপ্তসঙ্ঘ।

কিন্তু গত শতাব্দীটা এদের প্রতি সদয় ছিল না, আগের সেই শৌর্য-বীর্য-প্রাচুর্য কমে গেছে অনেকটাই। তাই দলটা কমে এসে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বংশধারা: গ্যান্ট পরিবার।

অবশ্য এসব তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, প্রেসিডেন্ট ও তার গোষ্ঠীর সবাই গুপ্তসঙ্ঘের সাথে জড়িত। গ্যান্ট গোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রসার অনেক দূর পর্যন্ত, দেশ ও দেশের বাইরেও প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে তারা। গোষ্ঠীর ঠিক কোন কোন

সদস্য এই অপরাধ সংস্থার সাথে জড়িত তা বলা প্রায় অসম্ভব, যদি কেউ জড়িত থাকে আরকি।

এই সঙ্ঘের নেতাদের নাম অজানা, কেউই এদের আসল পরিচয় সম্পর্কে জানে না। কিন্তু একটা কথা সবাই জানে, এই সঙ্ঘ মারাত্মক সব আন্তর্জাতিক অপকর্মের সাথে সরাসরি জড়িত। এদের নৃশংসতা ও সন্ত্রাসবাদী মনোভাব অন্য যে কোনও সংস্থা থেকে মারাত্মক। কিন্তু সামনে বসে থাকা প্রেসিডেন্ট, যে বর্তমানে তার কন্যার জন্য চিন্তায় পাগলপ্রায়; তাকে দেখে কেউই বলবে না যে, সে এই দলের সাথে জড়িত।

হাতে কোনও প্রমাণ না থাকায় নিজের সন্দেহের কথা এখনও কাউকে জানায়নি পেইন্টার। গ্যান্ট পরিবারের বিরুদ্ধে বলা যেকোনও কথা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে! নিজের সহকর্মীদেরকেও এসবের কিছুই বলেনি, বিশেষ করে গ্রে'র কাছ থেকে গোপন রেখেছে সব। গ্রে'র মাকে গিল্ডের এক তুখোড় খুনি খুন করেছে। যদি সে কোনও ভাবে জানতে পারে এর পিছনে প্রেসিডেন্ট কলকাঠি নেড়েছেন, তাহলে আর রেহাই নেই। প্রথমে খুন করবে, তারপর প্রশ্ন।

আর মাত্র একটা জবাব জানা দরকার পেইন্টারের। 'কিন্তু একটা জিনিস আমি এখনও বুঝলাম না। আপনার অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে সিসিলির সমুদ্রে কী করছিল? তাও এমন শারীরিক অবস্থা নিয়ে? এরপর আবার মিথ্যা পরিচয় ব্যবহার করেছে!'

পুরো ঘটনায় বিশাল বড় কোনও ঘাপলা আছে।

পেইন্টার জোর দিল, জানে এটাই সুযোগ পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য বের করার, আরও সঠিকভাবে বললে প্রেসিডেন্টের পরিবার সম্পর্কে। 'আপনি কি আমার কাছ থেকে কিছু লুকচ্ছেন? কিছু একটা বলতে চাইছেন না? ছোট একটা তথ্যও সফলতা-ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।'

সচেতনভাবেই বাঁচা-মরার কথা এড়িয়ে গেল এইবার।

জেমস গ্যান্ট নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছেন। 'অ্যামাণ্ডা ছোট থেকেই খুব জেদি ও চঞ্চল।' পেইন্টারের চোখের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি দিলেন। 'একেবারে তার বাবার মতো। উনিশ বছর বয়সে প্রথম সে হোয়াইট হাউসে পা দেয়, তখন আমি প্রথম টার্মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলাম। সে পাদ-প্রদীপের আলোয় আসতে অপছন্দ করত, প্রেসিডেন্টের মেয়ে পরিচয়টাও তার পছন্দ নয়।'

'আমার মনে আছে, ও একবার সিক্রেট সার্ভিসের এক এজেন্টকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল।'

গ্যান্ট হেসে, চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। এখনও তার হাসি আসছে ভেবে অবাক হয়েছে। 'এই হলো অ্যামাণ্ডা। দ্বিতীয়বার যখন প্রেসিডেন্ট হলাম তখন মেয়েটার বয়স সবে তেইশ। কলেজে পড়ে মাত্র, তবে নিজের পছন্দেই চলে সবসময়। তখনই সে আমার ছত্রছায়া থেকে সরে যেতে শুরু করল। এরপর চার্লসটনের এক পুলিশ-ম্যাক বেনেটের সাথে দেখা হলো তার। তাদের বিয়ের পর ভেবেছিলাম এইবার হয়তো মেয়েটার সংসারী হয়ে একটা জায়গায় থিতু হবে।'

পেইন্টার তার উত্তরের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। 'এবং সিসিলিতে এসে থিতু হয়েছে!'

গ্যান্ট তার হাত দুটো হতাশায় নামিয়ে রাখলেন, মাথা নাড়ছেন। 'এমনকি সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও তার এই ভ্রমণের কথা জানে না। আমার ধারণা স্বামীর সাথে একান্ত ঝামেলাবিহীন কিছু সময় কাটাতেই অ্যামান্ডা সিসিলিতে গিয়েছিল। সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখার আগে, তারা নিজেদেরকে কিছু সময় দিতে চেয়েছিল।'

পেইন্টার প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে তাকাল, মিথ্যা বলছেন না তো! কিন্তু চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ধরা পড়ল না, আগের মতোই বিষণ্ন ও চিন্তিত।

'এটুকুই -' গ্যান্ট বলল।

পেইন্টার উঠে দাঁড়াল, 'যা জানা দরকার ছিল, জেনেছি। আমাকে সিগমা কমাণ্ডে ফিরে যেতে হবে, আমার পাঠানো দল হয়তো এতক্ষণে সম্ভবত সোমালিয়ায় পৌঁছে গেছে।'

'খুব ভালো।' গ্যান্ট উঠে দাঁড়াল। 'চলো। তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

প্রেসিডেন্টের নিজস্ব ব্রিফিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। অনেকক্ষণ পর পেইন্টার সিচুয়েশন রুমের বাইরে, সিকিউরিটি বক্স থেকে তার ব্ল্যাকবেরি ফোন ফিরে পেল। ফোনটা পকেটে রাখতে না রাখতেই হল রুমের শেষ প্রান্তে, এক নারীর অবয়ব দৃষ্টিগোচর হলো। মহিলার চার পাশ ঘিরে রয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন।

ভদ্র মহিলা গাঢ় নীল জামা পরেছেন, সাথে লম্বা লেসওয়ালা কার্ডিগান, কোমরে শক্ত করে ফিতা বাঁধা। পেইন্টার তার মুঠোবদ্ধ হাত লক্ষ করছে, স্বামীকে পাওয়ার পর চোখের তারায় এক মুহূর্তের জন্য ভয় জেগে উঠল মহিলার।

ফার্স্ট লেডি টেরেসা গ্যান্ট তাড়াহুড়ো করে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এগিয়ে গেলেন। চেষ্টা করছেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার, কিন্তু কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ পুরোপুরি মুছতে পারলেন না। 'জিমি...সেক্রেটারি বলল তোমার মিটিং অনেক আগেই শেষ হয়েছে। আমি কতক্ষণ ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা -

'টেরি, আমি দুঃখিত।' প্রেসিডেন্ট তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন। গাল থেকে কয়েক গুচ্ছ অবাধ্য চুল সরিয়ে বললেন, 'আমার আরও কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। কাজগুলো শেষ করেই আসছি তোমার কাছে।'

মহিলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন, মনের অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। বডিগার্ডের সামনে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করার সাহস তার হলো না, ভালো করেই জানেন অ্যামাণ্ডার অপহরণের খবর এরা কেউ জানে না।

'চলো, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।' প্রেসিডেন্ট যত্নের সাথে তাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। 'ওইখানে সবকিছু তোমাকে খুলে বলব।'

গ্যান্ট এক ঝলক তাকালেন পেইন্টারের দিকে।

পেইন্টার যা বোঝার বুঝে গেছে। টেরেসার এখন তার স্বামীকে প্রয়োজন। এখন তারা প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি নয়। বরং সাধারণ এক বাবা-মা যারা তাদের আদরের সন্তানকে হারিয়েছেন। একজনের আরেকজনের সঙ্গ খুব প্রয়োজন এখন।

পেইন্টার তাদেরকে দুর্দশার মধ্যে রেখেই চলে এল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যেভাবেই হোক না কেন অ্যামাণ্ডাকে খুঁজে বের করবেই। কিন্তু হল পেরিয়ে চলে আসার সময় তার বারবার মনে হতে লাগল আফ্রিকার এই অপহরণ নিছক কোনও অপহরণ নয়, এর গভীর আর ভয়ঙ্কর কোনও তাৎপর্য রয়েছে।

ঘড়িতে সময় দেখল সে, এক ঘন্টার মাঝেই তার টিম সোমালিয়াতে ল্যাণ্ড করবে। যদি কেউ এই রহস্যের সমাধান করতে পারে তবে সে কমাণ্ডার পিয়ার্স। গ্রে'কে এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেয়ার জন্য মনটা এখনও খচখচ করছে তার। অন্তত প্রেসিডেন্টের পরিবারের বিরুদ্ধে তার সন্দেহের কথাটা কিছুটা হলেও ওকে জানান উচিত ছিল।

সে প্রার্থনা করল যেন কোনও প্রানহানির ঘটনা না হয়!

বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের মেয়ে ও তার অনাগত সন্তানের যাতে কিছু না হয়।

৪

১লা জুলাই, রাত ৮:০২ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বত, সোমালিয়া

কুয়াশাচ্ছন্ন জঙ্গলের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে ট্রাক।

অ্যামাণ্ডা গ্যান্ট বেনেট পুরনো মডেলের একটা ল্যাণ্ড রোভারের পিছনে বসে আছে। উপরের ছাদ খোলা গাড়িটা এককালে সাফারি-ট্যুরের গাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গাড়ির সামনের আর পিছনের গ্লাস আর সেই সাথে ছাদে লাগানো চারটা হেডলাইট। ওই হেডলাইটের সামনে রয়েছে আবার বড়সড় গ্রিল।

প্রতিকূল পাহাড়ি রাস্তায় চলার জন্য এই গাড়িকে উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। কর্দমাক্ত রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। সোমালিয়া মূলত রুক্ষ অঞ্চল। কিন্তু বর্ষাকাল যার নাম 'গূ', কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এই এলাকায়, তার ফলেই রাস্তার এই অবস্থা। এখনও চারপাশে ঘন কুয়াশা বিরাজমান।

গাড়ির হঠাৎ ঝাঁকুনিতে ও লাফিয়ে উঠল, সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ল না। সাথে সাথে এটাও ভাবল গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গেলে কেমন হয়, ঘন জঙ্গলে পারবে কী পালিয়ে যেতে? পাশে বসে থাকা গার্ডের দিকে তাকিয়ে চিন্তাটা নাকচ করে দিল। গার্ডের হাতে অস্ত্র, 'খাত' চিবুচ্ছে। খাত স্থানীয় উত্তেজক, এখানকার সবাই কম-বেশি ব্যবহার করে। বড় একটা ট্রাক পেছন পেছন আসছে, পালাবার কোনও রাস্তা নেই।

অ্যামাণ্ডা এটাও জানে, সামান্যতম ব্যর্থ চেষ্টা তার প্রাণ প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে।

সিট বেল্ট স্ফীত পেটের ওপর টেনে আনল সে, অনাগত সন্তানকে যেকোনও মূল্যেই রক্ষা করতেই হবে। নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবন তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওর জন্যেই তো পুরো পৃথিবী ঘুরে এখানে এসে লুকিয়েছিল সে আর তার স্বামী।

শুধুমাত্র তোমার নিরাপত্তার জন্য

কিন্তু এখন তার সন্তান দস্যুদের হাতে পড়েছে, বড় সড় মুক্তিপণ ছাড়া ওকে তারা ছাড়বে না। ইয়ট থেকে নামার সময় ব্রিটিশ লোকটার লোভী দৃষ্টি তার পেটের উপর এখনও অনুভব করছে। তাদের কাছে জীবন মানেই লাভজনক পণ্য, এমনকি তার পেটের সন্তানের জীবনটাও।

ওহ, ম্যাক, তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন।

চোখ বন্ধ করলেই সেই দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। মৃত্যুর সময় ম্যাকের চোখে তার জন্য ভয় ও ভালোবাসা দেখেছে। একটু আগে যেই বিছানায় তারা প্রেম

মত্ত ছিল, সেই বিছানায় ম্যাকের ছিন্ন মস্তক লুটোপুটি খাচ্ছিল। কিন্তু না, এখন শোক পালনের সময় নয়। নিজেকে বোঝাল সে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল অ্যামাণ্ডা, জঙ্গলের বাতাসে জুনিপার আর জংলি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ভেসে আসছে। ভয়ে ও আতঙ্কে অবশ হয়ে আছে প্রায়, কিন্তু সবার সামনে ভেঙ্গে পড়া চলবে না। বাবার সাথে নির্বাচনী প্রচারণা করেছিল, জানে কীভাবে নিজের মনের রাগ-ক্ষোভ লুকিয়ে রেখে মুখে মিথ্যা হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়। মনে মনে ভেঙ্গে পড়লেও বাইরে তা প্রকাশ করতে হয় না। বিশেষ করে নিজের শত্রুদের কাছে কখনওই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে নেই। হ্যাঁ, শত্রুর কাছে কখনওই প্রকাশ করতে নেই...

আক্রমণকারীদের সাথে সে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। যখন যা করতে বলেছে ঠিক তাই করেছে, কোনও কথার অবাধ্য হয়নি। এটাও তার বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া, বাবার কথাগুলো কানে বাজছে তার।

চোখ-কান খোলা রাখো এবং মুখ রাখো বন্ধ।

সে তাই করছে। এখনও দস্যুরা জানতে পারেনি তার আসল পরিচয়। এমনকি তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয়নি। এরা খুব কম কথা বলে। এতক্ষণে কিছু অর্থহীন ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশ ছাড়া আর কিছু বলতে শোনেনি, বেশিরভাগ কাজ ইশারাতেই সেরে ফেলে।

'আমরা চাই না তোমার সন্তানের কোনও ক্ষতি হোক।' কথাগুলো ভেসে এল গাড়ির সামনের সিটে বসে থাকা ব্রিটিশের মুখ থেকে। চিকন গোঁফ ও শুভ্র-সাদা স্যুট এখনও পরনে। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে পুরোটা সময় ওর সাথে ছিল। যদিও সারাদিন ওকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি, ব্যস্ত ছিল তার ল্যাপটপ নিয়েই। ল্যাপটপে স্যাটেলাইট ফোন আর জি.পি.এস. ন্যাভিগেশন প্যানেল লাগান।

অ্যামাণ্ডা পিছন থেকে লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, চেষ্টা করছে দুর্বলতা খুঁজে বের করার। এদিকে লোকটা একমনে ল্যাপটপ খুলে একটা ম্যাপ দেখছে। অ্যামাণ্ডা তাই এমন ভান করল যেন এভাবে বসতে তার কষ্ট হচ্ছে, ল্যাপটপের পর্দার লেখা বোঝার জন্য এগিয়ে বসল। কিন্তু বাঁধ সাধল গার্ড। এক হাত মেয়েটার বাম স্তনের ওপর রাখল লোকটা, চোখে কামুক দৃষ্টি। গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর, এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। হেসে উঠল গার্ড।

পরাজিত মন নিয়ে, ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল।

অবসাদ ও আতঙ্কে সারাদিনের ভ্রমণের স্মৃতি কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে, মনে রাখতে পারছে না কিছু। সন্ধ্যায় তারা একটা ছোট উপকূলীয় শহরে পৌঁছল। শহরে যত্রতত্র বার, রেস্তোরাঁ, হোটেল, পতিতাপল্লীর ছড়াছড়ি; সবগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে দস্যুরা। রাস্তার পাশে দামী গাড়ি ও উঠতি বিল্ডিংগুলো দেখলে সহজেই বোঝা যায়, তাদের ব্যবসা যথেষ্ট লাভের মুখ দেখছে। শহরকে রক্ষা করার জন্য বেসামরিক অস্ত্রধারীরা মার্সিডিজ এস.ইউ.ভি.-তে চড়ে পাহারা দেয়, কিছু জানালা থেকে বন্দুক

উঁকি দিচ্ছে। এতো কড়াকড়ি ও নজরদারি শুধুমাত্র তাদের জিম্মিকে যাতে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য।

নিশ্চয়ই এই শহরে তার মতো আরও অনেক জিম্মি বন্দি আছে।

অপহৃত হবার পর, জলদস্যুদের বোটে করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওকে। পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করার পর, অনেক ধরনের নৌকা নজরে পড়েছিল ওর মাছ ধরার ট্রলার, পালতোলা নৌকা, একটা ইয়ট এবং গভীর সমুদ্রে নোঙ্গর করা একটা তেলের ট্যাংকার, কী নেই! ওই শহরে মাত্র একঘণ্টা অবস্থান করেছিল তারা। সেখানে অন্য এক দস্যুদলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল ওকে। সেই দল ওকে একটা পুরাতন ভোক্সওয়াগন বাসে করে শহরের বাইরে নিয়ে এসেছে।

শুষ্ক ও রুক্ষ রাস্তার ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলছে গাড়ি। চারপাশে দেখার মতো কিছু নেই, মাঝে মাঝে কয়েকটা কুঁড়েঘর ও গ্রাম দেখা যাচ্ছে শুধু। রাস্তায় শুধুমাত্র ওকে প্রস্রাব করানোর জন্য বাস থামল, যদিও সবার সামনে কাজটা সারার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর ছিল না। গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে পর্বতের দিকে, প্রতিটি মাইল পার হওয়ার সাথে সাথে যেন এক পা দুই পা করে কাছে এগিয়ে আসছে পর্বত।

খুব জলদিই সে বুঝতে পারল তাদের লক্ষ্য সেই পর্বতের চূড়া। পর্বতের নীচে একটা ছোট গ্রামে আসার পর আবার জিম্মি বদল হলো। এরা তাকে তুলে দিল পুরনো সেই দলের হাতে। কিন্তু কোনও একটা বিষয় নিয়ে এদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো, কয়েকজন অস্ত্র উঁচিয়ে শাসাতে লাগল। এক তাড়া বাড়তি নোটের মাধ্যমে মীমাংসা হলো উত্তপ্ত পরিস্থিতির। বুঝতে পারল অ্যামাণ্ডা, শহর থেকে তাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে আসার পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দেওয়া হলো। আবার পুরনো মডেলের সাফারি ট্যুরের গাড়িতে উঠানো হলো তাকে, এগিয়ে যাচ্ছে পর্বতের চূড়ার দিকে।

ধাতব আওয়াজে সম্বিত ফিরল। লোকটা ল্যাপটপ বন্ধ করল, মুখে তৃপ্তির হাসি। সামনে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হালকা আলো ভেসে আসছে, ঘন কুয়াশার ফলে আলো তেমন ছড়াতে পারছে না। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে গাঢ় টকটকে লাল কয়েকটা অবয়ব চোখে পড়ছে। নাকে ভেসে আসছে কাঠের পোড়া গন্ধ এবং মাংস রান্নার সুবাস।

পঞ্চাশ গজ সামনের ফাঁকা স্থানে ল্যাণ্ড রোভার ব্রেক কষল। মাথার উপরে ক্যামোফ্লাজ দেয়া কাপড় টাঙানো, গুহার মতো লাগছে জায়গাটাকে। ছোট ছোট তিনটা আগুনের শিখা আলোকিত করে রেখেছে পুরোটা এলাকা, পাশাপাশি কিছু ইলেকট্রিক ল্যাম্পও রয়েছে।

ল্যাণ্ড রোভার কয়েকটা গাড়ির পাশে পার্ক করা হলো। একপাশে তিনটি উট বসে আছে, গাড়ির শব্দে সচেতন হয়ে উঠেছে। মাথা উঁচু করে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

একই ভাবে অ্যামাণ্ডাও তাকিয়ে আছে বাইরে, চোখ বড় বড়, ভাবছে এই ক্যাম্প এখানে কী কারণে তৈরি হয়েছে? একটা বড় ত্রিকোণাকৃতির বাড়িকে ঘিরে মিলিটারি স্টাইলে তাঁবু টানানো হয়েছে। বাড়িটা মাটি থেকে প্রায় এক গজ উপরে পাইলিং করে বানানো, সামনে কাঠের বারান্দায় কিছু চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। পুরো

বাড়িটা মশারির মতো জাল দিয়ে ঘেরাও করা। দেখে মনে হচ্ছে কোনও আফ্রিকান মিশনারির ঘর। একপাশের দেয়ালে বিশাল বড় একটা লাল ক্রুশচিহ্ন আঁকা।

কিন্তু ল্যাণ্ড রোভার থামতেই বিভ্রম কেটে গেল, এতক্ষণ ভুল ভাবছিল। বাড়িটা মূলত তাঁবুর ঘর, কাঠের খুঁটিতে তেরপলের ছাদ দেয়া। লাল ক্রসচিহ্নটা মেডিকেলের ক্রসচিহ্নের মত, দুই প্রান্তে পেঁচানো কোনও চিহ্ন আবছাভাবে আঁকা।

কিছু বুঝে উঠার আগেই, গাড়ির দরজা খুলে ওকে ধাক্কা দিয়ে নামাল ব্রিটিশ লোকটা, হাত ধরল সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

'বাড়ি, আমার বাড়ি।' লোকটার কথার মাঝে ছিল বাড়ির প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

অ্যামাণ্ডা উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাল। ডিজেল জেনারেটরের কর্কশ আওয়াজে তার হৃদপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

তাঁবুগুলো থেকে কয়েকজন নারী ও পুরুষ একসাথে বের হয়ে এসেছে। সবাই আফ্রিকান, সতেজ চেহারা, হাতে চকচকে নতুন ও দামি অস্ত্র। যেই দস্যুদল ওকে আক্রমণ করেছিল তাদের মতো বেপরোয়া এবং ঔদ্ধত্য ভাব এদের মধ্যে নেই।

হচ্ছেটা কী এখানে?

আরও কয়েকজন মানুষকে দেখা গেল; সবাই শ্বেতাঙ্গ, ইউরোপিয়ান এবং পেশাদার। সবার মুখে নীল মাস্ক পড়নে, মনে হচ্ছে মাত্র কোনও হসপিটাল থেকে বের হয়ে এসেছে।

ব্রিটিশ লোকটা ওকে অস্থায়ী এক তাঁবুর দিকে নিয়ে গেল, সাথে পাহারা দিয়ে এল গার্ড। সিঁড়ি বেয়ে ছোট বারান্দায় উঠল সবাই।

কেবিনের দরজা খুলে গেল, লম্বা এক মহিলা বের হয়ে এসেছে। তার সোনালি চুল ছোট করে কাটা, চলাফেরায় পেশাদারী ভঙ্গি, অল্প বয়স, সুন্দর মুখশ্রী। মনে হচ্ছে যেন মাত্র কোনও সুইমস্যুটের বিজ্ঞাপন থেকে উঠে এসে ডাক্তারী মাস্ক পড়েছে। সবার দিকে এক নজর তাকাল মেয়েটা, বিশেষ করে অ্যামাণ্ডার। সবশেষে ব্রিটিশ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবকিছু তৈরি, ড. ব্ল্যাক।

অ্যামাণ্ডা অবাক হয়ে তাকাল ব্রিটিশ লোকটার দিকে। ডক্টর?

লোকটা তার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করেছে, 'দুঃখিত। আমি নিজের পরিচয় দিইনি এখনও।' হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল, 'ডক্টর এডওয়ার্ড ব্ল্যাক; প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।'

অ্যামাণ্ডা হাত মিলালো না। তার বদলে সোনালি চুল মেয়েটার পিছন দিয়ে কেবিন দেখতে লাগল। দেয়ালের পাশে একটা বেড রাখা, তার পাশে একটা স্যালাইন ঝোলাবার দণ্ড এবং কয়েকটা মনিটরিং যন্ত্রপাতি। অন্যপাশে একজন টেকনিশিয়ান একটা আলট্রাসাউণ্ড মেশিনের যন্ত্রে তেল দিচ্ছে।

ডক্টরের সাথে হ্যাণ্ডশেক না করায়, কিছু মনে করেনি এমন ভাব নিয়ে দাড়িয়ে থাকল সে। এক হাতের তালু অন্য হাতে ঘষছে।

'ঠিক আছে, মিসেস গ্যান্ট বেনেট। আসুন। ভিতরে আসুন।

অ্যামাণ্ডা বজ্রাহতের মতো দাড়িয়ে আছে।

সে আমার আসল পরিচয় জানে...

ডক্টর ব্ল্যাক হাত দিয়ে ইশারা করল, 'আপনার সন্তান কেমন আছে, তা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমারা কেউই চাই না ওর কোনও ক্ষতি হোক। তাই নয় কি? ও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

অ্যামাণ্ডা কয়েক পা পিছিয়ে গেল, যা ভয় পেয়েছিল তাই হয়েছে।

এরা শুধু ওর আসল পরিচয়ই জানে না, ওর গর্ভের সন্তানের সত্যিকারের পরিচয়টাও জানে।

'না...'

পিছন থেকে এক জোড়া হাত তাকে জাপটে ধরল, নিয়ে যেতে লাগল বেডের দিকে।

প্লীজ, সে প্রার্থনা করল। দয়া করে কেউ আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর।

৫

১ লা জুলাই রাত ৮:৩৪ পূর্ব আফ্রিকার সময়
বুসাসো, সোমালিয়া

'মেয়েটার ভালো যত্ন নিবে হবে,' আমুর মাহদি নিশ্চয়তা দিল। 'অন্তত যতদিন না স্বার্থ উদ্ধার হয়।'

'তুমি কীভাবে জানলে?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল।

সেইচান অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পরনে জিন্স ও স্থানীয় গুনটিনো পোশাক। পোশাকটা উজ্জ্বল লাল রংয়ের, কাঁধের কাছে গুটি করে বাঁধা, কোমর পর্যন্ত লম্বা। সাজটা কাজে দিয়েছে, আমুর কিছুক্ষণ পর পর তাকাচ্ছে তার দিকে।

পাশেই বসে আছে কোয়ালস্কি, সাধারণ জামাকাপড় পরনে, মনোযোগ দিয়ে চা পান করছে। কথাবার্তায় তেমন আগ্রহ নেই, যেন পৃথিবীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই চা পান করা।

তারা চারজন সমুদ্রের তীরের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে। বুসাসোর সোমালি পোর্ট দেখা যায় এখান থেকে। দ্য গালফ অফ অ্যাডেনের প্রাঙ্গণ চাদের আলোয় যেন ভেসে যাচ্ছে। বিভিন্ন আরব পতাকাবাহী জাহাজ, ছোট বড় বিভিন্ন আকারের কাঠের নৌকা ভেসে আছে সমুদ্রের লোনা জলে।

গ্রে'র দল মাত্র চল্লিশ মিনিট আগে বেণ্ডার কাশিম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে, বিমানবন্দরটা বুসাসো শহরের বাইরে অবস্থিত। তারা ইউ.এন.এইচ.সি.আর.২-এর রিলিফ এজেন্টের কভার নিয়ে এখানে এসেছে। রিলিফ দল উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ার পান্টল্যাণ্ডে নিয়মিত যাতায়াত করে। এইসব অঞ্চল দস্যুদের কথায় চলে, দেশের সব আইন অচল এখানে। জলদস্যুরা সব অপকর্ম এই শহর থেকেই পরিচালনা করে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাই বুসাসো-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা, ঠিকমত খোঁজাখুঁজি করলে কোনও না কোনও তথ্য বের হয়ে আসবেই।

ওরা আমুর মাহদির সাথে দেখা করতে এসেছে। সে অতীতে একজন জলদস্যু ছিল, বর্তমানে সি.আই.এ.-এর হয়ে কাজ করছে। বয়স্ক একজন মানুষ, পরনে স্থানীয় কুচি দেওয়া ঝুলওয়ালা পোশাক-ম্যাকাউইস ও ঢোলা পায়জামা। মাথায় এমব্রয়ডারি করা ঐতিহ্যবাহী টুপি, কাঁচা-পাকা চুল ঢেকে রেখেছে। লোকটা এক পা হারিয়েছে অনেক আগেই, পা হারানোর ফলেই আদি পেশা দস্যুবৃত্তি থেকে অবসর নিয়েছে।

তার প্রস্থেটিক পা দেখে গ্রে'র ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেল, বাবাও তো এমনই পঙ্গু। নিজের মাঝে অপরাধবোধ জেগে উঠেছে, দুঃসহ স্মৃতির কথা মনে পড়ছে বারবার। নিজের সাথে সংগ্রাম করে ভয়ঙ্কর স্মৃতিটাকে চাপা দিল।

নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে, আজকের এই সাক্ষাতের আয়োজন করেছেন ডিরেক্টর ক্রো। অবশ্য এর জন্য বেশ কয়েকটা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কথা বলতে হয়েছে তাকে। ওসব সংস্থার মূল কাজ হলো সোমালিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা। যখন স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সারা পৃথিবী তন্নতন্ন করে খোঁজ করা হচ্ছে দস্যুদের জাহাজ, তখন তিনি চান নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে সবকিছুর ওপর নজরদারি রাখতে।

একই সময়ে আফ্রিকার জিবুতির ইউ.এস. ঘাটিতে এক জোড়া ব্ল্যাক হক আকাশে উড়াল দেয়ার জন্য অলস ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। সিল টিম সিক্স অপেক্ষা করছে জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জন্য। অ্যামাণ্ডাকে খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে অবস্থান জানিয়ে দেয়া হবে, মুহূর্তেই উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা।

কিন্তু কোথায় প্রেসিডেন্টের মেয়ে?

আমুর জিম্মিদের ব্যাপারে দস্যুদের মধ্যে প্রচলিত নীতির কথা বলল। তার জানা নেই যে, অপহৃত মেয়েটি আর দু-চারটে সাধারণ আমেরিকান তরুণী নয়! বরং খোদ প্রেসিডেন্টের মেয়ে। 'সোমালি দস্যুরা সাধারণত এদের জিম্মিদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, জিম্মি নির্যাতনের ঘটনা এখানে খুব কম। এরা অতিথির মতো সম্মান করে জিম্মিদের, কারণ এই পান্টল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি জিম্মিদের ওপরই নির্ভরশীল। এদের কাছে এটা একটা লাভজনক ব্যবসা, এই ব্যবসায় তারা অন্তত সৎ।'

গ্রে জানে, এখানে প্রতি বছর অপহরণের মাধ্যমে কত টাকার লেনদেন হয়। শুধুমাত্র গত বছরই দস্যুরা ১৬ কোটি ডলার আদায় করেছে মুক্তিপণ হিসেবে। আবার এই একই খাতে সরকার খরচ করে ৭০০ কোটি ডলার; বীমা, নিরাপত্তা ও অনুসন্ধানের কাজে। কিছুদিন আগেই একজন আমেরিকান ও একজন ডেনিশ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে স্পেশাল ফোর্সের সাহায্য নিয়ে।

'এই ব্যাপারে সোমালি সরকারের মনোভাব কী?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল। 'অপহরণ প্রতিরোধে তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি?'

আমুর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাতাসে মাছি তাড়ানোর মত ভঙ্গি করল। 'সোমালি সরকার? ১৯৯১ সালেই সরকারের পতন ঘটেছে, পুরো দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে গেছে তখন থেকেই। নিজেদের সমুদ্র সীমাতেই এদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বাইরের দেশের মৎস্যশিকারিরা মাছ শিকার করে নিয়ে যায়, আর আমাদের দেশের জেলারা না খেয়ে অনাহারে মারা যায়। আর কত মৃত্যু মেনে নিবে ওরা? জেলেরা নিজেদের রক্ষা করতে হাতে অস্ত্র তুলে নিবে সেটাই তো স্বাভাবিক। এখন তারাই নিজেদের রক্ষাকর্তা, নিজেদের সমুদ্রে বাইরের কোনও অপশক্তিকে ঢুকতে দেয় না।'

গ্রে প্লেনে আসার সময় এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়েছে। 'এবং তাই জেলেরা বিদেশি কোনও জাহাজ দেখলেই সেটা বাজেয়াপ্ত করে মুক্তিপণ দাবি করে। কতোই না মহৎ, তাই না?'

'মুক্তিপণ না, টোল।' আমুর ঠিক করে দিল। কোয়ালস্কির মুখে অবজ্ঞার হাসি কানে এল তার। চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে, গৌরবে আঘাত লেগেছে। পিঠ শক্ত করে বসে আছে। গ্রে'র পুরনো একটা প্রবাদ মনে পড়ে গেল, যে একবার জলদস্যু, সে সবসময়ই জলদস্যু। হয় আমুর মনে প্রাণে এখনও দস্যু নয়তো তার কথায় এই অঞ্চলের মানুষের জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটছে।

'আমাদের অপহৃত সমুদ্র সম্পদের ফলে এইটুকু তো আমাদের প্রাপ্য।' সে বলতে থাকল। 'আর কে খেয়াল রাখবে আমাদের? পোর্টটা দেখ।' ব্যস্ততম বন্দরের দিকে নড করল। 'এই এলাকা একসময় ছিল পুরো দোযখের মত, না ছিল কোনও কাঠামো, না ছিল কোনও আশা, সবকিছু ছিল এলোমেলো।'

কোয়ালস্কি সন্দেহপ্রবণ চোখে ধুলোয় ধূসরিত শহরের দিকে তাকাল, এখনও একে দোযখের চেয়ে ভালো কিছু বলা সম্ভব না।

'সরকার পতনের পর থেকে -', আমুর কথা বলতেই লাগল, 'আমরা নিজেদের দেখ-ভাল নিজেরাই করি। এক স্থানীয় ব্যবসায়ী ফোন কোম্পানির ব্যবসা খুলেছে। শিক্ষকরা বিনে পয়সায় শিক্ষকতা করছে। স্বেচ্ছাসেবকরা পালন করছে পুলিশী দায়িত্ব। পুরো এলাকায় আমাদের শহর এখন সবচেয়ে ব্যস্ত পোর্ট। বুমটাউন, যেমনটা আপনারা বলেন। আমরা দশ হাজার ছাগল, ভেড়া ও উট আরব দেশে রপ্তানি করি।'

কোয়ালস্কির সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টি এখনও আগের মতোই আছে। গ্রে উপলব্ধি করল এই রাতের শহরে গড়ে উঠা নতুন নতুন সব বিল্ডিং, উঁচু দেয়ালে ঘিরে সুবৃহৎ অট্টালিকার যেসব কাজ চলছে সেসবের অর্থ আর যাই হোক শুধুমাত্র বুসাসোর আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা থেকে আসা সম্ভব না।

গ্রে পড়েছে এই শহর দস্যুবৃত্তির মধ্যে অন্যতম এক শহর। যদিও এটা খুব একটা সম্মানজনক কাজ নয়। স্থানীয় সরকার চেষ্টা করছে দেশ থেকে অপহরণ কমাতে, পুরো জেলখানা ভরে গেছে কয়েদিতে। কিন্তু তাও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষা করা যায়নি। জলদস্যুরা তাদের দস্যুবৃত্তি আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে।

এই বিরূপ পরিস্থিতিতে কীভাবে ওরা প্রেসিডেন্টের মেয়েকে খুঁজে বের করবে? টাকা দিয়ে তথ্য কিনতে পারবে-যেমনটা আমুর মাহদির কাছ থেকে পাচ্ছে-কিন্তু টাকা দিয়ে তো মুখবন্ধ করাও সম্ভব।

'সমুদ্র আবার মাছে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।' আমুর উপসংহার টানল। 'এখন আর বিদেশি জাহাজ আর আমাদের সমুদ্রের সম্পদ চুরি করতে পারে না। আমাদের সমুদ্র এখন পুরোপুরি স্বাধীন, আমাদের মানুষরা এখন আর অনাহারে মরে না।'

গ্রে এই কথাটুকু সত্য বলে মেনে নিল। সত্যিই, জলসীমায় প্রচুর মাছ বেড়ে যাওয়া সোমালি দস্যুদের অবদান। কিন্তু তাই বলে এতো চড়া মূল্যে?

আমুর উঠে দাঁড়াল, 'রাত হয়েছে। দেখি অপহৃত আমেরিকান মেয়েটার ব্যাপারে কোনও তথ্য বের করতে পারি কি না। কিন্তু আপনারা তো জানেনই গতবছর উদ্ধার কাজে কতজন দস্যু মারা গেছে! তথ্য বের করা এতটা সহজ হবে না।'

গ্রে উঠে দাড়িয়ে লোকটার সাথে হাত মেলাল। আসল কথা বুঝতে পেরেছে, নগদ অর্থ ছাড়া তার মুখ খোলা যাবে না। কিন্তু গ্রে ভয় পাচ্ছে, অনেক বেশি টাকা খরচ করলে যদি অপহরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়। একটা ভুল পদক্ষেপেই অ্যামাণ্ডার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে যাতে কাজও হয়, আবার সন্দেহও না জাগে।

'বুঝতে পেরেছি। আপনার যা করা দরকার করুন।' গ্রে বলল। আমুরকে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় দিল। ওর মুখে নিজের ভাষা শুনে খুশি হলো জলদস্যু। 'হাবেন ওয়ানাগসানও।'

জলদস্যু বিদায় নিলে গ্রে সবার উদ্দেশ্যে বলল,'আমাদের হোটেলে ফিরে যাওয়া উচিত।'

সবাই একসাথে বের হয়ে হলো। এত রাতেও রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। চারপাশে প্রচুর গাড়ি, খাবারের ও চায়ের দোকানে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। কর্মচাঞ্চল্য ভরা বুসাসো নগরী রাতের আলোয় ঝলমল করছে।

কোলাহলপূর্ণ রাস্তা ধরে হোটেল পর্যন্ত আসতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল ওরা।

সেইচান কানে কানে বলে উঠল, 'তুমি ঠিক বলেছিলে, আমাদের পিছনে ফেউ লেগেছে।'

গ্রে ফলের দোকানের সামনে দাঁড়াল, ফলের দরদাম করছে এমন ভান করে পিছনে ফিরে তাকাল। পিছনে দুইজন দাড়িয়ে আছে, আড়াল নেয়ার চেষ্টা করছে। 'দু'জন?'

'তিন।' সেইচান সংশোধন করে দিল। 'সাইবার ক্যাফের সামনের সবুজ জামা পড়া মেয়েটা।'

গ্রে মেয়েটার আচরণে আলাদা কোনও বিশেষত্ব পেল না, কিন্তু সেইচানের উপর ওর পূর্ণ আস্থা আছে।

কোয়ালস্কির কোনও ভাবান্তর নেই। হাতে একটা কলা তুলে নিয়ে বলল, 'কিছু কিনবে নাকি এমনিই এসে দাঁড়িয়েছ?'

গ্রে সামনের দিকে এগুলো, হোটেলে ফিরে যাচ্ছে। পিছনে পিছন যথারীতি আসছে অনুসরণকারীরা।

সেইচান মৃদু স্বরে বলল, 'সি.আই.এ. যতটা ভাবে, আমুর ততটা বিশ্বস্ত নয়।'

মেয়েটি গ্রে'র গা ঘেঁষে দাঁড়াল, ঠিক যেন প্রেমিক-প্রেমিকা। যদিও এই অঞ্চলে স্থানীয়রা ছেলে-মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা দেখলে ভ্রূ কুঁচকায়, কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ করার মাঝে আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে।

'পেইন্টার তাই সন্দেহ করেছেন।' অ-স্পষ্টস্বরে বলল গ্রে।

ডিরেক্টর বিভিন্ন কন্টাক্টের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে শেষে আমুরকে ঠিক করেছে। কারণ অতীতেও তার আচার-আচরণে অনেক ত্রুটি পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে এই লোক নির্দিষ্ট কোন দলের হয়ে খাটছে না। যেখানে বেশি টাকা পাচ্ছে, সেই দলের কাছেই তথ্য পাচার করছে।

যে দস্যু সে সবসময়ই দস্যু।

গ্রে ও তার দল উদ্দেশ্যহীনভাবে পুরো শহর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লেজ খসানোর কোনও চেষ্টা করছে না। সে চায় অনুসরণকারীরা অনুসরণ করতে থাকুক। আমুর বিপজ্জনক খেলা খেলছে, কিন্তু ভুলে গেছে খেলতে শুধু সে একা জানে না।

রাত ৯:০১

টাকার ওয়েন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমুর মাহদিকে অনুসরণ করছে।

কানের মধ্যে গুঁজে রাখা ইয়ারফোনে আওয়াজ ভেসে এল, 'পেয়েছ তাকে?'

কথা বলছে কমাণ্ডার পিয়ার্স। টাকার উত্তর দিল, 'পেয়েছি।' উত্তর দেয়ার সময় গলা কাঁপল শুধু, কোন আওয়াজ বের হলো না। সিগমার সব অপারেটিভই এমন বিশেষ ধরনের মাইক ব্যবহার করে। ভোকাল কর্ডের কম্পন আওয়াজে রূপান্তর করে যন্ত্রটা।

স্থানীয়দের সাথে মিশে যেতে তাদের মতো পোশাক পড়ে বের হয়েছে সে-একটা মোটা ম্যাকাউইস এবং ওপরে কেভলার জ্যাকেট। মাথায় স্থানীয়দের হাতে বানান টুপি, দেখতে ফর্সা হলেও পুরোপুরি বিদেশিদের মতো লাগছে না। সারা পৃথিবী থেকে সুবিধাবাদী মানুষ এসে ঘাঁটি গেড়েছে এই শহরে। আফ্রিকান ভাষার সাথে সাথে জার্মান, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাও শোনা যায় এই শহরে।

সে দূর থেকে তার টার্গেটকে অনুসরণ করছে, নিজের চোখ ছাড়াও আরও দুচোখের উপর নির্ভর করছে।

কয়েক মিটার সামনে কেন ভূতের মতো ছায়ার আড়ালে হাঁটছে, নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন রেখে। কেনের দিকে কয়েক জোড়া চোখ ফিরে তাকাচ্ছে-হাড় জিরজিরে ভবঘুরে এবং রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের চোখ।

এক ব্লক সামনে, আমুর শহরের ব্যস্ততম অঞ্চল পার হয়ে চলে গেল। এগিয়ে গেল কিছুটা নীরব এলাকার দিকে। চারপাশে বুলডোজার, ক্রেন, পিলার, ধাতব ট্রেলার রাখা আছে, শহরের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হবে।

টাকার রেডিওতে বলল, 'লোকটা বুসাসো শহর থেকে বের হয়ে শহরের নির্জন অংশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার বাড়ির রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে।'

টাকার টার্গেটের ব্যাপারে কী কী জানে তা মনে করার চেষ্টা করল। কোথায় সে থাকে, কোথায় সে আড্ডা দেয়, কোথায় ওর স্ত্রী থাকে-সবকিছুই ওর নখদর্পণে। কিন্তু আমুর এসবের একটাতেও যাচ্ছে না।

'অনুসরণ করতে থাকো, কিন্তু সাবধান।' গ্রে সতর্ক করে দিল। 'আমরা ওকে সতর্ক করে দিতে চাই না।'

নিজের কাজ আমি ভালোই জানি। টাকার বাঁক ঘুরে সামনে এগিয়ে গেল। *এই কারণেই তুমি আমার কাছে সাহায্য চেয়েছ, অথবা বলা ভালো-আমাদের কাছে।*

কেন সামনে মোড়ের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। টাকার হাতের তালু দেখিয়ে ইশারা করল।

দাঁড়াও।

টাকার সামনের উঁচু তার দিয়ে ঘেরাও করা এলাকার দিকে তাকিয়ে আছে। কন্সট্রাকশনের এলাকায় পথচারীদের অবাধ যাতায়াত রুখতে রাস্তার দুইপাশ জুড়ে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দেয়া। দৃষ্টিসীমায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

যদি এখন টাকার পেছন পেছন যায়, তাহলে লোকটার দেখে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আর দেখে ফেললেই বিপদ। নিজের পরিচয় আর গোপন থাকবে না।

এখন পর্যন্ত তারা এগিয়ে আছে। গ্রে এই মিশনের সাথে টাকারের সংশ্লিষ্টতার কথা গোপন রেখেছে। এমনকি তানজানিয়া থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত তারা আলাদা ফ্লাইটে এসেছে। গ্রে চায় সবাই ওদের দলের উপরেই চোখ রাখুক, যাতে টাকার সবার চোখের আড়ালে থেকে তার কাজটুকু করতে পারে।

রাস্তার শেষ মাথায় একটা বড় গেটের সামনে দাঁড়াল আমুর, একে-৪৭ হাতে সিকিউরিটি গার্ড পাহারা দিচ্ছে। আলস্য ঝেড়ে বন্দুকধারী উঠে দাঁড়াল, তার চেহারা দেখে নড করল। গেট খুলে দিতেই আমুর ভেতরে গার্ডের সাথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখানে কেন এসেছে লোকটা?

টাকার কয়েক মিটার সামনে এগিয়ে গেল, তারের বেড়ার এক জায়গায় একটু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। বড় একটা ডাস্টবিন আড়াল করে রেখেছে ফাঁকটা। ও নিজে ঢুকতে না পারলেও কেন সহজেই ফোকর গলে ঢুকে যেতে পারবে। কেনকে ফোকর দেখাল, আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা বৃত্ত আকল, এক হাতে নিজের নাক স্পর্শ করল।

ফোকর গলে ভেতরে যাও, টার্গেটের গন্ধ শুঁকে বের কর।

টাকার জানে কেন তার কাজ যথাযথভাবে করতে পারবে, তাকে এইজন্যই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মানুষের নাকে গন্ধ শোঁকার জন্য আছে ষাট লক্ষ রিসেপ্টর। শিকারি কুকুরের থাকে তিনশ কোটি, দুই ফুটবল মাঠ দূরত্ব থেকেও টার্গেটের গন্ধ পায় নাকে।

নির্দেশ দেওয়ার পর হাতের তালু নিচু করল, অর্থাৎ টার্গেটকে খুঁজে পাওয়ার পর লুকিয়ে থাকতে হবে।

কাজ শেষে শেফার্ডের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল, লোমশ দেহে কালো জ্যাকেট পুরোপুরি মিশে গেছে। পোশাকটার নাম কে-৯ স্ট্রম ট্যাকটিক্যাল ভেস্ট, সম্পূর্ণ পানিরোধী আর কেভলার দিয়ে বিশেষ ভাবে বানান। কেনের কানের ইয়ারপিস ঠিক করে দিল সে, এর মাধ্যমে ও দূর থেকেই যোগাযোগ করতে পারবে। এরপর একটা ছোট ক্যামেরার লেন্স গলার কলারে ঝুলিয়ে দিল, লেন্সে নাইট ভিশন লাগান। এর মাধ্যমে ভেতরের পরিস্থিতিও সরাসরি দেখতে পারবে।

টাকার ওর ফোন বের করল, একটা কোড চাপতেই ক্যামেরার দৃশ্য ভেসে উঠল ফোনের পর্দায়। সে ঝুঁকে কেনের সবকিছু আবার পরীক্ষা করে দেখল, সবকিছু ঠিকই আছে।

সন্তুষ্ট হয়ে পোষা কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ও। উত্তেজিত হয়ে আছে কেন, জিহ্বা বের করে নিঃশব্দে হাঁপাচ্ছে। গাঢ় চোখ দুটো চেয়ে আছে ওর দিকে। প্রশিক্ষিত কুকুরগুলোর এক অদ্ভুত গুণ, এরা এদের মনিবের হাবভাবও বুঝতে পারে।

'সুবোধ বালক।' কানে কানে বলল সে। এটা ওদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কেন নাক ঘষল ওর গালে।

টাকার হাত ঝাড়া দিয়ে বেড়ার ফাঁকটা দেখিয়ে দিল।

যাও।

কেন নিচু হয়ে বেড়ার ফাঁকে মুহূর্তেই সেঁধিয়ে গেল। টাকার ওর ফোনের দিকে তাকাল, দাঁড় করিয়ে রাখা বুলডোজার এবং ভাঙ্গা কংক্রিটের পিলারের সবুজাভ ছবি দেখা যাচ্ছে। বারবার ঝাঁকি ও নড়াচড়া খাওয়ায় মনে হচ্ছে যেন কোনও হরর ফিল্মের শুটিং দেখছে।

টাকার গলার বিশেষ মাইকে চাপ দিল, 'ভিডিও হচ্ছে, কমাণ্ডার। চাইলে দেখতে পারো।'

টাকারের এক কানে ব্লু-টুথ ইয়ারবাড, কেনের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

অন্য কানের হেডফোনে গ্রে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। দেখি আমাদের বন্ধু আমুর কী করতে যাচ্ছে।'

টাকার ডাস্টবিনের আড়ালে দাড়িয়ে আছে, দেখছে তার পার্টনারের অগ্রগতি। অল্প অল্প ভয় হচ্ছে তার।

সাবধানে থেকো, বন্ধু।

কেন নিচু হয়ে দৌড়াচ্ছে, আশেপাশের ছোটখাটো পোকা-মাকড়ের নড়াচড়া অনুভব করছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে শিকার। চারপাশে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, শীতল বাতাস বইছে। ইয়ারফোনের দুই পাশেই উৎকণ্ঠা বেড়ে গেছে, সামনে খোলা পথ। দমকা বাতাসে কাগজের কাপে আওয়াজ হলো, এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল কেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার দৌড়াতে শুরু করল।

বাতাসে শিকারের গন্ধ খুঁজছে। গন্ধ শুকে শুকে আশেপাশে খুঁজতে লাগল শিকারের হেঁটে যাওয়া পথ।

নানান রকম গন্ধ আছে ও।

কারও গায়ের ঘামের গন্ধ...

মূত্রের ঝাঁঝালো গন্ধ...

মেশিনের পোড়া তেলের গন্ধ...

গোলকধাঁধায় হাটতে লাগল সে, আরও নতুন নতুন গন্ধ পেয়েছে, অপেক্ষা করছে কাঙ্ক্ষিত সেই গন্ধের। কান খাড়া করে আছে, ইঁদুরের হুটোপুটি, বাতাসে পাতার সরসর আওয়াজ, শুকনো বালিতে পা ফেলার শব্দ-সব শব্দ কানে যাচ্ছে তার।

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে... শুধু সামনের দিকে...

নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকছে, শিকারের গন্ধ।

হঠাৎ করেই বাতাসে পরিচিত গন্ধ পেল, শিকারের গায়ের ঝাঁঝালো ঘাম চিনতে পারল কেন।

গতি ধীর করল।

গা নিচু করে মাটি শুঁকল, ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে এখন।

এখানে ওরা কয়েকজন একসাথে ছিল, সবার গায়ের আলাদা গন্ধ টের পাচ্ছে সে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু গায়ের গন্ধ এতো দূর থেকেও প্রবল। ধাতব অবয়বের পিছনে আছে ওরা, নাকে মরচে পড়া লোহার গন্ধ পাচ্ছে সে। বাতাসের মধ্যে ভেসে থাকা ঘামের গন্ধ চাইলেও মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

তার শিকার পায়চারি করছে, পিছনে বন্দুক হাতে এক লোক।

কেন অস্ত্রের গন্ধ চেনে-অস্ত্রের অবয়ব দেখে, আওয়াজ শুনেই চিনে নিতে পারে কোনটা কোন ধরণের অস্ত্র।

আড়ালে থাকা সবাই বের হয়ে এল, ওরা চারজন, প্রত্যেকের দেহের গন্ধ আলাদা করে টের পাচ্ছে কেন। শিকারের গা থেকে ভয়ের গন্ধ ভেসে এল তার নাকে, কিন্তু মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল।

চারজন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোট নড়াচ্ছে, দাঁত দেখাচ্ছে, আওয়াজ করছে। ভয় দেখানোর জন্য নয়, ভাব বিনিময়ের জন্য।

কেন হামাগুড়ি দিয়ে আরও কাছে গেল, আরেকটু ভালোভাবে দেখার জন্য। শুয়ে আছে পেটের ওপর ভর দিয়ে। দেহ টানটান, যেকোনও মুহূর্তে পালিয়ে যেতে অথবা আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

বসে আছে প্রানিটা।

দেখছে, এক দৃষ্টিতে।

কারণ তার মনিব বলেছে।

কেন সারারাত এখানে বসে থাকতে পারবে, বসে বসে তার চারপাশের গন্ধ ও শব্দ অনুভব করবে। ফেলে আসা পথের গন্ধ টের পাচ্ছে সব গন্ধ ছাপিয়ে। সবকিছুর পরও রাতের বেলায় প্রখর সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে একজনের গায়ের গন্ধ। তারা একে অন্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কে আবদ্ধ, সারাজীবন তারা বিশ্বস্ত থাকবে একে অপরের প্রতি।

সে তার নামও জানে।

গন্ধে, শব্দে, চেহারায়।

সে জানে সেই নাম।

রাত ৯:১২

টাকার গোপনে আমুর ও এর তিন স্বদেশী দস্যুদের কথোপকথন শুনছে। সবাই জলদস্যু, এদের দেহের ক্ষতচিহ্ন ও রুক্ষ আচরণ থেকেই তা আঁচ করা যায়। লোহার বিম ও সিমেন্টের ইট স্তূপ করে রাখা, পাশেই এরা পায়চারি করছে। ইয়ারফোনে সবার মুখে সোমালি ভাষা শুনল, একটা বিশেষ প্রোগ্রাম কথাগুলোকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করলো।

'কতদিন তাদের আটকে রাখতে পারবে?' একজন জিজ্ঞাসা করল।

'কত টাকা খসাতে পারবে?' আরেকজন বলল।

'হাসান, হাবিব; আমার উপর বিশ্বাস রাখ।' আমুর হাসল। 'তারা আমাকে যা বলেছে ঘটনা তার থেকেও গুরুতর, আমি তাদের বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়ব।'

'যা বলো তুমি।' তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠে সন্দেহ।

কথাটির প্রমাণ দিতেই যেন চেকের কাগজটা বের করে দেখাল আমুর। 'কিন্তু প্রথমে, কিছু একটা ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তাদেরকে হাতে রাখতে হবে। যাতে আমার কথায় নাচতে আগ্রহী হয়।'

সবাই তাকে উপেক্ষা করে টাকা ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

'আমেরিকান মেয়েটা সম্পর্কে তোমরা কিছু জান?' আমুর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'শুধুই গুজব।' তিনজনের একজন বলল।

টাকারের অন্য কানে ভেসে এল, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের গুজবই প্রয়োজন।'

গলাটা কমাণ্ডার পিয়ার্সের, ওর মতোই মনোযোগ দিয়ে শুনছে সব।

'কী গুজব?' আমুর কথায় জোর প্রয়োগ করল।

'আমার ভাইয়ের পরিচিত একজন ইল-এ থাকে। সে একজন বিদেশি মেয়েকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে। ওরা পর্বতের দিকে গেছে।'

'ক্যাল ম্যাডো পর্বত?'

উত্তরে শ্রাগ করল সেই ব্যক্তি।

'অনেক বড় অঞ্চল।' আমুর বলল। আশাহত হয়নি, হাতের তালু দিয়ে থুতনি ঘষল। 'মেয়েটাকে যদি সত্যিই ওই পাহাড়ে লুকিয়ে রাখা হয়, তাহলে তারা এমনিতেও খুঁজে পাবে না। আমেরিকানদেরকে কিছু তথ্য দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের ওপর রহমত করেছেন; আরও কিছুদিন এই লাভজনক সম্পর্কটা বজায় রাখতে হবে।'

'তারপর?'

'তারপর আমেরিকানরা আর আমার কোনও কাজে আসবে না। দুর্ভাগ্যবশত তাদের যেকোনও কিছু হতে পারে, দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু অসম্ভব নয়। অন্তত এই অঞ্চলে, তাই না?'

দেঁতো হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

'দেখা যাচ্ছে আমুর যতটা অতিথিপরায়ণতা দেখায় ততটা সে বাস্তবে নয়।' গ্রে'র গলা শোনা যাচ্ছে। 'আমাদের উচিত -'

চাপা গর্জনে চাপা পড়ে গেল কমাণ্ডারের কথা।

ক্যামেরার দৃশ্য নড়ে উঠল, কেন পিছিয়ে গেছে। কিছু একটা অনুভব করেছে সে।

'তোমার কুকুর কী করছে?' গ্রে বলল, লক্ষ্য করেছে হঠাৎ নড়াচড়া।

'অপেক্ষা করো, কিছু একটা ওর নজরে পড়েছে।'

সবুজাভ ছবি লাফাচ্ছে, পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শেফার্ডটা কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সে আমুরকে অতিক্রম করে অন্যপাশে যেতে চাইছে।

আবার ফোনের পর্দায় ছবি স্থির হলো।

কনস্ট্রাকশন এলাকা থেকে দূরে ছয়টি মানুষের একটা দল আমুরদের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। সবার গায়ে কালো বডি আর্মার ও মাথায় নাইট ভিশন গ্লাসসহ হেলমেট, কাঁধে অ্যাসল্ট রাইফেল। এরা কেউ দস্যু নয়, সবার হাঁটা চলায় সামরিক ভাব স্পষ্ট। এরা আর যাই হোক না কেন, বন্ধুত্ব করার জন্য এখানে আসেনি।

আমুরের অনুসন্ধানের খবর ভুল জায়গায় ফাঁস হয়ে গেছে!

টাকার দেখল দলনেতার ইশারায় সবাই ছড়িয়ে পড়েছে, চারপাশ থেকে আমুরদের দলকে ফাঁদে ফেলবে।

দুর্ভাগ্যবশত ফাঁদে এরা চারজন একাই পড়বে না। টাকারের দম আটকে এল, মনে হচ্ছে ওকে কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে।

৬
১লা জুলাই, রাত ৯:১৫ পূর্ব আফ্রিকার সময়
বুসাসো, সোমালিয়া

'যেখানে আছ সেখানেই থাক।' গ্রে আদেশ দিল।

সেইচান কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে, কোয়ালস্কি পাশেই। হোটেল থেকে কয়েক ব্লক সামনে সরু একটা গলির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেফার্ডের ক্যামেরা থেকে আসা ছবি দেখছে। অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত কমাণ্ডো টিমকে তারাও দেখেছে, জানে এরা কাউকেই ছাড়বে না।

'সম্ভব নয়, কমাণ্ডার।' ক্যাপ্টেন ওয়েন জবাব দিল। 'যতক্ষণ না কেন বিপদমুক্ত হচ্ছে, আমি তোমার আদেশ মানতে পারব না।'

গ্রে জানে, সে কখনওই টাকারকে আটকে রাখতে পারবে না। এই অধিকারও তার নেই। কিন্তু যদি এই লোক নজরে পড়ে যায়, তাহলে গোটা অপারেশন ভেস্তে যাবে!

'আমার আসার আগ পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা কর।' গ্রে কথায় জোর দিল। 'আমরা দুজন মিলে কাজটা করব নাহয়।'

কিছুক্ষণ নিরবতার পর উত্তর এল, 'আমি অপেক্ষা করব, তবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু কথা দিতে পারছি না।'

টাকারের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।

'আমি আসছি।' রেডিওতে বলল গ্রে। তারপর সঙ্গীদের দিকে মনোযোগ দিল। 'তোমরা দুজন হোটেলে ফিরে যাও। লেজ খসানোর দরকার নেই। এদের বোঝাতে হবে, আমরা আজকের মতো সব কাজে ইস্তফা দিয়ে হোটেলে ফিরে গেছি।'

সেইচান কাছে এল। 'তোমার একা যাওয়া উচিত হবে না। তুমি তো এই শহরও চেনও না।'

ফোনে বুসাসোর ম্যাপ বের করল গ্রে। 'এটা দিয়ে কাজ চালানো যাবে। তোমার কাছে কী এর থেকে ভালো কোনও উপায় আছে? আমুরের আরও অনেক বন্ধু আছে এই শহরে। চাই না কনস্ট্রাকশন এলাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে গেলে, তার দায়ভার আমাদের ওপর বর্তাক। এই জন্য শক্ত অ্যালিবাই তৈরি করতে হবে।'

'কী করতে চাইছ?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল।

চোখের কোণ দিয়ে কমাণ্ডার দেখল, অনুসরণকারী তিনজন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাব দেখাচ্ছে যেন কাপড় কিনতে এসেছে।

'সামনের বাঁক পেরিয়ে আমি পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাব, তোমরা দুজন দ্রুত হোটেলে ঢুকে যাও। চেষ্টা করবে যাতে ওরা তোমাদের দুজনকে ঢুকতে দেখে, তাহলে ধরে নিবে আমিও হোটেলের ভিতরে চলে গেছি। চেষ্টা কর ছোটখাটো

কোনও গোলমাল তৈরি করতে, তাহলে তাদের নজর আমাদের ওপর থেকে সরে যাবে।'

সেইচান ভ্রূকুটি করল, পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না পরিকল্পনাটার ওপর।

হাত বাড়াল গ্রে, মেয়েটার হাতে হাত রাখল অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। আস্তে আস্তে বলল, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

হঠাৎ সেইচান নীরব হয়ে পড়ল, হয়তো স্পর্শের জন্যেই।

'চল, কাজে নেমে পড়ি।' গ্রে আলোচনার আর সুযোগ দিল না।

রাস্তার দিকে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে তারা, যেন অফুরন্ত সময় হাতে। বাঁকের কাছাকাছি আসতেই গ্রে দ্রুত চলে গেল একটা সরু গলি দিয়ে। ম্যাপ ভুল না হলে এই রাস্তা ধরে পৌঁছে যেতে পারবে ক্যাপ্টেন ওয়েনের কাছে।

পিছনে ফিরে তাকাল, সেইচানের মুখের অভিব্যক্তি বোঝা যাচ্ছে না। কোয়ালস্কি মুখ ভোতা করে তাকিয়ে আছে। বলল, 'সাবধানে থেক।'

গ্রে'র ইচ্ছাও তাই, সাবধানে থাকা। পিছনে সেইচান ও কোয়ালস্কি দৌড়াচ্ছে, সোজা রাস্তার শেষে হোটেল জাব্বার দিকে ছুটে যাচ্ছে তারা।

আর কিছু পারুক বা না পারুক অন্তত তারা আদেশটা পালন করতে জানে। প্রার্থনা করতে থাকল, যাতে টাকার ওয়েনও ওর আদেশটা মেনে চলে। গ্রে তাড়াহুড়ো করছে, জানে ওর প্রার্থনা কবুল হবে না। টাকারের রিফ্লেক্স অসাধারণ, লোকটা চিন্তা করার আগে তার হাত চালায়। তার কুকুরের কিছু হলে তাকে হাজার চেষ্টা করেও আটকে রাখা যাবে না।

কেন হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার ছায়ায় দিকে এগিয়ে গেল, ভাঙ্গা কংক্রিটের স্লাবের নীচে লুকিয়ে আছে সে। চারপাশের অশান্ত পরিবেশ অনুভব করছে-প্রতিটি গন্ধ, প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি শব্দ। সে এক নজরে তাকিয়ে আছে, পুরো ঘটনা অনুভব করছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অতীতের সাথে মেলাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি।

বুট পড়া পায়ের নীচে পাথর পড়ার শব্দ

কাপড়ের ওপর রাইফেল ফিতা ঘষা খাওয়ার শব্দ

শিকারের কাছে পৌঁছানো কোনও এক উত্তেজিত শিকারির ঘন ঘন শ্বাস টানার শব্দ

তার শিকার এখনও নিজের দলের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, বিপদ এগিয়ে আসছে টের পায়নি। কেন আগন্তকদের গন্ধ পাচ্ছে, পুরাতন সব গন্ধ ছাপিয়ে ভেসে আসছে তাদের গন্ধ। ঘিরে ফেলেছে চারপাশ থেকে।

বৃত্ত ছোট করছে তারা, এগিয়ে যাচ্ছে শিকারের দিকে।

কেন ছায়ার মাঝে আত্মগোপন করে আছে, স্থির, অনড়। বিশ্বাস আছে অন্ধকার ছায়া ওকে রক্ষা করবে।

সেই সাথে বিশ্বাস আছে আরেকজনের ওপর।

রাত ৯:২২

টাকার এখনও অন্ধকার ডাস্টবিনের পাশে লুকিয়ে আছে। সব মনোযোগ ফোনের পর্দায় ভেসে আসা ভিডিওতে। কেন এখনও তার দেয়া নির্দেশ মেনে চলছে, আমুরের দলের ওপর চোখ রেখেছে। আমুর বলেই চলেছে-টাকাগুলো কীভাবে খরচ করবে, কোথায় ডিনার করবে, কীভাবে আরও বেশি টাকা কমাণ্ডার পিয়ার্সের কাছ থেকে হাতিয়ে নিবে।

মৃত্যু ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে এরা সবাই।

এমনকি কেনও।

টাকার ভয়ে কেনকে পিছিয়ে আসতেও বলতে পারছে না, সামান্যতম নড়াচড়াও কেনের অবস্থান ফাঁস করে দিতে পারে।

ওর নীরব উদ্বেগ কেন-ও টের পেল যেন। পর্দার ভিডিও এর কোণ পাল্টে গেল, কালো আর্মার পড়া এক কমাণ্ডো এগুচ্ছে তার দিকে।

শেফার্ড নিজের জায়গায় স্থির, একটুও নড়ছে না। যেমনটা টাকার আদেশ দিয়েছিল।

কেন ভাবছে ও ভালোভাবে লুকিয়ে আছে, টাকার উপলব্ধি করল।

কিন্তু ভুল করছে সে।

কমাণ্ডোর চোখে নাইট ভিশন গগলস। কেন যতই অন্ধকারে আত্মগোপন করুক, এই গগলসের কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর কুকুরটাকে সহজেই দেখে ফেলবে। কালো ভেষ্ট পড়া একটা কুকুরকে কমাণ্ডো দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

টাকার রাস্তার দিকে তাকাল, কমাণ্ডার গ্রে পিয়ার্সের কোনও খোঁজ নেই। কিন্তু ওর হাতে সময় কম, যা করার এখনই করতে হবে।

চারপাশে তাকাল, এমন কিছু খুঁজছে যা দিয়ে বেড়ার ফাঁকটা বড় করা যায়। কেন সহজেই ফাঁক গলে চলে গেলেও, ওর পক্ষে এখান দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বেড়ার উপরে কাঁটাতার দেয়া, টপকান যাবে না। কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে ফোন একপাশে রেখে মাটিতে বসে পড়ল। বেড়ার ফাঁকটার নীচের বালি খুড়তে লাগল দুই হাত দিয়ে, গর্তটা বড় করছে।

ফোনের পর্দায় তাকিয়ে আছে, কেনের দিকে এখনও এগিয়ে আসছে কমাণ্ডো। জলদি হাত চালাল সে, হাতের আঙুলের নখ ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

অবশেষে গর্তটা একজন মানুষ যাওয়ার মতো বড় হলো। গর্তের ভিতর সেঁধিয়ে গেল সে, বেড়ার নীচের ধারাল অংশে লেগে গায়ের জামা বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেল, কেভলার জ্যাকেট থাকায় রক্ষা।

ওইপাশে পৌছে ফোন হাতে নিল, ফোনের দৃশ্য ওর হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে।

পর্দায় ঝাপসাভাবে এক কমাণ্ডোর অবয়ব ফুটে আছে, তাকিয়ে আছে সোজা ক্যামেরার দিকে। হাতের অস্ত্র তাক করেছে সোজা কেনকে লক্ষ্য করে।

রাত ৯:২৩

ধুস শালা
সেইচান দ্রুত হাঁটছে, মেজাজ খিচড়ে আছে। হোটেল জাব্বার লবিতে ঢুকছে। পেছন পেছন হাঁটছে কোয়ালস্কি। গ্রে'কে একা ফেলে আসার জন্য রেগে আছে সে, তার থেকেও বেশি রেগে আছে গ্রে'র জন্য ওর চিন্তা হচ্ছে বলে! কিন্তু শেষে বুঝতে পারল এর থেকে ভালো কোনও উপায়ও ওদের হাতে ছিল না।

অনুসরণকারীদের ধোঁকা দিতে সফল হয়েছে ওরা, গ্রে'র অনুপস্থিতি টের পায়নি এখনও।

দুশ্চিন্তা ওর পেট কামড়ে ধরল যেন। গ্রে'র উচিত হয়নি এভাবে একা যাওয়া। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেই, ফেওদের খসানোর কোনও না কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যেত। তখন সবাই একসাথে যেত পারতো। কিন্তু গ্রে চিন্তা ভাবনার সময়ই দিল না, দ্রুত সিধান্ত নিয়ে নিল! সবসময় এমনটাই করে লোকটা। টাকার ওয়েন ও তার পোষা কুকুরের জীবন সংকটের মুখে, প্রতিটা পদক্ষেপ হিসেব করে ফেলতে হবে গ্রে'র।

কারণটা সে অবশ্য বুঝতে পেরেছে। গ্রে'র চোখে গভীর ক্রোধ ও হতাশা দেখেছে ও। চিরচেনা ধূসর চোখ জোড়ার ভাষা বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। গ্রে'র চোখে অস্থিরতা দেখেছে, যা আগে কখনও দেখেনি। ভয় হচ্ছে তার জন্য।

ক্ষত শুকানোর জন্য আরও কিছুটা সময় দেওয়া দরকার ছিল। এতো জলদি তাকে কাজে নামানো উচিত হয়নি।

কিন্তু পাথর গড়াতে শুরু করেছে, থামাবার কোনও উপায় নেই আর!

কোয়ালস্কি সিগারেট ধরাল, লবি বেয়ে উড়ে গেল একরাশ ধোঁয়া। হোটেলের রেস্তোরায় বড় পর্দার টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখাচ্ছে, উপচে পড়া ভিড় সিঁড়িতে উঠার রাস্তা আটকে রেখেছে।

কোয়ালস্কি হোটেলের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে আছে। 'মনে হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা আমাদের একা ছাড়তে ইচ্ছুক নয়।'

সেইচান ফিরে তাকাল, তিনজন বসে আছে হোটেলের উল্টোপাশের কফি হাউজে। নজর রাখছে এদিক, নিশ্চিত হতে চায় ওরা সত্যিই ফিরে গেছে কিনা। আমুর বিনিয়োগকারীদের প্রতি অধিক দায়িত্বশীল, চায় না অন্য কেউ সত্যটা ফাঁস করে দিক।

জোর হর্ষধ্বনি ওর মনোযোগ বিঘ্ন ঘটাল, ব্রাজিল ও জার্মানির খেলা এখন উত্তেজনায় টানটান অবস্থা। জার্মান সমর্থক দল তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছে।

'চলো, রুমে যাই।,' নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে চাইছে ও।

কোয়ালস্কি দাঁড়িয়েই আছে, একমনে সিগারেট ফুঁকছে। সিগারেটের ধোঁয়া লবির বায়ু দূষণ করছে। তাকিয়ে আছে বড় পর্দায়, খেলা দেখছে। এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে।

যাক, আজকের মতো অন্তত নতুন কোনও ঝামেলায় জড়াচ্ছে না তারা।

কিন্তু ও ভুল ভেবেছিল।

তাড়াহুড়ো করে আসছিল এক ওয়েটার, হাতে গরম চা। পর্দার আরও কাছাকাছি পৌঁছুতে গিয়ে ধাক্কা খেল সে ওয়েটারের সাথে। ওয়েটারের হাতের ট্রে উড়ে গিয়ে পড়ল ভিড়ের মাঝে, গরম চা ভিজিয়ে দিল কাছের কয়েকজনকে। খিস্তি-খেঁউড় ভেসে আসছে ভিড় থেকে, ক্ষেপে গেছে সবাই।

ধাক্কা ধাক্কিতে এক দলের সমর্থকের কনুই লাগল অন্যদলের সমর্থকের নাকে। ব্যস, আর দেখতে হলো না। মুহূর্তেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে পৌঁছুল। এরপর শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা, একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে!

কোয়ালস্কি সেইচানকে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল, একটু হলেই ছুড়ে মারা একটা কাঁচের বোতল তার গায়ে লাগত।

'করছ কী তুমি?' সেইচান ধমকে উঠল।

কোয়ালস্কি ওর দিকে ঝুঁকল, কানে কানে বলল, 'রান্নাঘরে বাইরে বের হওয়ার দরজা আছে। আমি মারামারিটা একটু উস্কে দিয়ে আসি। তুমি পিছনের রাস্তা দিয়ে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে।'

চোখাচোখি হলো ওদের, তার দৃষ্টিতে সংশয়। ও একাই শুধু সঙ্গীর কথা ভাবছিল না তাহলে।

'তুমি তৈরি?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

নড করল মেয়েটা, কোয়ালস্কির মুখে দেঁতো হাসি।

সে হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক লোকের ওপর। মারামারি মারাত্মক রূপ ধারণ করল, হোটেল লবি থেকে গোলমাল ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়।

সেইচান দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে ফেলেছে মুখ। পিছনে কোয়ালস্কি খুশি মনে ঝামেলা পাকিয়ে যাচ্ছে, অবশেষে মনের মতো কাজ পেয়েছে সে।

এখন গ্রে'কে খুঁজে বের করতে হবে।

ওর ফোনে টাকার ওয়েনের শেষ অবস্থান চিহ্নিত করা আছে। গ্রে সেখানেই যাবে, একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল সেইচান।

পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গলিতে পৌঁছুল, এগিয়ে যাচ্ছে সব হৈচৈ পিছনে ফেলে। পিছনে রান্নাঘরের কাপ আর প্লেট ভাঙ্গার ঝনঝন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু গলিতে একদম সুনসান নীরবতা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীব্র আলোকরশ্মি চোখ অন্ধ করে দিল ওর। কর্কশ স্বরে বলব, 'আরেক পা এগিয়েছ তো মরেছ।' কথায় ব্রিটিশ টান, সাথে পিস্তল কক করার শব্দ।

৭

১লা জুলাই রাত ৯:২৪ পূর্ব আফ্রিকার সময়
বুসাসো, সোমালিয়া

বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে টাকার, দেখছে রাইফেল তাক হয়ে আছে কেনের দিকে। ফোনের পর্দায় ভেসে আসা ঝাপসা ছবি দেখে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে তার। সময়মত পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না!

কোনও কিছু না ভেবে চিন্তেই নিজের সিগ সয়ার উঁচিয়ে ধরল, ফাঁকা গুলি করল দুইবার। গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল ওর, শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পুরো এলাকা জুড়ে।

ফোনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, সৈনিক তার অস্ত্র উঁচু করে ধরেছে। নিশানা সরে গেছে কেনের ওপর থেকে, খুঁজছে গুলির উৎস।

টাকার ছুটছে কেন যেদিকে লুকিয়েছে সেদিকে। ফোনে সবুজ একটা আইকন, ভিতরে কানের ছবি দেয়া-চাপ দিল সে। মুখের কাছে নিয়ে দুইটা আদেশ দিল, সাথে সাথেই সেই আদেশ কেনের কানে লাগানো রিসিভারে পৌঁছল।

'আক্রমণ করো! অস্ত্র কেড়ে নাও!'

পর্দার দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেল।

টাকার নিচু হয়ে দৌড়াচ্ছে।

আমি আসছি, বন্ধু।

কেনের মুখে রক্তের স্বাদ, চোয়ালের চাপে হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ টের পেল। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে চিৎকার করে উঠল শিকার। পাঁজরে বুটের লাথি খেয়ে ছেড়ে দিল কামড়ে ধরা হাত।

পেছাতে গিয়ে পড়ে গেল যোদ্ধা, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে। এক হাত বুকের কাছাকাছি ধরে আছে, কব্জির হাড় ভেঙ্গে গেছে; হাতের অস্ত্র মাটিতে। দুই শিকারি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য।

কেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, কনুইয়ের কাপড় কামড়ে ধরেছে। অন্যজন ঝাঁকি দিচ্ছে হাত ছুটিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সে টেনে ধরে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। মাটিতে পড়ে মাথা ঠুকে গেল পাথরে, চোখের নাইট ভিশন ছিটকে পড়ল দূরে। টের পেল ভয় পেয়েছে শিকার, ওর মুখে এখনও রক্তের নোনা স্বাদ লেগে আছে।

কিন্তু অন্যজনও শিকারি।

হাতে ঝলসে উঠল ছুরি, আঘাত হানার চেষ্টা করছে। কেন সরে গেছে, একটুর জন্য ছুরির ধারালো ব্লেড গায়ে লাগেনি তার। ঘুরছে চক্রাকারে, রাতের কালিগোলা অন্ধকার সাহায্য করছে তাকে।

কিন্তু ওর চোয়ালের সাথে পেরে ওঠার ক্ষমতা এই ছুরির নেই।

রাত ৯:২৫

গ্রে কনস্ট্রাকশন এলাকার বেড়ার পাশ দিয়ে ছুটছে, হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। একটা অটোমেটিক রাইফেলের একটানা গুলির শব্দ, তারপর একটা পিস্তলের গুলির আওয়াজ।

কিছুক্ষণ আগে, যখন রাস্তার মাথায় ছিল তখন পরিচিত গুলির আওয়াজ শুনেছে।

দুইবার।

বর্তমান গোলাগুলির জায়গা থেকে অনেকটা দূরে।

ক্যাপ্টেন ওয়েনের গুলির আওয়াজ নিশ্চয়।

কানে টাকারের গলার স্বর আসা মাত্র বুঝতে পারল, ওর আন্দাজ সঠিক। ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিচ্ছে তার প্রিয় কুকুরকে। রাস্তায় কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না, তাই সরাসরি দৌড়ে গেল গেটের দিকে। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সে। দরজা খোলা, কেউ নেই আশেপাশে।

সোজা একটা রাস্তা, সরাসরি চলে গেছে গোলাগুলি হচ্ছে যেদিকে ওইদিকে।

মাটিতে কয়েকটা লাশ পড়ে আছে।

আমুরের দলের লোক সবাই।

গ্রে সাবধানে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়েছে ভাঙ্গা পিলারের ছায়ার আড়ালে। এক কমাণ্ডোকে দেখা যাচ্ছে, কোনও একজনকে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলল। মাটিতে পড়া লোকটা অনুনয় করছে, প্রাণভিক্ষা চাইছে। সৈনিক তার দিকে পিস্তল তাক করল। গুলির শব্দ, লাশটা পড়ে রইল মাটিতে।

এরা সবাইকে খুন করছে!

গোলাগুলি শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল। শেষ কয়েক পশলা গুলির আওয়াজও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

গ্রে গলার চামড়ার নিচে লাগান মাইক্রোফোনে বলল, 'টাকার, সাড়া দাও।'

কোনও উত্তর এল না।

তার বদলে ডানদিকের লাশের স্তূপের পিছন থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ, সামনে থাকা কমাণ্ডো আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল।

গাল বকে গ্রে ছায়া থেকে বের হয়ে, পেছন পেছন রওনা হলো। থেমে থেমে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, শিকারিদের সাথে টাকার ইঁদুর-বিড়াল খেলছে।

গ্রে গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, গুলি থেকে গা বাঁচানোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অবশেষে, টাকারকে দেখতে পেল ও। লোকটার হাতে একটা পিস্তল, এক সারিতে রাখা কয়েকটা ট্রাকের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে বন্দুকের নিশানা থেকে পালাতে।

গ্রে সরাসরি সেদিকে ছুটল, কিন্তু তিন কদম যেতে না যেতেই দৃষ্টিপথের মাঝে একজন কমাণ্ডো চলে এল। কয়েক গজ সামনে হাঁটছে সেই কমাণ্ডো, যাকে সে গুলি করতে দেখেছিল একটু আগে। অস্ত্র তাক করে রেখেছে সোজা টাকারের দিকে, গুলি ছুড়ল কয়েকটা।

ট্রাকের গায়ে লেগে চলটা উঠাল বুলেট।

একটা বুলেট আঘাত হানল টাকারের হাতে। উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সে, হাতের পিস্তল ছিটকে গেছে হাত থেকে।

গ্রে হাতের রাইফেল উঁচু করে ধরল, গুলি করল কমাণ্ডোর গলা লক্ষ্য করে। হুমড়ি খেয়ে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বেচারা। কয়েকবার খিচুনি দিয়ে নিথর হয়ে গেল সৈনিকের লাশ।

গ্রে মৃতদেহের পাশে গেল, লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল হাতের অস্ত্র।

সামনে টাকার হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এক হাত বুকের কাছে ধরে রেখেছে।

লোকটার কপাল ভালো, কেভলার ভেস্টের কারণে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু সৌভাগ্য বেশিক্ষণ টিকল না।

ডান দিক থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুটে এল, বুলেটগুলো কানের পাশ দিয়ে গিয়ে ট্রাকের চাকায় মাথা কুটে মরল। গুলির উৎস আড়ালে পড়ে গেছে, তাই গ্রে বুঝতে পারছে না ঠিক কোত্থেকে গুলি করা হচ্ছে! টাকার আড়াল নিল, পায়ের কাছে বালিতে বিঁধল কয়েকটা বুলেট।

গ্রে দৌড়ে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোথায় বন্দুকধারী?

হঠাৎ করেই বন্দুকধারী চোখের সামনে এল, নিচু হয়ে দৌড়াচ্ছে টাকার যেই ট্রাকের পিছনে লুকিয়েছে সেদিকে। এক হাতে পিস্তল অন্য হাত বুকের কাছে ধরা, রক্ত ঝরছে। কব্জি অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঝুলে আছে, ভেঙ্গে গেছে।

গ্রে দূর থেকে নিশানা করতে চাইছে কিন্তু কমাণ্ডো যথেষ্ট দ্রুত নড়ছে। কয়েক রাউণ্ড গুলি করল, একটাও লাগাতে পারেনি গায়ে। কমাণ্ডো লুকিয়ে পড়ল ট্রাকের পিছনে, টাকারকে অনুসরণ করছে।

গ্রে ছুটছে, হাতের অস্ত্রের ম্যাগাজিন লোড করল। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখল, কমাণ্ডো ঝুঁকে আছে টাকারের ওপর। টাকার ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে, এক হাত এখনও বুকে। নিরস্ত্র ও অসহায়। সৈনিক তার দিকে হাতের পিস্তল তাক করল, পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করবে এখনই।

গ্রে এখনও অনেকটা দূরে, চাইলেও রক্ষা করতে পারবে না তাকে।

ঠিক এই সময় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল।

রাত ৯:২৬

পিস্তলের নল লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টাকারের দিকে। আর মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই ভবলীলা সাঙ্গ হতে যাচ্ছে তার। নলের পিছনে থাকা চোখটার দিকে তাকাল, খুনে দৃষ্টি খেলা করছে সেখানে।

ঠিক ওর নিজের মতো।

টাকার সৈন্যের ভাঙ্গা হাত দেখল, কেনের কামড়ের দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই লোকই কেনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চোখ দুটো যেন হেসে উঠল লোকটার, নিরস্ত্র শিকারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সন্তুষ্ট।

ঠিক ওর নিজের মতো।

এবং আরেকজনের মতো।

চাপা গরগর আওয়াজ ভেসে এল অন্ধকার থেকে, ঝট করে বন্দুকধারী সেদিকে ফিরল। হাতের পিস্তল তাকে করল সেদিকে।

টাকার মনোযোগ সরে যাওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করল, ট্রাকের নীচ থেকে বের করে আনল রাইফেল। ব্যারেল যোদ্ধার দিকে তাক করে গুলি করল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লাশ।

গ্রে ওর পিছনে চলে এসেছে প্রায়, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। অবাক হয়েছে খুব। 'কীভাবে .... কোথায় পেলে.....?

টাকার এখনও হেলান দিয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে। অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল কেন, আদেশ পালন করেছে। ওর সঙ্গী শুধু ওর শত্রুকে ফেলেই দেয়নি, অস্ত্রও ছিনিয়ে এনেছে। কল্পনায় দেখল কেন রাইফেল স্ট্রেপ কামড়ে ধরে অস্ত্র নিয়ে আসছে। বরাবরের মতোই অনুগত।

'সাবাস।' পিঠ চাপড়ে দিল টাকার, তাকিয়ে আছে কুকুরটার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে।

রাত ৯:৩৫

গ্রে হোটেল জাব্বার দিকে যাচ্ছে। টাকারকে খুঁজে পাওয়ায় পর এক মুহূর্ত দেরী করেনি, বেরিয়ে এসেছে মৃত্যুপুরী থেকে। আর কোনও বাঁধা পায়নি, মিশন শেষ হতেই কমাণ্ডো বাহিনী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। খুব সম্ভবত এরা ভাড়া করা মার্সেনারি।

যারা খুনিদের পাঠিয়েছিল, তারা চাইছিল আমুরের মুখ বন্ধ করতে। অ্যামাণ্ডার অপহরণ নিয়ে ওর অনুসন্ধান হয়তো তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গ্রে আর টাকার, শহরের ব্যস্ততম রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে। পথে শুধু টাকারের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাধার জন্য দাঁড়াল। কপাল ভালো বুলেট শুধু চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, মাংসে ঢোকেনি।

টাকার ব্যাখ্যা করল ওইখানে কী হয়েছে। 'ফোনের দৃশ্যে আমি দেখতে পেলাম, আমুরকে খুঁজতে খুঁজতে কেন ট্রাকের সারি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল।'

'আর তাকে খুঁজতে গিয়েই তুমি অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে পড়ে গেলে।'

টাকার কেনের দিকে তাকাল, পাশেই বসে আছে। কুকুরে গায়ের কেভলার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে, ভালো হাতটা তার গায়ে। 'আমি ওকে বিপদে ফেলে যেতে পারি না কমাণ্ডার। কখনও পারবও না। কেনও একইভাবে আমার খেয়াল রাখে, ও না থাকলে এখনও বেঁচে থাকতে হতো না।'

এবং তুমি আমার আদেশ মানলে বিপদেও পড়তে না। সত্যটা বলল না গ্রে।

টাকার বলে চলল, 'ট্রাকের কাছে পৌছতেই, কেন আমার গন্ধ পেয়ে যায়।'

'এবং তোমাকে অস্ত্রটা এনে দেয়।' গ্রে কথাটা শেষ করল, কণ্ঠে কেনের প্রতি সম্মানের রেশটা চাপা থাকল না।

'আমি তাকে আদেশ করেছিলাম অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে। ভালো ট্রেনিং পেয়েছে সে।'

গ্রে ভাবল, শুধু ট্রেনিং দিয়ে এতো ভালো সমন্বয় করা সম্ভব না। নিশ্চয় কুকুর ও ট্রেইনারের মাঝে ব্যাখ্যাতীত কোনও সম্পর্ক আছে, যার ফলে হাতের ইশারা ও উচ্চারিত আদেশের পাশাপাশি নিজেদের মানসিকতাও বুঝতে পারে তারা।

যাই হোক না কেন, তারা সহি-সালামতে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। সামান্য কিছু আঘাত ও অল্প কাটাছেঁড়া ছাড়া বড় কিছু হয়নি কারও। আমুর মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু কেনের সাহায্যে তারা এখন জানে, প্রেসিডেন্টের মেয়ে কোথায় আছে। মেয়েটা পশ্চিমের ক্যাল ম্যাডো পর্বতের কোথাও আছে।

নতুন কোনও প্ল্যান ভাবার আগেই গ্রে'র চোখে পড়ল রাস্তার দিকে। তছনছ হয়ে আছে সব, টেবিল উল্টে আছে, জানালার কাঁচ ভাঙ্গা। নার্স কয়েকজন আহত ব্যক্তির সেবা করছে। হোটেলের লবিতেও একই হাল, লবির মাঝে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে যেন। কয়েকজন লোক অবশিষ্ট কয়েকটা চেয়ার টেবিলে বসে টিভিতে খেলা দেখছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি।

'কী হয়েছে এখানে?' টাকার জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না।'

গ্রে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, কু ডাকছে মনে। বারবার স্পীকারে ডাকছে কোয়ালস্কি ও সেইচানকে। কিন্তু কোনও সাড়া পাচ্ছে না।

দুজনেই চিন্তিত।

রুমের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। তাদের রুম মূলত দুইতলার একটা স্যুইট। স্যুইটে বেডরুম আছে দুইটা। গ্রে টাইলস বিছানো হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল। আশেপাশে সন্দেহজনক কিছু নেই। দরজার কাছে গেল, কান পেতে আছে। ভিতরে টিভিতে ফুটবল ম্যাচ দেখছে কেউ, একটু পর পর উত্তেজনায় চিল্লাচ্ছে।

গ্রে হাতে পিস্তল তুলে নিল, এক হাত দরজার হাতলে।

টাকার এক হাত ওর পোষা কুকুরের ওপর দিয়ে রেখেছে, প্রস্তুত।

জোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল গ্রে। দেখল-ঘরে কোয়ালস্কি একা, জাঙ্গিয়া পড়ে বসে আছে সোফায়। একহাতে একটা বরফের টুকরো কাপড় দিয়ে ধরা, চোখে ধরে রেখেছে। মনোযোগ এখনও ফুটবল ম্যাচে, খেয়ালই করেনি ওদের।

গ্রে রুমের ভেতর নজর বোলাল, কিছুই খোয়া যায়নি।

'জবাব দিচ্ছিলে না কেন?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল।

কোয়ালস্কি বোকার মতো টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। তার রেডিও আর ইয়ারপিস রাখা ওখানে। হাত চালাল নিজের ভেজা চুলে। 'গোছল করছিলাম, পরে ভুলে গেছি -'

গ্রে বাঁধা দিল। 'নিচে কী হয়েছে?'

কোয়ালস্কি পা নামিয়ে বসল, দেখে মনে হচ্ছে ব্যথা পেয়েছে। 'তুমিই তো বলেছিলে এখানে এসে যাতে একটা গোলমাল করি...'

'আমি সবার দৃষ্টি অন্য কোথাও সরাতে চেয়েছিলাম, বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাতে চাইনি।'

কোয়ালস্কি শ্রাগ করল, 'আর বলো না! পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই এলাকার মানুষরা সবসময় মারামারি করার জন্য প্রস্তুত থাকে বলে মনে হচ্ছে।'

গ্রে হাতের পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। 'সেইচান কোথায়?'

কোয়ালস্কি হাতের বরফ নিচু করল, লাল চোখ দেখা যাচ্ছে। 'তোমাদের সাথে না?'

'আমাদের সাথে কেন থাকবে?' গ্রে'র পেট খামচে ধরল যেন কেউ। কোয়ালস্কির পরের কথাটা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাল শুধু।

'মেয়েটা তোমাদের খুঁজতে গিয়েছিল।'

৮

১লা জুলাই রাত ১০:২২ পূর্ব আফ্রিকার সময়
বুসাসো, সোমালিয়া

সেইচান জানালাবিহীন এক ঘরে বসে আছে। ঘরটি সিমেন্টের তৈরি, কোনও বিল্ডিংয়ের বেসমেন্ট এটা। মাথার ওপর নগ্ন একটা বাতি জ্বলছে। ঘরের মধ্যে ব্লিচিং পাউডারের তীব্র গন্ধ, মেঝের মধ্যে দিয়ে একটা নর্দমা চলে গেছে।

লক্ষণ সুবিধের না।

বাম হাত জ্বালা করছে। গলির মাঝে যখন তাকে রাস্তায় শুইয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো, তখন একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোয় নিজের হাতে কেটে নিয়েছে সে। সাথে সাথেই তার সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিনিয়ে নিয়েছে এরা। অস্ত্রের মুখে চোখ বেঁধে হাটিয়েছে কয়েক ব্লক, তারপর একটা ট্রাকে তুলে নিয়ে এসেছে এখানে। যাত্রাপথের পুরোটা সময় গাড়ির দরজার সাথে লেগে ছিল সে, কেটে যাওয়া হাত ছিল দরজার ঘেঁষে। প্রতিটি ঝাঁকুনির সাথে সাথে হাতের ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। একটা পিস্তল তাক করা আছে তার পাঁজরে। ট্রাক দশ মিনিট চলার পর থেমে গেছে, হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে যায়নি। কিন্তু এই গোলকধাঁধার মতো শহরে গ্রে'দের পক্ষে ওকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে।

চোখ খুলে দিয়ে তাকে আদেশ করা হলো, অন্তর্বাস ছাড়া গায়ের সব জামাকাপড় খুলে ফেলতে, তারপর আবার ভালোমতো তল্লাশি চালান হলো। এমনকি ওর কেটে যাওয়া হাতের ক্ষতও বাদ পড়ল না, ক্ষত থেকে এখনও চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত। সবকিছু তল্লাশি করার পর আবার তাকে জামাকাপড় দেয়া হলো পড়ার জন্য। কিন্তু এখনও নিজেকে অর্ধ নগ্ন বলে মনে হচ্ছে তার।

লোহার চেয়ারে বসে আছে সে, হাত বাঁধা চেয়ারের সাথে। কিছুক্ষণ টানাটানি করে দেখল হাতের বাঁধন, লাভ হলো না। চেয়ারের পায়া মেঝেতে আটকান।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে গালমন্দ করছে সে, সাথে সাথে গ্রে'কেও।

যদি বেকুবটা এভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে না যেত

কিন্তু সেইচান জানে, সে নিজেও দোষী। এতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হয়নি। সে জানে, কেন আজ ও এতো দ্রুত সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। এর জন্য দায়ী সেই রাত...সেই রাতে হসপিটালে একজন আরেকজনকে চুমু দিয়েছিল। দুজনারই দুজনকে প্রয়োজন, কিন্তু আলাদা আলাদা কারণে। সেই মধুর স্মৃতির ফলেই আজ সে এতোটা বেখেয়ালি হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল...ভয় পেয়েছিল গ্রে'কে হারিয়ে ফেলার। অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার কারণেই এই দশা।

সে আগে থেকেই জানতো পিছনের রাস্তা থেকে সামনের রাস্তায় হাটা বেশি নিরাপদ। ব্রিফিংয়ের সময় সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল অপহরণের ব্যাপারে। যদিও ওকে দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে আসেনি।

ঘরের একমাত্র দরজাটা অবশেষে খুলে গেল। দুইজন মানুষ প্রবেশ করল ভেতরে। একজনের হাতে একটা ফাইল ও অন্যজনের হাতে একটা চেয়ার। চেয়ারটা রাখা হলো ঠিক তার সামনে, চেয়ার বহনকারীকে পূর্বপরিচিত মনে হচ্ছে। চেয়ারে এসে বসল ওকে যেই লোক গলিতে আক্রমণ করেছিল সেই লোক, ফাইলটা কোলের ওপর রাখল সে। মাথায় ছোট করে ছাঁটা ধূসর সোনালি চুল, দেখতে সুদর্শন।

তার সাথের মেয়েটার গায়ের রং কফির মতো এবং চোখের মণি ধূসর, ভারতীয়। চেয়ারের পিছনে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে, এক হাত হোলস্টারে। পড়নে খাকি প্যান্ট ও বোতাম ওয়ালা নীল ব্লাউজ, দেখতে ঠিক ইউনিফর্মের মতো লাগছে।

সেইচান দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মেয়েটার দিকে, 'তুমি সবুজ সারং পড়া সেই মেয়েটা, যে আজ আমাদের অনুসরণ করছিলে।'

মেয়েটার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

সেইচান আবার দুজনের দিকে তাকাল। মেয়েটার ছবি কোথাও দেখেছে, পুরনো ছবি। কোনও এক ফাইলে, কিন্তু মনে করতে পারছে না। 'আমুর মাহদির সাথে তোমাদের সম্পর্ক থাকার তো কথা নয়।'

নম্র কিন্তু দৃঢ় স্বরে লোকটা কথা বলে উঠল, কথায় কড়া ব্রিটিশ টান। 'শুধু আমি প্রশ্ন করব।' হাতের ফাইলটা খুলল সে, কয়েক পাতা ওলটাল। 'আপনার এতো এতো ছদ্মনাম যে আপনাকে ঠিক কোন নামে ডাকব তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

'ভয়ঙ্কর শত্রু নামেই ডাকো নাহয়।' তিক্ততার সাথে বলল সেইচান।

এই কথায় মেয়েটার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল, খুশিতে নয়, ঘৃণায়।

লোকটা ওর কথা উপেক্ষা করে বলতে লাগল, 'কয়েক বছর আগে আপনাদের নিয়োগকর্তা আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন। একজন সন্ত্রাসী নাম-' কয়েকটা পাতা উল্টে নামটা দেখল। '-ক্যাসান্দ্রা সানচেজ। তার নামে অভিযোগ রয়েছে, আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে সে।'

সেইচানের পেটের ভিতর যেন বরফ কামড়ে ধরল। ক্যাসান্দ্রা গিল্ডের এজেন্ট, পেইন্টার ক্রো-এর সাথে তাকে ভিড়ানো হয়েছিল। তখনও ক্রো সিগমার ডিরেক্টর হয়নি। সেইচান এই মিশন সম্পর্কে খুব কম কথাই জানে, শুধু শুনেছে এই মেয়ে মারা গেছে।

বন্দি হওয়ার পর থেকেই সেইচান চেষ্টা করছে তাকে কে বা কারা ধরে এনেছে তা খুঁজে বের করতে। গিল্ডের এজেন্ট থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সন্দেহভাজন তালিকায় তার নাম উঠেছে। লোকটার কথার টান থেকে মনে হচ্ছে এরা এস.আই.এস-ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সদস্য হতে পারে। আবার এম.আই. সিক্সেরও সদস্য হওয়া অসম্ভব নয়!

'তোমরা এস.আর.আর.।' সেইচান উপসংহার টানল।

লোকটা চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। 'বেশ বেশ।'

স্পেশাল রিকন্‌নেইসেন্স রেজিমেন্ট সংক্ষেপে এস.এস.আর., ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের নতুন একটা শাখা, এরা বিভিন্ন সার্ভাইলেন্স, মানে নজর রাখার অপারেশন পরিচালনা করে, বিশেষ করে কাউন্টার টেররিজম অপারেশনগুলো।

ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের সবচেয়ে গোপন আর দক্ষ শাখা এটা। সেই সাথে একমাত্র শাখা যারা মেয়েদের রিক্রুট করে।

সে তাকিয়ে আছে ভারতীয় মেয়েটার দিকে।

খুব কম মানুষই এস.আর.আর.-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত। সোমালিয়াতেও এদের ফিল্ড এজেন্ট আছে তাহলে। অবশ্য থাকারই কথা, গত কয়েক দশকে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক অপহৃত হয়েছে এখানে। এছাড়াও এই দেশের গ্রামে সন্ত্রাসীরা প্রশিক্ষণ নেয়।

দুর্ভাগ্যবশত, এদের পাতা জালে ধরা পড়ে গিয়েছে সেইচান।

লোকটার কথা শুনে তার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। 'আমাদের কাছে ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার আছে। এয়ারপোর্টের সিসি ক্যামেরায় আপনাকে দেখেই আমরা চিনতে পেরেছি। আপনার কপাল ভালো যে আমরা আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। মোসাদের ওপর আপনাকে দেখার সাথে সাথেই গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে।'

সেইচান মাথার ভেতর ছিঁড়ে যাওয়া সুতোগুলো জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছে। 'তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ করছিলে...লুকনোর চেষ্টা করনি। চাইছিলে আমরা টের পাই যে আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে!'

'আমরা আশা করছিলাম এতে আপনারা কোনও ভুল করে বসবেন এবং আমরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করব। যেমন আজ আপনি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলেন।' লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকল। 'কিন্তু আপনার সাথের বাকি দুজন কে? তাদের ব্যাপারে আমরা খোঁজ নিয়েছি, দুজনেই প্রাক্তন ইউ.এস. আর্মির লোক। কিন্তু তারপর আর এদের সম্পর্কে কোথাও কোনও তথ্য নেই, একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিন্তু সন্দেহজনক। তারা কি গিল্ডের এজেন্ট? নাকি মার্সেনারি? নাকি আপনারা বিশেষ কোনও কাজে তাদের ব্যবহার করছেন?'

সেইচান ইতস্তত করছে, বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে উত্তর দিবে। কেউই জানে না সে গিল্ডের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বর্তমানে সিগমার সাথে জড়িত আছে। ইউ.এস. সরকারের হাতে গোণা কয়েকজন শুধু জানে সিগমার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে। তার অতীত জীবনের সকল অপরাধের কারণে দাপ্তরিকভাবে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। যদি কখনও সে ধরা পড়ে তাহলে তার সাথে সিগমার সংশ্লিষ্টতার কথা বেমালুম ভুলে যাবে সবাই। নিজের দায়-দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে অথবা তার লাশ হারিয়ে যাবে কোনও গভীর গর্তে।

'আপনি যদি আমাদের সহযোগিতা না করেন...' কথা শেষ করার আগেই ঘরের দরজায় বিস্ফোরণ ঘটল, কবজা থেকে উড়ে গেল দরজা।

রুমের ভেতর রুপালি একটা বস্তু প্রবেশ করল।

সেইচান চোখ বন্ধ করল, ভাবছে কানটা ঢাকতে করতে পারলে আরও ভালো হতো।

ঘরের মাঝে ফ্ল্যাশ ব্যাং বিস্ফোরিত হলো, চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোয়, উচ্চ শব্দে সাময়িকভাবে বধির হয়ে গেল কান। আলো কমে যেতেই চোখ খুলল সে, আবছা চোখে দেখল ছোট একটা অবয়ব ঘরে দৌড়ে এসে ঢুকল। নগ্ন পায়ে লোমশ স্পর্শ টের পেল, কাটা হাতে কেনের নাকের ভেজা স্পর্শ পেল।

'একদম ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছ।' কর্কশ স্বরে বলল সে, নিজের কথা নিজেই শুনতে পাচ্ছে না।

গ্রে আর টাকার প্রবেশ করল ঘরে, হাতে হাতে পিস্তল। এস.আর.আর.-এর দুইজন সদস্য মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে, ফ্ল্যাশ ব্যাং-এর প্রভাব। কিন্তু মেয়েটা পুরোপুরি কাবু হয়নি, হাতের অস্ত্র তুলে নিল সে। সেইচানকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু যেদিকে চেয়ারটা আছে সেদিকে লক্ষ্য করে অনুমানে গুলি ছুড়ল।

বারুদ ঝলসে উঠল, বুলেট গিয়ে লেগেছে কংক্রিটের মেঝেতে। মেঝের সিমেন্ট ছিটকে এসে লাগল সেইচানের পায়ে। শেফার্ড লাফিয়ে সরে দাঁড়াল চেয়ারের কাছ থেকে, সচেতন।

গ্রে হাতের অস্ত্র তাক করল মেয়েটার দিকে।

সেইচান আর্তনাদ করে উঠল, 'না। গুলি করো না।'

টাকার কাছেই ছিল, পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করল মেয়েটার মাথায়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর হাতের অস্ত্র কুড়িয়ে নিল।

'এরা ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের এজেন্ট।' সেইচান চেঁচিয়ে বলল। ফ্ল্যাশ ব্যাং এর প্রভাব কমতে শুরু করেছে।

গ্রে এদের দুইজনের দিকে দেখিয়ে টাকারকে নির্দেশ দিল, 'যতক্ষণ না আমরা আসল কাহিনী জানতে পারছি, এদের দিকে লক্ষ্য রেখো।'

সেইচানের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও, হাতে ছোট মিলিটারি ড্যাগার। সেটা দিয়ে মেয়েটার হাতের বাঁধন কেটে দিল, সাবধানে কাটা হাতটা ধরল। দাঁড়াল সামনে, হাত রাখল উন্মুক্ত হাঁটুতে। নিজের হাঁটুতে স্পর্শ উন্মাদনা ডেকে আনল সেইচানের রক্তে।

'তুমি ঠিক আছ?'

কান এখনও ঝাঁ ঝাঁ করছে, কিন্তু গ্রে'র কথা বুঝতে পেরে মৃদু নড করল। 'আমি ঠিক আছি। হাতটা ইচ্ছা করেই কেটেছি। পুরোটা রাস্তা গাড়ির দরজার সাথে সেটে ছিলাম, হাত থেকে রক্ত পড়তে দিয়েছি। ভাবলাম কুকুরটাকে একটা কাজ দেয়া উচিত।'

কথাগুলো টাকারের কানে গেল, 'কেনের জন্য রক্তের চিহ্ন রেখে আসা। যথেষ্ট বুদ্ধির কাজ করেছ।'

বুদ্ধি না, পরিকল্পনা।

আফ্রিকায় আসার সময় ফ্লাইটে দলের নতুন দুই সদস্যের ডোশিয়ে পড়েছে সেইচান। কুকুরটার দক্ষতা ও দুর্বলতার কথাও জানে। একটা রিপোর্টে লেখা আছে, প্রশিক্ষিত কুকুর একটা অলিম্পিক সাইজের সুইমিং পুলের ভিতর এক ফোঁটা রক্তের গন্ধ আলাদা করে চিনতে পারে। তখনও ভাবেনি তথ্যটা ওর জীবন বাঁচাতে এভাবে সাহায্য করবে।

নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, স্থির হয়ে দাড়াতে পারছে না এখনও। আক্রমণের ধাক্কা সামলে অন্তত কানে শুনতে পাচ্ছে, 'এস.আর.আর.-এর বাকি লোকেরা কোথায়?'

'একজনকে হোটেলের পিছনের গলিতে পেয়ে, বেঁধে রেখে এসেছি।' গ্রে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'কোয়ালস্কি উপরে যারা ছিল তাদের সামলেছে, বুনো মোষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবার ওপর। একজনের পা ভেঙ্গে গেছে হয়তো।'

'অবশ্যই ভেঙ্গেছে।' নিষ্ঠুর স্বরে বলল কোয়ালস্কি, দরজার কাছে দাড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে উপরের দিকে দেখাল, 'মুখ-হাত-পা বেঁধে রেখে এসেছি উপরে। ব্রিটিশ সৈনিকদের পোদে লাথি মারার জন্য কতটুকু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি আমরা?'

উত্তর এল মেঝে থেকে, লোকটা কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে, চোখ থেকে পানি ঝরছে এখনও। 'ভাষা ব্যবহারে আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত তোমার।' ঘরের সবার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল, 'কোন জাহান্নাম থেকে এসেছ তোমরা?'

গ্রে ওর পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল, এক হাত বাড়িয়ে দিল লোকটাকে উঠানোর জন্য। 'তোমার সাহায্য প্রয়োজন।'

লোকটা ভয়ে ভয়ে গ্রে'র হাত ধরল, উঠে দাঁড়াল ওর হাত ধরে। 'সাহায্য চাওয়ার ভালোই তরিকা আবিষ্কার করেছ।'

কোয়ালস্কি সবচেয়ে নিখুঁত কৈফিয়তটা দিল, 'আমরা আমেরিকান, এভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত।'

রাত ১১:৩৪

এক ঘন্টা পর, হোটেল জাব্বার স্যুইটে সবাই একত্রিত হয়েছে। বসে আছে বড় কমন রুমে, ডিরেক্টর ক্রো'কে ফোন করা হয়েছে। অবশ্য তার আগেই দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কর্ণধারদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

'সিসিলিতে অপহৃত মেয়েটা-' ক্যাপ্টেন ট্রেভার অ্যান্ডিন বলছেন, হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। 'সে প্রেসিডেন্টের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।' গ্রে মাথা নাড়ল। 'অ্যামাণ্ডা গ্যান্ট বেনেট।'

দুই দল দুইপাশের কাউচে বসেছে, একপাশে আমেরিকান ও অন্যপাশে ব্রিটিশ। মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলে চায়ের কাপ ও বিস্কুট রাখা। কেন বসে আছে তার মনিবের পাশে, টাকার কাউচের একপাশে হাতলে হাত রেখে বসে আছে। কেনের নাক ডুবে আছে একগাদা বিস্কুটের মাঝে।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিনের চোখ সেইচানের দিকে, সে বসেছে গ্রে'র পাশে। 'মেয়েটা এখন তোমাদের হয়ে কাজ করছে?'

গ্রে শুধু মাথা নড করল, বিস্তারিত বর্ণনায় গেল না।

অ্যান্ডিন হেলান দিয়ে বসল, 'কেউ যদি এসব সম্পর্কে আগে থেকেই আমাদের জানাত, তাহলে হয়তো মেজর প্যাটেলের কষ্টটা আর হতো না।'

কোয়ালস্কি সোফার পিছনে দাড়িয়ে আছে, বারান্দার দরজার কাছাকাছি দাড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, 'দুঃখিত, একটু জোরেই মেরে বসেছি। কিন্তু সে আমার সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল।' শ্রাগ করল সে, নিজের কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। 'কিন্তু আপনারা কোনও বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কেন ?'

'আমরা এখানে মিশনে নেই, কভারে আছি।' অ্যান্ডিন ব্যাখ্যা করল। 'আমরা মাত্র চারজন-বর্তমানে তিন, একসাথে কাজ করছি।'

প্যাটেলকে পাশের রুমে মরফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ভাঙ্গা পা নিয়ে বেচারা অপেক্ষা করছে ফিরে যাওয়ার। সোফায় ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন বসে আছে, সাথে তার দলের বাকি দুই সদস্য। একজন সেই ভারতীয় মেয়ে, নাম মেজর বেলা জৈন এবং অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ, পাকানো তারের মতো দেহের মাংসপেশি, নাম মেজর স্টুয়ার্ট বাটলার।

গ্রে মূল আলোচনায় ফিরে এল, 'ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন, তোম্যার পরিচিত স্থানীয় কোনও এজেন্ট আছে? যে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য করতে পারবে? এমন কারও খোঁজ দিলে বরং আমরা কৃতজ্ঞ হব।'

'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে তোমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার।' অ্যান্ডিন বলল, হাতের কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'আমি আমার সর্বোচ্চটুকুই করব। আমার নিজেও একজন মেয়ের বাবা। যদি আমার মেয়ের অপহরণ '
শিউরে উঠল সে। হাত এগিয়ে দিল গ্রে'র দিকে।

গ্রে হ্যাণ্ডশেক করল তার সাথে, যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এখন লোকটাকে।

'তোমারা আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।' অ্যান্ডিন কথা দিল।

সেইচান বুকের উপর হাত ভাজ করে রেখেছে, ব্যাণ্ডেজ করা হাত গলার চেনে ঝুলানো ছোট রূপালী ড্রাগনের লকেটে। এস.আর.আর-এর ক্যাপ্টেন সম্পর্কে গ্রে'র ভাবনা আর ওর ভাবনা এক নয়। মেজর জৈন-ও একটা কথাও বলেনি, পুরোটা সময় শক্ত হয়ে বসে ছিল সামনে। গ্রে ভাবছে মেয়েটা এখনও হয়তো ফ্ল্যাশ ব্যাংয়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ভুলেও মনে পড়ল না টাকারের পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করার কথা।

প্রথম সাক্ষাৎটা খুব একটা সুখকর হয়নি।

তারপরও তাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে।

'মেয়েটার অবস্থানের ব্যাপারে কোনও সূত্র আছে?' অ্যান্ডিন কাজের কথায় এল। 'কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কে তাকে নিয়ে গেছে? এসব কিছু?'

'তেমন কিছুই জানি না আমরা।'

গ্রে বিস্তৃতভাবে আমুর মাহদির ওপর হওয়া কমাণ্ডো হামলার কথা বর্ণনা করল। ক্যাপ্টেন এই সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই সবকিছু খুলে বলতে হলো।

তারপর তারা এই অঞ্চলের টপোগ্রাফিক ম্যাপ নিয়ে টেবিলে বসল। অ্যান্ডিন ঝুঁকে আছে, গ্রে পশ্চিম থেকে উত্তর সোমালিয়ার পাহাড়ি এলাকার দিকে নজর বোলাল।

'শুধু আমরা এটুকুই জানি।' গ্রে বলল। 'মেয়েটাকে এইসব পাহাড়ি এলাকার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'দুর্গম অঞ্চল। জঙ্গল, গর্ত, গুহায় ভরা। এক বছরেও এইসব পাহাড়ের ভিতর খুঁজে দশভাগও শেষ করতে পারবে না। অন্য কোনও উপায় আছে?'

'আমরা এন.আর.ও.-এর স্যাটেলাইটের জন্য অপেক্ষা করছি, ইতিমধ্যেই সেটা সমুদ্রে দস্যুদের জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সমান।' মাথা ঝাঁকাল অ্যান্ডিন। 'জলদস্যুরা সবসময়ই এইসব জাহাজে করে ঘোরাফেরা করে। যেখানে জাহাজ পাওয়া যাবে তার আশেপাশে এদের ঘাঁটি নাও থাকতে পারে।'

গ্রে দ্বিমত পোষণ করতে পারল না। চোখ বন্ধ করে ভাবছে, আমুর ও তার সঙ্গীদের কথোপকথন মনে করা চেষ্টা করছে। কিছু একটা শুনে সবাই শান্ত হয়েছিল, নিশ্চিত কোনও না কোনও সূত্র আছে।

কিছুক্ষণ পর তার মনে পড়ল সব, সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। একটা কথা কানে বাজছে।

আমার ভাইয়ের পরিচিত একজন ইল-এ থাকে। সে একজন বিদেশি মেয়েকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে। ওরা পর্বতের দিকে গেছে।

গ্রে চোখ খুলল, দৃষ্টি ম্যাপের দিকে। 'ইল নামে কোনও জায়গার নাম শুনেছেন?'

অ্যান্ডিন নড করল, 'ছোট একটা শহর, দস্যুরা চালায়।' ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রাখল। 'ঠিক এই জায়গাটায়। একদম এই গভীর খাড়ির পাশে।'

'আমুরের একজন লোক বলেছিল সে এই শহরের ভেতর দিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে নিয়ে যেতে শুনেছে, একজন জিম্মি। আমরা যদি ওই শহরে যেতে পারি
'

অ্যান্ডিন বাধা দিল, 'দেখা মাত্র আপনাকে গুলি করবে ওরা। আর যদিও কোনওভাবে বেঁচে যান, কারও পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবেন না। কেউ কিছু স্বীকার করলে ওখানে সাথে সাথে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।'

গ্রে'র চোখে আমুরের লোকদের গুলি খাওয়ার দৃশ্য ভেসে উঠল।

অ্যান্ডিনের চোখে-মুখে কোনও হতাশার ছাপ নেই। 'যদি তারা ইল হয়ে পাহাড়ে যায় তাহলে তোমার তল্লাশির জায়গা ছোট হয়ে আসবে।' আঙুল তুলে দেখাল পাহাড়ি জমির দিকে। 'তোমাদোর ডিরেক্টরকে বলো, স্যাটেলাইট দিয়ে এখানে খোঁজ করতে, সমুদ্রে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নাই। পাহাড়ে খুঁজলে বরং জলদি পেয়ে যাবেন।' ম্যাপের ওপর বক্স আঁকল একটা।

'তাও প্রায় একশ বর্গমাইল।' গ্রে বলল।

'হুম।'

'ইনফারেড ব্যবহার করলে কেমন হয়?' টাকার প্রস্তাব দিল। 'তাহলে শরীরের তাপ পাওয়া যায়, এমন অঞ্চলগুলো শুধু তল্লাশি করতে হবে। অনুসন্ধানের জায়গাটা আরও ছোট হয়ে যাবে তাহলে।'

'হয়তো সম্ভব। কিন্তু এই গ্রীষ্মকালে পর্বতের পাথুরে অঞ্চল সারাদিন তাপ শুষে নেয় এবং রাতে বিকিরণ করে। এই প্রযুক্তি এখানে ব্যবহার করা যাবে না।' অ্যান্ডিনে ম্যাপের দিকে আরও ঝুঁকে এল, 'আমার কাছে এর থেকে ভালো বুদ্ধি আছে।'

'কী?'

অ্যান্ডিন হাসছে, নজর বেডরুমের দরজার দিকে। 'অসহায় মেজর প্যাটেলকে কাজে লাগানোর উপায় খুঁজে পেয়েছি।'

৯

১লা জুলাই বিকাল ৪:৫৫ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

পেইন্টার ওর অফিসে বসে সমীকরণ মেলানোর চেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্টের সাথে সকালে ব্রিফিংয়ে বসেছিল। এরপর সিগমা হেডকোয়ার্টারের অফিসরুমে বসে আছে, রুমটার কোনও জানালা নেই। স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেলের ভূগর্ভস্থ তলায় অফিসটা। বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সেনাদলও এখানে পা দিতে দুবার ভাববে, এতোটাই সুরক্ষিত।

কিছুক্ষণ আগে আমুর মাহদির কথোপকথনের অডিও শুনেছে সে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মুখ বন্ধ রাখার জন্যই আমুরকে খুন করা হয়েছে। সি.আই.এ. ইতিমধ্যেই খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছে। যদিও আমুর কখনওই ওদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না, সুবিধামতো দল পরিবর্তন করত।

আমুরের খুনের পর এখন সে নিশ্চিত, অ্যামাণ্ডার অপহরণ শুধুমাত্র সাধারণ কোনও অপহরণ নয়। এর পিছনে আরও বড় কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে।

কিন্তু সেই রহস্যটা কী?

এখন পর্যন্ত কেউই কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি। এমনকি কোনও টেররিস্ট গ্রুপও অপহরণের সাথে নিজেদের সংশ্লিষ্টতাও ঘোষণা করেনি। সাধারণ কোনও টেররিস্ট গ্রুপ হলে এতক্ষণে সবাইকে জানিয়ে দিত প্রেসিডেন্টের মেয়েকে ওরা অপহরণ করেছে।

কোন মরণনেশায় মেতে উঠেছে তারা?

পেইন্টারের বার বার মনে হচ্ছে অ্যামাণ্ডার অপহরণের সাথে কোনও না কোনওভাবে গিল্ড জড়িত। এমনও হতে পারে গ্যান্ট পরিবারকে চাপের মুখে ফেলে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজটা করেছে শক্তিশালী কোনও সন্ত্রাসবাদী সংস্থা। যদি গ্যান্ট পরিবার সত্যিই গিল্ডের আসল হর্তাকর্তা হয় আরকি।

কিন্তু এতে অনেক বেশি 'কেন' চলে এসেছে। এত কেন-এর উত্তর সে পাবে কোথায়?

মনে মনে ভাবছে প্রেসিডেন্টের মুখের অকৃত্রিম চিন্তার ছায়া, ফার্স্ট লেডির মুখের বিষণ্ণতা এবং তার ভাইয়ের দেয়া আশ্বাসের কথা।

কিন্তু এসবকিছু প্রমাণ করে না যে গিল্ডের সাথে এদের কোনও সম্পর্ক নেই।

এল.সি.ডি. মনিটরের সামনে বসল ও, হাতে মাউস। চোখের সামনে গ্যান্ট পরিবারের সবার তালিকা দেখা যাচ্ছে। গত দুশো বছরের সকলের নামের লিস্ট আছে এখানে, একজনের সাথে অন্যজনের পারিবারিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সারি সারি বাক্সবন্দি লেখার মাধ্যমে। সম্পর্কের জটিল জাল বিছিয়ে রয়েছে গ্যান্ট

পরিবারের মধ্যে। ত্রিমাত্রিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বিবাহ ও সন্তানের তালিকাও দেখানো হয়েছে।

ডায়াগ্রাম দেখছে সে, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত একটা গোষ্ঠী, যারা নিজেদের গড়ে তুলেছে বহুকাল আগে থেকেই। কিন্তু এখনও এই নামের তালিকা পূর্ণ হয়নি। কয়েকজন হিস্টোরিয়ান ও জিনিওলোজিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে টুকরো টুকরো এসব সূত্র নিয়ে, জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করছে ছেড়া সুতোগুলো। প্রাচীন এই গোষ্ঠীর পুরো বংশতালিকাটা ওর প্রয়োজন। এর আগে কেউ হয়তো কখনই গ্যান্ট পরিবারকে নিয়ে এতো গবেষণা করেনি।

ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী এই পরিবারে আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অনেক বেশি, হয়তো ক্ষমতার মোহ থেকে খুব বেশি দূরে থাকা যায় না বলেই।

মোহ...

পেইন্টার এদের বংশে থাকা ক্ষমতাবান সদস্যের সংখ্যা গুণতে গুণতে হাঁপিয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, নেতা, ব্যবসায়ী, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা...কী নেই এই পরিবারে। যদিও অল্প কয়েকজনের সদস্যের কুখ্যাতিও রয়েছে।

তবে কিনা, সব গোষ্ঠীতেই একজন না একজন খারাপ থাকতেই পারে।

চোখ কুঁচকে তাকাল মনিটরের দিকে, নিজের ঝাপসা প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছে। গিল্ডের গোপন রহস্য কী লুকিয়ে আছে এখানে নাকি অযথাই ভাবছে সে?

প্রতিপক্ষের কথা মনে পড়ায় মাউস টিপে বের করল গিল্ডের প্রতীক, কিছু প্রতীকের সম্মিলিত রূপ।

প্রতীকের একদম মধ্যখানে রয়েছে অর্ধচন্দ্র ও তারা, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ইজিপশিয়ান গুপ্ত সঙ্ঘের প্রতীক। চারপাশে কয়েকটা বর্গ ও বৃত্ত আঁকা, অন্য একটা গুপ্তসঙ্ঘ ফ্রি-মেসনদের প্রতীকচিহ্ন। সবার শেষে নাইটস টেম্পলারদের প্রতীক, মধ্যযুগের অন্যতম রহস্যঘেরা গুপ্ত সঙ্ঘ।

'গুপ্ত সঙ্ঘের ভেতরে থাকা গুপ্ত সঙ্ঘ!' মৃদু স্বরে অনেক দিন মারা যাওয়া গিল্ডের এক সদস্যের মুখে শেষ শোনা বাক্যটা বলল সে। প্রত্যেক গিল্ড সদস্য মৃত্যুর আগে এই বাক্যটা উচ্চারণ করে। এই বাক্যটা দিয়ে ওদের ভয়ানক ও প্রাচীন পদযাত্রার দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

মৃতপথযাত্রী গিল্ডের এজেন্টের মুখ থেকে আরও একটা কথা শুনেছিল সে। তার ধারণা আরও গোপন কোনও সঙ্ঘের অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর বুকে, তারা সুদূর অতীত

থেকেই চলে এসেছে বর্তমান যুগে। তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে গিল্ডের, এদের নাম 'ব্লাডলাইন।'

'একটা বংশ...একটা পরম্পরা...' পেইন্টার অস্পষ্ট স্বরে বলল। তাকিয়ে আছে গ্যান্ট পরিবারের বংশতালিকার দিকে।

সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে গিল্ড তাদের কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। এখনও কী তারা এই একই উপায় অবলম্বন করছে? মূল হোতা কি গ্যান্ট পরিবারের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে? যদি তাই হয়, তাহলে কতজন সদস্য এই গুপ্তসঙ্ঘের সাথে জড়িত?

এখনও তাকিয়ে আছে বংশের তালিকার দিকে, কিছু একটা চোখে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। কিছুক্ষণ এক মনে তাকিয়ে থাকার পরেও খুঁজে পেল না কিছু।

দরজায় টোকার আওয়াজে চিন্তায় ছেদ ঘটল। লম্বা, পিঙ্গল বর্ণের চুলের এক মেয়ে দাড়িয়ে আছে, গায়ে নীল পোশাক। পেইন্টার কিবোর্ড চেপে ফাইলটা ক্লোজ করে দিল।

এই তথ্য অন্য কাউকে দেখাতে চায় না।

'ক্যাট।' সে বলল। হাত দিয়ে ইশারা করল ভেতরে আসতে।

ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট তার সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড, সিগমার তথ্য সংগ্রহ শাখার বিশেষজ্ঞ।

পেইন্টার চিন্তা থেকে বাস্তবে ফিরে এল, সোমালিয়ার ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছে। 'ব্রিটিশরা কি আপোষে এসেছে?'

'এস.আর.আর. সাহায্য করতে রাজী হয়েছে, কথা দিয়েছে সবকিছু গোপন রাখবে।'

'খুব ভালো।'

'কিন্তু আমি শুধুমাত্র এই একটা কথা বলার জন্য এখানে আসিনি।' ক্যাট বলল। 'কেউ একজন এসেছে আপনার সাথে দেখা করার জন্য।'

সোনালি চুলের পরিচিত মুখ প্রবেশ করল ঘরে।

'লিসা!' খুশি হয়েছে পেইন্টার। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল পাশে। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার আসতে আসতে রাত হবে।'

ড. লিসা কামিংস ঘরে ঢুকেছে, পড়নে জিন্সের প্যান্ট ও নীল জামা। এক হাতে নিজের কব্জির দিকে ইশারা করল, 'তাকিয়ে দেখো কয়টা বাজে।'

কোন ফাঁকে রাত হয়ে গেছে লক্ষ্যই করেনি সে, কিন্তু নিজের প্রেমিকাকে লক্ষ্য না করে তো আর উপায় নেই। জড়িয়ে ধরল তাকে, চুমু খেল নরম গালে।

সে পাশে দাঁড়াল, 'ঘরে ফিরে এসে ভালো লাগছে।'

একজন আরেকজনের বাহু ধরে দাড়িয়ে আছে। লিসা এক সপ্তাহ আগে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য গিয়েছিল। তখনও বুঝতে পারেনি সে লিসার জন্য এতটা অভাববোধ করবে!

হাত ধরে নিয়ে লিসাকে চেয়ারে বসালো।

'প্রেসিডেন্টের মেয়ের ব্যাপারে শুনলাম।' লিসার স্বর কঠিন হয়ে গেছে। 'কয়েক মাস আগে হোয়াইট হাউসে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তখন সবেমাত্র সে জানতে পেরেছিল যে, সে মা হতে যাচ্ছে।'

'ভালো কথা মনে করেছ...' ক্যাট পাশের চেয়ারে বসল। 'ডিরেক্টর, আপনি আমাকে অ্যামাণ্ডার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলেন।'

পেইন্টার হেলান দিয়ে বসল। প্রেসিডেন্টের মেয়ের সম্পূর্ণ ডোশিয়ে পড়েছে, কিন্তু তার অনাগত সন্তানের ব্যাপারে কোনও তথ্যই জানা নেই। পুরো ঘটনায় বিশাল বড় কোনও ঘাপলা আছে-বেনামী কাগজপত্রে সিসিলি ভ্রমণ, আবার অপহরণের শিকার হওয়া। কোনও না কোনও যোগসূত্র অবশ্যই আছে।

খোঁজ খবর নেওয়ার সবগুলো উপায়ই সে অবলম্বন করেছে।

'প্রথমত, সন্তানটা ওর স্বামীর নয়।' ক্যাট শুরু করল।

পেইন্টারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল, তথ্যটা নতুন।

ক্যাট ব্যাখ্যা করল, 'ম্যাকের প্রজননজনিত কিছু সমস্যা থাকার কারণে স্পার্ম ডোনারের মাধ্যমে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন করা হয়।'

'বাহ!' কেসটা নিয়ে নতুন আঙ্গিকে ভাবছে পেইন্টার।

এটা কী মোটিভ হতে পারে?

'কোথায় হয়েছিল অপারেশন?' অবশেষে জিজ্ঞাসা করল।

'দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে, চার্লসটনের বাইরের এক ফার্টিলিটি ক্লিনিকে। হাসপাতালটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা, গোটা পৃথিবীজুড়েই তাদের ক্লায়েন্ট ছড়িয়ে আছে।'

'ডোনারের পরিচয়?'

ক্যাট মাথা নাড়ল, 'গোপন রাখা হয়েছে।'

পেইন্টার অসমাপ্ত কাজ পছন্দ করে না, যেকোনও ধরণের তথ্য উদ্ধার করার মতো ক্ষমতা অন্তত সিগমার আছে।

ক্যাটের কাছে ওর মুখের অভিব্যক্তি গোপন থাকল না। 'কয়েকটা জায়গায় ফোন দিলেই পইপই করে সব বলে দিবে, কিন্তু তার জন্য তো কোর্টের অর্ডার প্রয়োজন -'

'সম্ভব না। সবাইকে এখনই জানাতে চাই না, বেশি জানাজানি হলে অ্যামাণ্ডার ক্ষতি হতে পারে।'

'এমনও হতে পারে বাচ্চাটার সাথে এসবের কোনও সম্পর্কই নেই।' ক্যাট মনে করিয়ে দিল।

পেইন্টার আড়াআড়ি হাত রাখল, অসন্তুষ্ট। 'অ্যামাণ্ডা বাচ্চা হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে সিসিলিতে কোনও কারণ ছাড়া পালিয়ে গেছে-এই কথাটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে ছদ্ম পরিচয়ে ব্যবহার করেছে, মনে হচ্ছে কাউকে বা কিছু একটা থেকে নিজেকে লুকাতে চেয়েছিল।'

'আপনি ভাবছেন বাচ্চাটার সাথে এর কোনও সম্পর্ক আছে?' ক্যাট বলল। 'কিন্তু কেন?'

'জানি না। কিন্তু ক্লিনিকে গেলে আশা করি কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবে।'

'ক্লিনিকে তদন্তের জন্য লোক পাঠাচ্ছি।'

'আমিই তো যেতে পারি।' লিসা প্রস্তাব দিল। 'একদল কমাণ্ডোর বদলে একজন এম. ডি. করা প্রফেসর গেলে বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।'

পেইন্টারের ঠোঁট চেপে বসল, লিসা এর আগেও বিভিন্ন মিশনে সিগমাকে সাহায্য করেছে। তার মেডিকেল জ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করতে দারুণ সাহায্য করবে। এজন্যই ক্যাট তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! লিসার বুদ্ধিটা বেশ ভালো, এতে সবাই জেনে ফেলার ভয়ও কম। কিন্তু সে চায় না লিসাকে কোনও বিপদে ফেলতে।

'আমি তার সাথে যেতে পারি।' ক্যাট বলল। 'আমরা ক্লায়েন্ট সেজে সেখানে গেলাম।'

'কিন্তু তোমার ঘরে তো দুটো ছোট ছোট সন্তান আছে।'

'আমার স্বামীর হাতেও তো তাদেরকে দেওয়ার মতো প্রচুর সময় আছে।' সে প্রতিবাদ করল। 'মঙ্ক কিছুদিনের জন্য হ্যারিয়েট ও পেনিলোপের খেয়াল রাখতে পারবে।'

মঙ্ক ককালিস, তার স্বামী, প্রাক্তন সিগমা অপারেটিভ; বউ-বাচ্চা-পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য সিগমা থেকে অবসর নিয়েছে।

'তোমার স্বামী তোমাকে এসব কাজে জড়াতে চাইবে না।' পেইন্টার সচেতন করল।

'এমন তো না যে আমি পুরো দুনিয়া ঘুরতে বের হচ্ছি, একদিনেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

ক্যাটের মুখের অভিব্যক্তি গোপন থাকল না, মনে মনে ফিল্ডে যাচ্ছে বলে রোমাঞ্চিত হচ্ছে সে। পরপর দুই বছর গর্ভকালীন অবস্থার জন্য ফিল্ড থেকে এনে তাকে ডেস্কে বসিয়ে দেয়া হয়। সিগমা হেডকোয়ার্টারের গুরুত্বপূর্ণ সব দায়িত্ব পালন করলেও মনে মনে সে এখনও একজন সৈনিক। ইউ.এস. ন্যাভাল অ্যাকাডেমী থেকে ক্যাপ্টেন উপাধি সে ডেস্কে বসে থাকার জন্য অর্জন করেনি!

এসব কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যায় পেইন্টার।

ক্যাটের দাবী মেনে নিল ও, 'কাল সকালেই তোমাদের ফ্লাইট রেডি থাকবে।'

ক্যাট হাসল লিসার দিকে তাকিয়ে, বদলে দেঁতো হাসি ফেরত পেল।

পেইন্টার বুঝতে পারল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, মেয়ে দুইটা মিলে বোকা বানিয়েছে তাকে। যুক্তি করেই দুজন এসেছে এখানে, নিজেদের কাজটা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

ক্যাট লিসাকে বলল, 'চলো আমার অফিসে, কালকের ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

লিসা উঠে দাঁড়াল, পেইন্টারের গালে চুম্বন এঁকে দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'রাতে দেখা হচ্ছে।' চোখে মুখে অর্থ-বোধক হাসি।

পেইন্টারের চোখের সামনেই হলের দিকে চলে গেল তারা। দুজনকে একসাথে দেখতে ভালোই লাগছে। কিন্তু তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ভর করল।

ডেস্কের ফাইলটা মেলে ধরল, ভিতরে একটা ছবি। অ্যামাণ্ডার তোলা শেষ ছবি এটা, পাশে তার স্বামী। একহাত পেটে ধরে আছে, গর্বিত।

পেইন্টার মনোযোগ দিকে ছবি দেখছে। অ্যামাণ্ডার চোখের কোণে কি ভয় উকি দিচ্ছে? স্বামীর হাতটা শক্ত করে ধরেছে, দাঁড়িয়েছে একদম গা ঘেঁষে।

কীসের এতো ভয় পাচ্ছে অ্যামাণ্ডা।

রাত ১১:৫৯ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া

অ্যামাণ্ডার পেটের মধ্যে সিরিঞ্জে করে অ্যানেস্থেটিক দেয়া হচ্ছে। হসপিটালের বিছানার চাদর জাপটে ধরল সে। তাকিয়ে আছে, দেখতে চায় কী হচ্ছে।

পুরো হসপিটালের সব যন্ত্রপাতি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওর পেটের ওপর, বিভিন্ন চেক আপ করা হচ্ছে। কোমর পর্যন্ত ঢাকা সাদা একটা পাতলা কাপড়ে, এখন পর্যন্ত তার কোনও অসম্মান করা হয়নি।

'এই ঔষধটুকু ওকে অবশ করে দিবে, ড. ব্ল্যাক।' লম্বা সোনালি চুলের মেয়েটা বলল। লাল খালি একটা পাত্র হাতে, একটু আগে এটাই ওর দেহে প্রবেশ করিয়েছে। কথায় জার্মান টান, সুইস হয়তো।

'ধন্যবাদ, পেট্রা।'

ব্রিটিশ ডাক্তার অ্যামাণ্ডার হাতে চাপড় দিল। নার্সের মতো মুখে স্কার্ফ পড়া, কিন্তু নীল রংয়ের না, পুরোপুরি সাদা।

'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, এরপর তুমি বিশ্রাম নিতে পারবে। পুরোটা দিন ঝক্কি-ঝামেলা তো আর কম যায়নি।'

দুজন মিলে কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া অ্যামাণ্ডার আর কিছুই করার নেই। স্ফীত পেটের উপর হাত রাখল, নিজেকে ও নিজের সন্তানকে সাহস দিচ্ছে। দেয়ালে চামড়ার বেল্ট ঝুলছে, বন্দিদের বেঁধে রাখা হয় হয়তো। তারা এখনও তাকে বাঁধেনি, নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থাবান। জানে সে চাইলেও পালাতে পারবে না এই কেবিন থেকে।

আলট্রাসাউণ্ড মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, অপেক্ষা করছে কাজটুকু শেষ হওয়ার। প্রথমেই তার গর্ভের উপর কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ওর সন্তানের সুস্থতা, আকার, স্বাস্থ্য। বাঁধা দেয়নি ও, ডাক্তারদের সাথে সাথে সে নিজেও তার অনাগত সন্তানের বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল ।

অবশেষে নিজের অনাগত সন্তানকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে নিজেও স্বস্তি পেয়েছে। সনোগ্রামে সন্তানের ছোট ছোট হাত-পা, ছোট হৃদয়ের স্পন্দন দেখেছে সে। ডাক্তার বলেছে তার সন্তান পুরোপুরি সুস্থ।

কিন্তু এখনও দস্যুদের কাজ শেষ হয়নি।

ডা. ব্ল্যাক ফিরে এসেছে। পেট্রার হাতে লম্বা সুইওয়ালা একটা সিরিঞ্জ। গর্ভবতী হওয়ার আঠারো সপ্তাহে অ্যামনিওসেন্টেসিস· করিয়েছিল ও, বুঝতে পারছে কী হতে যাচ্ছে।

পেট্রা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ওর পেট মুছল, আলট্রাসাউণ্ড মেশিন চালু করে হাতের যন্ত্রপাতি ধরিয়ে দিল ব্রিটিশ ডাক্তারের হাতে। মনিটরে চোখ রেখে পেটে সিরিঞ্জ প্রবেশ করালো ডাক্তার। মাসিকের সময় তলপেটে যেমন চাপা ব্যথা অনুভব করে, এমন ব্যথা অনুভব করছে অ্যামান্ডা।

মনিটর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, সুই ওর সন্তানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ভালো করেই জানে এতটুকু নড়াচড়াও সন্তানের অমঙ্গল বয়ে আনতে পারে।

শেষ ভালো যার সব ভালো তার!

সন্তানকে ঘিরে রাখা অ্যামনোয়াটিক থলের বাইরে থাকা তরল টেনে নিল সিরিঞ্জ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে, চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

'মনিটরে চোখ রাখো, দেখো কোনও নড়াচড়া দেখতে পাও কিনা। লক্ষ্য রেখ, যোনিপথে রক্তপাত হয় নাকি।' ডাক্তার আদেশ দিল পেট্রাকে।

পেট্রা নড করল।

অ্যামাণ্ডার দিকে ফিরল ডাক্তার। 'কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই। এখনও সেই সময় আসেনি, সকালের আগে জেনেটিক টেস্টের ফল হাতে আসবে না।'

অ্যামনিওসেন্টেসিস টেস্ট করা হয় শিশুর ক্রোমোজোমাল অস্বাভাবিকতা, জেনিটিক দুর্বলতা, রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা বোঝার জন্য। কিন্তু অ্যামান্ডা ভালো করেই জানে, আগে বা এখন, দুইবার-ই অন্তত শুধু এই একটা বিষয় পরীক্ষার জন্য তাকে এই টেস্ট করানো হয়নি।

যে চিঠি থেকে এই সব ঘটনার সূত্রপাত, সেখানে লেখা ছিল জেনেটিকলি তার সন্তান সবার থেকে আলাদা। বিশেষ একটা কারণে তার জীবন হুমকির মুখে। বেশি কিছু বুঝে উঠতে পারেনি সে। শুধু বুঝেছে পালাতে হবে, তার সন্তানকে অন্য কারও হাতে পড়তে দেয়া চলবে না।

ব্ল্যাক বলছে, 'যদি জেনেটিক প্রক্রিয়া স্থির থাকে, তাহলে তোমার বাচ্চাটা বাঁচবে। সে হবে এই ধরণের প্রথম বেঁচে থাকা মানুষ। আর যদি...তাহলে আমদের দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।'

কথাটার অন্তর্নিহিত ভাব ধরতে পারল মেয়েটা। যদি প্রক্রিয়াটা স্থির থাকে তবে ওর বাচ্চাটার জন্মগ্রহণের সাথে সাথে ভয়ংকর পরিণতির স্বীকার হবে। আর যদি প্রক্রিয়াটা কাজ না করে, তাহলে মেডিকেল টিম ওর গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে দিবে।

মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে আছে সে বিছানায়। জানে না কাল সকালে তার সন্তানের ভাগ্যে কী হতে চলেছে। শুধু জানে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু দিয়ে হলেও নিজের গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করবে ও।

আমি তোমার ক্ষতি হতে দিব না।

ক্যাম্পের বাইরে জ্বেলে রাখা আগুনে ক্যানভাসের দেয়াল আলোকিত হয়ে আছে, লাল টকটকে ক্রসচিহ্নটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অ্যামান্ডা আবার অসামঞ্জস্যটা লক্ষ্য করল, কাল্পনিক একটা অবয়ব মাঝখানে পেঁচানো দুইটা অংশ একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে। এতক্ষণে সে চিহ্নটার আসল তাৎপর্য ধরতে পারল।

এটা ডি.এন.এ. হেলিক্স।

জেনেটিক কোড।

তাকিয়ে আছে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে, পুরো শরীরে বয়ে গেল শীতল স্রোত। এই ধরণের চিহ্ন সে আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু গুজব শুনেছে। তার পরিবারের জন্মলগ্নের প্রাচীন এক রহস্যের সাথে জড়িয়ে আছে এই ক্রসচিহ্ন।

সে ভেবেছিল এটা একটা মিথ, বাচ্চাদের ভয় দেখানোর গল্প। কিন্তু নিজের সামনেই এখন তার ভয়ঙ্কর সত্য উন্মোচিত হয়েছে। উড়োচিঠিতে এদের ব্যাপারেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, এদের জন্যই প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল সিসিলিতে।

দ্য ব্লাডলাইন...বংশ পরম্পরা...

তারা আমাকে খুঁজে নিয়েছে।

১০
২রা জুলাই, সকাল ১০:১২ পূর্ব আফ্রিকার সময়
সোমালিয়ার আকাশপথে

গ্রে হেডফোন ঠিক করল, কানে হেলিকপ্টারের গর্জন কমে এসেছে অনেকটা। তাকিয়ে আছে বাইরে, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন কী যেন দেখাচ্ছে।

'ওই যে দেখা যাচ্ছে।' ব্রিটিশ এস.আর.আর. অফিসার চিৎকার করে বলল।

তপ্ত জমিনের উপর দিয়ে উড়ে চলছে হেলিকপ্টার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গাছপালা। হেলিকপ্টারের আওয়াজে মাঠে চড়ে বেড়ানো ছাগলগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। দূর দিগন্তে বড় বড় পাহাড় যেন আকাশকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এতো দূরে মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার যেতে পারবে না।

অ্যান্ডিন বড় একটা ক্যাম্প আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। বিশাল বড় ক্যাম্পে প্রচুর কুঁড়ে ঘর ও তাঁবু, তাঁবুর ওপর রেড ক্রসের চিহ্ন দেয়া। দুই পাশে নুড়িপাথর বিছানো রাস্তা চলে গেছে। সারি সারি গাড়ি, ইউ.এন.-এর ট্রাক পার্ক করা আছে মাঠ জুড়ে। স্যাণ্ড রেলের দুটি বগি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একপাশে কয়েকটা উট বেধে রাখা হয়েছে। এটা ইউনিসেফের রিলিফ ক্যাম্প, পরিচালনা করে একটা ফ্রেঞ্চ সংস্থা। সংস্থার নাম মেডিসিন্স সান্স ফ্রন্টিয়ারেস, এরা 'বর্ডারলেস ডাক্তার' নামে এই অঞ্চলে পরিচিত। একদম পাহাড়ের পাদদেশে, সমুদ্রতট থেকে একটু দূরে অবস্থিত এই ক্যাম্প। সমুদ্র তীরবর্তী মানুষ এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ যাতে সহজে চিকিৎসার জন্য এখানে আসতে পারে তাই এই অবস্থান।

মৃদু গোঙানির আওয়াজ গ্রে'র মনোযোগ বিঘ্নিত করল, কপ্টারের পেছন থেকে আসছে। মেজর প্যাটেল মেঝেতে শুয়ে আছে, স্ট্রেচারের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাধা। মরফিনের প্রভাব কমতে শুরু করেছে, শেষ বুসাসো এয়ারপোর্টে মরফিন দেয়া হয়েছিল। এখানকার ফ্রেঞ্চ ডাক্তাররা তার ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসা দিবে, যাতে ইউরোপ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারে সে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই একটা কারণেই তারা এখানে আসেনি।

প্যাটেলের চিকিৎসা এখানে আসার একটা কভার মাত্র।

অ্যান্ডিন কাছে ঝুঁকল, কথা বলছে হেডফোনের বিল্ট ইন মাইকে। 'এখানে আমার লোক আছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অপহৃত মেয়েটা সম্পর্কে যদি কোনও তথ্য পাওয়া যায় তবে সে তা খুঁড়ে হলেও বের করে আনবে।'

গ্রে নড করল, তাকিয়ে আছে টাকার ও সেইচানের দিকে। কোয়ালস্কি সামনে পাইলট মেজর বাটলারের সাথে বসে আছে।

প্ল্যানটা খারাপ না। ক্যাম্পটা ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালার পাশেই অবস্থিত। শত মাইলের মধ্যে একমাত্র রিলিফ ক্যাম্প বলে আশেপাশের সবাই এইখানে আসে।

সোমালির সর্বস্তরের মানুষ, পথিক, যাযাবর, সবাই মেডিকেল সাহায্যের জন্য আসে এইখানে। এইজন্যই এই ক্যাম্প তথ্যর জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ। এস.আর.আর. স্বাভাবিকভাবেই এইখানে নিজের লোক রাখতে চাইবে।

গ্রে'র টিম খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছে অ্যামাণ্ডার বর্তমান হদিসের ব্যাপারে, অন্তত সার্চ এরিয়াটা ছোট করে আনতে পেরেছে। ডি.সি.তে পেইন্টার স্যাটেলাইট দিয়ে আশেপাশের পাহাড়-পর্বত তন্ন তন্ন করে খুঁজে যাচ্ছেন। আশা করা যায় রাতের নামার আগেই অ্যামাণ্ডাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা ওরা বের করতে পারবে।

হেলিকপ্টার মাটির কাছাকাছি আসতেই চারপাশে ধূলার ঝড় উঠলো যেন, ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিতে অবতরণ করল।

অ্যান্ডিন দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল, ধুলো ও গরম বাতাস একসাথে হামলে পড়ল তাদের ওপর। চারজনের একটা মেডিকেল টিম অপেক্ষা করছিল, সবাই বেরিয়ে আসতেই মেজর প্যাটেলকে তারা জিপে নিয়ে উঠাল। মেজর বাটলার সাথে গেল, সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে তারা বিদেশি স্বেচ্ছাসেবক।

টাকার তার শেফার্ডের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, দীর্ঘ ও কোলাহলপূর্ণ একটা যাত্রা শেষ করেছে মাত্র।

কোয়ালস্কি মুখ বিকৃত করে তাকিয়ে আছে, 'একবার...মাত্র একবার...আমরা কি কোনও সমুদ্র সৈকতে যেতে পারি না? যেখানে থাকবে বিকিনি পড়া সুন্দরী মেয়েরা এবং পান করার জন্য থাকবে মিষ্টি নারিকেল?'

সেইচান ওর কথায় পাত্তা দিল না, গ্রে'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'এখন কী করবে?'

অ্যান্ডিন উত্তর দিল, 'সামনে চল।' মেজর বেলা জৈনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল তারা, খড়ের কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের দিকে।

পার্ক করা কয়েকটা গাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তারা, একসাথে কয়েকটা ট্রাক, মোটর সাইকেল রাখা সেখানে। পাশেই পাহারা দিচ্ছে ইউনাইটেড নেশনের নামাঙ্কিত একটা ডেমলার ফেরেট স্কাউট গাড়ি। গাড়িটাকে ছোটখাটো একটা ট্যাঙ্ক বলা হলে খুব একটি ভুল হবে না, ওপরে বেলজিয়াম এফ.এন মেশিনগান বসানো। একজন শান্তিরক্ষী গাড়িতে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে, ওদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

অ্যান্ডিন নড করে গ্রে'র মনোযোগ আকর্ষণ করল, 'এধরণের ক্যাম্পে নিরাপত্তা জোরদার রাখা লাগে। মাঝেমধ্যেই ডাকাতরা হামলা চালায় ঔষধ ও পানির জন্য। খরার কারণে আশেপাশের মানুষ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত, বেশিরভাগ মানুষ চলে এসেছে পাহাড় বা সমুদ্রের আশেপাশে।'

বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা কয়েকটা কুঁড়ে ঘরের সামনে একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে, সামনে বাচ্চাদের বড় একটা লাইন। পাশে নার্স সিরিঞ্জ তৈরি করে দিচ্ছে এবং ডাক্তার বাচ্চাদের হাড্ডিসার হাতে সেটা পুশ করছে।

গ্রে দেশের দক্ষিণ এলাকায় সংঘটিত গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে পড়েছে, হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে চলে এসেছে এই অঞ্চলে। সবাই ভুগছে কলেরা, ডায়রিয়া ও হেপাটাইটিসে। কিন্তু ডাক্তারদের কর্মসূচির মাধ্যমে হাম ও পোলিওর টিকা এবং কৃমিনাশক ও ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ানোয় অগণিত বাচ্চার জীবন বেঁচে যাচ্ছে।

'আমার লোক, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।' অ্যান্ডিন ডাক্তারের দিকে দেখিয়ে বলল, ডাক্তারের সামনে একটা হাড় জিরজিরে ছেলে ইনজেকশন নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। 'ক্যাম্পের চারপাশের সব ঘটনাই তার কানে যায়, ভালোই খোঁজ খবর রাখে।'

ফ্রেঞ্চ এম.ডি.-কে পর্যবেক্ষণ করছে গ্রে, মধ্যবয়স্ক লোক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, রোদে পোড়া চামড়া। কিন্তু গ্রে ভুল লোককে দেখছিল।

'বাসি!' অ্যান্ডিন হাত নাড়ল তার দিকে, এগিয়ে গেল।

গুপ্তচরের হাতে ইনজেকশন পুশ করছে ডাক্তার। কালো চামড়ার-হাড় জিরজিরে ছেলেটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় ধন্যবাদ জানালো ডাক্তারকে।

জামার হাতা ঠিক করতে করতে ছেলেটা তাদের দিকে এগিয়ে এল, 'আহ! মি. ট্রেভার। আপনি এসেছেন!'

'এই পিচ্চি তোমার লোক?' কোয়ালস্কি অস্ফুটস্বরে বলল, অসন্তুষ্ট। 'এর বয়স তো চৌদ্দও হবে না।'

'তেরো।' মেজর জৈন ঠিক করে দিল। তাকিয়ে আছে সুপেরিওরের দিকে, চোখে শ্রদ্ধার দৃষ্টি। 'ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন তাকে একদল বিদ্রোহীর কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন। মুগাদিসুর বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। শিশু সৈনিক, বয়স তখন সবে এগারো। এম্ফিটামিনে আসক্ত, পুরো শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁক দেওয়ার পোড়া দাগ। চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে সে।'

ছেলেটা দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেনের ওপর। ক্যাপ্টেন হাঁটু গেড়ে বসে আছে, দুজনের মুখেই স্বর্গীয় হাসি। দৃশ্যটা দেখে কেন যেন গ্রে'র বুকে চিনচিনে ব্যথা অনুভূত হলো। বাচ্চার মুখের নির্মল হাসি দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে এই বয়সেই নরক দেখে এসেছে।

অ্যান্ডিন ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে নিয়ে এল সবার মাঝে।

'এদের সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, বাসি।'

ছেলেটা হাসল, সবার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু গ্রে তার চোখে ভয়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে, অপরিচিত মানুষই এর কারণ। অ্যান্ডিনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে, অতীত নরকসম অভিজ্ঞতার ফল।

টাকারের কুকুর সামনে এগিয়ে গেল, ঘ্রাণ শোকার চেষ্টা করছে নতুন সদস্যের।

বাসির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, ভয় পেয়েছে। 'আইইইই...'

'কেন, চলে আসো।' টাকার আদেশ দিল, বাচ্চাটার ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছে।

কেন ফিরে এল টাকারের পাশে।

'বসো।' টাকার ইশারা করল কুকুরকে। হাঁটু গেড়ে বসল পাশে, ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় পেও না, সে তোমার কিছুই করবে না। সে ভালো কুকুর।'

টাকার এক হাত বাড়িয়ে দিল বাসির দিকে, ইশারা করছে কাছে আসতে।

বাসি এখনও ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিনকে জাপটে ধরে আছে।

'বাচ্চাটাকে কিছু বলো না।' সেইচান সতর্ক করল। 'দেখছ না সে ভয় পাচ্ছে।'

কোয়ালস্কি ঘোঁত ঘোঁত করে সমর্থন জানাল। এমনকি জৈনের চোখ পর্যন্ত ছোট ছোট হয়ে গেছে।

টাকার সবার কথা উপেক্ষা করল, এখনও হাত বাড়িয়ে রেখেছে।

সেইচান সাহায্যের আশায় গ্রে'র দিকে তাকাল। সে শুধু মাথা নাড়ল, ভাবছে তার সহানুভূতিশীল আচরণের কথা। টাকারের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা আছে যে কারও আবেগ বোঝার, এই ক্ষমতা শুধুমাত্র পশুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়।

বাচ্চাটার বিশ্বাস অর্জন করতে চাইছে টাকার, অ্যান্ডিন বুঝতে পেরে বলল, 'বাসি, তুমি চাইলে ...'

ছেলেটা বড় একটা দম নিল, তাকিয়ে আছে টাকারের দিকে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল সামনে, অনিশ্চিত পদক্ষেপ ফেলছে। মুখে বলল, 'সে ভালো কুকুর?'

টাকার নড করল।

বাসি সামনে এগোল, ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিপজ্জনক কোনও খাদের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেন এখনও সতর্ক, লেজের নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে উত্তেজনা। বাসি টাকারের হাত ধরল, কেনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন ওর গায়ের গন্ধ শুঁকছে।

বাসি আরেকটু কাছে এসে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেছে।

কেন গোলাপি জিহ্বা বের করে ওর হাত চাটছে।

টাকার নরম স্বরে বলল, 'ও তোমাকে পছন্দ করেছে।'

বাসির মুখে হাসি ফিরে এল, প্রথমে লাজুক হাসি তারপর ঠোঁট প্রসারিত হলো। কেনের কাছে গেল, মাথায় হাত বোলাচ্ছে। কুকুর ওর হাতে নাক ঘষছে।

বাসি শব্দ করে হেসে উঠল, সোমালি ভাষায় বলল কিছু।

'সুড়সুড়ি লাগছে।' অ্যান্ডিন ভাষান্তরিত করল।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ছেলেটা মাটিতে বসে আছে, কেনের জিহ্বার নাগালের বাইরে থেকে কুকুরটার গায়ে হাত বোলাচ্ছে। গ্রে দুজনকেই দেখছে, গতকাল কমাণ্ডোর উপর কেনের আক্রমণের কথা মনে পড়ছে। পাশাপাশি কল্পনা করছে অস্ত্র কাঁধে বাচ্চাটার কথা। অন্তরে দুজনেই যোদ্ধা এবং টাকার এই দুজনের মনের অনুভূতি বুঝতে পারে, তাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে দুজনের।

অ্যান্ডিন গ্রে'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'বাসি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। এই সংস্থা শিশু যোদ্ধাদের পুনর্বাসন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে।' সে বাসি ও কুকুরটার দিকে তাকাল-তারপর চোখ গেল টাকারের দিকে। 'তুমি ভালো একজন সহকারী পেয়েছ।'

গ্রে একমত পোষণ করল।

টাকার তাকিয়ে আছে পর্বতগুলোর দিকে। গত কয়েকদিনে টাকার ও কেন কাজ দেখে সে অবাক হয়েছে। বুসাসোয় ভালো খেল দেখিয়েছে তারা দুজন, তারপর রক্তের গন্ধ শুকে সেইচানকে খুঁজে বের করা! গ্রে'র বিশ্বাস, এদের দুজনকে পর্বতে ছেড়ে দিলে ঠিকই অ্যামাণ্ডাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। কিন্তু তাতে কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে, ওদের হাতে যে এতো সময় নেই।

সকাল ১০:৩৪
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া

হঠাৎ করেই বাইরে প্রচুর হই-হট্টগোল শুনতে পাচ্ছে সে, অ্যামাণ্ডা বুঝতে পারল বাইরে কিছু একটা ঘটছে। লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচির পাশাপাশি ট্রাকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে।

একজন আফ্রিকান সৈনিক রুমে এসে ঢুকল, কথা বলল ড. ব্ল্যাকের সাথে। কথা শেষ করেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। ব্ল্যাক পাশের আরেকটা বেডের দিকে এগিয়ে গেল, মাঝে পর্দা দেয়া। নার্সের সাথে কথা বলছে ডাক্তার, এপাশ থেকে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। একবার ভেবে দেখল এগিয়ে গিয়ে আড়ি পেতে কথা শুনবে নাকি, পরমুহূর্তেই নাকচ করে দিল। শরীরের এই অবস্থায় চুপচাপ এই কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব না। আরও একটা কারণ আছে, পাশের বেডে কাউকে দেখা যাচ্ছে।

সে জানে না ওইখানে কে আছে। কোনও আহত সৈনিক? নাকি অন্য কোনও অসুস্থ মেডিকেল স্টাফ? যে-ই হোক না কেন, তাকে নিয়ে এসেছে মধ্যরাতে। তখন সে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠেই দেখেছে পাশে পর্দা টানানো এবং ডাক্তার ও নার্স দৌড়াদৌড়ি করছে সেই রোগীকে নিয়ে।

তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, পাশের বেডে একজন মেয়ে শুয়ে আছে। সে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনেছে, কিন্তু ওই একবারই তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। খুব সম্ভবত অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

অবশেষে ব্ল্যাকের দেখা মিলল, হাতে একটা চার্ট। অ্যামাণ্ডার মুখের দুশ্চিন্তার ছাপ চোখ এড়ায়নি তার। 'তোমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।' বাতাসে হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল, 'মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। খুঁজতে খুঁজতে একদম আমাদের দেড়গোড়ায় চলে এসেছে।'

এই কথায় আশা জেগে উঠল অ্যামাণ্ডার মনে, সংক্রমিত হলো ওর ছেলের মাঝেও। ছোট একটা লাথি অনুভব করল পেটের ভেতর। 'শশশ!' মৃদুস্বরে বলল, এক হাত পেটের ওপর বোলাচ্ছে।

মিথ্যা পাসপোর্ট ব্যবহার করে পালিয়ে এসেছিল সিসিলিতে, তাই ভয় পেয়েছিল কেউ হয়তো খুঁজে পাবে না ওর আসল পরিচয়। এতোক্ষণে সে এটা অন্তত বুঝেছে যে, সিসিলিতে তাকে সাধারণ কোনও দস্যু দল অপহরণ করেনি। যারা করেছে তারা

জেনে বুঝেই প্ল্যান করে করেছে। সত্যটা জানার পর থেকে ক্রস চিহ্নটার দিকে আর ভুলেও তাকায়নি সে।

কিন্তু এখন... কেউ একজন সত্যিই কী তাকে উদ্ধার করতে চাইছে?

ব্ল্যাকের পরের কথায় তার আশার মাঝে পানি ঢেলে দিল, 'কিন্তু তাদেরকে দ্রুত সরিয়ে দেয়া হবে।' দৃষ্টি ওর দিকে। 'আমরা চাই না এমন সময় কেউ আমাদের বাধা দিক, অন্তত এই খুশির মুহূর্তে।'

সে বুঝে গেছে খুশির কারণটা কী, হাতের চার্টের দিকে তাকাল। 'অ্যামনিওসেন্টেসিস রেজাল্ট পেয়ে গেছ।'

ব্ল্যাক কাগজগুলো মেলে ধরল, 'তোমার সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। জেনেটিক্স পরিস্থিতি স্থির, আমরা যা ভেবেছিলাম তার থেকেও ভালো।' হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'তুমি এক অলৌকিক সত্তা জন্ম দিতে যাচ্ছ।'

সকাল ১১:৪২
ইউনিসেফ ক্যাম্প, সোমালিয়া

সেইচান ও গ্রে গাদাগাদি করে ক্যাম্পের শেষদিকের একটা কুঁড়ে ঘরে ঢুকল। কোয়ালস্কি ও মেজর জৈন বাইরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের দুজনের কথা যাতে বাইরে কেউ শুনতে না পারে তাই নিজেরাই ঝগড়া করা শুরু করল।

'গরুর মাংস খাওয়া অপরাধ।' জৈন বলল। 'হিন্দুরা বিশ্বাস করে ভগবান -'

'যদি ভগবান চাইত আমরা গরু না খাই তাহলে গরুর মাংস এতো সুস্বাদু করে সৃষ্টি করত না। বিশেষ করে বার-বি-কিউ এর পর সসটা মাখালে যা লাগে না।'

'এসব কী কোনও যুক্তি হলো? আমার ধারণা সস মাখিয়ে দিলে তুমি নিজের জুতোই খেয়ে নিবে। নিজের পাছা দেখেছো কখনও?'

'সেখানে আবার কী হয়েছে?'

'গরুর পাছার মতো একদম।'

থুতু ফেলার আওয়াজ শোনা গেল। 'আমার পাছার দিকে তাকাতে তোমাকে কে বলেছে?'

টাকার দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ভালো যুদ্ধ চলছে।' মৃদুস্বরে বলল। 'তোমাদের বন্ধুরা আশা করি বেড়া মেরামত করতে জানে।'

টাকার কুঁড়ে ঘরের ভেতর আছে, তার সামনেই কথাবার্তা চলছে। মিশনে ওর গুরুত্বের জন্য ওকে এখানে আনা হয়নি। আনা হয়েছে কুকুরটার জন্য, বাসি কেনকে ছাড়া আসতেই রাজি হচ্ছিল না। প্রথম ভয় পেলেও এখন নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই মেনে নিয়েছে তাকে।

'না। আবার বলছি।' ছেলেটা কথায় জোর দিল। 'আমি শ্বেতাঙ্গ মেয়ের ব্যাপারে কিছুই শুনিনি। এইখানেও না, অন্যকোথাও-ও না।'

ওর সামনে মেঝেতে একটা মানচিত্র মেলে রাখা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন হামাগুড়ি দিয়ে বাসির কাছে গিয়ে পৌঁছুল। 'ঠিক আছে বাসি।' সে নড়ে উঠল, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। 'আমি দুঃখিত কমাণ্ডার। এতদূর আপনাদের শুধু শুধু নিয়ে এসেছি। খবর এই পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি।'

গ্রে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 'একটা জুয়া ছিল কেবল...' মেনে নিল সে।

সেইচান গ্রে'র গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। চোখ না দেখেই বলে দিতে পারে, কমাণ্ডার এখনও আশা হারায়নি।

সে শুধু একাই নয়, আশাবাদী আরও একজন।

'আমি বাইরে যেতে পারি।' বাসি প্রস্তাব দিল। 'ক্যাম্পের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর পেয়ে যাব।'

'না।' জোরে বলল সেইচান। তার প্রতিক্রিয়া দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

গ্রে কথা বলছে, 'সেইচান ঠিক বলেছে। এই ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটা শত্রুর নজরে পড়ে যেতে পারে। মনে করে দেখো, আমুর মাহদির পরিণতি কী হয়েছিল।'

'এর ফলে শুধু ছেলেটারই ক্ষতি হবে না।' সেইচান বলল। 'আরও একজনের বিরাট ক্ষতি হতে পারে।'

গ্রে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কথার স্বরে অধিক জোর দেওয়া টের পেয়েছে। ও একবার হাত ঝাঁকি দিল, কথা আর বাড়াতে চাচ্ছে না। ছেলেটা এমনিতেই একবার নির্যাতিত হয়েছে শিশু যোদ্ধা হিসেবে, এখন আবার তাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে এনে একই অপরাধ করছে ব্রিটিশ এস.আর.আর. বাহিনী।

সেইচান নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে, কত সহজেই একজন শিশুকে এক সপ্তাহের নির্যাতনের মাধ্যমে যোদ্ধা বানানো যায়। শিশুর মানবিকতাবোধ, নিষ্পাপতা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এদেরকে মাইন ডিটেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত করা হয় যুদ্ধের ময়দানে।

এক হাত দিয়ে নিজের গলার ড্রাগন লকেট স্পর্শ করল সে। বুঝতে পেরেছে কেন এই ছেলেটা তাকে এতো পীড়া দিচ্ছে। ওদের দুজনের শৈশবই একই নৃশংসতার মাঝে কেটেছে।

নিজের শৈশবের খুব অল্প কথাই মনে আছে তার। ভিয়েতনামের স্মৃতি, সেখানে তার বাবার কোনও স্মৃতি নেই। মনে আছে মার কথা, কিন্তু স্মৃতিটুকু ভুলে যেতে পারলে হয়তো সবচেয়ে ভালো হতো। তখন সে খুব ছোট, মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়া হলো তাকে। মাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক সামরিক লোক, মায়ের চিৎকার এখনও কানে বাজে তার। এরপর থেকে সে পালিত হয়েছে বিভিন্ন এতিমখানায়, অনাহারে-অর্ধাহারে বড় হয়ে উঠেছে। একটা সময় দাঁড়িয়েছে রাস্তায়-গলিতে, তখন সে বাসি'র থেকে একটু ছোট। গিল্ড তাকে সেখানে খুঁজে পায় এবং দলে টেনে নেই। এক বছরের মধ্যেই প্রশিক্ষক ওর মধ্যে থাকা মনুষ্যত্ব, শৈশব সবকিছুর মৃত্যু ঘটায়। গড়ে তোলে তাকে একজন পাকা খুনি হিসেবে।

আমিও এই ছেলের মতো, সে ভাবল। নির্যাতন ও অবমাননার শিকার হয়েছি, গোলামি করেছি।

কিন্তু সে এটাও জানে ওদের দুজনের মাঝে প্রচুর তফাত। মনের চোখে দেখল, বাসি কুকুরটার সাথে খেলছে, হাসিখুশি-নিশ্চিন্ত। তার হাতে এখনও সময় আছে নিজেকে গড়ে তোলার মতো, নিজের হারানো শৈশব বাচ্চাটা খুঁজে পাবে।

লকেট থেকে হাত সরাল সে, মায়ের সাথে ভালো স্মৃতি বলতে এটাই কেবল। ওর নরম গালে মায়ের চুমু খাওয়ার স্মৃতি। কিন্তু তার মাঝেও দুঃখ ছড়িয়ে আছে, যেন তার মা আগে থেকেই জানতেন ওকে হারাতে হবে।

স্মৃতিটুকু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। সেইচান বলল, 'সে তো মা হতে চলেছে।' গ্রে ফিরে তাকাল। 'প্রেসিডেন্টের মেয়ে...'

গ্রে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, পুরোটা শুনতেই বুঝতে পারল। এক হাতে ওর একটা হাত ধরল, মৃদু চাপ দিয়ে ধন্যবাদ জানালো। হাতটা ছাড়ল না।

সেইচান নীচের দিকে তাকিয়ে আছে, আরেকটু উষ্ণ স্পর্শ চাইছে মন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সম্ভব না। বুকে চিনচিনে ব্যথা, হারিয়েছে নিজের অতীত, শৈশব, এমনকি হয়তো পাবার আগেই গ্রে'কে-ও।

'অ্যামাণ্ডার উল্লেখযোগ্য পরিচয়, সে শ্বেতাঙ্গ ও গর্ভবতী।' গ্রে ব্যাখ্যা দিল।

অ্যাল্ডিন নড করল, 'অপহৃত জিম্মিদের মধ্যে এমন অবস্থা খুব একটা দেখা যায় না। কেউ না কেউ তো অবশ্যই লক্ষ্য করেছে।'

'আশা করা যায় এই ব্যাপারে কথাও বলেছে।' গ্রে বাসির দিকে ফিরে তাকাল। 'তুমি কোনও গর্ভবতী মেয়ের ব্যাপারে কোনও খবর শুনেছ? যাকে পর্বতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ফোলা পেটের কেউ?'

বোঝানোর জন্য ফোলা পেটের আকারটা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল সে।

বাসি বসে বসে ভাবছে, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে বলল, 'না। ফোলা পেটের কোনও মহিলা দস্যুদের সাথে গেছে এমন কিছু শুনিনি।'

সেইচান ছেলেটাকে পর্যবেক্ষণ করছে, এক দৃষ্টিতে সে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করছে যেন, এমনকি কেনের গলা জড়িয়ে থাকা হাতটা পর্যন্ত সরে গেছে।

'ছেলেটা কিছু জানে।' সেইচান বলল। এখানে শুধুমাত্র টাকার একাই কারও মন পড়তে পারে না।

এই ছেলেটার মন ওর কাছে খোলা বই-এর মতো।

এই ছেলে আমার-ই মতো।

'ছেলেটা আমাকে মিথ্যা বলবে না।' অ্যাল্ডিন বলল।

'সে মিথ্যা বলছে না।' সেইচান মাথা নাড়ল, কণ্ঠে রাগ। 'কিন্তু আমরা আসলে তাকে সঠিক প্রশ্নটা করছি না।'

বাসি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, চোখে ভয়-পাশাপাশি সহ্য ক্ষমতার বিচ্ছুরণ।

কতবার এই একই অনুভূতি ওর নিজের চোখে প্রতিফলিত হয়েছে?

টাকার ছেলেটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'সবকিছু ঠিক আছে বাসি। কেন এবং আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

টাকারের হাতের ইশারায় কেন এগিয়ে এসে বাসির হাঁটুতে মাথা ঘষছে।

বাসি কুকুরের কাঁধে হাত রাখল, শক্তি খুঁজছে যেন।

'বলো আমাদের।' অ্যান্ডিন নরম স্বরে বলল। 'কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।'

বাসি তাকিয়ে আছে তার দিকে, 'আমি মিথ্যা বলি না। কোনও ফোলা পেটের মহিলার কথা শুনিনি।'

'আমি জানি তুমি শোননি। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমাদের কী কোনও কথা বলতে ভয় পাচ্ছ তুমি?'

অবশেষে সে ভেঙ্গে পড়ল, 'আমি একটা গল্প শুনেছি। এক শয়তান মানুষ পর্বতের উপরে এমন একটা জায়গা বানিয়েছে।' এক হাত চক্রাকারে ঘোরাচ্ছে সে।

'এখানের মতো হাসপাতাল?'

বাসি নড করল, 'কিন্তু সে শুধু ফোলা পেটের মহিলাদের ধরে আনে।'

'সে গর্ভবতী মহিলাদের দেখাশোনা করে?' অ্যান্ডিন জিজ্ঞাসা করল। একই সাথে গ্রে'র মতো ফোলা পেটের আকার দেখাল।

'হ্যাঁ। কিন্তু তারা খারাপ। মায়েরা সেখানে যায়। আর ফিরে আসে না। খুব খারাপ জায়গা।'

টাকার ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিল। 'তুমি ভালো কাজ করেছো।'

বাসি এখনও নীচের তাকিয়ে আছে, ভয় কাটেনি এখনও।

গ্রে মানচিত্রের দিকে এগিয়ে গেল, 'গল্পে কী পর্বতের কোন জায়গায় ডাক্তাররা কাজ করে তা বলা আছে?'

'হ্যাঁ।' বাসি বলল, কিন্তু এখনও মানচিত্রের দিকে তাকাচ্ছে না।

'কেনকে দেখাতে পারবে?' টাকার বলল।

ছেলেটা প্রথমে টাকারকে দেখল, তারপর কুকুরকে। আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'আমি দেখাচ্ছি। কিন্তু খুব খারাপ জায়গা!'

বাসি মানচিত্রের দিকে এগিয়ে যেতেই, ঘরের ভিতর কোয়ালস্কি হুড়মুড় করে ঢুকল। 'একটা হেলিকপ্টার আসছে এদিকে।'

অ্যান্ডিন পাত্তা দিল না। 'সবসময় ওদের মেডিকেল টিম আসা যাওয়া করে। নতুন কোনও রোগী হয়তো অথবা -'

কথা শেষ করার আগেই কোয়ালস্কিকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল মেজর জৈন। 'ওরা রকেট ছুড়ছে। নিচু হও।'

গ্রে ধাক্কা দিয়ে সেইচেনকে মাটিতে ফেলে দিল, টাকার ও অ্যান্ডিন ছেলেটাকে আড়াল করে রেখেছে নিজের দেহ দিয়ে। ছেলেটা শক্ত করে ধরে রেখেছে কেনকে।

তীক্ষ্ণ হিস হিস আওয়াজ কানে এল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গেছে ছাদ।

জৈন হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গেল।

আরেকটা রকেট ছুটে আসছে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে। সরে এসে চিৎকার করে বলল, 'এবারেরটা সরাসরি আমাদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।'

১১

২রা জুলাই, সকাল ৫:০৪ ই.এস.টি.

ওয়াশিংটন ডি.সি.

ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল পেইন্টারের। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, এই ফোনে শুধুমাত্র মারাত্মক জরুরি কলগুলোই ফোন আসে। লিসাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ও! নগ্ন দেহ দুটো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, এক হাত লিসার দেহের ভাঁজে।

লিসাও জেগে উঠেছে, সতর্ক। জানে, কেন্ বাজে এই ফোন। পাতলা চাদর ওর বুক ঢেকে রেখেছে, চোখ মিটমিট করছে অন্ধকার সহ্য করার জন্য।

'পেইন্টার ফোন ধরল।'

'ডিরেক্টর, ঝামেলা হয়েছে।' ক্যাট ব্রায়ান্ট সিগমা হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন করেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল, সবে মাত্র পাঁচটা বাজে।

শেষ রাতে যখন লিসাকে নিয়ে সে চলে এসেছিল তখনও ক্যাট সেখানে ছিল। গ্রে'র অপারেশনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজিয়েছে, পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষা করেছে। সে কী রাতে ফিরে যায়নি?

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল পেইন্টার।

'সোমালিয়ার ইউনিসেফ ক্যাম্প থেকে এস.ও.এস. আসছে। গ্রে গিয়েছিল ওইখানে। কেউ একজন রকেট হামলা চালিয়েছে।'

'আমাদের কোনও চোখ আছে ওদিকে?' স্যাটেলাইটের কথা জানতে চাইল পেইন্টার।

'এখন নেই। এন.আর.ও. চেষ্টা করছে। গ্রে'র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। উত্তর আসছে না।'

মনে হয় ব্যস্ত আছে।

'কোনও ব্ল্যাকআপ আছে? জিবুতিতে নেভী সিল টিম অপেক্ষা করছে।'

'আকাশপথে ওই ক্যাম্পে পৌছুতে কমপক্ষে ওদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগবে।'

পেইন্টার চোখ বন্ধ করল, মাথার মাঝে চিন্তার ঝড় বইছে। এখনই সিল টিমকে টানলে পুরো মিশনটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, ওর ভূমিকাও ফাঁস হয়ে যাবে। সিল টিমকে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে উদ্ধারের জন্য, শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব পালনের জন্য নয়।

'আক্রমণকারীদের সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

'গত তিন মাসে এই ক্যাম্পে দুইবার আক্রমণ চালানো হয়েছে। দুই মাস আগে এক ডাক্তারকে অপহরণ করা হয়েছিল, স্থানীয় দস্যুদের কাজ। এমনও হতে পারে এর সাথে অ্যামান্ডা বা গ্রে'দের কারও কোনও সম্পর্ক নেই।'

পেইন্টারের তা মনে হয় না। আমুর মাহদির খুনের ঘটনা মনে পড়ল। শত্রু তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে যাচ্ছে। কয়েকটা গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত এই মিশনে, শেষ যোগ হলো ব্রিটিশ এস.আর.আর.। কেউ না কেউ অবশ্যই তথ্য পাচার করছে!

নিজের সংস্থার উপর পূর্ণ আস্থা আছে পেইন্টারের। কিন্তু অন্যান্য দলগুলো-এমনকি প্রেসিডেন্টের পরিবার থেকেও এইসব তথ্য পাচার হতে পারে।

পেইন্টারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সন্দেহের তীর অন্য দিকে ঘোরাতে চায় না। সিল টিমকে এসবে জড়ানোর সময় এখনও আসেনি, দ্রুত উদ্ধার কাজে এদের সাহায্য প্রয়োজন।

'ডিরেক্টর?' ক্যাট অপেক্ষা করছে উত্তরের জন্য।

সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'যত দ্রুত পার আমাকে ওই জায়গার তথ্য যোগাড় করে দাও। গ্রে তার কাজ ভালো বোঝে, নিজেদেরকে নিজেরাই রক্ষা করতে পারবে তারা।'

একটু বিরতির পর ক্যাট বলল, 'বুঝেছি।'

লিসা ওর হাত ধরল, মুখে কিছু না বলে আরেকটু ঘেঁষে আসল।

'দক্ষিণ ক্যারোলিনার মিশন কি পিছিয়ে দেব?' ক্যাট জানতে চাইল।

পেইন্টারের মনে আছে ফার্টিলিটি ক্লিনিকে তদন্তের কথা। অ্যামান্ডার হঠাৎ পালানোর সাথে নিশ্চয়ই ওর বাচ্চার কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে। প্রথমে আমুরের খুন, এখন আবার ক্যাম্পে হামলা। কেউ চাইছে অ্যামান্ডাকে যাতে খুঁজে না পাওয়া যায়।

'না।' সে বলল, তাকিয়ে আছে লিসার দিকে। 'আমরা এখন সিগমায় আসছি। আমি চাই তোমরা দুজন প্রথম ফ্লাইটেই চার্লসটন চলে যাও।'

ওইপাশে ক্যাট চুপ করে আছে। পেইন্টার অবাক হচ্ছে, ফোন রেখে দিল নাকি সে! এমন সময় ফোন জ্যান্ত হলো, 'ডিরেক্টর, ফ্রেঞ্চ আবহাওয়ার স্যাটেলাইট থেকে কয়েকটা ছবি পাওয়া গেছে। আপনার ফোনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পেইন্টার ফোন হাতে নিল, স্পিকার চালু করল। কয়েকটা ছবি ভেসে উঠল ফোনের ছোট পর্দায়, সোমালিয়ায় ঘটা ধ্বংসযজ্ঞের ছবি।

ছবিগুলো উঁচু থেকে তোলা, ধোঁয়ায় ঢেকে আছে ক্যাম্প। ছোট ছোট বিন্দুগুলো মানুষ, গাড়ি নিয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার, ভেসে আছে শিকারি বাজপাখির মতো। হল

ক্যাটের কণ্ঠ স্পিকারে ভেসে আসছে, 'ছবিগুলো পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

লিসা ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে, এক হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে।

পেইন্টার খুব কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনল। গ্রে'র দলের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য করলে তা ভবিষ্যতে বড় কোনও ক্ষতির কারণ হতে পারে। ও জানে, নিজের নেওয়া সিদ্ধান্তটাই সবচেয়ে ভালো।

ক্যাটকে আরও কিছু নির্দেশ দিয়ে ফোন কেটে দিল সে, তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

নিশ্চিতভাবেই কেউ একজন চাইছে যাতে অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করা না যায়।

কিন্তু কে?

দুপুর ১২:১২ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া

ডা. এডওয়ার্ড ব্ল্যাক কানে রেডিও হেডসেট পরে আছে, দাঁড়িয়ে আছে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তাঁবুর ভেতর। তাঁবুর ভিতরে রেডিওসহ বেশ কয়েকটা যন্ত্র এবং বড় স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা। প্রচণ্ড গরমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে।

কিন্তু একমাত্র সে-ই জানে শুধুমাত্র গরমের কারণে সে ঘামছে না, অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বর এর মূল কারণ। এক হাতে সাদা ডাক্তারি কোটটা ঝুলছে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষকে ভয় পায় সে, ছোট থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড় হওয়ার ফল। পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে আছে বড় বড় জায়গায়, আর্ল থেকে ডিউক সবই আছে এই রাজকীয় পরিবার। অতীত ও বর্তমানের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাদের পরিবারের সদস্য। যেমনঃ সেনাপতি জেনারেল জর্জ প্যাটেন, যে রাণীর কাছ থেকে বীরত্বের জন্য নাইট উপাধি লাভ করেছে। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় তার রুমমেট ছিল এক কোটিপতি সৌদি বাদশাহর ছেলে। বাদশাহ একটা ইসলামি মৌলবাদী দল পরিচালনা করতো, পরবর্তীতে ছেলেটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ও মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এসব কোনও কিছুতেই তার ভাবান্তর নেই, কখনও হয়নি।

হাত দিয়ে হেডসেট ঠিক করল।

কানে ভেসে আসা শব্দ কম্পিউটারাইজড ভয়েস, আসল লোকের পরিচয় গোপন রাখার জন্য। এডওয়ার্ড লোকটার আসল পরিচয় জানে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে তার ক্ষমতা কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। লোকটার জন্য এই কণ্ঠ মানানসই, কেননা সে কথা বলছে একটা যন্ত্রের সাথে। যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে এই শক্তির আধার এবং এর জন্যই হয়েছে সবকিছু তছনছ করে ভেঙ্গে ফেলার জন্য।

এডওয়ার্ড এই যন্ত্রের অংশ হতে চায় না, পুরো যন্ত্রটার কর্তৃত্ব চায়। অ্যামান্ডা তার হাতের মুঠোয় চলে আসাতে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে সে। সৌভাগ্যের ফলে অ্যামান্ডাকে পেয়েছে তার ক্লিনিকে। নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতা খাটিয়ে এই সৌভাগ্যকে সুযোগে পরিণত করে উপরে উঠতে হবে এখন।

এই সুযোগ অর্জন করতে তার প্রয়োজন সাফল্য।

'সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা হয়েছে।' এডওয়ার্ড প্রতিশ্রুতি দিল যেন। 'আমেরিকানরা কখনওই এই পাহাড়ে ওকে খুঁজে পাবে না।'

'ভ্রূণ?' কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করল।

'এখন পর্যন্ত ডি.এন.এ. স্থির, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম।'

শার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। অন্তত এটা একটা ভালো খবর। তাদের কাজ এখন সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, যদিও দেরি হয়ে গেছে তবুও সময়মতোই কাজ উদ্ধার করা যাবে। 'অন্যান্য কোনও ঝামেলা না হলে, আমি সিজারের কাজটুকু সেরে ফেলতে পারি।'

'খুব ভালো।' কণ্ঠস্বর যদিও স্থির ও নিষ্কম্প, তবুও এডওয়ার্ড জানে ধাতব আওয়াজের পিছনে সন্তুষ্টির সুর আছে।

'মা'র কী হবে?' এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, ধারণা করছে ব্যাপারটা রেগে উঠার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।

কোনওরূপ দ্বিধা ছাড়াই উত্তর ভেসে এল, 'তাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। তার মৃত্যু হবে বৃহত্তর স্বার্থে।'

'বুঝে গেছি।'

কণ্ঠস্বর বর্ণনা করে গেল কীভাবে কী কী কাজ করতে হবে। বাচ্চাটার মায়ের ব্যাপারে শুধুমাত্র একটা কথা বলল।

'দেহটা পুড়িয়ে দিবে, যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

ঘামের বদলে ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করল সে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একই সাথে অবাক এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল। মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে সারা পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে যেতে কেমন লাগবে তার?

অবশেষে কথা বলা শেষ হলো।

চিন্তায় হারিয়ে গেছে সে, তাঁবু থেকে বের হয়ে এগিয়ে গেল রোদ ঝলমলে ক্যাম্পের মাঝ দিয়ে। মেডিকেল ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে,চাইছে ওর নিজের ভেতরের উচ্ছ্বাস যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়।

পেট্রা ওর সোনালি চুল দুলিয়ে তাকাল, চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

এডওয়ার্ডের দৃষ্টি ওকে ছাড়িয়ে পেছনে গেল, অ্যামান্ডা তাকিয়ে আছে। নিজের মনোভাব পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি সে, ওর চেহারা দেখেই অ্যামান্ডা পা গুটিয়ে নিল। নিজের সন্তানকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা, কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছে।

কিন্তু নিজের সন্তানকে আর বাঁচাতে হবে না, আগে নিজের জীবন তো বাচাও ......

এডওয়ার্ড পেট্রার দিকে তাকাল, 'সবকিছু তৈরি করো, আমরা এখনই কাজে নামছি।'

১২

২রা জুলাই দুপুর ১২:১৫ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ইউনিসেফ ক্যাম্প, সোমালিয়া

মাথার মাঝে এখনও বিস্ফোরণের আওয়াজ ঝনঝন করছে, টাকার হাত ধরে বাসিকে দাঁড় করাল। বাসি শক কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। কেন ঝাড়া দিয়ে গা থেকে ছন ও ধূলা ফেলে দিল। ধোঁয়া ও ধুলোতে ভারী হয়ে আছে বাতাস। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মানুষ পোড়া কটু গন্ধ এবং তেলের গন্ধ।

রকেট কুঁড়ে ঘরের সামনে আঘাত হেনেছে, কয়েক গজ এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘরের একপাশ ধ্বসে পড়েছে, এলোমেলো কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে সামনে। লাশগুলো সব পুড়ে কালো হয়ে আছে, কিছু লাশ হয়ে গেছে ছিন্ন ভিন্ন।

টাকারের শ্বাস ভারী হয়ে আসছে, মনের কোণে আফগানিস্তানের বন্দুকযুদ্ধের বিভীষিকা উঁকি দিতে চাইছে যেন। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, চাইছে না এই বীভৎস দৃশ্য বাচ্চাটা দেখুক। কানে কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু অনুভব করল বাসি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন গুঙিয়ে উঠল, ঘরের এককোণে পড়ে আছে সে। মুখের অর্ধেক রক্তাক্ত, মাথার চামড়া কেটে এই অবস্থা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কিছু এসে লেগেছিল হয়তো!

'জলদি বেরিয়ে যাও!' অ্যান্ডিন চিৎকার করে উঠল, দুর্বল হাত দিয়ে দরজা দেখাচ্ছে।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে টলতে টলতে গ্রে আর সেইচান বেরিয়ে এল, দুজনের শরীরই কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে।

কোয়ালস্কি সাহায্য করছে মেজর জৈনকে উঠে দাঁড়াতে, কাঁপছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক আছ তো?'

হাত ছাড়িয়ে নিল জৈন, পরমুহূর্তেই আবার টলে উঠতেই আবার তার হাত ধরল। 'মনে হয় না।'

ভারতীয় গুপ্তচর তার ক্যাপ্টেনকে দেখে ওদিকে এগিয়ে যেতে চাইছে, চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছে। অ্যান্ডিন হাত উঁচিয়ে তাকে থামাল, 'তাদের সাথে যাও, জৈন। সাহায্য কর বেরিয়ে যেতে।'

'তোমার কী হবে?' গ্রে একহাতে মেঝে থেকে মানচিত্র উঠিয়ে বাসির হাতে দিল, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ওদের কাছে এখনও বাসির গুরুত্ব অনেক, একমাত্র সে-ই জানে গোপন মেডিকেলের ঠিকানা। 'ক্যাপ্টেন, তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন।'

অ্যান্ডিনের রক্তাক্ত মুখে দেঁতো হাসি খেলে গেল, 'তাহলে তো আমি সঠিক জায়গাতেই আছি। ঠিক না কমান্ডার?' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'এখানে আমার দুইজন মানুষ আছে। এদেরকে ছাড়া আমি এক পা-ও নড়ব না।'

তারা মরে গেলেও না? টাকার মনে মনে ভাবল।

কথাটুকু ভাবতে না ভাবতেই ক্যাম্পের ভেতরে আবার একটা রকেট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। কেন আঁতকে উঠল, ঝুঁকে মাটির সাথে নুয়ে বসল।

গ্রে হাত ধরল ক্যাপ্টেনের, 'তুমি একা একা নিজের লোক খুঁজে বের করতে পারবে না।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দুজন। 'আমার সাথে এসো।'

অ্যান্ডিন প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু মেজর জৈন বাধা দিল।

'কমাণ্ডার পিয়ার্স ঠিক বলেছেন, স্যার।'

'এটা নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে।' কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে বলল। 'হেলিকপ্টার আবার ফিরে আসছে।'

'জলদি, বেরিয়ে যাও।' গ্রে নির্দেশ দিল।

ক্যাপ্টেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের পিছু নিল, তারা কুড়ে ঘর ঘুরে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে গেল।

টাকার অনুমান করতে পেরেছে কমাণ্ডার তাদের কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও একই কাজ করতো, বেঁচে থাকার জন্য সবগুলো সম্ভাবনাই কাজে লাগাতে হবে।

গ্রে তাদেরকে নিয়ে এসেছে মিনি ট্যাঙ্কের কাছে, সাদা রং করা গায়ে ইউ.এন.-এর লোগো আঁকা। ডেমলার ফেরেট স্কাউট গাড়ি এখনও আগের জায়গাতেই আছে, শান্তিরক্ষী উপরে মেশিনগান তাক করে বসে আছে। মেশিনগানের মুখ থেকে ধোঁয়া উড়ছে, কিন্তু হেলিকপ্টার এখনও রেঞ্জের বাইরে। যদিও খুব বেশিক্ষণ লাগবে না আবার রেঞ্জের ভেতর ফিরে আসতে।

গ্রে শান্তিরক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ইশারা করল পালিয়ে যেতে থাকা রিফিউজিদের দিকে। 'এখানে বসে থেকে কিছু হবে না। গাড়ি নিয়ে যাও, ক্যাম্প রক্ষা করতে সাহায্য কর।'

লোকটার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় হেলমেট। বয়স সবে বিশ হয়েছে, উত্তর দিল ফ্রেঞ্চ ভাষায়। 'আমি একা। গুলি করা এবং গাড়ি চালানো একসাথে সম্ভব না।'

গ্রে ঘুরে দাঁড়াল অ্যান্ডিনের দিকে, 'তোমার লোকদের সাহায্য করতে চাইলে ট্যাঙ্কটা নিয়ে যাও। হেলিকপ্টারের মনোযোগ আকর্ষণ কর, মাটিতে ফেলে দাও।'

অ্যান্ডিন বুঝতে পারছে এটাই এখন সবচেয়ে ভালো প্ল্যান। 'আমি কাভার দিচ্ছি, আপনারা যান।' পঞ্চাশ গজ সামনে এক জোড়া স্যান্ড রেল দেখাল। এই পরিবেশে চলার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। 'চাবি না থাকলে তার ছিঁড়ে চালু করা যাবে, শুধু ইগনিশনে কিছু একটা ঢুকিয়ে দিলেই কাজ হবে।'

ক্যাপ্টেনের বাকি কথাগুলো জৈনের উদ্দেশ্যে, 'সবার সাথে থেকো। তাদের নিয়ে নিরাপদ কোথাও চলে যাও। আমি দেখছি এদিকে কী করা যায়।'

মেজরের চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, কিন্তু নির্দেশ মেনে নিয়ে নড করল।

গ্রে অ্যান্ডিনের সাথে করমর্দন করল, 'সাবধানে থেকো।'

'আপনিও কমান্ডার।'

ক্যাপ্টেন বাসিকে জড়িয়ে ধরল। 'এদের সাহায্য করো।'

'আমি আমি করব, মি. ট্রেভার।'

ক্যাপ্টেন নড করে আর্মার্ড গাড়িতে উঠে গেল।

গ্রে জলদি সামনে এগিয়ে গেল, সবাইকে সতর্ক করে দিল কানের ইয়ারপিসের ব্যাপারে।

স্যান্ড রেল গাড়িটা মূলত একটা খাঁচার মতো, এর মধ্যেই ইঞ্জিন এবং পাশাপাশি কয়েকটা সিট লাগানো শুধু। কোনও জানালা, দরজা কিছুই নেই। টাকার এই ধরণের গাড়ি আগেও চালিয়েছে। গাড়িগুলোর বড় বড় চাকা সহজেই বালিতে কামড় বসাতে পারে, যেকোনও বাধা পার হয়ে যায় নিমিষেই। দুইটা গাড়ি রাখা আছে- একটা ছোট দুই সিটের, অন্যটা বড় চার সিটের।

কোয়ালস্কিও এই গাড়িগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচিত, হাতের তালু ঘষছে। 'আমার কোনটা?'

পেছনে মেশিনগানের গুলির মুহুর্মুহু আওয়াজ। গ্রে ও সেইচান লাফিয়ে উঠলো ছোট গাড়িটাতে, বসল পাশাপাশি দুইটা সিটে। পিছনের গাড়ির ড্রাইভারের সিটে জৈন বসতে চাইছে, কোয়ালস্কি বাধা দিল।

'আমি চালাবো।' চেঁচিয়ে বলল সে।

'শোনো, আমার বিভিন্ন ধরণের গাড়ি চালানোর ট্রেনিং...'

'খুব ভালো হয়েছে। এখন সর, জায়গা দাও।'

জৈনকে দেখে মনে হলো, কোয়ালস্কিকে যেন একদম কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু এখনও তার মাথা ঘুরছে, তাই সরে জায়গা দিল সে। কোয়ালস্কি গাড়ির স্টিয়ারিং কলামে একটা স্ক্রু ডাইভার আবিষ্কার করল, চাবি হিসেবে ব্যবহৃত হতো নিশ্চয়। গ্রে ওর গাড়ি চালু করে ফেলেছে, কোয়ালস্কির গাড়ির গর্জন শোনা যাচ্ছে পিছনে।

জৈন বসে আছে ড্রাইভারের পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে, পিছনের সিট ছেড়ে দিয়েছে বাসি ও টাকারের জন্য। কেন গাড়ির মেঝেতে শুয়ে আছে, অ্যাড্রালিনের প্রভাবে মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

'ধরে বস।' কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে বলল, মুখে বিকট হাসি।

লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতো লাফ দিয়ে ছুটল গাড়ি। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল, সে জায়গায় একটা রকেট বিস্ফোরিত হলো।

টাকার পেছনে তাকাল, হেলিকপ্টার ক্যাম্প পেরিয়ে চলে এসেছে ওদের মাথার ওপর। এম-২৩০ মেশিনগান থেকে গুলি ছুটে আসছে গাড়ির পেছন পেছন।

কিন্তু তারাও ফাঁদে আটকা পড়া পাখির মতো নিরুপায় নয়!

পেছন থেকে উড়ে এল যেন ফেরেট স্কাউট গাড়ি, মেশিনগান তাক করেছে সরাসরি হেলিকপ্টারের দিকে। ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন বসে আছে গানারের সিটে, একটানা অগ্নিবর্ষণ করছে। ধোঁয়া ও ধূলায় কালো হয়ে গেছে সে। গাড়ি ঘুরে চলে এসেছে একেবারে হেলিকপ্টারের নাকের সামনে, উইন্ডশিল্ড লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে বারবার। পাইলট দ্রুত ফায়ার লাইন থেকে হেলিকপ্টার সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল্টা আক্রমণের সুযোগই পেল না।

আর্মার্ড গাড়িটা উন্মত্তভাবে পুরো একটা চক্কর কেটে পার্ক করা গাড়িগুলোর দিকে গেল। হেলিকপ্টার নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করছে, শিকারি বাজপাখির মতো তাড়া করছে পালিয়ে যাওয়া ফেরেটকে।

টাকার সামনে তাকিয়ে আছে। কোয়ালস্কি পূর্ণ গতিতে একটা ছোট ঢিবির ওপর তুলে দিল গাড়ি। উড়ে গিয়ে পার হলো মাঝের কয়েক গজ, ঝাঁকুনি দিয়ে নামল মাটিতে। ড্রাইভারের মুখ থেকে আনন্দের চিৎকার ভেসে এল। টাকার ও বাসি শূন্যে ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ, গাড়ি মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কেন রাগে গজরাচ্ছে, যেন সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড়ে ধরবে!

টাকার কুকুরটাকে দোষ দিতে পারল না। সামনের সিটে বসা কোয়ালস্কির মাথা দেখা যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, এই পাগলের সাথে এক গাড়িতে চড়ার থেকে বাইরে হেলিকপ্টারের রকেট ও গুলির মধ্যে হেটে বেড়ান বেশি নিরাপদ।

এইজন্যই, গ্রে সেইচানকে নিয়ে আলাদা গাড়িতে উঠেছে।

নিজের পৈতৃক প্রাণটাকে এই পাগলের হাতে ছেড়ে দেয়ার মতো বোকামি তারা করেনি।

দুপুর ১২:৪৮

গ্রে গাড়ি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পিছলে নিচে নামিয়ে দিল, আলগা পাথর বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের সাথে। নিচে প্রচুর ঝোপ-ঝাড়, গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে গেল এর মাঝ দিয়েই। ঝোপের কাঁটা ও ডালপালা থেকে বাঁচতে সেইচেন নিচু হয়ে সরে বসল।

খোলা জায়গায় এসেই সেইচান চেঁচিয়ে উঠল, 'নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তায় চলে যাও।'

'সেটাই করতে চাইছি।'

আকাশপথে আসার সময় দেখা পুরো দৃশ্যটা মাথায় গেঁথে আছে, কল্পনায় দেখতে চাইছে কোনদিক দিয়ে দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে পৌছতে পারবে। দূর থেকে রাস্তাটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; পুরো রাস্তায় গাড়ি ও ট্রাক...এমনকি কয়েকটা উটও দেখা যাচ্ছে। সবাই পালাচ্ছে এই রাস্তা ধরে, এতো গাড়ির মাঝে সে আক্রমণের সহজ শিকার হতে চায় না। একবার যদি হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়, তাহলে সরে যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা পাবে না।

গ্রে'র প্ল্যান ছিল দূরে সরে যাওয়া, তারপর সুযোগমতো রাস্তায় উঠে পড়া। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় কাজটুকু করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য , মাঝে মাঝে উঁচু টিলা, ঘন ঝোপঝাড় কাজটুকুকে আরও কঠিন করেছে শুধু। সামনে উঁচু রাস্তা চলে গেছে পর্বতের দিকে।

রাস্তাটিকে বিপজ্জনক বললেও কম বলা হবে।

গাড়িটাকে আরও সামনে উঁচু স্থানে নিয়ে গেল সে, রিয়ারভিউ মিররে দেখল কোয়ালস্কি আসছে পিছু পিছু। তারও পিছনে কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠছে।

মনে মনে দোয়া করতে থাকল যাতে এইটা হেলিকপ্টারের বিস্ফোরণের ধোঁয়া হয়।

'ওইদিকে।' সেইচান ইশারা করল।

সে সামনে তাকাল, ছোট একটা রাস্তা কয়েকটা পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। এই উন্মুক্ত জায়গা থেকে ওইখানে গেলে কিছুটা হলেও গাছপালার আড়াল পাবে। রাস্তা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উপরে পর্বতের দিকে উঠে গেছে।

কোয়ালস্কি স্কিড করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

গ্রে থ্রোট মাইকে বলে উঠল, 'কোয়ালস্কি, আমরা নেমে যাচ্ছি। পেছনের ওই রাস্তায় গিয়ে উঠবো, কিছুটা হলেও আড়াল পাওয়া যাবে সেখানে।'

'ধুর।' কানের ভেতর ওর সঙ্গীর আওয়াজ শোনা গেল। 'মাত্রই তো মজাটা শুরু হয়েছিল।'

যদিও গাড়িগুলো বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে পাহাড়ি উঁচু নিচু পথে চলতে, তারপরও ঝাঁকিতে ওদের দুজনের অবস্থাই খারাপ। সেইচান শক্ত করে গাড়ির গ্রিল ধরে বসে আছে, গাড়িটা এমনভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে যেন কোনও ছোট নৌকা শক্তিশালী টর্নেডোর মাঝে পড়েছে। শেষ সোয়া মাইল পারি দিয়ে রাস্তায় উঠে মনে হলো, কোমরের দশ-বারোটা হাড় নিশ্চিত ভেঙ্গে গেছে ।

অবশেষে গাড়ি নুড়িপাথরের রাস্তায় উঠল, এতক্ষণের ঝাঁকির পর মনে হচ্ছে যেন ওরা পিচঢালা মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

সর্বোচ্চ গতিবেগ তুলে ছুটে চলল রাস্তা ধরে, সামনে বড় একটা ট্রাক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করে নিল এক ঘণ্টার মধ্যে ওই ট্রাকটাকে অতিক্রম করতে হবে। পেছনে এখনও হেলিকপ্টারটার কোনও সাড়াশব্দ নেই।

উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে দুইপাশের জঙ্গল ঘন হচ্ছে।

একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে একটুর জন্য একটা উটের সাথে গাড়ির সংঘর্ষ হলো না শুধু। তীব্র আপত্তি জানিয়ে গাড়ির পথ থেকে সরে দাঁড়াল উট। উটের পিঠে শুধু কয়েকটি মালপত্র বাঁধা, খালি স্যাডেল। সওয়ারিকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উট ফেলে আসা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল গ্রে, গাড়ির গতি কমিয়ে দিল।

পিছনে পাগলা ষাঁড়ের মতো ছুটে আসছে কোয়ালস্কির গাড়ি, গ্রে'র গতি কমে যেতে দেখে সময় মতো নিজের গাড়ির গতি কমিয়ে দিল।

গ্রে নিজের গাড়ি থামিয়ে দিয়ে, কোয়ালস্কিকেও একই কাজ করার নির্দেশ দিল।

চারপাশ শান্ত হতেই কান পাতল গ্রে, দূর থেকে থেমে থেমে রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

কল্পনায় খালি স্যাডেলের কথা কল্পনা করল সে।

'সামনে অ্যামবুশ।' বলল গ্রে।

সেইচান বুঝতে পেরেছে সব। 'সামনে কেউ রোড ব্লক করে রেখেছে। পালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করছে।'

গ্রে নড করল। হেলিকপ্টার সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে এদিকে এবং যারা পালিয়ে আসছে পাহাড়ের দিকে তারা সবাই আচমকা গুলির মুখে পড়ছে। কিন্তু আরেকটা চিন্তা ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত হয়ে বয়ে গেল। প্রথম রকেট বিস্ফোরণ থেকেই একটা প্রশ্ন তাকে খোঁচাচ্ছে। ভেবেছিল ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছে স্থানীয় দস্যুবাহিনী। এইসব অঞ্চলে ওষুধ এবং মেডিকেল সাপ্লাই স্বর্ণের মতোই দামী, বিশেষ করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় অ্যামবুশ তার এই ভাবনাকে নাকচ করে দিল।

আক্রমণের মূল কারণ অ্যামান্ডা গ্যান্ট বেনেট।

পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে।

'দস্যুরা খুব সাহস দেখিয়েছে।' সে বলল। 'লুকোছাপা বাদ দিয়ে সরাসরি আক্রমণ করছে। হেলিকপ্টার, রোডব্লক সব বড় বড় অস্ত্র বের করছে ঝুলি থেকে।'

'তোমার কী মনে হচ্ছে?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল।

'তারা এখন আর নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চাইছে না। এর মানে একটাই উদ্দেশ্য হাসিলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। পর্বতের আস্তানাটার প্রয়োজন তাদের ফুরিয়েছে।'

সেইচান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করল। 'হয় তারা অ্যামান্ডাকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে -'

গ্রে কথা শেষ করল, 'অথবা মেরে ফেলেছে।'

দুপুর ১:৪৮

অ্যামান্ডাকে হসপিটালের বেডের সাথে বেধে রাখা হয়েছে। শত টানাটানি করেও একবিন্দু আলগা করতে পারল না হাতের বাঁধন। কয়েক মিনিট আগে একটা আইভি ক্যাথেটার তার বাম হাতে লাগানো হয়েছে, একটা স্যালাইনের ব্যাগ থেকে বিন্দু বিন্দু তরল প্রবাহিত হচ্ছে দেহে। চেতনানাশক ইনজেকশন দেয়া হয়েছে।

ভয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু পারছে না।

ওষুধটা একই সাথে তার হৃদপিণ্ডের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখছে। ওর পেটের চারপাশে একটা সেন্সর স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, বিছানার পাশের যন্ত্রে সংকেত পাঠাচ্ছে।

আমার বাচ্চা সুস্থ আছে আমার বাচ্চা সুস্থ আছে

কথাটা মন্ত্রের মতো বারবার জপে যাচ্ছে সে।

রুমের মাঝে প্রচুর কোলাহল। নীল পোশাক পড়া মেডিকেল অফিসার বারবার বের হচ্ছে ও ঢুকছে ঘরে, ব্যস্ত পাশের বেডের রোগীকে নিয়ে। ডা. ব্ল্যাকের নির্দেশে কয়েকজন সৈনিক ঘরের যন্ত্রপাতি সরাচ্ছে।

পাশেই পেট্রার নড়াচড়া নজরে পড়ল তার। নার্স বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে হাতে অ্যানেস্থেটিক মেশিন নিয়ে।

সাদা মাস্ক পড়া একজন নজরে আসতেই দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু এক করে ওর বেঁধে রাখা হাত দুটো মুক্ত করতে চাইল।

ডা. ব্ল্যাক এগিয়ে এসে তার কব্জি ধরল। হাতে একটা সিরিঞ্জ, ভেতরে ঘন সাদা তরল। 'ভয় পেও না। আমরা তোমার বাচ্চার কোনও ক্ষতি হতে দিব না।'

আইভি লাইনের ভিতর সিরিঞ্জের তরলটুকু ঢুকিয়ে দিল সে, প্লাঞ্জার টিপে দিল। অ্যামান্ডা বাধা দেয়ার কোনও সুযোগই পেল না।

পেট্রার হাতে একটা মাস্ক, নিচু করে ধরে আছে।

ও মাথা ঘোরাল, পর্দার আড়ালে থাকা মেডিকেল স্টাফরা বেরিয়ে এসেছে। অবশেষে ওর পাশের বেডের রোগীকে দেখল, ভয়ে কেপে উঠল ও।

কণ্ঠ ঠেলে আসা চিৎকার বাধা পেল পেট্রার হাতে ধরা মাস্ক ওর মুখে চেপে ধরাতে।

'মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড।' ব্ল্যাক আশ্বাস দিচ্ছে। 'তিন, দুই...'

চোখের সামনে অন্ধকার একটা পর্দা নেমে এল, পুরো জগতটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে ওর চোখের সামনে থেকে।

'...এক।'

নিকষ কালো অন্ধকার।

১৩
২রা জুলাই, দুপুর ১:৫৫ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা

গ্রে রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের ছায়ায় দাঁড়াল, সবাই দাঁড়িয়েছে আশেপাশে। ঘন জঙ্গলের ফাঁক গলে প্রবেশ করছে সূর্যের আলো, এই দিনের বেলাতেও ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। নাম না জানা ফুলের সুবাস ভেসে আসছে বাতাসে, বিভিন্ন পাখির ডাকে পুরো বনটাকে স্বর্গের মতো লাগছে। সামনে উঁচু হয়ে গেছে জঙ্গল, পর্বতের গা বেয়ে উঠে গেছে উপরে।

হাতের স্যাটেলাইট ফোন উঁচু করল গ্রে, ভাবছে সিগমার সাথে যোগাযোগ করবে কিনা। গত দুইটা আক্রমণের পর সে এখন নিশ্চিত, কেউ না কেউ তথ্য পাচার করছে।

তবে তারা শত্রুদের থেকে একধাপ এগিয়ে আছে।

কেউ জানে না যে তারা জীবিত।

গ্রে এই সুবিধাটুকু কাজে লাগাতে চায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সিগমা হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠালেও খুব একটা লাভ হবে না, ব্ল্যাকআপে সাহায্য করার জন্য আছে শুধু সিল টিম। জিবুতি থেকে এই টিম এখানে আসতে আসতে অনেকটুকু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, ওদের অবস্থানও ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি শত্রুরা যদি জানতে পারে অ্যাসল্ট টিম আসছে, তাহলে অ্যামান্ডাকে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে! গ্রে'র টিমকে আগে বের করতে হবে জিম্মির অবস্থান।

নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে স্থির হওয়ার পর, গ্রে স্যাটেলাইট ফোন আবার পকেটে রেখে দিল।

নিজেদের রক্ষা ওদের নিজেদের-ই করতে হবে, যতক্ষণ না জিম্মিকে খুঁজে পায়।

সেইচানকে কাছে আসতে ইশারা করল গ্রে, বাসিকে নিয়ে এগিয়ে এল। বাসির এক হাত ধরে রেখেছে সে, আশ্বস্ত করছে যেন। এতো সহজে এর আগে কারও সাথে মিশতে দেখেনি তাকে।

গ্রে বাসির সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসল, 'মেডিকেলটা কোথায়? ম্যাপের মধ্যে জায়গাটা দেখাতে পারবে? যেখানে মন্দ ডাক্তাররা থাকে?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। 'পারি না।'

বাসিকে ভীত মনে হচ্ছে, আক্রমণের কারণে অতীত কোনও বন্দুকযুদ্ধের স্মৃতি মনে পড়ে গেছে হয়তো। কেন সাহায্য করতে পারত, কিন্তু তারা দুজন এখন অন্য কাজে ব্যস্ত। টাকার তার কুকুরকে কেভলার ভেস্ট পরিয়ে দিচ্ছে, মিশনে যাওয়ার প্রস্তুতি। তাদের মিশন সামনের অ্যামবুশের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া।

খানিক দূরে কোয়ালস্কি ও জৈন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি দুটি রাস্তায় আড়াআড়ি করে রাখা, রোড ব্লকের কাজ দিচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে চাইলে জৈন তাকে সতর্ক করে দিবে, না শুনতে চাইলে হাতের অস্ত্র তো আছেই।

গ্রে'কে মানতেই হবে ব্রিটিশ এস.আর.আর. একজন দক্ষ কর্মী পেয়েছে, কোয়ালস্কির সাথে পদে পদে তাল মিলিয়ে চলছে জৈন। সুদক্ষ সৈনিক, নিজের কাজ ভালো করেই বোঝে।

ভবিষ্যতে তার দক্ষতা ওদের প্রয়োজন হতে পারে।

গ্রে'র দলকে গোপনে রোড ব্লক পার হয়ে যেতে হবে, এই ছোট দল নিয়ে শত্রুদের সাথে সরাসরি সমরে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল।

কিন্তু রোড ব্লক পার হওয়ার পর তাদেরকে খুব দ্রুত অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাই গ্রে'কে জানতে হবে ওদের পরবর্তী গন্তব্য।

বাসির দিকে ঝুঁকল সে, কালো চোখের মণির দিকে তাকিয়ে আছে। 'কথা দিচ্ছি, কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

ছেলেটার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে, চোখে ক্ষুব্ধ দৃষ্টি। 'আমি ভয় পাই না।'

'অবশ্যই তুমি ভয় পাও না। তুমি খুব সাহসী, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন তোমাকে নিয়ে খুব গর্ব করে। তুমি কী পারবে না আমাদেরকে গোপন ক্যাম্পটা দেখাতে?'

বাসির কাঁধ ঝুলে পড়ল, বিমর্ষভাব ফুটে উঠল চোখেমুখে। 'আমার কাছে মানচিত্র নেই।'

গ্রে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো, 'কী? তাহলে কোথায় আছে?'

'জানি না। পড়ে গেছে।' বাসির চোখ পানিতে ভরে উঠেছে, কেঁদে ফেলবে যেকোনও মুহূর্তে।

গ্রে উপলব্ধি করল, গাড়ির ঝাঁকুনিতে হয়তো কোনওভাবে তার হাত থেকে ম্যাপটা পড়ে গেছে।

'বাচ্চাটার দোষ নেই।' সেইচান বলল। 'রাস্তার অবস্থা যে খারাপ, আমার হাতে থাকলেও হারিয়ে যেত।'

গ্রে জানে দোষটা তার নয়, দোষটা ওর নিজের। কখন যে ছেলেটা ওর বিশ্বাস অর্জন করে নিয়েছে, তা সে নিজেও জানে না। ছেলেটার অভিজ্ঞতার ঝুলি বড় হতে পারে, কিন্তু বয়সে তো এখনও ছোটই। এই মিশনে একের পর এক ভুল করে যাচ্ছে সে!

'কিন্তু, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারব।' ছেলেটার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখাচ্ছে, 'আমার কাছে মানচিত্র নেই, কিন্তু তার বদলে আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব।'

সেইচান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টিতে গ্রে'র দিকে তাকাল, 'আমরা ছেলেটিকে এভাবে বিপদে ফেলতে পারি না। সামনে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে তা আমরা কেউই জানি না।'

সে নড করে টাকার ও কেনের দিকে তাকাল, 'আমারা অপেক্ষা করব। দেখি ওরা দুজন কী আবিষ্কার করে, নিরাপদ পথ পেলে সামনে এগিয়ে যাব।'

দুপুর ২:০২

টাকার নিচু হয়ে বসল কেনের সামনে, সামনের ঘন জঙ্গলের রাস্তা দেখাচ্ছে। ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে।

শেফার্ডের লোমশ গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেনের চোখের দিকে তাকাল, 'সুবোধ বালক।'

কুকুরটা নাক দিয়ে ওকে স্পর্শ করল।

হ্যাঁ, সত্যিই সে সুবোধ বালক।

টাকার অনুভব করছে, সবাই এদিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু সে ওর কাজ করতে থাকল।

'চল।' টাকার আদেশ করল, সাথে হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল অর্থাৎ পাঁচ মিটার দূরত্বে সে অনুসরণ করবে।

দুজনে একসাথে হারিয়ে গেল ঘন জঙ্গলে। কেন আগে আগে যাচ্ছে, টাকার পেছনে কুকুরকে অনুসরণ করছে।

ওর কানের মাঝে ইয়ারফোন গোঁজা; কানে ভেসে আসছে কেনের নিঃশ্বাসের আওয়াজ। সেই সাথে পাখির ডাক, পায়ের নিচে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া পাতার মর্মর ধ্বনি। এক চোখ ফোনের পর্দায় রেখেছে সে, কুকুরের দৃষ্টিতে দেখছে সামনের দুনিয়া।

মন্থরগতিতে তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সন্তর্পণে।

কেনের ক্যামেরার নাইট ভিশনের ফলে জঙ্গলের অন্ধকার ছায়াও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সাবধানে নজর রাখছে যাতে কোনওকিছুই নজর এড়িয়ে না যায়। তবে নিজের চোখের চেয়ে বেশি ভরসা রাখছে সঙ্গীর নাকের ওপর।

কেনের গতি ধীর হয়ে গেলে, ওর চলার গতিও কমিয়ে দেয়। যখন কুকুরের চলার পথ ঘুরে যায় তখন সাথে সাথে ও নিজেও সরে পড়ে। দুজনে চলছে একই ছন্দে, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

চলতে চলতেই টাকার নুড়িপাথরের রাস্তাটার বাঁকের পাশ দিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিল কেনকে।

যদিও কেনের ক্যামেরায় অতি সংবেদনশীল মাইক্রোফোন লাগানো, তবুও কর্কশ কণ্ঠটা হঠাৎ করেই কানে এল তার।

'আস্তে যাও।' তার সঙ্গীকে সতর্ক করল। 'নিচু হও, বামে যাও।'

ক্যামেরার দৃশ্য নিচে নেমে গেল, সরে যাচ্ছে রাস্তার দিকে।

তিনটা ল্যান্ড রোভার ট্রাক দাঁড়িয়েছে রাস্তা আটকে, রাস্তা সেইখানে ঢালু হয়ে গেছে। সৈন্যরা সবাই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো পোশাক, মাথায় হেলমেট

এবং হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। কয়েকজন লাশ সরিয়ে রাখছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের ধারা। মৃত ব্যক্তিদের বাহন একপাশে জমিয়ে রাখা হয়েছে।

আমুর মাহদির খুনের জন্য এই একই দল দায়ী।

টাকার গুণে দেখল কমপক্ষে পনেরোজন যোদ্ধা।

'নিচু হও।' কেনকে নির্দেশ দিল। 'অপেক্ষা করো।'

গ্রে'কে রিপোর্ট করল ও, 'কমান্ডার, দেখছ?'

'হ্যাঁ। এইখান দিয়ে বের হতে চাইলে ছোটখাটো যুদ্ধ করতে হবে। অন্য কোনও পথ আছে মেজর?'

'দেখছি।'

কেনকে ওর পিছনে পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গেল টাকার। এইখানে আসার সময় কানের মাইক্রোফোনে পানি প্রবাহের ঝিরিঝিরি আওয়াজ পেয়েছে। রাস্তা থেকে দূরে, ঘন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। পানির আওয়াজের উৎস খুঁজছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া সরু পাহাড়ি নদী খুঁজেও পেল।

নদীটা মাত্র এক ফুট চওড়া এবং কয়েক ইঞ্চি গভীর, পর্বতের ওপর থেকে বয়ে চলেছে নিচের জমির দিকে। বর্ষাকালে এই নদীই সগৌরবে বয়ে চলত, আশেপাশের মাটি সে সাক্ষী দিচ্ছে। ওর ট্রেইনার সার্ভাইভাল ট্রেনিং দেয়ার সময় বলেছিল, 'যেখানেই পানি, সেখানে অবশ্যই কোনও না কোনও রাস্তা আছে।'

সে নদীর পাশ দিয়ে উপরে উঠতে লাগল, আশা করছে ট্রেইনারের ধারণা ভুল নয়।

পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতেই দেখল সামনে একটা জলপ্রপাত। নদীর পানি সেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে শত শত বছর প্রবাহিত হচ্ছে, নিচে তৈরি করেছে ছোট জলাশয়। পানির ধারা জলাশয় বেয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে। প্রবহমান পানির ধারা পাথরের গায়ে খাঁজ তৈরি করেছে, সহজেই এই খাঁজ বেয়ে উপরে পর্বতে উঠা যাবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে নিচের লোকটা নজর এড়িয়ে গেছে তার। নিচু হয়ে এক যোদ্ধা পানি ভরছে ক্যান্টিনে, পাশেই ওর হাতের রাইফেল। যতক্ষণে দেখল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে, ভুলে গিয়েছিল সার্ভাইভাল ট্রেনিং-এর আরেকটি নীতি।

কখনওই আড়াল ছেড়ে খোলা জায়গায় চলে আসতে নেই।

দুপুর ২:১৩

গরমে গাছের ছায়ার নিচে দাঁড়িয়েও ঘামছে গ্রে। নজর ফোনের পর্দায়, কেনের ক্যামেরার দৃশ্য দেখছে। কমান্ডো বাহিনী তাদের থেকে সিকি মাইল দূরে অবস্থান করছে, তাদের কর্কশ হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে ইয়ারফোনে। যেকোনও মুহূর্তে তারা এদিকে নিজেরাই চলে আসতে পারে, অথবা ট্রাক পাঠিয়ে দিতে পারে।

এ ধরণের কিছু ঘটার আগেই এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ঘড়িতে সময় দেখল, দশ মিনিট হয়েছে টাকার গিয়েছে। এখনও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তার। যোগাযোগ করার জন্য হাত ওঠাল।

কিন্তু কথা বলার আগেই বামপাশের ঝোপে নড়াচড়া চোখে পড়ল তার।

সেইচানের হাতে পিস্তল চলে এসেছে, বিপদ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

ঝোপ থেকে টাকার বের হয়ে এল, এক চোখে আঘাত পেয়েছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'চলো, নতুন একটা পথ পেয়েছি।'

গ্রে সবাইকে একসাথে জড়ো করল, ছুটল টাকারের পেছনে। বাকিরা তাদের অনুসরণ করছে, বাসিকে সাথে করে নিয়ে আসছে জৈন।

'কোনও ঝামেলা?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল টাকারকে, যোদ্ধার সহজাত অনুভূতি থেকে আঁচ করতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে।

'ছোট ঝামেলা।' টাকার তিক্ত স্বরে বলল।

জলাশয়ের দিকে যাচ্ছে তারা, চেষ্টা করছে নিজেদেরকে যতটুকু সম্ভব গোপনে রাখার। দূর থেকেই জলপ্রপাত চোখে পড়ল তাদের, কাছাকাছি পৌঁছে গেছে প্রায়।

জৈনের চোখে সর্বপ্রথম ধরা পড়ল ব্যাপারটা। 'এটা কে?' বন্দুক তাক করে রেখেছে বেঁধে রাখা কমান্ডোর দিকে।

সেইচান দ্রুত আশেপাশে খুঁজে দেখল আর কেউ আছে কিনা।

'উটকো ঝামেলা।' টাকার বলল। 'একা এসেছিল পানি নিতে। কিন্তু যেকোনও মুহূর্তে আরও মেহমান চলে আসতে পারে।'

'বাঁচিয়ে রেখেছ কেন?' কোয়ালস্কি বলল। 'মেরে লুকিয়ে ফেললেই পারতে।'

টাকার অস্ফুট স্বরে বলল, 'মেরেই তো ফেলেছিলাম প্রায়!'

সেইচান যোদ্ধাকে পর্যবেক্ষণ করছে, 'আরে! এ তো বাচ্চা।'

গ্রে কাছ থেকে তাকাল ছেলেটার দিকে, বাসির থেকেও কম বয়স।

'চমকে দিয়েছিল আমাকে। লাফ দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরেছিলাম যাতে চেঁচিয়ে অন্যদের সতর্ক করতে না পারে। ছুরি দিয়ে গলাটা ফাঁক করে দিতে যাব তখন দেখি ছোট একটা বাচ্চা। উপায় ছিল না বলে, অজ্ঞান করার আগ পর্যন্ত চাপ এক বিন্দু ঢিল করিনি।' টাকার অপরাধীর মতো বলল, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে নিজের হাতের দিকে।

গ্রে'র মনে আছে তানজানিয়ার কথা, টাকার তাকে বাধা দিয়েছিল একটা মাছি মারতে। লোকটা অযথা রক্তপাত পছন্দ করে না। তাই বলে যে একদমই খুন করে না তা নয়, করে শুধুমাত্র প্রতিরোধ ও জীবন রক্ষার জন্য!

বাসি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটার দিকে, চোখের পলক ফেলছে না।

ছেলেটা সেখানে যেন নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে ওখানে।

বাসি টাকারের দিকে তাকাল, ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

পুরনো সেই ক্ষত আবার তাজা হয়ে উঠছে তার।

'চলো।' গ্রে নম্রস্বরে বলল। 'বাচ্চাটার কিছু হবে না। কেউ না কেউ ঠিক খুঁজে পাবে, সে সময় আমরা কাছাকাছি থাকলে আমাদেরই ক্ষতি।'

সবাই প্রপাতের পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে, টাকার ওর কুকুরকে এদিকে আসতে নির্দেশ দিল। গ্রে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'তোমার আর কিছু করার ছিল না।'

তিক্ত স্বরে উত্তর দিল টাকার, 'অনেক কিছুই করার ছিল, কমান্ডার।'

কেন চলে এসেছে, দৌড়ে এসে দাঁড়াল ওর পাশে। পায়ে মুখ ঘষছে, মনিবের মনের অবস্থা টের পেয়েছে। টাকার কুকুরের গায়ে চাপড় মারল, আশ্বস্ত করছে।

গ্রে ধারণা করছে তারা দুজন দুজনের মনের অনুভূতি সহজেই বুঝতে পারে।

অতীতে কুকুরের হ্যান্ডলারদের নিয়ে কাজ করেছে ও। সবাই বলে, এরা একে অন্যের আত্মার অংশ হয়ে যায়।

টাকার ও কেনকে দেখে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছে ওর।

দুইজন একে অন্যকে সাহায্য করছে, অনুভূতি বুঝতে পারছে। গভীর সম্পর্ক ছাড়া এমনটা সম্ভব না।

টাকার গ্রে'র দিকে তাকাল, সাথে সাথে কেনও।

দুজনের উদ্দেশ্যে নড করল সে।

তারা প্রস্তুত...

তারা যোদ্ধা...

...তিনজনের প্রত্যেকেই...

...এবং তাদের নিজস্ব মিশন আছে।

১৪

২রা জুলাই সকাল ৮:০১ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

পেইন্টার সিচুয়েশনে রুমে বসে আছে। তার বস, ডারপার হেড, জেনারেল গ্রেগরি ম্যাটকাফ নিমন্ত্রণ করেছেন এই বৈঠকে। সবাই এসে জড়ো হয়েছে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব কনফারেন্স রুমে।

জেনারেল মেটকাফ বসে আছেন। তিনি একজন আফ্রিকান-আমেরিকান, ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছেন। পঞ্চাশোর্ধ হওয়ার পরও এখনও শক্ত পোক্ত শরীর, দু-তিনজন দামড়া ষাঁড়কে একাই কাবু করতে পারবেন। ঝুঁকে আছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেক্রেটারি অফ ডিফেন্সের দিকে। সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স হলেন ওয়ারেন ডব্লিউ. ডানকান, পড়নে স্যুট মাথার ধূসর চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

বৈঠকের বাকি তিনজন একই পরিবারের সদস্য। দুজন বসে আছে ওদের বিপরীত পাশে। একজন ফার্স্ট লেডি টেরেসা গ্যান্ট, মুষড়ে পড়েছেন বেশ। তার ঘন কালো চুল পরিপাটি, কিন্তু চোখে বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট। নিজের মনের আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। পাশে বসে আছে তার ভাসুর, রবার্ট গ্যান্ট। সেক্রেটারি অফ স্টেট বসে আছেন দৃঢ় ভঙ্গিতে, পেইন্টারের দিকে ক্ষুরধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সর্বশেষ উপস্থিত সদস্য হলেন খোদ প্রেসিডেন্ট। জেমস টি. গ্যান্ট টেবিলের একদম প্রান্তে শক্ত হয়ে বসে আছেন। পরনে স্যুট, চোখেমুখে কর্তৃত্বের ছাপ। একই সাথে গ্যান্ট পরিবারের কয়েকটা পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা তাকে নিজের কাজে আরও দক্ষ করে তুলেছে। পেইন্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কণ্ঠে অসন্তোষ। 'সোমালিয়ার মেডিকেল ক্যাম্পে আক্রমণ চালানো হয়েছে তা আমাকে আগে জানানো হয়নি কেন?'

পেইন্টার সন্দেহ করেছিল, এই কারণেই হঠাৎ করে আজ বৈঠকে তাকে ডেকে আনা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই হামলার ব্যাপারে জেনে ফেলেছে, ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সের সংশ্লিষ্টতা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে দিয়েছে আরও। পেইন্টার আশা করেছিল, অন্তত কয়েক ঘণ্টা হলেও চাপা রাখা যাবে এই খবর, অ্যামান্ডার সাথে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে এটা জানাতে চায় না কাউকে।

কিন্তু হলো না।

ওয়ারেন ডানকান আগুনটা আরও উস্কে দিল। 'ব্রিটিশ স্পেশাল রেজিমেন্টতার সাথে আমার কথা হয়েছে। তারা বলেছে তাদের কয়েকজন সদস্য ওইখানে ছিল, আমেরিকান গোপন কোনও সংস্থার সাথে কাজ করছে।'

জেমস গ্যান্ট তার দিকে আঙুল তুলল, 'তোমার টিম।' ওর প্রতি তার ঘৃণা গোপন থাকল না। 'দেখাও, ববি।'

প্রেসিডেন্টের ভাইয়ের হাতে একটা রিমোট, দেয়ালের পর্দায় সরাসরি স্যাটেলাইট ইমেজ ভেসে উঠল। ইউনিসেফের হাসপাতাল পুরো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এখনও ধোঁয়া উড়ছে গোটা কাঠামো থেকে। বেঁচে থাকা লোকজন আহতদের উদ্ধার করছে, কয়েকজন আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে।

প্রেসিডেন্ট এক হাত তাক করলেন মনিটরের দিকে, 'তুমি বলেছিলে ঝামেলা এড়িয়ে চলবে, যাতে কেউ আমার মেয়ের আসল পরিচয় না জানতে পারে।' গর্জন করে উঠলেন তিনি, কোনও জেনারেল যেন তার সৈনিককে ধমকাচ্ছেন।

নরক নেমে আসবে কোনও একজনের উপরে।

পেইন্টারের কোনও সন্দেহ নেই, সেই কোনও একজন ও নিজে!

'এই দৃশ্য আমাকে হতবাক করে দিয়েছে।' জেমস বললেন। 'তোমাকে কি এই দায়িত্ব লেজেগোবরে করে ফেলার জন্য দেয়া হয়েছে? নিজের মেয়ে ও অনাগত নাতির জীবন এভাবে আমি হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারি না।'

পেইন্টার চুপ করে তাকিয়ে আছে প্রেসিডেন্টের দিকে।

লোকটা বলুক, বলে নিজের মনের ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলুক। এই মুহূর্তে তার এটা প্রয়োজন।

'কি করছ তুমি? আমার মেয়েকে খুন হতে দিতে চাও?' প্রেসিডেন্ট গ্যান্টের কথা শেষ হলো। এক হাতে মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো পরিপাটি করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

পেইন্টার বুঝতে পারল এখনই সময় সত্যটা তাদের জানতে দেয়ার। 'অপহরণকারীরা জানে তারা আপনার মেয়েকে অপহরণ করেছে। আমার ধারণা প্রথম থেকেই তারা জানত। কোনও এক অজানা কারণে এরা অ্যামান্ডাকে তুলে নিয়ে গেছে।'

ওর কথার সত্যতা বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্টের ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

'এই আক্রমণের পর-' দেয়ালের পর্দার দিকে নড করল সে। 'আর আগের অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে নিশ্চিন্ত হয়েই বলা যায় যে, দস্যুরা নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে চাইছে না, নয়তো এমন মারাত্মক হামলা চালাত না। এর কারণ হতে পারে দুটো। এক, আমার লোকেরা ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে, কোনওভাবে টের পেয়ে তাই বাঁধা দিতে এমন আক্রমণ। দুই, অ্যামান্ডার উদ্ধার হওয়া নির্ভর করছে ওই একই দলের ওপর।'

পেইন্টারকে অবাক করে দিয়ে তার বস বলে উঠলেন, 'আমি ডিরেক্টরের সাথে একমত, মি. প্রেসিডেন্ট।' গলা খাকড়ি দিয়ে মেটকাফ বললেন। 'এছাড়া আপনার মেয়েকে বাঁচানোর আর কোনও উপায়ও নেই আমাদের হাতে।'

যদিও সমর্থনটা খুব জোরালো নয়, তবুও আপাতত এর দরকার ছিল। বসের সাথে ওর সম্পর্কটা একটু শীতল, দুজনেই দুজনকে যথেষ্ট সম্মান করে চলে। মেটকাফের মাথায় অন্তত এটুকু বুদ্ধি আছে যাতে বোঝে কোথায় কতটুকু কথা বলা প্রয়োজন।

'কিন্তু কীভাবে জানলে তোমার টিম এখনও বেঁচে আছে?' গ্যান্ট জিজ্ঞাসা করলেন। তার ভাই নড করে যোগ করলেন, 'সবাই মারাও যেতে পারে!'

পেইন্টার মাথা নাড়ল, 'তারা মরেনি।'

'তুমি কীভাবে এতো নিশ্চিত হচ্ছ?'

'এইভাবে...' বলে পেইন্টার উঠে দাঁড়াল, হাতে রিমোট তুলে নিয়ে কয়েকটা কোড চাপল। পর্দায় ভেসে এল সিগমার চিহ্ন, ফুটে উঠছে ঝাপসা ছবি। ছবির সাথে সাথে উদ্ভট ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'দুঃখিত আজকের এই আলোচনার জন্য। এই দৃশ্য সংগ্রহ করছে একটা আই.এস.আর. উড়োজাহাজ, উড়ে যাচ্ছে সোমালিয়ার আটত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে।'

টেসেরা ভ্রূকুটি করলেন, 'আই.এস.আর.?'

রবার্ট বললেন, 'ইন্টেলিজেন্স সার্ভেইলান্স এন্ড রিকননাইসেন্স, মূলত আড়ি পাতার যন্ত্র।'

'এটার মাধ্যমে এন.আর.ও. স্যাটেলাইট ব্যাবহার করে এই ভিডিওটা পাচ্ছি।'

ওয়ারেন ডানকান সোজা হয়ে বসলেন, 'সরাসরি?'

'ছয় সেকেন্ড বিলম্বিত। আধ ঘন্টা আগে এটা পেয়েছি।'

'আমরা কী দেখছি?' প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন।

ভিডিওর দৃশ্য নিচু থেকে তোলা, মাটির রাস্তার দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। গাছপালা ও ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে দুই পাশে।

'জি.পি.এস.-এর অবস্থান বলছে আমরা ক্যাল ম্যাডোর একটা পাহাড়ি রাস্তা দেখছি।'

দেয়ালের পর্দায় একটা কৃষ্ণবর্ণের বাচ্চার দুই পা দেখা গেল, তারপর তার মুখ। কেটে কেটে আসছে শব্দ।

'...এখানে...উপরে...জলদি...'

ছেলেটা দৌড়ে গেল, বাচ্চাসুলভ উদ্দীপনা তার মাঝে।

'ভিডিওটা করছে কে?' ডিফেন্স সেক্রেটারি প্রশ্ন করলেন।

সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর দিল পেইন্টার, 'আমার নতুন রিক্রুটদের একজন।'

দুপুর ৩:০৮ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া

কেন দৌড়াচ্ছে বাসির পিছন পিছন।

'দেখো।' বাচ্চাটা অবাক হয়ে বলল। ছোটা বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক হাত জঙ্গলের দিকে। রাস্তাটা মেইন রোডে গিয়ে মিশেছে। যদি এটাকে রাস্তা বলা যায় আরকি, গ্রে ভাবল।

তার দল গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে এই পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে যাচ্ছে, অ্যামবুশের জায়গা কয়েক মাইল পিছনে ফেলে এসেছে।

গ্রে কান পেতে ট্রাকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করেছে, শুনতে পায়নি। অর্থাৎ কমান্ডো বাহিনী এখনও ফিরে আসেনি। প্রথমে কিছুদূর পার হয়ে নুড়িপাথরের রাস্তায় ফিরে এসেছিল তারা। একটা সময় নুড়ির জায়গা দখল করল ধুলা তারপর কাদামাটি। জঙ্গলের উর্বর ভূমি দেখে বোঝার উপায় নেই যে পিছনে রুক্ষ শুষ্ক ভূমি ফেলে এসেছে তারা। বড় বড় জুনিপার ও লোবান গাছের প্রাচুর্য জঙ্গল জুড়ে। চারপাশের পর্বতের চূড়াগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙ্গা ড্রাগনের দাঁতের মতো, ছুঁয়ে দিতে চাইছে আকাশ।

'ওই যে শিমবারিশ।' বাসি বলল, আঙুল তাক করেছে সবচেয়ে উঁচু চূড়ার দিকে। 'সবাই বলে, খারাপ ডাক্তাররা ওইখানের কার্কুর ভ্যালিতে থাকে।'

টাকার নিচু হয়ে রাস্তার মাটি পরীক্ষা করল, হাতে একটা মাটির ঢেলা। 'ব্যবহৃত রাস্তা, সম্প্রতি গাড়ি গেছে এই রাস্তা ধরে।'

'রোড ব্লকের ল্যান্ড রোভার।' গ্রে তাকাল।

ওরা সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে!

গ্রে বাচ্চাটার দিকে ফিরে তাকাল, 'তুমি এখানে থাক বাসি, রাস্তায় উঠবে না। পুরোপুরি লুকিয়ে রাখবে নিজেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কাউকে দেখছ ততক্ষণ।'

'কিন্তু আমি সাহায্য করতে পারব।' বাসি বলল।

'তুমি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছ। আমি ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিনকে কথা দিয়েছি তোমাকে বিপদে পড়তে দেব না।'

সেইচান বাচ্চাটার দিকে আঙুল তাক করল। 'এবং তুমি কথা দিয়েছ তুমি আমাদের সব কথা শুনবে।'

ওদের দুজনের কথা শুনে হচ্ছে কোনও মা বাবা যেন তাদের সন্তানকে শাসন করছে। বাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হাত আড়াআড়ি করে রাখা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে তার অসন্তোষ।

ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে ওরা এগিয়ে গেল গন্তব্যের দিকে। বড় বড় গাছের ডালপালাগুলো একটা আরেকটার সাথে মিশে তৈরি করেছে ছায়ার চাদর। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মেজর জৈন সাবধান করে দিল।

'দাঁড়াও।'

গ্রে দাড়িয়ে পড়ল, ব্রিটিশ যোদ্ধা কিছু শুনতে পেয়েছে। কান পেতে ও নিজেও শোনার চেষ্টা করল। কেনের ভাবভঙ্গির পরিবর্তন নজরে পড়ছে, কিছু একটা অনুভব করেছে ও অনেক আগেই। জঙ্গলের সব আওয়াজ ছাপিয়ে মৃদু আওয়াজ শোনা গেল ট্রাকের ইঞ্জিনের।

'আসছে তারা।' কোয়ালস্কি বলল।

জৈন সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

টাকার মুখ বিকৃত করল, 'বেঁধে রাখা ছেলেটাকে খুঁজে পেয়েছে হয়তো।'

'অথবা যথেষ্ট রক্ত ঝড়িয়ে ফেলেছে তারা।' কোয়ালস্কি বলল।

'আরও নতুন কোনও শিকার খুঁজছে হয়তো।' জৈন যোগ করল।

কোয়ালস্কি বলল, 'এ কথা কী আর বলে দিতে হয়!'

শ্রাগ করল জৈন, 'যাই বল না কেন, আমাদের কপালে খারাবি আছে।'

গ্রে তর্কে জড়াল না, তাদের কাজ এখন একটাই সামনে এগিয়ে যাওয়া, দ্রুত অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতে হবে।

'চলো।' গ্রে সামনের দিকে ইশারা করল। 'টাকার, আমি কেনকে সবার সামনে চাই। একদিনে আর বেশি বিপদে পড়তে চাই না।'

টাকার ছোট করে নড করে কেনের দিকে এগিয়ে গেল।

দ্রুত ছুটল রাস্তা ধরে সবাই, পিছনের ট্রাকগুলো থেকে যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি করতে হবে। ঘন জঙ্গলে গেলে আড়াল পেত ঠিকই, কিন্তু এতে গতি কমে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

'আমরা একা একা এতো কিছু করতে পারব না।' সেইচান দৌড়চ্ছে গ্রে'র পাশাপাশি। 'সামনে একটা সুরক্ষিত ক্যাম্প এবং পিছনে মার্সেনারির দল-এর থেকে খারাপ পরিস্থিতি আর কী হতে পারে।'

গ্রে-ও এই কথা আগেই ভেবেছে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আছে তার, বিশ্বাস অ্যামান্ডা এখনও ওই ক্যাম্পে আছে। শুধুমাত্র এই কারণেই শত্রুদল সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালিয়েছে। সে ব্যাগ কাঁধ বদল করে স্যাটেলাইট ফোন বের করল।

সময় হয়েছে নিজের দলকে খবর দেয়ার।

গ্রে সিগমা হেডকোয়ার্টারে ফোন দিল, আশা করছে কোয়ান্টাম এনক্রিপশনের ফলে কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। কয়েক জায়গায় পাসওয়ার্ড বলার পর পরিচিত কণ্ঠ কানে এল।

'কমান্ডার পিয়ার্স।'

গ্রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, 'ডিরেক্টর, আমার বিশ্বাস আমরা অ্যামান্ডাকে খুঁজে পেয়েছি। সে এখনও ক্যাম্পে আছে কিনা এই ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কিন্তু সিল টিমকে এখানে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। যাতে -'

'ইতোমধ্যেই তারা রওনা হয়ে গেছে।' পেইন্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল। 'ডিফেন্স সেক্রেটারির কাছ থেকে অল্প কিছুক্ষণ আগে অনুমতি পেয়েছি। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তারা পৌছে যাবে ওরা, আক্রমণ করবে অ্যামান্ডার অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর।'

চল্লিশ মিনিট? কিন্তু ওদের হাতে তো এতো সময় নেই। পিছনে ট্রাকের গর্জন জোরালো হচ্ছে।

অ্যামান্ডা পারবে তো এই সময়টুকু টিকে থাকতে?

একটা প্রশ্ন গ্রে'র মনকে খোঁচাচ্ছে, 'ডিরেক্টর, আপনি কীভাবে আমাদের অবস্থান জানলেন?'

'গত আধ ঘণ্টা ধরে আমরা তোমাদের উপর লক্ষ্য রাখছি।'

'কীভাবে?'

গ্রে আশেপাশে তাকাল, সামনে কেন দৌড়াচ্ছে। পিছন পিছন ছুটছে টাকার।

কেন...কেনের ক্যামেরা এখনও চালু আছে।

পেইন্টার ব্যাখ্যা করল, 'ক্যাটের বুদ্ধি।'

অবশ্যই ক্যাটের কাজ, এমন বুদ্ধি ওর মাথা ছাড়া আর কারও মাথা থেকে বের হওয়ার কথা না। এর আগেও বিভিন্ন মিশনের মেয়েটার অসাধারণ বুদ্ধি কাজে লেগেছে। একমাত্র সে-ই তাদেরকে কোনও ধরণের বিপদে না ফেলে, খুঁজে বের করার ক্ষমতা রাখে।

'ক্যাট সার্চ এলগরিদমের মাধ্যমে কেনের ক্যামেরার ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজে বের করেছে। আমরা একবারে তোমাদের কাঁধের ওপর থেকেই তোমাদের সব কার্যকলাপ দেখতে পেয়েছি, কিন্তু অন্য কেউ ক্ষুণাক্ষরেও টের পাবে না।'

গ্রে একই সাথে খুশি ও চিন্তিত। খুশি-ওদের অবস্থান এখনও বাকি সবার কাছে গোপন আছে বলে, চিন্তিত-নিজেদের অবস্থান গোপন রাখতে আরও সতর্ক হতে হবে ভেবে।

'যদিও অডিওর মান খুবই বাজে।' পেইন্টার কথা শেষ করল। 'বিদায়, কথাটা মনে রেখ। আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না।'

'মনে থাকবে।'

সামনে, টাকার ফিরে আসছে ওর দিকে। নিশ্চয়ই ঝামেলা।

'এখন রাখছি।' গ্রে বলল।

পেইন্টার কঠিন স্বর ভেসে এল, 'দেখতে পেয়েছি কেন। কিন্তু স-'

গ্রে কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন রেখে দিল, জানে ওকে সতর্ক করে দিয়েছেন পেইন্টার।

বললেই বা লাভ কী! নাচতে নেমে কী আর ঘোমটা দেয়া যায়।

টাকার হাঁপাচ্ছে, 'সামনে আরেকটা রোডব্লক। একটা গাড়ি, ছয়জন সৈনিক। ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে।' ফোন উঁচু করে দেখাল ও, কুকুরের চোখে দেখা যাচ্ছে সামনের ক্যাম্পের দৃশ্য। মাঝে বড় একটা তাঁবু, চারপাশে ছোট ছোট কয়েকটা। ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানোর চিহ্ন বোঝা যাচ্ছে। চারপাশে ময়লা-আবর্জনা জমে আছে, কিছু তাঁবু গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে। ক্যাম্পের উপর থেকে ক্যামোফ্লাজ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

'দেখে মনে হচ্ছে ক্যাম্পটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।' টাকার ঘোষণা দিল। 'খুব বেশি হলে ঘন্টাখানেক আগে চলে গেছে এরা।'

গ্রে'র পেট পাক খেল, দেরী করে ফেলেনি তো?

টাকার যোগ করল, 'কিন্তু বড় তাঁবুতে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে।'

'কেউ একজন এখনও আছে।'

সেইচান বলল, 'কোনও জিম্মি না তো?'

গ্রে'র মনে ক্ষীণ আশার আলো উঁকি দিল।

কোয়ালস্কি তাদের সাথে যোগ দিল, 'আমরা এখন কী করব?'

জৈন তার পিছনেই দাঁড়িয়েছে, একই প্রশ্ন তার মনে।

তাদের একটা পরিকল্পনা দরকার।

গ্রে'র মাথায় বিভিন্ন চিন্তা পাক খাচ্ছে, 'অবশিষ্ট যোদ্ধাদের সতর্ক করে দেওয়া যাবে না। অ্যামান্ডা এখানে না থাকলে আক্রমণ করে শুধু শুধু শক্তি অপচয়ের প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে?' কোয়ালস্কি জিজ্ঞাসা করল।

গ্রে টাকারের দিকে চেয়ে আছে, 'কেবিনের ভেতর কে আছে তা আগে দেখতে হবে।'

১৫
২রা জুলাই, ৩:২৪ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বত, সোমালিয়া

টাকার পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে, পাশে কেন। জঙ্গলের মাঝে লুকিয়ে আছে, চল্লিশ গজ সামনে কেবিন। সামনে আরও তিনজন কমান্ডো পাহারা দিচ্ছে, এদের দৃষ্টি এড়িয়ে কেবিনে ঢোকা অসম্ভব।

এমনকি কেনের পক্ষেও...

টাকার রাইফেলের স্কোপে চোখ রেখে সামনের এলাকা পর্যবেক্ষণ করছে। একজন সৈনিকের হাতে একটা হুইলব্যারো, ফেলে যাওয়া জিনিস থেকে কিছু একটা উঠানোর চেষ্টা করছে।

কানের ইয়ারফোনে কোয়ালস্কির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ট্রাক তিনটা চলে এসেছে।' রাস্তায় পাহারা দেওয়ার জন্য তাকে রেখে আসা হয়েছে।

গ্রে'র কণ্ঠ শোনা গেল, 'নিরাপদ জায়গায় ফিরে আসো।'

গ্রে বাকি দুইজন নারী সদস্য নিয়ে, ক্যাম্পের প্রবেশ মুখ থেকে কয়েক মিটার দূরত্বে জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে। সেই ট্রাকটা এখনও আছে, সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে। টাকারের কাছ থেকে সিগন্যাল পেলেই তারা অ্যামবুশ করবে এদের। শত্রুদের চমকে দিয়ে আক্রমণ করবে তারা, আশা করছে জঙ্গলের আড়াল সুবিধা দিবে।

আর অ্যামান্ডাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সবাই আবার জড়ো হবে ঘন জঙ্গলে।

গ্রে টাকারকে তাড়া দিল, 'জলদি করো।'

'সুযোগ পাচ্ছি না।' টাকার মৃদু স্বরে বলল।

ত্রিশ গজ সামনে হুইলব্যারো নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। জঞ্জালের মধ্যে থেকে হাতে একটা ডি.ভি.ডি. তুলে নিল, কিছুক্ষণ দেখে আবার ছুড়ে ফেলে দিল।

পছন্দ হয়নি।

গর্দভটা এখনও সরছে না কেন?

'টাকার।' গ্রের কণ্ঠে তাড়া। 'দ্বিতীয় ট্রাকটা চলে এসেছে। তোমার হাতে বড়জোর দুই মিনিট সময় আছে। নইলে আমাদেরকে বাধ্য হয়েই গুলি ছুড়তে হবে।'

টাকার লোকটার কাঁধের একে ৪৭ দেখল, এখনও একমনে খুঁজে যাচ্ছে।

কেনকে তো আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

ফিরে গেল টাকার আফগানিস্তানের সেই মর্মান্তিক স্মৃতিতে। কানের মাঝে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, গায়ে লাগছে গরম বাতাস। সে আর কেন পাশাপাশি, দুজনের দেহই বন্দুক কারখানার বিস্ফোরণের আঘাতে

রক্তাক্ত। কিন্তু টাকারের চোখে এখনও এবেলের দিকে, বিস্ফোরণের আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে কুকুরটা। কেন যদি টাকারের ডান হাত হয় তবে এবেল বাম হাত। দুজনকে একসাথেই প্রশিক্ষিত করে তুলেছে, কিন্তু এই দৃশ্যের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

এবেল পিছনে পড়ে গেছে, তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। পালাবার পথ খুঁজছে সে, কিন্তু চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে বিদ্রোহী সৈন্য। টাকার হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপ দিতে চাইছে, কুকুরটাকে বাঁচাতে হবে। দুজন যোদ্ধা পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরল, উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার।

টাকার চেঁচিয়ে ডাকল এবেলকে।

এবেল শুনতে পেয়েছে। উপরে মুখ তুলে চাইল, হাঁপিয়ে গেছে। চোখে কাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কয়েক পশলা গুলির আওয়াজ, তারপর সব শেষ।

টাকার শক্ত করে তার রাইফেল ধরে আছে, শিক্ষাটা ভুলেনি। কাঁধের কালো একটা থাবা ট্যাটু করা আছে তার, এবেলের আত্মত্যাগের স্মৃতি। একই ভুল সে আরও একবার করতে চায় না।

'ডাইভার্শন লাগবে।' গ্রে'কে বলল টাকার। 'এমন কিছু করো, যাতে এদের মনোযোগ কেবিন থেকে সরে যায়। নইলে কেন অর্ধেক দূরত্ব পার হওয়ার আগেই গুলি খাবে।'

অবাক করে দিয়ে উত্তর এল ওর পিছনের ঝোপ থেকে, 'আমি করব।' কচি কণ্ঠে বীরত্বের ছোঁয়া। 'কেউ কেনকে গুলি করতে পারবে না।'

টাকার ফিরে তাকাতে তাকাতে বাসি উধাও হয়ে গেল, মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত করতে করতে বলল, 'বাসি আমাদের অনুসরণ করেছে। আমার কথা শুনে দৌড়ে গেছে। বোকার মতো কিছু একটা করে ফেলতে পারে।'

কোয়ালস্কি সাড়া দিল, 'সামনে এলেই খপ করে ধরে ফেলবো। বাচ্চা তো নয় যেন খরগোশের ছানা!'

সামনের রাস্তার দিক থেকে বাসির চিৎকার কানে এল, 'ইম্মা ওয়ারান। হা রিডিন।'

টাকার কল্পনায় দেখল, বাসি ল্যান্ড রোভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হাত উপরে।

জৈন বাসির কথা অনুবাদ করল, 'সে বলছে তার মা অসুস্থ। সে অনেক দূরের গ্রাম থেকে ডাক্তার দেখাতে এখানে এসেছে।'

ক্যাম্পের ভিতরের তিনজনই চলে এসেছে গেটের কাছে, হৈ চৈ-এর আওয়াজের কারণ জানতে। ফলাফল ভালো হোক বা খারাপ, টাকার ওর সুযোগ খুঁজে পেয়েছে।

কেনকে ইশারা দিল কেবিনের দিকে যাওয়ার জন্য, হাতে একদমই সময় নেই যা করার দ্রুত করতে হবে।

কেন জ্যা মুক্ত তীরের মতো ছুটল কেবিনের দিকে।

'ডাওয়া!' বাসির কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে।

'সে ওষুধ চাইছে।' জৈন বলল।

কিন্তু ওষুধের বদলে বাসির দিকে ছুটে এল বন্দুকের গুলি।

দুপুর ৩:২৬

সেইচান দেখল বাসি পিছনের দিকে লাফিয়ে সরে গেল, ওর পায়ের সামনের বালিতে মাথা কুটে মরছে গুলি। সৈনিকরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, মজা পেয়েছে নিজেদের নৃশংস খেলায়।

গাড়ি থেকে শক্ত সামর্থ্য এক লোক নেমে এল, গালে গভীর কাটা দাগ। ঔদ্ধত্য ভাব নিয়ে এগিয়ে এল বাসির দিকে, সবার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রে হাতে ওর পিস্তল নিল, দৃষ্টি সরাসরি লোকটার দিকে। প্রতিটা নড়াচড়া খেয়াল করছে, বাসির কোনও ক্ষতি হতে দিতে পারে না সে।

'জিফছো!' আদেশ করল যোদ্ধা। 'মাক্সবুস বাড টাহাই!'

মেজর জৈন রাস্তার বিপরীত পাশে কোয়ালস্কির সাথে অবস্থান নিয়েছে। অনুবাদ করে শোনাল, 'সে বাসিকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলেছে। বলছে বাসি এখন তার বন্দি।'

বাসি কথা শুনল, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

সৈনিকের মুখে বিদ্রূপের হাসি, নিজের পিস্তল বের করল সে।

সে বাচ্চাটাকে খুন করতে চাইছে, তবে আগে কিছুটা খেলিয়ে নিবে।

সেইচানের মনে পড়ল আরেকজন মানুষ, আরেকটি অস্ত্রের কথা। সেই ব্যক্তি ওর গলায় ছুরি ধরেছিল, বয়স তখন তার সবে সতেরো। পুরো ব্যাপারটা ছিল প্রশিক্ষণের অংশ মাত্র। ব্যক্তিটা আকারে তার দ্বিগুণ বড়, পেটা শক্তিশালী দেহ। লোকটা নিষ্ঠুর খুনি, খুন করার আগে শিকারকে ভোগ করে। অস্ত্রের মুখে পড়ে বাধ্য হয়েছিল সেদিন ওর লোকটার ঘৃণ্য স্পর্শ সহ্য করতে। কিন্তু কপাল ভালো, বেশিক্ষণ করতে হয়নি। এক অসতর্ক মুহূর্তে ছিনিয়ে এনেছিল শত্রুর হাতের ছুরি। খুন করেছিল হারামজাদাকে, তবে ততক্ষণে শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে ও। বুঝেছে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার-ই আইন। সেই দুঃসহ স্মৃতি এখনও তাকে কুরে কুরে খায়।

সেইচান চায় না, একই পরিণতি হোক আরও একজনের।

হাতের সিগ সাওয়ার উঁচু করে ধরল সে, নিশানা তাক করল সৈনিকের দিকে। পিছন থেকে গ্রে স্পর্শ পেল কাঁধে, নিষেধ করছে গুলি ছুড়তে।

বাসির হাতের কাছে ধাতুর ঝলকানি চোখে পড়ল, পকেট থেকে বের করে এনেছে একটা বড় ড্যাগার।

দৃশ্যটা থেকে চমকে উঠল সেইচান, একেবারে তারই মতো।

এই ছেলেটা আমার-ই মতো!

কিন্তু পার্থক্য একটাই, বাসি নিজেকে বাঁচাতে পারবে না!

সেইচান নিশানা তাক করে আছে, গ্রে'র হাত ওর কাঁধে জোরে চাপ দিল। নিষেধ করছে গুলি চালাতে, কিন্তু চোখের সামনে ছেলেটাকে এই অবস্থায় সে দেখবে কীভাবে। টাকারের এতো দেরি হচ্ছে কেন?

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নিশ্চয়তা না পেলে আক্রমণ শুরু করতে পারবে না ওরা।

কেন উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে অন্ধকার কেবিনে প্রবেশ করল, এখানে বাইরে থেকে কিছুটা ঠাণ্ডা। অন্ধকার চোখে সইয়ে নেওয়ার জন্য চোখ পিট পিট করল সে। কান দিয়ে শুনছে সব শব্দ, অনুভব করছে চারপাশের সবকিছু।

সামনে কাঠের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ

তক্তার ওপর বুট পড়া পায়ের শব্দ

পিছনে ফোটায় ফোটায় পড়া তরলের শব্দ

চোখ ও নাক দিয়ে অনুভব করছে আশেপাশের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা সবকিছু। আবর্জনা ও মানুষের উপস্থিতির গন্ধ, তেল ও কাদার গন্ধ। সবকিছু ছাপিয়ে একটা তীব্র গন্ধ ওর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। তীব্র দুর্গন্ধ খুব সম্ভবত মাংসের। এগিয়ে গেল টপ টপ করে পড়তে থাকা তরলের আওয়াজের দিকে।

রক্ত।

কিন্তু এর জন্য সে এখানে আসেনি।

তাকে এক টুকরো কাপড় দেয়া হয়েছে, কোনও মেয়ের গায়ের ঘাম, লবণ ও তেলের গন্ধওয়ালা কাপড়। তাকে সেই মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। সে গন্ধ শুঁকল, চারপাশে প্রচুর মানুষের গায়ের গন্ধ।

এতো মানুষের গন্ধের সাথে একটা গন্ধ মিলে গেল, এই গন্ধই তাকে খুঁজতে বলা হয়েছে।

সে গন্ধ অনুসরণ করল, গলা দিয়ে বের হওয়া গম্ভীর গরগর আওয়াজ তার সাফল্যের কথা জানান দিচ্ছে।

কানের ভেতর আওয়াজ শুনতে পেল, 'সুবোধ বালক।'

সন্তুষ্টচিত্তে বুক ভরে ঘ্রাণ নিল সে, নিচু হয়ে চোখ মেলে তাকাল। দূরে অন্ধকার থেকে লাল আলোর ঝলক চোখে পড়ছে। বড় একটা ব্যারেলে লাগানো একটা যন্ত্র থেকে আলোটা আসছে। যন্ত্রের গা দেকে ধাতব ও তৈলযুক্ত গন্ধ ভেসে আসছে।

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার, বিপদ আঁচ করতে পেরেছে।

জঙ্গলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে টাকার, নিজের ভেতর আর নেই ও। অর্ধেক সত্তা কেনকে দিয়ে অনুভব করছে। কেন যা শুনেছে তাই শুনেছে, দেখছে কেন যা দেখছে তা। উপর থেকে তরল পড়ছে, কিন্তু তরলটা রক্ত, তেল না পানি-তা ধরতে পারল না।

তারপর কেন তার নাক উঁচু করল, গম্ভীর গরগর আওয়াজ ভেসে এল।

সফল। গন্ধ খুঁজে পেয়েছে কুকুরটা।

টাকার জানাল গ্রে'কে, 'কেন কেবিনের মধ্যে অ্যামান্ডার গায়ের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে। সে ছিল ওখানে।'

হয়তো এখনও আছে।

'ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করো। আমি আসছি যত দ্রুত সম্ভব।' গ্রে চিন্তিত স্বরে বলল।

গ্রে'র সাথে কথা বলা শেষ হতেই, ফোনের পর্দার দৃশ্য দুইটি ব্যারেলের উপর স্থির হলো। ব্যারেলের গায়ে কেরোসিন লেখা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পাশেই একটা লাল আলো জ্বলতে দেখে টনক নড়ল তার। ব্যারেলের গায়ে বিস্ফোরক লাগানো।

আঁতকে উঠল টাকার। বলল, 'কমান্ডার -'

সতর্ক করে দেয়ার আগেই গুলির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠ।

দুপুর ৩:২৭

সেইচান লোকটার বাঁ পায়ের হাঁটুতে গুলি করেছে, ভয়ে আঁতকে উঠে মাটিতে পড়ে গেছে সৈন্য। গ্রে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করল, অন্য পাশ থেকে গুলি করা শুরু করল কোয়ালস্কি ও জৈন।

সেইচান দৌড়ে বের হলো, বাসিকে রক্ষার জন্য ছুটছে। একজন তার দিকে পিস্তল তাক করতেই তপ্ত সীসা ঢুকিয়ে দিল তার গলায়। মাটি থেকে ওর অস্ত্রটা তুলে নিল, দুই হাতে গর্জে উঠছে দুই পিস্তল। চেঁচিয়ে বলল বাসিকে, 'জঙ্গলে আড়াল নাও।'

ভীত হরিণের মতো দৌড়ে জঙ্গলে পালাল বাসি।

এক কমান্ডো গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে, অ্যাক্সেলেরেটর দাবিয়ে আসছে সরাসরি ওর দিকে।

সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, দুই হাতের দুইটি পিস্তল থেকে দুইটা গুলি ছুঁড়ল।

একটা গিয়ে লাগল উইন্ডশিল্ডে, ভেঙ্গে গেল কাঁচ।

আরেকটা লাগল ড্রাইভারের কপালে, ঠিক দুচোখের মাঝখানে।

শেষ মুহূর্তে সরে এল গাড়ির যাত্রাপথ থেকে, গাড়ি বিধ্বস্ত হলো সামনের এক গাছে।

বন্দুক যুদ্ধের স্থায়িত্ব হলো মাত্র দশ সেকেন্ড, কিছু টের পাওয়ার আগেই সব সৈন্য লাশ হয়ে গেল।

গ্রে'র এক হাত কানে, টাকারের কথা শুনছে। রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল, চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কেবিনটার দিকে।

পিছনে ট্রাকের জোর গর্জনে মনোযোগ ছিন্ন হলো তার। গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসছে এদিকে।

'যতক্ষণ সম্ভব আটকে রাখ তাদের।' আদেশ দিয়ে দৌড়ে গেল সে কেবিনের দিকে।

সেইচান তাকিয়ে আছে ক্যাম্পটার দিকে, শত্রুরা ওদের তিনগুণ বেশি। একটু আগে অসতর্কতার সুযোগ নিয়েছিল, কিন্তু এখন আর এই সুবিধাটুকু পাবে না।

কোয়ালস্কি এবং জৈন তার পাশে এসে দাঁড়াল, দুজনেই সতর্ক উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে।

সেইচান পেছনে ফিরে তাকাল, দৃষ্টির সামনে থেকে গ্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে প্রেসিডেন্ট মেয়ে এখনও এখানে থাকে, জীবিত থাকে।

'গ্রে শুনছ?' সে বলল। 'আমরা এইদিকটা সামলাচ্ছি।'

দুপুর ৩:২৪

টাকার ক্যাম্পের শেষ তিনজন সৈনিককে মেরে ফেলল, এমনকি হুইলব্যারো টেনে নেওয়া লোকটাকেও। কাজটা কাপুরুষতা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে বীরত্ব প্রদর্শনের মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই। সবার মাথায় তপ্ত সীসা ঢুকিয়ে দিয়েছে সে।

কিন্তু সে জানে এখনও একজন শত্রু জীবিত আছে, কাঠের তক্তায় তার জুতার মচমচ আওয়াজ শুনেছে। যেই থাকুক না কেন গোলাগুলির আওয়াজ অবশ্যই তার কানে যাওয়ার কথা। কিন্তু শত্রু এখনও বের হচ্ছে না কেন, কী করছে সে ভেতরে।

গ্রে বাঁ দিক থেকে ছুটে আসছে, হাতে পিস্তল। বন্দুকযুদ্ধ শেষ হতেই টাকার তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, বলেছে বোমার কথা।

টাকার দ্রুত ওর ফোনের পর্দায় চোখ রাখল, কেন দাঁত দিয়ে জ্বলতে থাকা রিসিভারের তার ছিঁড়তে চেষ্টা করছে। কয়েকটা মূল্যবান সেকেন্ড খরচ করে কেনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে কী করতে হবে।

টাকারের কিছু একটা এখনই করা উচিত, কেবিন লক্ষ করে ছুটল। সে কাছে ছিল কিন্তু গ্রে তার থেকে এগিয়ে রয়েছে। একসাথেই দুজন পৌছবে দরজার কাছে।

সে হাতে ফোন নিল, ফোনের পর্দায় একটা ঝাঁকির সাথে সাথে লাল আলো বন্ধ হয়ে গেল রিসিভারের।

কেন অন্য টাইমারটার কাছে গেল, আলো জ্বলার গতি বেড়ে গেছে হঠাৎ করেই।

যন্ত্রটির মাঝে জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা সংখ্যা।

০০:৩০

০০:২৯

মনে মনে ভাগ্য গাল দিল টাকার। বেঁচে থাকা লোকটা টাইমার ঠিক করে বোমাটা চালু করে দিয়েছে। রাইফেল গর্জে উঠল কেবিনের দরজার কাছ থেকে। লোকটা বেরিয়ে এসেছে, এলোপাথাড়ি গুলি করছে। সময় শেষ হওয়ার আগেই পালানোর পথ করে নিতে চায়।

গ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মাটিতে, হাতের অস্ত্র থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ল শত্রুকে লক্ষ করে।

বন্দুকধারী মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাথার একাংশ গায়েব হয়ে গেছে। মাটিতে পড়ার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার।

টাকার আবার হাতের ফোনের দিকে তাকাল।

০০:২৩

কুকুরটা সময়মতো বোমাটা অকেজো করতে পারবে না, বেশি টানাহ্যাঁচড়া করলে সময়ের আগেই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

'কেন।' জোরে চিৎকার দিল সে, ভুলে গেছে মাইক্রোফোনের কথা। 'জলদি, আমার কাছে আসো।'

গ্রে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল, ওর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে।

টাকার এক হাত দিয়ে জায়গাটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'বিশ সেকেন্ড। বোমা ফিট করে রেখেছে।'

দৌড়ে গেল দুজন তাঁবুর দিকে, কেন তাদের সাথে যোগ দিল। দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মেডিকেল রুমে, হাঁপাচ্ছে। ভিতরে ফাঁকা, তাড়াহুড়ো করে সরানো হয়েছে সব জিনিসপত্র। দস্যুরা যেন আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল যে তাদের হাতে সময় কম। কিন্তু এককোণে একটা পর্দা দেয়া, পর্দার পাশে একটা বেড। একজন সোনালি চুলের মহিলা শুয়ে আছে সেখানে, উপরে একটা পাতলা চাদর দেয়া। মুখে অক্সিজেন মাস্ক, হাত-পা বাধা চামড়ার বেল্ট দিয়ে। পেটের কাছের বিছানার অংশ রক্তে ভেসে গেছে, মাটিতে পড়ে আছে রক্তের ধারা।

গ্রে দৌড়ে তার কাছে গেল, টেনে মুখের মাস্ক খুলল। তারপর চাদরটা সরাল গায়ের উপর থেকে।

টাকার হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল, বীভৎস দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না।

বড্ড দেরী করে ফেলেছে তারা।

১৬
২রা জুলাই সকাল ৮:৩০ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'না।'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন ফার্স্ট লেডি। হাহাকারে ভরে উঠল সিচুয়েশন রুম।

তার স্বামী দাড়িয়ে পড়েছেন, অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে যেন।

কেউ কোনও কথা বলল না, টেরেসা এখনও হাউমাউ করে কাঁদছেন।

পেইন্টারের চোখে শেষ দৃশ্যটি ভেসে আছে। অপারেশন করে অ্যামান্ডার পেট চিরে ফেলা হয়েছে। জরায়ু খালি, বাচ্চাটাকে নিয়ে মৃত মাকে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

দেয়ালের পর্দায় আবার তাকাল পেইন্টার। গ্রে এবং টাকার দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে কেবিন থেকে, ছুটছে সোজা জঙ্গলের দিকে। তাদের তাড়াহুড়ো করার কারণ অজানা নেই, উজ্জ্বল লাল সংখ্যাগুলো চোখে পড়েছে তারও।

জঙ্গলের কাছাকাছি পৌছুতেই, বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল। দুজনেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেছে, পিছনে উজ্জ্বল আলো। প্রথম বিস্ফোরণের পর আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল, আরেকটা ব্যারেলের। চোখের পলকে পুরো ক্যাম্পে আগুন ধরে গেছে।

পর্দার ভেসে আসা ছবির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, মাইক্রোফোন নষ্ট হয়ে গেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ।

কিছুক্ষণ পর, পর্দায় টাকারের চেহারা ভেসে উঠল। কিছু একটা বলছে, কিন্তু শব্দ না থাকায় বোঝা যাচ্ছে না। পিছনে গ্রে উঠে দাঁড়িয়েছে, গায়ের জামায় আগুন ধরে গেছে। হাত দিয়ে চাপড়ে গায়ের আগুন নেভাল সে।

তারা বেঁচে আছে সবাই, অক্ষত।

পেইন্টারের স্বস্তি পাওয়ার কথা, কিন্তু পাচ্ছে না।

টেরেসাকে এক হাতে ধরে রেখেছেন প্রেসিডেন্ট, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তিনি। এক হাত দিয়ে স্বামীর বুকে চাপড় মারছেন। 'সব...সব তোমার দোষ...তারা...তারা আমার মেয়েকে...মেরে ফেলেছে।' প্রেসিডেন্ট তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্বামীর বুকে মাথা লুকালেন তিনি, কান্না থামছে না। মাথা নাড়ছেন অনবরত, পর্দায় দেখা দৃশ্যটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন যেন।

জেমস তাকিয়ে আছেন পেইন্টারের দিকে, দৃষ্টি কঠিন। সব দোষ যেন সিগমার ডিরেক্টরের।

প্রেসিডেন্টের ভাই উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে দিলেন দুজনকে দরজার দিকে। 'যাও জিমি, তোমার স্ত্রীর খেয়াল রেখো। এখানের ব্যাপারটা আমরা দেখছি।'

গ্যান্ট মানা করলেন না, স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন তার ঘরে। দুজনেই হতবিহবল, শোকাহত।

ডিফেন্স সেক্রেটারি ওয়ারেন ডানকান রবার্টের কাঁধে হাত রাখলেন, 'স্যার, আপনিও তাদের সাথে যান। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সবার একসাথে থাকা উচিত।'

রবার্টের সদা নম্র কণ্ঠ কঠোর শোনাল, 'পরিবারের কাউকেই তো দায়িত্ব নিতে হবে এই মিশনটার শেষটা দেখার।'

পেইন্টারের বস চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালেন, বিব্রত ও পরাজিত।

পর্দায় কুকুরের ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে সারি সারি কয়েকটা ট্রাক, গুলি চলছে দলটিকে লক্ষ্য করে।

গ্রেরা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মিশনটা এখনও শেষ হয়নি।

দুপুর ৩:৩৪ পূর্ব আফ্রিকার সময়
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া

'কাভার নাও, জলদি।' চেঁচিয়ে বলল গ্রে।

টাকার ও কেনকে সাথে নিয়ে ছুটে গেল ক্যাম্প থেকে, সব কয়টা তাঁবুতে আগুন ধরে গেছে। জ্বলন্ত ক্যাম্প হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে তারা, ল্যান্ড রোভার দুটো ফিরে এসেছে। কালো ধোঁয়ার আড়াল থাকায় কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না।

গাড়ি থেকে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, গুলি চলছে জঙ্গলের যে পাশে বাকিরা লুকিয়ে আছে সেদিকে। গোলাগুলি চলছে দুপক্ষ থেকেই। ওরা গাড়িটাকে অ্যামবুশ করেছে ঠিকই, কিন্তু অস্ত্র ও লোকবলে নিজেরা দুর্বল।

গ্রে, টাকার ও কেন জঙ্গলে পৌঁছানোর আগেই এক কমান্ডো তাদের দেখে ফেলল। গুলি ছুড়ল ওদের দিকে, ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল তারা। ছুটতে ছুটতেই হাতের বন্দুক তাক করল গ্রে শত্রুর দিকে, গুলি ছুড়ল কয়েক রাউন্ড। কমান্ডো গাড়ির দরজার পেছনে আড়াল নিয়েছে।

'যাও।' গ্রে বলল টাকারকে। 'বাকিদের কাছে পৌঁছাও।'

গ্রে পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে, হাতের অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করছে। একটা গাড়ি এগিয়ে গেল তৃতীয় ট্রাকটাকে সাহায্য করার জন্য, আরেকটা এগিয়ে আসছে সরাসরি গ্রে'দের দিকে।

বারুদের বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল সবাই।

মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

পেছনে হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ।

গ্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, খুঁজছে হেলিকপ্টার। এতো তাড়াতাড়ি তো সিল টিমের চলে আসার কথা নয়। ওর ধারণাই ঠিক, ইউনিসেফের ক্যাম্পে আক্রমণকারী হেলিকপ্টার এটা।

সব দিক দিয়েই ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদের।

হেলিকপ্টার থেকে একটা রকেট ছুটে এল, সরাসরি আঘাত করল জঙ্গলের দিকে যাওয়া ল্যান্ড রোভারে। শূন্যে উঠে গেল ট্রাক, কয়েকটা পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হল।

গ্রে হতভম্ব হয়ে গেল।

নিজেদেরকে আক্রমণ করছে কেন তারা?

কপ্টারের মেশিনগান থেকে গুলি করা হচ্ছে, গানারের সিটে বসে থাকা লোকটার চেহারা পরিচিত ঠেকছে।

ক্যাপ্টেন ট্রেভার অ্যান্ডিন।

গ্রে শেষ দেখেছিল তাকে গাড়ি নিয়ে হেলিকপ্টারের সাথে যুদ্ধ করতে, কোনওভাবে হয়তো হেলিকপ্টারটাকে দখল করে নিয়েছে। তারপর ছুটে এসেছে ওদের খোঁজে।

দ্বিতীয় গাড়ি ভেবেছিল তাদের লোক চলে এসেছে, এবার দুহাত দেখে নেবে সবাইকে। কিন্তু নিজেদের উপর আক্রমণ হতেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে শুরু করল। পাশাপাশি হেলিকপ্টারের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে শত্রুরা। হেলিকপ্টার আকাশে ভেসে আছে, রকেটের রেঞ্জে পেলেই উড়িয়ে দিবে গাড়িটাকে।

গাড়ির ছাদ খুলে এক যোদ্ধা বেরিয়ে এল, হাতে গ্রেনেড লঞ্চার। এত কাছ থেকে হেলিকপ্টারে নিশানা লাগাতে ব্যর্থ হবে না।

গ্রে হাতের রাইফেল উঁচু করল, কিন্তু গাড়ি এঁকে-বেঁকে চলছে ক্যাম্পের মধ্যে। নিশানা তাক করা যাচ্ছে না।

গাড়ি ছুটে চলেছে ক্যাম্পের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে, অন্য আরেকটা তেলের ব্যারেল বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটিতে হেলে পড়েছে। ছোটখাটো একটা তেলের পুকুর তৈরি হয়েছে সেখানে, কিন্তু অদ্ভুত কোনও কারণে এখনও আগুন ধরেনি। গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে ঠিক সেদিকেই। গ্রে সিনেমাতে দেখেছে গুলি করে তেলে আগুন ধরিয়ে দিতে, কিন্তু বাস্তবে ওসব হয় না! তার বদলে সরাসরি উপরে জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে গুলি করল সে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ল তেলে, সাথে সাথে আগুন ধরে গেল।

আগুন আর ট্রাকটা একই সময়ে ব্যারেলের কাছে পৌঁছল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় গাড়িটা হেলে পড়ল এক পাশে। ট্রাকের ভেতরেও আগুন ধরে গেছে, আগুনের লকলকে জিহ্বা গ্রাস করে নিয়েছে গাড়ির ভেতরের সবাইকে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল গাড়ির ভেতর থেকে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আগুনে পুড়তে থাকা গাড়ি।

হেলিকপ্টার ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে উড়ে গেল।

এতক্ষণের গোলাগুলি শেষে চারপাশে অখণ্ড নীরবতা কানে লাগছে খুব, কোয়ালস্কিরা প্রবেশ করল ক্যাম্পে। ওইপাশের সব সৈন্য হয়তো মারা গেছে বন্দুক-যুদ্ধে। কোয়ালস্কি ও সেইচানের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে মেজর জৈন, এক পা থেকে রক্ত ঝরছে।

'গুলি লেগেছে।' কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে বলল।

জৈন ভ্রূকুটি করে বলল, 'আমি ঠিকই আছি। এই সামান্য আঁচড়ে আমার কিছু হবে না। কিন্তু তোমার গায়ে যে গন্ধ, তাতে যে কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারি।'

অ্যান্ডিন হয়তো ওর সহকর্মীর আঘাত লক্ষ্য করেছে, তাই খালি জায়গা দেখে ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার।

টাকার তার কুকুরকে ফিরে এসেছে। গ্রে দেখল কুকুরের ক্যামেরা সরাসরি ওর দিকে তাক করা! কাঁধের স্যাটেলাইট ফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু পেইন্টারের সাথে কথা বলা জরুরি এখন। মনে আছে পেইন্টার বলেছিল তারা ভালো করে শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। কথা বলে লাভ নেই, খবরটা পাঠাতে হবে সতর্কতার সাথে।

আশেপাশে তাকাল গ্রে, এক টুকরো তাঁবুর কাপড় পেল কাছে। মাটি থেকে পুড়তে থাকা একটা লাঠি নিল, আগুন নিভিয়ে লাঠি দিয়ে কাপড়ে কয়েকটা শব্দ লিখল।

প্রার্থনা করছে যেন পেইন্টারের চোখে বার্তাটা পড়ে।

সকাল ৮:৪৪ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে পুরো ক্যাম্প, দেয়ালের পর্দায় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সবকিছু। ক্যাম্পের ধ্বংসাবশেষের ওপর হেলিকপ্টার পাখায় ঘূর্ণিঝড় তুলে মাটিতে নামল।

ডিফেন্স সেক্রেটারি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, এক হাত রবার্টের কাঁধে। 'যান।' ডানকান বললেন। 'পরিবারকে আপনার সময় দেওয়া প্রয়োজন।'

রবার্ট এখনও মনিটরের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু মনোযোগ অন্য কোথাও। নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেছেন।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তাকিয়ে আছেন পেইন্টারের দিকে, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। বয়স হঠাৎ করে বেড়ে গেছে যেন তার। ডানকানের পাশ দিয়ে কোনকিছু না বলেই বেরিয়ে গেলেন হঠাৎ করে।

ডিফেন্স সেক্রেটারির কথা শেষ হয়নি, ঘুরে তাকালেন পেইন্টারের বসের দিকে। হিম-শীতল কণ্ঠে বললেন, 'আপনার সাথে গোপন কথা আছে জেনারেল মেটকাফ।'

'বুঝতে পেরেছি।' মেটকাফ চোখ দিয়ে ইশারা করলেন পেইন্টারকে।

দুজন বের হয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু যাওয়ার আগে ডানকান বলে গেলেন পেইন্টারকে, 'এক ঘণ্টার মাঝে রিপোর্ট ডেস্কে চাই।' পাশাপাশি পর্দার দিকে ইশারা করে বললেন, 'সাথে এই ভিডিও'র পুরোটাও চাই। কীভাবে কী ঘটেছে, তা পুরোটা আমি পর্যবেক্ষণ করব।'

পেইন্টার একা কনফারেন্স রুমে বসে আছে। ধোঁয়া সরে গেছে পর্দা থেকে, গ্রে'র মুখ ভেসে উঠেছে সেখানে। ঠোট নড়ছে, কী যেন বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখনও

অডিও আউটপুট কাজ করছে না। গ্রে পিছিয়ে গেল, হাতে একটা অর্ধেক পোড়া কাপড়। কাপড়ে কয়েকটা কথা লেখা।

কাপড়ের লেখাটুকু পড়ে পেইন্টার অবাক হয়ে গেল, এগিয়ে গেল পর্দার দিকে। না সে ভুল দেখেনি।

কিন্তু কীভাবে সম্ভব?

দরজার দিকে তাকাল, দৌড়ে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনবে নাকি। কিন্তু পরপরই ভাবনাটা বাতিল করে দিল, মাথার মধ্যে অন্য চিন্তা ঘুরছে তার।

প্রচুর প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা, কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা এখনও পায়নি। পর্দার আড়ালে এখনও সত্যটা লুকিয়ে আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু কথা গোপন থাকাই ভালো, ভবিষ্যতে উপকার পাবে।
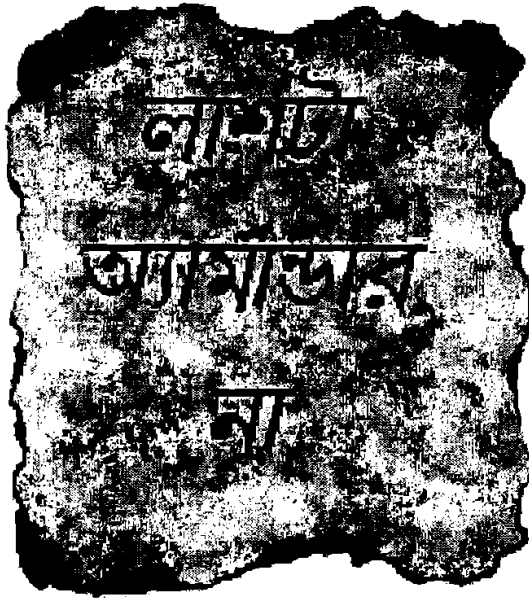
রিমোট নিয়ে দেয়ালের মনিটর বন্ধ করে দিল সে, ওয়ারেন ডানকানের হাতে ভিডিও'র এই অংশটুকু পড়তে দেয়া যাবে না।

পেইন্টার তাকিয়ে আছে কালো মনিটরের দিকে, ভাবছে নিজের নেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। হয়তো সবাই এখন কষ্ট পাচ্ছে। টেরেসার আর্তনাদ তার কানে বাজছে এখনও। কিন্তু সবার ভালোর জন্যই এই কথাটা এখনও কাউকে জানানো যাবে না।

শেষ বার্তাটা এখনও মাথায় ঘুরছে গ্রের।

খোদা! আমায় ক্ষমা কর।

কাউকে জানানো যাবে না এই কথা।

১৭
২রা জুলাই দুপুর ৩:৪৮ পূর্ব আফ্রিকার সময়
আকাশপথে

মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসছে আস্তে আস্তে, চোখের সামনে কেউ আলো ধরে রেখেছে। ঘোলাটে লাগছে সবকিছু। মনে হচ্ছে অতল গহ্বর থেকে ভেসে উঠছে সে। কয়েকটা মুখ দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কী যেন বলছে বারবার। গলা শুকিয়ে গেছে তার, পিপাসার্ত। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে, হাত পা এখনও অবশ।

'....জ্ঞান ফিরছে।' পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

পেট্রা।

সাথে সাথেই ভয়ের স্রোত বয়ে গেল পুরোটা দেহে, পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল।

আরেকজন ওর উপর ঝুঁকল, উজ্জ্বল আলো ফেলল তার চোখে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

শুয়ে আছে কুশন দেয়া একটা কালো বক্সে, প্লেনের জেট ইঞ্জিনের গর্জন কানে আসছে।

'পুরোপুরি সুস্থ আছে।' ডা. ব্ল্যাক বলল। 'অজ্ঞান করার ওষুধ খুব একটা ক্ষতি করেনি তার। ভ্রূণটার কী অবস্থা?'

'হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। পেটের মাঝে লাগানো যন্ত্রটার কারণে আমরা সবকিছু খেয়াল রাখতে পারবো দূর থেকেই। মাটিতে নামার পরও কাছাকাছি থাকলে যন্ত্রটা নিয়মিত রিডিং দিয়ে যাবে।'

'আর কতক্ষণ?'

'তিন ঘণ্টা পর বিমান অবতরণ করবে।'

'এখন আর বেশি ওষুধ দেয়ার দরকার নেই। অল্প দাও, পরে নামার আগে আগে বড় একটা ডোজ দিলেই হবে।'

'কফিনে রয়েল ডিপ্লোম্যাটিক সিল' লাগাতে পনেরো মিনিট সময় লাগবে।'

কফিন?

অ্যামান্ডা চারপাশের কুশন করা কালো বক্সের দিকে তাকাল, শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার।

'ঠিক আছে পেট্রা। চাই না এখন কাস্টমসে কোন ঝামেলা হোক। অন্তত সবাইকে এখন বিশ্বাস করানো গেছে যে সে মৃত।'

মৃত?

ব্ল্যাক বলছে, 'তাই কেউ এখন তাকে খুঁজবে না। এখন আমরা নিশ্চিন্তে বাচ্চাটাকে ভূমিষ্ঠ করাতে পারবো। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই মেডিকেল ল্যাবে পৌঁছে

যাব আমরা।' পায়ের আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। 'আমি বারে যাচ্ছি। তোমার কিছু লাগবে?'

'লেবুর শরবত।'

'পেশাদার আচরণ!' মৃদু ভৎসর্না করল ব্ল্যাক, কণ্ঠে খুশির ছাপ। 'রাতের মাঝেই প্যাকেজটা পেয়ে যাবো, তারপর শান্তি।'

পেট্রা হাসল, মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। 'ভ্রূণটাকে ল্যাবের ভিভিসেকশন টেবিলে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'আমি ভুলে যাচ্ছি, এটাই তোমার বিশেষত্ব। আমি নিজেকে খুব ভালো সার্জন ভাবতাম, কিন্তু ছুরি আর কাঁচি হাতে তুমি অপারেশন টেবিলে আমার থেকে অনেক বেশি দক্ষ। বিশেষ করে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে তোমার জুড়ি মেলা ভার।'

'এটাই তো সবচেয়ে সহজ কাজ।' পেট্রা বলল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'অবশ্যই।' হাসি খেল গেল লোকটার চেহারায়। 'কাটা অংশগুলো জীবিত রাখার ব্যাপারে তোমার প্রতিভা অতুলনীয়।'

জীবিত?

কী বলছে তারা এসব?

অ্যামান্ডার কল্পনায় দৃশ্যটা ভেসে উঠল। সে জানতো তার সন্তানের জীবন হুমকির মুখে, কিন্তু অবস্থা যে এতোটা শোচনীয় হতে পারে তা কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। কানে হাত দিতে চাইল সে, কিন্তু দেহে সাড়া পাচ্ছে না।

আমি আর কিছু শুনতে চাই না।

ওর দোয়া কবুল হলো।

কফিনের ডালা তুলে দিল তারা, ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার কফিনে শুয়ে অ্যামান্ডা ভয়ে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে যাতে সত্যি সত্যিই সে মরে যায়। তা-ও অন্তত তার সন্তান এই নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কানে এখনও কথাগুলো বাজছে তার।

...কাটা অংশগুলো জীবিত...

এতকিছুর পরও মনে প্রশ্ন জাগল তার।

তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

বিকাল ৪:০০
ক্যাল ম্যাডো পর্বতমালা, সোমালিয়া।

'মেয়েটা এখানেই ছিল। কেন ওর গায়ের গন্ধ পেয়েছে। এরপরই তো নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল।' গ্রে বলল, কানে ধরে রেখেছে স্যাটেলাইট ফোন। সিগমা হেডকোয়ার্টারে কথা বলছে সে।

তাকিয়ে আছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কেবিনটার দিকে, একপাশে পড়ে আছে গাড়ি দুটোর ধ্বংসাবশেষ। দলের বাকিরা দেখছে, আশেপাশে আর কোনও শত্রু বেঁচে আছে কিনা।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিনের হেলিকপ্টার খোলা জায়গায় রাখা, রোটর এখনও অল্প অল্প ঘুরছে। তাদের উদ্ধার দলের এক ব্রিটিশ চিকিৎসক মেজর জৈনের পায়ে ব্যান্ডেজ করছে।

কোয়ালস্কি তাকিয়ে আছে সতর্ক দৃষ্টিতে। দুজনে আকার-লিঙ্গ আলাদা হতে পারে, কিন্তু দুজনেই যেন একই বৃন্তের দুটি ফুল। ভয়ানক একটা জুটি, কোয়ালস্কিরই যেন নারী রূপ জৈন।

গ্রে স্যাটেলাইট ফোনটা ধার করেছে পেইন্টারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি তখনও ডিরেক্টর তার বার্তাটা দেখেছেন কিনা।

'কিন্তু অ্যামান্ডার বেঁচে থাকার খবর আপনি গোপন রাখতে চাইছেন কেন?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল, এই কঠিন সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইছে। 'আমি জানি খবর পাচার হচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের পরিবারকে অন্ধকারে রাখাটা কী উচিত হবে?'

'প্রয়োজন আছে। যদি তারা জানতে পারে অ্যামান্ডার বেঁচে থাকার সামান্যতম সম্ভাবনাও আছে, তাহলে সব বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে উদ্ধার কাজে। এতে সবাই সতর্ক হয়ে যাবে এবং অ্যামান্ডার ক্ষতির হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। অ্যামান্ডার নিরাপত্তার জন্যই এই খবর যত কমসংখ্যক মানুষ জানে, ততই ভালো।'

গ্রে বড় করে দম নিল, ডিরেক্টর সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। 'ডিরেক্টর, আমার ধারণা তারা আমাদের ভাবাতে চাইছে যে, অ্যামান্ডা মারা গেছে। এখানকার পরিস্থিতি অন্তত তাই বলে।'

'কেন?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

'বিছানায় যে মেয়েটা ছিল তার বয়স ও দৈহিক আকৃতি অ্যামান্ডার মতোই। সে-ও খুব সম্ভবত অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কিন্তু আমি যখন তার মুখের মাস্ক খুলি তখন দেখতে পাই কেউ একজন তার সবগুলো দাঁত উপড়ে নিয়েছে। যাতে ডেন্টাল রেকর্ড দিয়ে সনাক্ত করা না যায়।'

পেইন্টার চুপ করে আছে, তথ্যটা হজম করতে সময় লাগছে।

'এমনকি সিজার করে বাচ্চাটা সরিয়ে নেয়ার কারণও একই। যাতে ভ্রূণটার ডি.এন.এ. টেস্ট করা না যায়।' গ্রে বলল।

পেইন্টারের কণ্ঠ কঠোর শোনাল, 'এই কারণে তারা বাচ্চাটাকে কেটে বের করেছে!'

'ঠিক। নিজেদের লুকিয়ে রাখতে কাজটা করেছে তারা। বিছানাটা রক্তে একদম জবজবে হয়ে ছিল। আমার ধারণা শেষ সৈনিককে রেখে যাওয়া হয়েছিল মৃতদেহটা ভালোভাবে পোড়ানোর জন্য, যাতে ডি.এন.এ. টেস্টের কোনও উপায় না থাকে। কিন্তু তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই আমরা বাগড়া দিয়ে বসি।'

'অ্যামান্ডার অপহরণকারীরা এমন কেন করল?' পেইন্টার প্রশ্নটা নিজেকেই করেছে যেন।

তারপরও গ্রে উত্তর দিল। 'তারা চাইছে না, কেউ আর অ্যামান্ডার খোঁজ করুক। যদি সবাই মেনে নেয় অ্যামান্ডা মারা গেছে তাহলে তারা সহজেই তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।'

'কথা সত্য। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাদের থেকেও বেশি বুদ্ধিমান।'

'মানে?'

'চিন্তা করে দেখ ব্যাপারটা। তারা জানে আমরা তাদের কাছেই আছি, তাদের এমনিতেও পালাতে হতো কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা ঘটনাকে এমনভাবে সাজিয়েছে, যাতে আমারা ভাবতে বাধ্য হই-অ্যামান্ডাকে মৃত। তাদের কাজও হলো আবার ছোট একটা লাভও হলো।'

গ্রে'র চিন্তার চাকাটা জোরে জোরে ঘুরছে, ডিরেক্টরের কথার মানে খুঁজতে চাইছে। হোয়াইট হাউসে পেইন্টারের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে সে অবগত। হুট করেই উত্তরটা খুঁজে পেল। 'শত্রুরা অ্যামান্ডার মৃত্যুর কারণ হিসেবে আমাদের অপারেশনকে দায়ী করাতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, আংশিকভাবে হলেও তাই চাইছে।'

পুরো বিষয়টা বুঝতে করে গ্রের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এমন একটা দলই আছে যারা সিগমার ক্ষতি করতে চাইবে।

দ্য গিল্ড।

'ডিরেক্টর আপনি কি ভাবছেন এতে গিল্ড জড়িত?'

গ্রে'র মাথায় সেই পুরনো দৃশ্যটা ভেসে উঠল, তার মা।

'কমান্ডার পিয়ার্স, আমরা এখনও নিশ্চিত নই। কিন্তু এতে সিগমার গায়ে কাদা লেগেছে, যদিও মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়নি।'

গ্রে জানে গিল্ড তাদের কত বড় শত্রু, কয়েকবার আক্রমণ করেছে তাদের ওপর। এমনকি সিগমা হেডকোয়ার্টারেও আক্রমণ চালিয়েছে তারা।

চোখ বন্ধ করল সে।

আমি কি আমার দায়িত্ব এখানে ঠিকমত পালন করতে পেরেছি?

'আমরা এখন কী করব?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল।

'যা করছিলে। অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করো। এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

গ্রে'র ভেতর রাগ দানা বেঁধে উঠছে। হাতের আঙুল চিরুনির মত করে চালাল চুলের মাঝে। ডিরেক্টর ঠিক বলেছেন। বর্তমানে মিশনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ...যেভাবেই হোক অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু শুরুটা করবে কোথা থেকে?

পেইন্টারের কণ্ঠেও একই প্রশ্নের আভাস। 'কেবিনের ভেতর কোনও সূত্র পেয়েছ? যা থেকে অ্যামান্ডাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে, সে ব্যাপারে আন্দাজ করা যায়?'

গ্রে তাকিয়ে আছে ধোঁয়া উঠা ধ্বংসাবশেষের দিকে। 'আমাদের হাতে সময় নেই। সে যেকোনও জায়গায় থাকতে পারে।'

পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হতাশায় নয়। নতুন উদ্যমে আবার বলল, 'তুমি আর ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন আশেপাশে খোঁজ নাও। দ্রুত জায়গা পাল্টানোর সময় কেউ না কেউ অবশ্যই কিছু দেখেছে। আমি দেখছি আমার পক্ষে আর কী করা যায়।'

গ্রে একমত, শত্রুরা আশা করেনি এতো দ্রুত তারা চলে আসবে। নয়ত এসে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই পেত না।

'পিয়ার্স!' টাকার ডাকল তাকে।

সে ফিরে তাকাল, রাস্তার কাছে দাড়িয়ে আছে টাকার। বাসি চলে এসেছে, শেষ দেখেছিল জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে যেতে।

সেইচান বাসিকে খুঁজতে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে পেছন পেছন। কিন্তু একা নয়, সাথে বাসির বয়সী একটা ছেলে। কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ছেলেটাকে।

গ্রে ফোনে বলল, 'ডিরেক্টর, আমি কিছুক্ষণ পর আপনাকে ফোন দিচ্ছি। নতুন তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করব।'

ফোন রেখে দলটার দিকে এগিয়ে গেল সে, সাথে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডিন।

গ্রে'র সাথে চোখাচোখি হলো সেইচানের। 'ছেলেটাকে বাসি পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল আমাদের কাছে।'

বাসি জোরে জোরে মাথা নাড়ছে, 'আমি বলেছি তোমরা ভালো।'

টাকারের চেহারা পাংশুটে হয়ে গেল, 'নদীর পাশে এই ছেলেটাকেই বেঁধে রেখে এসেছিলাম।'

গ্রে তাকিয়ে দেখল, সেই ছেলেটাই। শত্রুরা ছেলেটিকে খুঁজে পেয়েছে তাহলে। এইখানে নিয়েও এসেছে সাথে করে। বোঝা গেল কেনও তাড়াহুড়ো করে এই ক্যাম্প পরিত্যক্ত করে চলে যেতে চেয়েছিল।

'যখন আমরা তৃতীয় ট্রাকটা আক্রমণ করেছিলাম তখন ছেলেটা পালিয়ে গেছে হয়তো।' সেইচান বলল। 'বাসি তাকে জঙ্গলের ভেতর খুঁজে পেয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।'

বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ছেলেটা, ভাবছে কাজটা ঠিক করল কিনা।

'মি. ট্রেভার!' ক্যাপ্টেনকে দেখে দৌড়ে গেল বাসি। অ্যান্ডিনের বুকে হাত রেখে বলল, 'তার কথাই তোমাকে বলেছিলাম।'

চোখের অনিশ্চিত চাহনি দেখে একই কথা সোমালিতে বলল সে। তারপর হেটে গেল কেনের পাশে। 'এই যে ভালো কুকুরটা।'

গ্রে সরে দাঁড়াল অ্যান্ডিনের পাশে। 'বাসিকে বলে দেখো অ্যামান্ডার ব্যাপারে ছেলেটার কাছ থেকে কোনও তথ্য বের করতে পারে কিনা।'

'চেষ্টা করছি।'

কিছুক্ষণ কথোপকথন চলল ছেলেটা ও ক্যাপ্টেনের মাঝে, সাহায্য করল বাসি। প্রথমে বলতে না চাইলেও একসময় ছেলেটা রাজি হলো কথা বলতে। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল অ্যান্ডিন, গ্রে'র পাশে দাঁড়াল।

'এখানেও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের সামনে বড়রা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কথা বলে। অনেক কথাই কানে এসেছে তার। সবার মুখ থেকে সে শুনেছে, মেয়েটাকে একটা এয়ারফিল্ডে নেওয়ার কথা চলছিল। এয়ারফিল্ডটা মাদক ব্যবসায়ীরা চালায়, সেখান থেকে প্লেন দুবাই যাবে। তবে তারা দুবাইয়ে থামবে নাকি ওইখানেই নামবে তা জানা সম্ভব হয়নি। সে শুনেছে এরা নাকি স্বর্গে যাবে।'

স্বর্গ? মানে কী? এরা কি আত্মহত্যা করতে চলেছে নাকি?

শত্রুপক্ষ বা গিল্ড কারোই এই ধরণের কাজ করার কথা না। গ্রে'র চোখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখে শ্রাগ করল অ্যান্ডিন, তার কাছেও এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

গ্রে কিছুটা খুশি হল, 'অন্তত দুবাই থেকে খোঁজ শুরু করা যাবে, আশা করি অ্যামান্ডাকে আবার খুঁজে বের করতে পারব।'

অ্যান্ডিন তাকিয়ে আছে জৈনের দিকে, স্ট্রেচারে শুয়ে আছে সে। 'শুভ কামনা রইল, কমান্ডার। আমি এদিকে খেয়াল রাখছি।' বাচ্চা দুটোকে দেখাল সে। 'এর মাঝে ...'

হেলিকপ্টারের আওয়াজে কথা থেমে গেল তার।

'সিল টিম চলে এসেছে হয়তো।' ক্যাপ্টেন বলল। 'একটু দেরী করে ফেলেছে তারা, তোমরা চলে যাও আমার হেলিকপ্টার নিয়ে। বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আগেই দূরে সরে যেতে পারবে।'

গ্রে শুরু করল, 'একটা কথা। অ্যামান্ডা

চোখ টিপ দিল অ্যান্ডিন। 'শুনেছি সে এখানে মারা গেছে। দুঃখজনক ঘটনা।' ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যেই জেনে গেছে সবকিছু, পেইন্টারের প্ল্যানমতোই চলছে সব। দুজনেই জানে অ্যামান্ডাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই মিথ্যাটাকেই সত্য বলে প্রচার করতে হবে। 'আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকেও আমি একই কথা জানাবো।'

'ধন্যবাদ।' গ্রে হ্যান্ডশেক করল ক্যাপ্টেনের সাথে।

'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। ইউনিসেফের হাসপাতালে তোমার বুদ্ধি না শুনলে ক্ষতি আরও বেশি হতো, এমনকি নিজের লোকদের জীবন পর্যন্ত বাঁচাতে পারতাম না।'

কথাবার্তা শেষ করে গ্রে'রা এগিয়ে গেল অলস হেলিকপ্টারের দিকে, বাকি কাজ এখন সিল টিমের। সিল টিম শত্রুদের মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করবে এবং প্রেসিডেন্টের মেয়ের মৃতদেহ দেশে ফেরত পাঠাবে।

পেইন্টারকে আবার ফোন দিল সে, রিপোর্ট করল সবকিছু। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাল।

'আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।' গ্রে বলল। 'আমরা দুবাই পৌছুতে পৌছুতে ক্যাট যতটা পারে খবর যেন যোগাড় করে রাখে, ওইখানে গেলে তথ্যগুলো আমাদের সাহায্যে আসবে।'

'ঠিক আছে। আমি লোক লাগাচ্ছি। ক্যাট অন্য কাজে ব্যস্ত।'

গ্রে হেলিকপ্টারে উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, টাকার তার কুকুরকে উঠাচ্ছে কপ্টারে।

'অন্য কাজ?'

পেইন্টার ওর সন্দেহের কথা জানাল, অ্যামান্ডার গর্ভের সন্তানের কথাও বলল। গ্রে'র মনে পড়ে গেল মৃত মহিলাটার মর্মান্তিক পরিণতির কথা।

মন থেকে জানে, ডিরেক্টর ঠিকই বলেছেন।

সব কিছু এই সন্তানের জন্যই হচ্ছে।

কথা শেষ করে হেলিকপ্টারে উঠল সে, একটা কথা খোঁচাচ্ছে ওকে। ভাবছে অ্যামান্ডা ও তার অনাগত সন্তানের কথা। পেইন্টারের ধারণাটা ঠিক কিন্তু এর সাথে অ্যামান্ডার বেঁচে থাকার খবর গোপন রাখার ব্যাপারটা খাপ খাচ্ছে না। পেইন্টার একজন পাকা খেলোয়াড়, তাকে দিয়ে কোনও ভুল হবে না। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে কিছু একটা পেইন্টার গোপন করেছেন তার কাছ থেকে।

কিন্তু কী?

হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরছে, ধীরে ধীরে ক্যাম্প ছেড়ে উঠছে উপরে। নিচের সব ধ্বংস ছাড়িয়ে আকাশে উড়ে গেল হেলিকপ্টার।

সে জানে না পেইন্টার কী খেলা খেলছে, কিন্তু এতটুকু জানে যে খেলার ভবিষ্যৎ খুব ভয়াবহ।

সকাল ১১:০০ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

রবার্ট গ্যান্ট এয়ার লক পার হয়ে ক্লাস ১০০০ ক্লিন রুমে প্রবেশ করলেন। ঘরটি বাকিগুলোর মতোই কাঁচের তৈরি, জিনোমিক্স ল্যাবের সাথে সংযুক্ত। তিনজন গবেষক দ্বারা এই পুরো ফ্যাসিলিটি পরিচালিত হয়। ফ্যাসিলিটিটা আলেকজান্দ্রার ভার্জিনিয়াতে অবস্থিত, ডি.এন.এ. টেস্ট ল্যাব হিসেবে পরিচিত।

কিন্তু এর মূল কাজ আলাদা।

আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কাচের দেয়ালে খোদাই করা একটা চিহ্নের মাঝে, একটা ক্রসচিহ্ন এবং এর মাঝে প্যাঁচানো ডি.এন.এ. এর ছবি।

'দেখাও।' পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। একই স্বরে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন সেক্রেটারি অফ স্টেট হয়ে।

নিজের উত্তেজনা চাপা রেখেছেন, জিমি আর টেরেসাকে রেখে এসেছেন শোক সামলে ওঠার জন্য। কিন্তু এই সফরটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করাও দরকার।

গবেষক ইমেট ফিল্ডিং ঢিলেঢালা জামা, গ্লাবস, হুড ও বুট জুতো পড়ে আছে। নিয়ে এসেছে তাকে ল্যাবরেটরি টেবিলের দিকে। হাতে একটা সিল করা ক্রিস্টাল সিলিন্ডার, আকার ছোট একটা হকি পাকের মতো। ভেতরে গাঢ় সবুজ তরল। টেবিলে একটা টাইটানিয়ামের অবয়ব রাখা, দেখতে ঠিক ছয় পায়ের দাঁড়া ছাড়া কাঁকড়ার মত। ছয়টি টাইটানিয়ামের পা ছড়িয়ে বসে আছে, উপরে টাইটানিয়ামের খোল লাগানো। যন্ত্রটা দেখে পূর্বের অভিজ্ঞতা কথা মনে পড়ে গেল তার, দক্ষিণ-পূর্বের অঞ্চলের মাইনের কথা।

ফিল্ডিং এক হাতে সিলিন্ডার উঠাল। 'একদম নতুন প্রযুক্তি।' গর্বের সাথে বলল। 'মানুষের ভ্রূণ থেকে পাঁচ লাখ করটিকাল টিস্যু নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন একটা মস্তিষ্ক। একবার ইমপ্ল্যান্ট করার পর, পাঁচ হাজার মাইক্রো ইলেকট্রডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে মুহূর্তেই। গত জেনারেশন থেকে চারগুণ উন্নত করা হয়েছে এইবারের সংস্করণ।'

অনেক উন্নত করা গেছে প্রযুক্তিটাকে।

রবার্টের শখের প্রজেক্ট এটা। ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের এক ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রজেক্টের পথ চলা। এক নিউরো-রোবটিক গবেষক আবিষ্কার করেন, কিছু নিউরন জোড়া দিয়ে উন্নত রোবট বানানো সম্ভব। তিনি ল্যাবরেটরির ইঁদুরের কর্টেক্স জোড়া দিয়ে বসিয়ে দেয় একটা ছোট চাকাওয়ালা রোবটে। ইলেকট্রিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে যন্ত্রটা পরিচালিত হয়, নিজে নিজে শিখে নেয় কীভাবে কোনও বস্তুর সাথে ধাক্কা না খেয়ে চলা যায়। তারপর ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডার আরেকজন বিজ্ঞানী ইঁদুরের পঁচিশ হাজার নিউরন একসাথে জুড়ে তৈরি করেছে ফ্লাইট সিমুলেটর। সময়ের সাথে সাথে সেই যন্ত্র শিখে গেছে কীভাবে পাহাড়-পর্বতের ওপর দিয়ে উড়তে হয়, এমনকি ঝড়ের মাঝেও উড়তে পারে এই যন্ত্র।

এক বছর পর প্রজেক্টটায় নজর পড়ে রবার্টের। রিসার্চটিকে বড়সড় একটা প্রজেক্টে রূপান্তর করেন তিনি। এর প্রায় এক যুগ আগে থেকেই ব্লাডলাইন কাজ করে যাচ্ছিল মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করতে, মানুষের আয়ু বাড়ানোর একটা প্রক্রিয়া হিসেবে। শত শত বছর কাজ করে যাচ্ছে তারা অমরত্ব পাওয়ার আশায়।

কিন্তু সাইবর্গ টেকনোলজির রিসার্চ থেকে আশানুরূপ কোনও ফল আসেনি। তারা বুঝতে পেরেছে, এইভাবে আয়ু দীর্ঘায়ত করা সম্ভব না, বিশেষ করে স্টেম সেল রিসার্চে। ঠিক এই সময়ে তাদের সামনে খুলে গেল নতুন সম্ভাবনার দুয়ার-জেনেটিক্সের জগতের ম্যাক্রো রোবট।

গোপন গবেষণাটার সবকিছু এমনকি রবার্টেরও অজানা।

নিউরো-রোবটিক্সের দিকে মন দিলেন তিনি। নিউরো-রোবটিক্সের মাধ্যমে নতুন অনেক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব। ইঁদুরের নিউরন যদি জেট প্লেন চালাতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে যুদ্ধের ময়দানে কী এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না?

'হেক্সাপডটার কাজ দেখাচ্ছি।' ফিল্ডিং বলল।

ধাতব কাঁকড়ার টাইটানিয়ামের খোল খুলে ফেলল রিসার্চার, ভিতরে ছোট খাট বৈদ্যুতিক কিছু যন্ত্র দেখা গেল। হাতের নিউরাল সিলিন্ডারটা ভিতরে একটা খোপে বসিয়ে লাগিয়ে দিল খোলটা। যন্ত্রটাকে নিয়ে গেল পাশের বড় একটা ঘরে। ঘরের পুরোটাতে একটা পরীক্ষামূলক গোলকধাঁধা সাজানো। গোলকধাঁধায় দশটা দশটা

করে চেম্বার, পনেরোটা টানেল এবং খাড়া ও পাক খাওয়া পথ আছে। দেয়ালটা পুরোটা কাঁচের, এইপাশ থেকেই ভিতরের পুরোটা দেখা যায়।

'হেক্সাপডটাকে আজ এখানে একবার পরীক্ষা করেছি। এখন দেখুন।' ফিল্ডিং কাঁকড়ার মতো দেখতে যন্ত্রটা গোলক ধাঁধার প্রবেশমুখে রেখে দিল। দরজা লাগিয়ে একটা ব্লুটুথ ডিভাইস চালু করল।

হেক্সাপডের মাথায় সবুজ একটা বাতি জ্বলে উঠেছে। জীবন্ত প্রাণীর মতো লাফ দিয়ে উঠল যন্ত্রটা, মাকড়সার মতো পা নাড়াচাড়া করছে।

রবার্ট কাছে ঝুঁকলেন, অসন্তুষ্ট। 'শুধু শুধু নড়ছে কেন-?'

যন্ত্রটা নড়ছে, ছয় পায়ের উপর নড়াচড়া করছে। চোখের পলকে গতি তুলে ফেলল, গুলির মত ছুটে চলল গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে। একবারের জন্যও ভুল করল না পথ, পার হয়ে গেল পুরোটা। প্রথমবারেই জটিল পথটা নিখুঁতভাবে মুখস্থ করে রেখেছে।

'আমার ধারণা, এই নিউরাল ইন্টেলিজেন্স কুকুরের মতোই তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন।' গর্বিত স্বরে বলল ফিল্ডিং।

রবার্টের মুখে হাসি ফুটল। 'দারুণ।'

ফিল্ডিং-এর মুখেও হাসি, এমন প্রশংসা পাওয়ার ঘটনা দুর্লভ। দরজার কাছে ফিরে গেল সে। দরজার খোলার সাথে সাথেই ধাতব কাঁকড়া ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, পাগুলো গেঁথে দিল হাতের নরম মাংসে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, সাদা জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে।

'বা-' আর্তনাদ করে উঠল ফিল্ডিং, সাথে সাথে ব্লুটুথ কন্ট্রোলার বন্ধ করে দিয়েছে। হেক্সাপডের উপরের সবুজ বাতি নিভে গেল।

হাত থেকে ধাতব কাঁকড়াটাকে ছাড়াতে আগে এর পাগুলো আলাদা করতে হবে।

'এই নতুন মেশিনগুলো এমনিতেও খুব হিংস্র।' ফিল্ডিং যেন প্রমাণস্বরূপ নিজের রক্তাক্ত হাতটা দেখাল। 'আমরা একইসাথে যন্ত্রটাতে স্তন্যপায়ীদের বুদ্ধি এবং গিরগিটির সতর্কতা দিয়েছি।'

'যুদ্ধের জন্য এমন হিংস্রতাই তো প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বলেছিলে নতুন হেক্সাপডটার মাঠ পর্যায়ের একটা ট্রায়াল দেখাবে। এজন্যই আমি নিজে এখানে এসেছি।'

'অবশ্যই। এই মনিটরে সরাসরি সবকিছু দেখতে পাবেন।' দেয়ালের মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করল ফিল্ডিং। 'সবকিছু তৈরি, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে তারা।'

রবার্ট দেয়ালে লাগানো বায়ান্ন ইঞ্চি মনিটরের দিকে তাকালেন। মনিটরের পর্দা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটাতে পাহাড়ি বনভূমির বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে।

সবার মাঝখানের অংশে বড় একটা মাঠে ছোট কংক্রিটের ঘর দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে দেখতে উই ঢিবির মত লাগছে। ঘরের ধাতব দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

'আপনি তৈরি?' ফিল্ডিং বলল।

'কাজ শুরু করো।' রবার্ট হাত নাড়লেন।

ফিল্ডিং ফোনে কথা বলছে। একটু পরেই ধাতব দরজা খুলে গেল। লম্বা হসপিটাল গাউন পরা একটা মেয়ে দৌড়ে বের হয়ে এল। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসেছে, চোখ আড়াল করে রেখেছে সূর্য থেকে।

রবার্ট ভাবছেন, না জানি কতদিন পর মেয়েটা সূর্যের মুখ দেখল।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মেয়েটা, দরজার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে হয়তো।

'তারা বলছে বাঁচতে চাইলে পালাও।'

রবার্ট ভ্রূ কুঁচকালেন, বেহুদা তামাশা তিনি পছন্দ করেন না। পালিয়ে বাঁচতে পারবে মেয়েটা? অসম্ভব। তাহলে কথাটা বলার দরকার কী ছিল? এটা একটা পরীক্ষা, যেন তেন কোনও খেলা নয়।

মেয়েটা জীবন বাজি রেখে বনের দিকে দৌড়চ্ছে।

'ওই যে।' ঘন ঘাসের দিকে আঙুল তাক করল ফিল্ডিং। নড়াচড়া লক্ষ করা যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা ধাতব অবয়ব মেয়েটার দিকে।

'দেখুন কিভাবে তারা প্যাটার্ন তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে তারবিহীন পদ্ধতিতে যোগাযোগের ব্যবস্থা সংযুক্ত করা আছে। দূর থেকেই একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। পুরোটা একসাথে একটা দলের মতো কাজ করে। দেখুন কত দ্রুত শিখছে তারা।'

রবার্ট তাকিয়ে আছেন-একই সাথে ভীত ও আবেগে অভিভূত।

মেয়েটা পৌঁছে গেছে জঙ্গলের কিনারায়, আওয়াজ শুনতে পেয়েছে শিকারির। পেছনে ফিরে তাকাল, যা দেখল তাতে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে, বোবা চিৎকারে মুখ হাঁ হয়ে আছে।

শিকারি আসছে।

খুব বেশি সময় লাগল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটা মুক্তি পেল যাবতীয় সব জাগতিক মোহ থেকে।

ফিল্ডিং এক হাত চিবুকে রেখেছে, 'নতুন পডগুলো ঠিকমতই কাজ করছে। ঘূর্ণায়মান চাকতি, ধারালো পা... সবই প্রোগ্রাম-মতো কাজ করছে। গর্ত খোঁড়ার

বেলচাটা সবচেয়ে বেশি চমৎকার, মাটির ভেতর সুড়ঙ্গ খুড়ে চলে যেতে পারে যে কোথাও। দেখছি, যন্ত্রটার আর কোনও উন্নয়ন করা যায় কিনা।'

'যথেষ্ট হয়েছে।' রবার্ট সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, চলে যাচ্ছেন।

ফিল্ডিং তাকে অনুসরণ করল, 'আপনি অনুমতি দিলে আরও বড় যন্ত্র তৈরি করতে পারি।'

'তা করা যায়।'

ফিল্ডিং কথায় জোর দিল, 'কিন্তু আমার আরও কয়েকটা টেস্ট সাবজেক্ট দরকার। কঠিন কোনওকিছু।'

রবার্টের চোখের সামনে পর্দায় দেখা মেয়েটার পরিণতি ভেসে উঠল। 'কোথাও না কোথাও তো পাওয়াই যাবে।'

দ্বিতীয় অংশ

স্বর্গ ও নরক

১৮
২রা জুলাই সকাল ১১:৫৬ ই.এস.টি.
চার্লসটন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা

ক্যাপ্টেন ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট দেহ বিক্রি করতে এসেছে!

ঘর্মাক্ত গ্রীষ্মের দিনে নামল সে বাস থেকে। পুরনো স্নিকার্স পড়া পা রাখছে পীচ ডালা গরম রাস্তায়। চোখে এয়ারপোর্ট থেকে কেনা সস্তা রোদচশমা। রোদ থেকে চোখ বাচাতে চশমাটা কিনেছে, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি।

প্রচণ্ড গরম।

তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রি, আর্দ্রতা নব্বই শতাংশ।

ওয়াশিংটনের থেকেও বেশি গরম এখানে।

তার লম্বা চুল পনিটেল করে বেঁধেছে, মাথার উপর ক্যাপ। পড়নে পাতলা শর্টস ও ঢিলা ব্লাউজ, নীচে অন্তর্বাস পড়েনি। দেখতে অতিরিক্ত পয়সার জন্য ঘোরা সস্তা পতিতার মতো লাগছে।

ইঞ্জিনে মৃদু খক খক শব্দ তুলে বাসটি চলে গেল।

উত্তর চার্লসটন ফার্টিলিটি ক্লিনিক দুই ব্লক সামনে, শহরের অনেকটা অংশ জুড়ে পুরো কমপ্লেক্স। ভেতরে একটা পার্ক, উঁচু উঁচু ওক গাছ এবং পালম্যাটস বৃক্ষে ঘেরা। শহরের বাকি অংশে কয়েকটা বাণিজ্যিক ভবন এবং গাড়ি পার্ক করার জায়গা। এলাকাটা তার আগে থেকেই পরিচিত, নেভাল উইপেন স্টেশনে কাজ করেছে কয়েক মাস। কুপার নদী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত সেই স্টেশন।

ক্লিনিকের দিকে এগিয়ে গেল সে, হাতে সেলফোন। একজনকে দেয়া ওয়াদা রাখতে হবে। ফোনটা বিশেষভাবে তৈরি, যাতে ওর পরিচয় ফাঁস না হয়। ফোনকলগুলো সিগমা হেডকোয়ার্টার হয়ে যায়। কেউ যদি ওর ফোন হাতেও পায় দেখবে ডায়াল কল লিস্টে স্থানীয় এক বন্ধকীর দোকানের নাম্বার।

ফোনের মাঝে রূঢ় কণ্ঠ ভেসে এল, 'বেঁচে আছো তাহলে?'

ওর স্বামী মঙ্ক, কথাটা মজা করে বললেও তার উদ্বেগ চাপা থাকেনি। সে খুশি হয়নি ওকে অ্যাসাইনমেন্ট নিতে দেখে, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা বুঝে বাঁধাও দেয়নি।

একগাল হেসে উত্তর দিল ক্যাট, 'ক্লিনিকের দিকে যাচ্ছি।'

'এদের কপালে খারাবি আছে।'

'তাই তো এখানে এসেছি।' হাসি জোরাল হলো ক্যাটের।

কল্পনায় মঙ্ককে দেখতে পাচ্ছে সে, কোলে নিয়ে বসে আছে ওদের সন্তানকে। টাক মাথা ও গাঁট্টাগোট্টা মঙ্ককে দেখে যাই বলুক কিন্তু ও জানে লোকটার হৃদয়টা কতটা বিশাল।

'হ্যারিয়েটকে খাবার দিয়েছো?' জিজ্ঞাসা করল।

দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। 'দিয়েছি। কস্টকো গিয়ে পেম্পার্স কিনে নিয়ে এসেছি। তুমি পৃথিবী রক্ষা কর। আমি ঘর সামলাচ্ছি।'

ভেবেছিল ফোন দিলে মঙ্কের চিন্তা কমবে, কিন্তু উল্টো যেন তা বেড়েই চলেছে। 'মঙ্ক, আমি ক্লিনিকের কাছাকাছি চলে এসেছি। পেনি ও হ্যারিয়েটকে আমার আদর দিও।'

'ঠিক আছে। তুমি ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি।'

'আচ্ছা আমার সাহসী যোদ্ধা।' কথাটা মজা করে বলল ও। যদিও জানে কথাটা সত্য

সবসময়ই সত্য থাকবে।

'অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসো।' রূঢ় কণ্ঠে বলল মঙ্ক।

'কথা দিলাম।'

কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল, মনের মাঝে ক্ষুদ্র অপরাধবোধ অনুভব করছে।

আমি এখানে কী করছি? আমার তো ঘরে থাকা উচিত।

এখনও সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয় তার, যেমনটা হতো আগের প্রতিটা মিশনে। ক্যাট জানে, নিজের কাজে সে সেরাদের একজন। এ-ও জানে, ওর পরিবার পুরোপুরি নিরাপদ। তাই নির্ভয়ে কাজ করতে পারছে।

নব সংকল্প নিয়ে প্রবেশ করল সে ক্লিনিকের সীমানায়, ভিতরে সারি সারি গাড়ি পার্ক করার জায়গা। মসৃণ রাস্তা চলে গেছে সরাসরি ক্লিনিকের দিকে, চারপাশে প্রচুর গাছপালা লাগানো হয়েছে। ছোট একটা ঝর্নাও আছে, পাশাপাশি গোলাপের বাগান আছে রাস্তার পাশে।

কেউ একজন প্রচুর খরচ করেছে ক্লিনিকটাকে সাজানোর জন্য, গড়ে তুলেছে এক টুকরো স্বর্গের মতো করে। এটা সেই স্বর্গ, যেই স্বর্গে সন্তানহীনদের আশা পূরণ করা হয়। এই জায়গায় বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি আর সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ লোকজন আসে। যেমনটা এসেছিল অ্যামান্ডা।

কমপ্লেক্সটার মালিক গ্যান্ট পরিবারেরই কেউ, বায়োটিক এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আগ্রহী একজন। ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আশির দশকে, জনগণকে বিজ্ঞানের সুফল পাইয়ে দিতে। পাশাপাশি এর রিসার্চ শাখাও আছে। প্রজনন এবং স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করে তারা।

গত আঠারো ঘণ্টা ধরে ক্যাট গবেষণা করছে এই ক্লিনিকের উপর, সব ধরণের তথ্য সংগ্রহ করেছে। কোথা থেকে ওদের মালামাল আসে, কত ময়লা নিষ্কাসিত হয় প্রতিদিন ইত্যাদি। যত বেশি জেনেছে ততই তার সন্দেহ গাঢ় হয়েছে, অ্যামান্ডার অপহরণের সাথে এই ফ্যাসিলিটির কোনও না কোনও সম্পর্ক অবশ্যই আছে।

এই ধারণা যেসব তথ্য পেয়েছে সেসব থেকে আসেনি, বরং এসেছে যেসব তথ্য তার হাতের নাগালের বাইরে ছিল সেসব থেকে। এক যুগ ধরে তথ্য সংগ্রহ নিয়োজিত থাকায় সহজেই ধরতে পারে কোনও কিছু লুকানো হচ্ছে কিনা।

এইখানেও তথ্য অনুসন্ধানের সময় অনেক অসঙ্গতি পেয়েছে সে। একটা জায়গায় মিলিটারি গ্রেডের ফায়ারওয়ালের বাধা পর্যন্ত পেয়েছে। সে চাইলে সেই বাঁধা অতিক্রম করতে পারতো, কিন্তু এতে শত্রুপক্ষের সতর্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে করেনি।

বদলে দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে।

নিজেই নেমে পড়েছে মাঠে।

পার্কিং লটের কাছাকাছি যেতেই একটা ভাড়া করা রূপালি অডি এ-৬ গাড়ি নজরে পড়ল তার। লিসা কামিংস তার আগেই পৌঁছে গেছে, অবশ্য তাকে তো আর এয়ারপোর্ট থেকে দু-দুটো বাস পাল্টাতে হয়নি!

তারা দুজন একই প্লেনে এসেছে, কিন্তু আলাদাভাবে এসেছে ক্লিনিকে।

দুজনের মিশনও আলাদা।

ক্যাট মূল ভবনটায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, বড় একটা বারান্দা সামনে। দেখতে একটুও মেডিকেলের মতো লাগছে না। বিশাল বড় কাঠামো, তিন তলা, পুরো কাঠামো পাথরের তৈরি, লোহার রেলিং দেয়া, উপরে স্লেট পাথরের টাইলস বিছানো।

দরজা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লবিতে প্রবেশ করল সে। এগিয়ে গেল রিসেপশন ডেস্কের দিকে। চোখের কোনা দিয়ে দেখল লিসা বসে আছে ওয়েটিং এরিয়াতে, কুশনওয়ালা নরম সোফাসেট রাখা সেখানে। বাইরের মতোই চাকচিক্যে ভরা ভেতরের সাজসজ্জা।

লিসাও একদম সেজে-গুজে এসেছে। গায়ে সেন্ট জন প্লাটিনাম ড্রেস, সোনালি চুলগুলো খোলা, হালকা মেকআপ দিয়েছে মুখে। সে এখানে ওয়াশিংটনের এক ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত ডাক্তার হিসেবে এখানে এসেছে। ক্লিনিকের পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য সে এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই ক্লিনিকের পরিচালকের সাথে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

লিসা উপর থেকে তদন্ত করবে।

ক্যাট ভিতরে থেকে তদন্ত করবে।

'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' রিসেপশনিস্ট তাকে জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটা ছোটখাটো, চোখ বড় বড়, চোখে রুক্ষ দৃষ্টি।

ক্যাট ডেস্কে ভর দিয়ে দাঁড়াল। 'আমি শুনেছি...কেউ আমাকে বলেছে...আপনারা ডোনার খুঁজছেন।' এমনভাবে কথা বলছে যেন কথাগুলো অন্য কাউকে শোনাতে চায় না।

রিসেপশনিস্ট কপাল কুঁচকে তাকাল, উত্তেজিত।

আরেকটু কাছে গেল ও। 'আমি শুনেছি আপনারা মেয়েদের ডিম্বাণু খুঁজছেন। বদলে ভালো টাকা দেন।'

রিসেপশনিস্ট পিঠ সোজা করে বসল, চাপা স্বরে বলল, 'দেখুন, ভুল জায়গায় চলে এসেছেন আপনি। এখানে রোগী দেখা হয়। তবে আপনি যদি একটু দাঁড়ান...' কণ্ঠে ক্যারোলিয়ান টান। সুন্দর করে যত্ন নেয়া হাত দিয়ে ওয়েটিং এরিয়ার এক কোনা

দেখাল। 'আমি স্টাফকে বলে দিচ্ছি। সে এসে আপনাকে ডোনার ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

নড করে পিছিয়ে গেল ও, 'ধন্যবাদ।'

মেয়েটা ফোন হাতে নিল।

ক্যাট দেখানো কোনায় গিয়ে দাঁড়াল, লিসার সাথে চোখাচোখি হলো তার। বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে দুজন দু মেরুর লোক, লিসা পণ্যের ক্রেতা এবং ও নিজে হলো সেই পণ্য। মানবদেহের অঙ্গ বিক্রির ঘটনা খুব একটা নতুন নয়, চাহিদার জন্য অনেক আগে থেকেই চলে আসছে এই ব্যবসা।

তৃতীয় বিশ্বে কিছু কিছু গ্রামের সবাই কিডনি বিক্রি করে দেয়, আবার গর্ভাশয় ভাড়া দেয়া মা-ও হয় অনেকে। এর নাম রেড মার্কেট-দেহের যেকোনও অঙ্গ বেচা-কেনা হয় এখানে। খুবই লাভজনক ব্যবসা, বৈধ ও অবৈধ দুই উপায়েই।

রিপোর্টে পড়েছে, বলভিয়ান খুনিরা ভিক্টিমের দেহের চর্বি ইউরোপিয়ান বিউটি কোম্পানিতে বিক্রি করে। চীনে কয়েদিরা মৃত কয়েদিদের দেহের অঙ্গ বিক্রি করে দেয়, আবার কেউ কেউ লাভের জন্য আসামিদের খুন পর্যন্ত করে! একটা কেসে পড়েছিল, নেপালের এক কৃষক দুধের সরবারহকারী থেকে রক্তের যোগানদাতায় পরিণত হয়। পাহাড়ে ঘুরতে আসা লোকদেরকে একা পেলে সে ধরে নিয়ে যেতো, বন্দি করে রাখতো খামার ঘরে। প্রয়োজন মতো রক্ত সংগ্রহ করতো তাদের কাছ থেকে, বন্দিরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবেই থাকতো এখানে।

রেড মার্কেটের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম দিক হলো, ক্রেতারা সবাই সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোক। আর পণ্য হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলো। এটাই একমাত্র বাজার যেখানে পণ্য, ক্রেতা, বিক্রেতা সবাই মানুষ।

রুমের মাঝে নড়াচড়া কেটের মনোযোগ বিঘ্নিত করল, মেহগনি কাঠের দরজা ঠেলে রুক্ষ চেহারার এক লোক ওয়েটিং রুমে ঢুকল। লোকটার বয়স চল্লিশোর্ধ, মাথায় কালো কুচকুচে চুল, লম্বায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। পড়নে হাঁটু অবধি লম্বা ল্যাব কোট, গাঢ় নীল প্যান্ট এবং সাদা শার্টের সাথে লাল টাই। হাসিমুখে এগিয়ে গেল লিসার দিকে।

'এন.সি.এফ.সি-তে স্বাগতম।' লিসার সাথে হ্যান্ডশেক করল লোকটা।

লোকটার নাম ডা. পল ক্রানস্টন, ক্লিনিকের পরিচালক। ক্যাট তার ব্যাপারে সবকিছুই জানে। লোকটার সিকিউরিটি নং থেকে শুরু করে শেষ কোথায় পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে সবই জানে সে। শেষ নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিল পল।

লোকটা লিসাকে ভেতরে নিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হতেই অন্য একটা দরজা খুলে গেল। অচেনা এক লোক ডেস্কের কাছে গেল, গায়ের চামড়া বুলডগের মতো খসখসে। রিসেপশনিস্ট ক্যাটকে ইশারা করল।

এগিয়ে গেল ও।

'আমার সাথে আসুন।' লোকটা ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, নাম-ধাম জানার সৌজন্যতায় গেল না।

তাড়াহুড়ো করে রিসেপশন ডেস্ক থেকে একটা বিজনেস কার্ড তুলতে গেল, হাতের ধাক্কা লেগে কার্ড হোল্ডার পড়ে গেল মেঝেতে। কাজটা ইচ্ছে করেই করেছে সে।

'দুঃখিত।' বলল সে, পড়ে যাওয়া কার্ডগুলো তুলতে সাহায্য করছে।

রিসেপশনিস্ট নীচে ঝুঁকে কার্ড তুলছে, এই ফাঁকে একটা কলম রেখে দিল সে রিসেপশনিস্টের কলমদানিতে। কলমটি সাধারণ কোনও কলম নয়, এর মাঝে অডিও ও ভিডিও রেকর্ড করা যায়, উপরে ছোট একটা ক্যামেরা লাগানো। ছোট একটা অ্যান্টেনা আছে কলমে, এর মাধ্যমে আশেপাশে থাকা ফোনের সেভ করা ডাটা সংগ্রহ করা যায়।

একই কলম আরও চারটে আছে তার পার্সে, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে কলমগুলো রেখে যেতে হবে। অন্তত সে চেষ্টা করবে কাউকে সতর্ক না করে যতগুলো জায়গাতে রাখা যায় আরকি। সুযোগ পেলে একজন অপরিচিত মেয়ে এই ফ্যাসিলিটির ভেতর হারিয়ে যেতেই পারে, পাশাপাশি না জেনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতেও চলে যেতে পারে।

তবে প্রথমে তাকে নিজের চরিত্রে অভিনয় করে যেতে হবে।

'যান।' রিসেপশনিস্ট বলল, হাত দিয়ে বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে দিল।

ক্যাট দুঃখ প্রকাশ করে সাথের লোকটার সাথে দরজার ভেতরে গেল। ভেতরে সাদা ঝকঝকে মেঝে ও দেয়াল। ভিনাইলের কটু গন্ধ নাকে লাগছে। এটাই অট্টালিকার ভেতরের আসল রূপ।

অবশেষে হাসপাতালের মূল অংশে প্রবেশ করল তারা, সারি সারি রুম চারপাশে। একটা করিডোর ধরে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। প্রতিটা রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, গ্রীষ্ম বা শীত দুই ঋতুতেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। জানালার কাঁচ অস্বাভাবিক মোটা, বুলেট প্রুফ।

দেখে মনে হচ্ছে ক্লিনিকের মক্কেলদের জন্যই এই বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু জায়গাটাকে ক্লিনিকের থেকে বেশি কয়েদখানা বলেই মনে হচ্ছে।

অন্য একটা বিল্ডিং-এ প্রবেশ করল, ওকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট একটা কক্ষে। পূরণ করার জন্য এক তাড়া ফর্ম ধরিয়ে দেয়া হলো তার হাতে।

'ফর্মগুলো পূরণ কর। আরেকজন এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।' কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল লোকটা, মুখ এখনও গোমড়া করে রেখেছে।

দরজা মৃদু শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল, হাতল ধরে টান দিল।

বন্ধ।

ভ্রূকুটি করল সে, মনের মাঝে ভয় জেগে উঠছে। হয়তো এটাই নিয়ম। কারণ সে কথা দিয়েছে। আগের মতোই অভিনয় করে যেতে হবে তার। কিন্তু এই জায়গাটায় নিশ্চিত কোনও গোলমাল আছে।

সে আশা করল, লিসার ভ্রমণটা অন্তত যেন সুখকর হয়!

দুপুর ১২:০৮

'যেমনটা দেখছেন আপনি, আমরা ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করি।' ডা. পল বলল, থমকে দাঁড়াল ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ল্যাবের সামনে।

লিসা তাকাল সেদিকে, ঘরের মধ্যে বেশকিছু যন্ত্রপাতি। ডিম্বাণু বের করার লেজার স্ক্যানার আর নিষেকের জন্য পুষ্টি দানকারী যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় স্পার্ম অ্যানালাইজার, আরও অনেক কিছু।

সে এতক্ষণে বেশ কয়েকটা রুম দেখেছে, এর মাঝে সার্জিক্যাল সুইটও আছে যেটা ডিম্বাণু সংগ্রহ আর ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার যে কোনও হসপিটালকে লজ্জায় ফেলে দিবে । আর রোগীদের থাকার জায়গা তো যেকোনও নামীদামী ফাইভ স্টার হোটেল থেকেও বিলাসবহুল।

এই ট্যুরের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ওকে মুগ্ধ করা, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে লিসা।

'আমাদের এই এক ফ্যাসিলিটিতেই সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন।' ক্রানস্টন শেষ করল, মুখে স্মিত হাসি। 'শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহ, নিষিক্ত করণ এবং জরায়ুতে স্থাপন। সবকিছুই নিজেদের ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। রোগীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা কঠোরভাবে রক্ষা করা হয়।'

লিসা নড করল, 'আমার ক্লায়েন্টরা আশা করি সব সুযোগ সুবিধাই পাবে।'

'অবশ্যই।'

ডাক্তার তাকিয়ে আছে তার দিকে, জানতে চাইছে কে সেই বিশেষ ক্লায়েন্ট। কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না। লিসা বুদ্ধি করেই এই কাভারটা বেছে নিয়েছে। ফলে তাকে বেশি একটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না।

'চলুন, অফিসে গিয়ে বসি। বাকি কথাবার্তা সেখানেই হোক। কাগজপত্র, কাজের বিবরণ, আমাদের সাফল্য সবগুলো ব্যাপারেই বিস্তারিত জানতে পারবেন। আপনার কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারেন।

'চলুন। সেটাই ভালো।' ঘড়ি দেখল লিসা। 'আপনার আর বেশি সময় নষ্ট করব না।'

একতলা উপরে পরিচালকের অফিস, মনে হচ্ছে যেন একটা লাইব্রেরির ভেতরে চলে এসেছে সে। দেয়ালের দুই পাশে সেলফের মধ্যে সারি সারি ছবি, ট্রফি এবং বিভিন্ন সনদ। ক্লিনিকের বাকি অংশের মতোই এই অংশ সাজানো হয়েছে ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য। বড় একটা জানালা দিয়ে ফ্যাসিলিটির বাকি তিনটি বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে।

ক্রানস্টন ডেস্কে গিয়ে বসল, ডেস্কের মাঝে আগে থেকেই কিছু কাগজপত্র রাখা ছিল। লোকটা তার দিকে কাগজ বাড়িয়ে দিল, কিন্তু লিসা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দাঁড়াল গিয়ে জানালার কাছে। বাইরে তাকিয়ে ফ্যাসিলিটির বাকি তিন বিল্ডিং দেখছে। হাতটা পিছিয়ে নিল পরিচালক।

লিসা বিল্ডিং তিনটা দেখার পাশাপাশি, চোখের কোনা দিয়ে ক্রানস্টনের উপরও নজর রাখছে। এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির পাশাপাশি সাইকোলজিতে মাস্টার্স করেছে সে। মানুষের মনের ভাবনা পড়ে নিতে পারে সহজেই, এমনকি মানুষের মিথ্যা কথাও ধরে ফেলতে পারে। সে অবশ্য এটাও জানে কীভাবে মানুষের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে হয়।

এখন কাজে নামতে হবে।

'ওই বিল্ডিংগুলোতে কী হয়?' লিসা জিজ্ঞাসা করল।

লোকটা বাইরে তাকাল। 'সোজাসুজি যেই বিল্ডিং দেখছেন সেটা ডোনার সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য।'

লিসা তিন তলা বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্যাট খুব সম্ভবত এই বিল্ডিং-এ আছে।

'বাকি দুটো বিল্ডিং রিসার্চের কাজে ব্যবহৃত হয়।' বলল পরিচালক। 'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রজনন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালিত হয় ওগুলোতে, এর মাঝে ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও আর অক্সফোর্ডও আছে।'

জানালা থেকে নজর সরাল লিসা, 'আমি আশা করি আমার ক্লায়েন্টকে না জানিয়ে ওর দেহের নমুনা, ডিম্বাণু বা ভ্রূণ আপনারা নিজেদের কাজে ব্যবহার করবেন না।'

'কখনওই না। আমাদের ডোনার কার্যক্রমের জন্য আলাদা জনবল আছে। ডা. কামিংস, আমি আপনাকে এটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যে, রিসার্চ ও রোগী উভয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই পরিচালিত হয়।'

'খুব ভালো।' চেয়ারে এসে বসল লিসা, হাতের পার্স রাখল কোলের উপর। 'আমি আপনার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে চাই, ডা. ক্রানস্টন।'

'আমাকে পল বলেই ডাকুন।'

হাসল লিসা। 'পল, সত্যি বলতে কী আমি আরও কয়েকটা ফ্যাসিলিটি দেখেছি। কাজটা হয় এখানে করাবো নয়তো ফিলাডেলফিয়ার বাইরে।'

'অবশ্যই।'

পরিচালকের আচরণে তারল্য এসেছে, চাইছে না ক্লায়েন্টরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাক। এজন্যই টোপটা ফেলেছে লিসা।

'কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, এতো ভালো ও উন্নত চিকিৎসা অন্য কোথাও পাবেন না। আমাদের ডাক্তাররাও যথেষ্ট দক্ষ।' ক্রানস্টন লিসার ক্লায়েন্টকে বড় শিকার ভেবেছে।

লিসা টোপটা আরেকটু ছাড়াল। 'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ফিলাডেলফিয়া ওয়াশিংটন ডি.সি. থেকে অনেক কাছে। আমার ক্লায়েন্টের সময় খুব দামী। '

হতাশ হলো যেন পল। 'তাহলে আর কী বলবো!'

এখন টোপটা গেলাতে হবে।

'কিন্তু আপনার কাছে একটা বাড়তি সুবিধা আছে। মেডিকেল রেপুটেশনের বাইরেও আরও একটা পরিচয় আছে আপনাদের। যদি আপনারা রাজী হন আরকি।'

'কী?'

'অ্যামান্ডা গ্যান্ট বেনেট।'

অ্যামান্ডার নাম শুনেই চোখ সরু হয়ে গেল পরিচালকের।

'আমার বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্টের সাথে প্রেসিডেন্টের পরিবারের সুসম্পর্ক আছে।' সে বলতে থাকল। 'তারা অ্যামান্ডার ব্যাপারটা জানে, জানে আপনাদের ক্লিনিকের অবদানের কথা। জানেনেই তো, ওয়াশিংটন ছোট শহর।' মৃদু হাসি লিসার মুখে।

পলের মুখেও হাসি।

'আমার এক ক্লায়েন্টও একই সমস্যায় ভুগছেন, অক্ষম স্বামী। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন আপনাদের ক্লিনিকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। একটা কথাই বলেছেন তিনি, 'যদি প্রেসিডেন্টের মেয়ের জন্য ওটা ভালো হয়, তবে আমার জন্যও ভালো হবে।"

চোখ ঘুরিয়ে তাকাল সে, খুশি খুশি ভাব মুখে। 'ওয়াশিংটনের মানুষের মধ্যে ফ্যাশনে যেমন ব্র্যান্ড ও ডিজাইনার পোশাকের চাহিদা বেড়েছে তেমনি ফার্টিলিটি ক্লিনিকের ব্যাপারেও ওরা একই মত পোষণ করে। সবচেয়ে ভালো ডোনারটাই চাই ওদের।'

পরিচালক ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এমন ভাব ধরে মাথা নাড়ল, এক হাত তার চিবুকে। 'অবশ্যই আমরা সবচেয়ে ভালো ডোনারদেরকেই নির্বাচন করি, কিন্তু তাদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব না। ডোনাররা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত হয়। শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা, মেডিকেল ইতিহাস, আভিজাত্য ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি।'

'যদি আমি প্রেসিডেন্টের মেয়ের ডোনারের মতো একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ডোনার চাই?'

মুখের হাসি প্রসারিত হলো ডা. পলের, এতক্ষণে জেতার অবলম্বন পেয়েছে। এটাই মানুষের স্বভাব। মানুষ কখনওই হারতে চায় না, সামান্যতম জেতার সম্ভাবনা থাকলেও জীবন বাজি রেখে দেয়। এজন্যই জুয়ার নেশা এতোটা আসক্তি সৃষ্টিকারী।

'আমি নিশ্চিত এই ব্যবস্থাটুকু অন্তত করা যাবে।' পরিচালক বলল। 'আমরা আপনাকে হারাতে চাই না।'

কিন্তু হারাতে যে হবেই!

'চমৎকার!' হাসল লিসা। 'তাহলে আপনার কাছ থেকে আমি ডোনারদের নামের তালিকাটা পাচ্ছি। তালিকাটা আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে আমার ক্লায়েন্টদের কাছে উপস্থাপন করবো।'

ক্রানস্টন কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকল, 'নিশ্চয়ই। কয়েকটা মিনিট...'

লিসা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। পেইন্টার ডোনারদের ছোট একটা লিস্ট চেয়েছেন, যাতে খোঁজার গণ্ডি ছোট হয়ে আসে। তিনি অ্যামান্ডার গর্ভের সন্তানের জৈবিক পিতাকে খুঁজে বের করতে চাইছেন। কিন্তু এজন্য ডোনারদের নামের তালিকা প্রয়োজন।

এই তালিকা মেডিকেল রেকর্ড না ঘেঁটে খুঁজে বের করা সম্ভব না।

ক্রানস্টন কম্পিউটারে কাজ করছে, এই ফাঁকে লিসা নিজের পার্স খুলল। ভাব দেখাচ্ছে ফোন দেখছে। পেইন্টারের কথা মতো ছোট একটা ডিভাইস বের করল পার্স থেকে, যন্ত্রটার সুইচ টিপে দিল। তারপর পাতলা ডিভাইসটা চেয়ারের কুশনের ভেতর ঢুকিয়ে দিল, পার্স কোলে থাকায় কিছুই চোখে পড়ল না পরিচালকের। ডিভাইসটা মূলত মাইক্রো রাউটার দিয়ে তৈরি, ক্লিনিকের সার্ভার হ্যাক করে তথ্য পাঠাবে সিগমার হেডকোয়ার্টারে। যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছে পেইন্টার, কিন্তু সে এটা নিয়ে ততটা মাথা ঘামায়নি। শুধুমাত্র পেইন্টারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

পার্স বন্ধ করল সে।

কাজ শেষ।

কাজটা সহজ ছিল, অবশ্য তাই হওয়ার কথা।

পেইন্টার তাদের দুজনকে মিশন দিয়েছে একটাই-কিছু ইলেকট্রনিক খেলনা জায়গা মতো রেখে দিতে হবে। যেমন-আড়ি পাতার যন্ত্র, ক্যামেরা, ওয়ারলেস টেপ ইত্যাদি। সবগুলোই তৈরি করেছে ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো, আর সেসময় সহজে নজরদারি করার কথা মাথায় রেখেই কাজটা করেছে।

কিন্তু ধরা খাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। বেশিক্ষণ এখানে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করা যাবে না।

ক্যাটের মিশনটা অবশ্য এতোটা সহজ হবে না।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একগাদা কাগজ ও ভাউচার নিয়ে বেরিয়ে এল ডা.লিসা কামিংস। চলে আসার সময় কথা দিয়েছে ডা. পলকে, তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

লিসা এগিয়ে গেল তার অডি সেডানের দিকে। ওর কাভারের মতোই, আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গাড়িটা থেকে। নিজের মিশন শেষ, এখন ক্যাটের পালা। মেয়েটা কাজ শেষ করে ওর সাথে দেখা করবে চার্লসটনের হোটেলে। মনটা খচখচ করছে ওর, যতক্ষণ না ক্যাটের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ আর মনে শান্তি পাবে না।

এখন থেকে সব কাজ ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোই করে দিবে।

লিসা বেরিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, এসব কাজে ক্যাট দক্ষ।

আশা রাখা যায়, তার কোনও ক্ষতি হবে না।

দুপুর ১:১৪

হচ্ছেটা কী এখানে?

ছোট রুমে একা বসে আছে ক্যাট, ফোনের মাঝে সময় দেখল। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে সে ওয়েটিং রুম থেকে বের হয়েছে। কাগজপত্র পূরণ করে গোমড়ামুখো লোকটার কাছে জমা দিয়েছে সে।

লোকটা তাকে বসে থাকতে বলেছে, প্রাথমিকভাবে অনুমোদন আসতে কিছুটা সময় লাগবে। একজন ডাক্তার এসে তার শ্রোণী-অঞ্চল পরীক্ষা করে দেখবে। অল্প কিছু টাকা দেয়া হবে রক্ত ও মূত্রের নমুনার জন্য। পাঁচ কর্ম দিবসের মাঝেই তাকে জানানো হবে সে ডোনার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে কিনা।

শুনে মনে হয়েছে, গোমড়ামুখো সারাজীবন ধরে এই একই বুলি আওড়ে যাচ্ছে। দেয়ালের পাশ থেকে মানুষের আনাগোনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ক্যাট, দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে বারবার।

ডোনেশন সেন্টারটা পুরোপুরি ঘুরে দেখা দরকার বলে মনে হচ্ছে, বাকি ক্যামেরাগুলোও জায়গামতো বসাতে হবে। সুযোগ পেলে পাশের দুই বিল্ডিং-এ যেতে হবে, কিন্তু সেটা খুব দুঃসাহসের কাজ হয়ে যায়।

সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পায়ের জুতোয় একটা তালা খোলার চাবি এবং ভাঁজ করা ব্লেড লুকানো আছে। সহজেই তালা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু কেউ দেখে ফেললে জবাবদিহি করতে সমস্যা হবে। সহজ একটা বুদ্ধি মাথায় এল তার।

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, কেউ না কেউ অবশ্যই তার কথা শুনতে পাবে। 'কেউ আছেন? আমি বাথরুমে যাবো।'

সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা।

সে ভেবেছিল গোমড়ামুখো দরজা খুলবে।

কিন্তু না, একজন ডাক্তার দরজা খুলল, সাথে ধূসর চোখের একটা মেয়ে। গোমড়ামুখো তাদের পেছন পেছন আসছে, হাতে টেস্ট টিউব ও সিরিঞ্জে সাজানো একটা ট্রে।

বিপদসংকেত টের পেল সে, একটা সিরিঞ্জ ভরা।

ক্যাট সরে যাওয়ার আগেই ডাক্তার তার পেটে একটা কালো দণ্ড ছোঁয়াল। ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। পুরো দেহে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছে, থেমে থেমে খিঁচুনি হচ্ছে। নড়ার সুযোগ বা শক্তি কোনওটাই হলো না। ডাক্তারের হাতে ভরা সিরিঞ্জটা, প্রবেশ করল ক্যাটের ঘাড়ে। ইলেকট্রিক শকের মাঝেও সুই ঢোকার ব্যথা টের পেল সে।

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সে, ভেবে অবাক হচ্ছে কীভাবে তার কাভার ফাঁস হয়ে গেল! স্থানীয় লোকজন বা গোয়েন্দা সংস্থার কেউই তাকে চেনে না। কোনওভাবেই এদের তার আসল উদ্দেশ্য জানার কথা না।

'ভালোই হৃষ্টপুষ্ট। মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়াও ভালো। ড্রাগ নেয়ার চিহ্ন নেই হাতে।' ডাক্তার তাকে হাটে নেওয়া কোরবানির পশুর মতো ঘুরে ফিরে দেখছে। 'এর ব্যাপারে খবর নিয়েছ?'

'সবকিছু পরীক্ষা করা হয়েছে, ডা. মার্শাল। এই মেয়ে একাই এসেছে এখানে। না আছে কোনও চাকরি নেই, না আছে পরিবার। গত বছরে তিনবার শহর পাল্টিয়েছে। গেইন্সভিল, আটলান্টা এবং এখন চার্লসটন। কেউই তাকে খুঁজবে না।'

ক্যাটের চেতনা নাশ পাচ্ছে।

শেষ কয়েকটা কথা অস্পষ্টভাবে তার কানে গেল।

'একেবারে সঠিক সময়ে পেয়েছি। একটু আগেই লজ থেকে বার্তা এসেছে, তারা রিসার্চের জন্য আরও মানুষ চাইছে।'

ক্যাট অনুভব করল কেউ তাকে ধরে ধরে উপরে উঠাচ্ছে।

'লজ?' গোমড়ামুখো জিজ্ঞাসা করল। 'সেখানে এই মেয়েকে দিয়ে কী হবে?'

'বিশ্বাস কর, তোমার জন্য না জানাই ভালো।'

১৯
২রা জুলাই, রাত ১০:২০ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাই সিটি, ইউ.এ.ই.

গ্রে হোটেলের জানালার পাশে দাড়িয়ে আছে, দুবাইয়ের রাতের সৌন্দর্য দেখছে। মরূদ্যান ও নীল সমুদ্রের মাঝে হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে শহরটা। উঁচু উঁচু ইমারত যেন আকাশ ছোঁয়ার প্রচেষ্টায় মত্ত। বড় বড় শপিং মল, হোটেল, আবাসিক এরিয়াগুলো নিয়ন আলোয় ঝকমক করছে। দেখে মনে হচ্ছে শহর নয়, পুরো দৃশ্যটা যেন কোনও ইলেকট্রিক সার্কিটের অংশ।

পাঁচ ঘণ্টা আগেই দুর্ভিক্ষ ও খরা আক্রান্ত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এক শহরে ছিল, যেই শহর সরকারের বদলে চালায় একদল দস্যুরা। অথচ এখন আছে রাজকীয় এক শহরে।

মরুভূমির বুকে এই শহর ঠিক যেন একটা মরীচিকা, বুর্জ খলিফা যেন মাথার উপর মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে। দুইশ তলা উঁচু বিল্ডিংটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচু ভবন, সমুদ্র তীরে চিকন পাহাড়ের চুড়ার মতো লাগছে দূর থেকে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ স্থপতিরা কাজ করেছে এইসব স্থাপনা তৈরি করতে, ডিজাইন করার ক্ষেত্রে মাথায় রেখেছে প্রাকৃতিক আবহ। শহরের ভেতরে বিনোদনের সব ব্যবস্থাই করা আছে। কেউ যদি চায় সমুদ্র তীরের পরিবেশে রৌদ্রস্নান করবে, তবে তার জন্য রয়েছে বিশাল বড় লাউঞ্জ। স্নো-বোর্ডিংয়ের জন্য আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইনডোর স্কি-রিসোর্ট। কেউ যদি দুই স্বাদ একসাথেই নিতে চায় তবে তার জন্য খোলা আছে হোটেল প্যালেস ভিসাসি হোটেল, সেখানে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পর্যটকরা রৌদ্রস্নান করতে পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক স্থাপনা হচ্ছে দুবাইয়ের কৃত্রিম দ্বীপ, পাম জুমেইরাহ। পুরোটার আকৃতি পাম গাছের মতো, এতোটাই বড় যে মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। গুড়িটা চলে গেছে তীর থেকে, বাকি অংশ সমুদ্রে। মোট ডাল আছে ষোলটা, দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা পাম গাছ ভেসে আছে সমুদ্রে। সমুদ্রের তীরে আরও আছে ইউটোপিয়ার তারাকাকৃতির দ্বীপ, সমুদ্রের স্রোত থেকে বাঁচাতে সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটা বাঁধ দেয়া আছে।

গ্রে পড়েছে, দুবাইয়ে আরও কয়েকটা প্রজেক্টের কাজ চলছে। এসবের মাঝে একটা হলো পানির নীচের হোটেল হাইড্রোপোলিস, আরেকটা জার্মান স্থপতির ডিজাইনে বরফের প্রাসাদ ব্লু ক্রিস্টাল এবং গভীর সমুদ্রে তারামাছের আকৃতির একটা কৃত্রিম দ্বীপ।

দুবাইয়ের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা মানুষের উচ্চাশাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

'তোমার গোসল করা উচিত, পিয়ার্স।' কোয়ালস্কি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, কোমরে তোয়ালে জড়ানো। 'ঝর্নাতে গোসল করে সেই মজা, যদিও মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছিল।'

দেখা যাচ্ছে সব মানুষের আশাই, উচ্চাশা বলা চলে না।

গ্রে পেছনে ফিরল, শরীরে এখনও কালশিটে ও ক্ষত। গোসলটা অবশ্যই সেরে নিতে হবে।

লম্বা একটা গোসল।

দুই বেডরুমের সুইট ভাড়া করেছে তারা, এক বেডরুমে গ্রে আর কোয়ালস্কি এবং অন্যটায় সেইচান। টাকার দখল করেছে ড্রইং রুম, রুমে একটা পুল টেবিল, একটা বার ও বড় একটা টিভি আছে। কেনকে নিয়ে দিব্যি আছে সে ওই রুমে, এই মুহূর্তে বিবিসি চ্যানেল ছেড়ে বসে আছে।

'আমি এই ফাঁকে দেখি টাকারকে পুলে হারিয়ে কিছু টাকা উসুল করতে পারি কিনা।' কোয়ালস্কি একটা রোব পড়ে রওনা দিল ড্রইং রুমের দিকে।

গ্রে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

সিগমা থেকে রিপোর্ট আসার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই তাদের।

পেইন্টার খোঁজ নেওয়া শুরু করেছে, যতগুলো ফ্লাইট সোমালিয়া থেকে দুবাই এসেছে সবগুলোর তথ্য যোগাড় করছে। সম্ভাব্য সব পথে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, সব যাত্রীদের পরিচয় পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এমনকি সিকিউরিটি ক্যামেরা দিয়ে দেখা হচ্ছে, অ্যামান্ডার চেহারার কাছাকাছি কাউকে এয়ারপোর্টে দেখতে পাওয়া গেছে কিনা।

গ্রে খুব একটা আশাবাদী নয়, তারা নিজেরাও এয়ারপোর্ট তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কেনকে দিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে লাগেজ এরিয়াতে।

কিন্তু ফলাফল শূন্য।

হয়তো অ্যামান্ডা এখানে আসেনি, নয়তো এসে চলে গেছে।

কিন্তু গ্রে'র মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন ঠিক নেই। অনুভূতি বলছে কোনও কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে তার।

বাথরুমে গিয়ে পানির প্রবাহ ঠিক করে দিল সে, সন্তুষ্ট হতে গায়ের জামাকাপড় খুলতে শুরু করলো। শার্ট খুলতে যাওয়ার সময় খেয়াল করল, শার্টটা গায়ের সাথে লেপটে আছে। ক্যাম্পে আগুন লাগার সময় পিঠে আগুন লেগেছিল, মনে পড়ল তার। আগুনে পিঠের চামড়া পুড়ে গেছে অনেকখানি, শার্টটা গা থেকে খুলতে বেগ পেতে হলো বেশ। পুরো নগ্ন হয়ে বাথটাবে গা এলিয়ে দিল, হালকা গরম পানি গায়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল যেন।

পানির কল খুলে রেখেছে সে, বাথটাব ধীরে ধীরে পানিতে ভরে উঠছে।

'হায় খোদা! গ্রে...তোমার পিঠের অবস্থা তো ভয়াবহ।'

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে, বাথরুমের দরজায় সেইচান দাঁড়িয়ে আছে। নিজের নগ্নতা নিয়ে একটুও চিন্তিত নয়, ভালো ও খারাপ পরিস্থিতিগুলো এতদিন তারা একসাথেই মোকাবেলা করে এসেছে। সামান্য উন্মুক্ত দেহ দেখলে আর এমন আর কী হবে!

ট্যাপ বন্ধ করে দিল সে। 'আমি ঠিক আছি। কিছু হয়েছে?'

'তুমি অবশ্যই ঠিক নেই। কাউকে বলোনি কেন যে তোমার পিঠ এভাবে পুড়ে গেছে? আমি ফার্স্ট এইড নিয়ে আসছি। ধরো।' হাতের স্যাটেলাইট ফোনটা বাড়িয়ে দিল গ্রের দিকে। 'সিগমা থেকে ফোন এসেছে।'

ফোনটা হাতে নিল সে। 'ডিরেক্টর?'

'গ্রে, তোমাকে আপডেট দিতে ফোন দিলাম। পরে ফাঁকা সময় নাও পেতে পারি।'

বাথটাবে উঁচু হয়ে বসল সে। 'কোনও অগ্রগতি?'

'এখন পর্যন্ত না। আমরা রেকর্ড এবং ভিডিওটেপ খুঁজে দেখেছি। কিন্তু অ্যামান্ডার কোনও চিহ্নই খুঁজে পাইনি। এয়ারপোর্টের ভিতর নজরদারি রাখা হয়েছে। শহরের বাইরের ফ্লাইটগুলোতেও নজর রাখা হবে। আমার ধারণা তাকে ইতিমধ্যেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

'তাহলে তো মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়াই তো মুশকিল হবে।'

জীবিত খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা শূণ্যের কোঠায় নেমে এল।

'আমি তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছি।' পেইন্টার বলল। 'কিন্তু তুমি তোমার টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়। খুব বেশি দূরে নেই অ্যামান্ডা, আমি চাই তোমরা তাকে খুঁজে বের করো।'

'বুঝে গেছি।'

গ্রে কথা বলা শেষ করল। সেইচান ফিরে এসেছে, ফোনটা হাতে নিল সে। পাশে রেখে বসল গ্রে'র কাছে। বাথটাবের কিনারা দেখিয়ে বলল, 'বসো এখানে।'

সে হাতে করে মেডিকেল কিট নিয়ে এসেছে, সেখান থেকে ওষুধ বের করল।

'তোমাকে এসব করতে হবে ...'

'কোয়ালস্কিকে কাজটা করতে দিতে পারি। কিন্তু মনে হয় না সেটা তুমি খুব পছন্দ করবে।'

গ্রে বড় করে দম নিয়ে বাথটাবের কিনারায় বসল। সেইচান তার পিঠের ক্ষত পরম মমতায় পরিষ্কার করে দিচ্ছে। চোখের কোনা দিয়ে আয়নায় তাকে দেখতে পাচ্ছে গ্রে। হাতের তালুতে ক্রিম মেখে পিঠে মাখিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

পোড়া চামড়ায় ঠাণ্ডা স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে সে, ছোট একটা গর্জন বেরিয়ে এল গ্রে'র মুখ থেকে।

'আমি কি তোমাকে ব্যথা দিচ্ছি?'

'না।'

পিঠের উপর সেইচানের হাতের পরশ অনুভব করছে সে। চোখ বুজে গেছে আরামে, পিঠ এলিয়ে দিল পেছনে। নিশ্বাস ভারী হচ্ছে।

সেইচান চুপ করে আছে, শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দ আসছে কানে। পিঠের শীতল স্পর্শ শুধু বামের জন্যই নয়, বামের পেছনের হাতটার জন্যই অনুভূত হচ্ছে। দেহ সাড়া দিতে শুরু করছে, গ্রে লুকাতে চাইল না।

'গ্রে...'

সেইচেনের কণ্ঠেও একই আবেদন।

হাত বাড়িয়ে সেইচানের হাত ধরল সে, ভাবছে কাছে টেনে নিবে নাকি দূরে ঠেলে দিবে। কিন্তু এই নরম হাত, নরম দেহ; এই স্বর্গসুখ প্রত্যাখ্যান কীভাবে করবে সে।

`অন্তত আজ নয়।

হাতটা আরও শক্ত হলো।

স্বর্গসুখ চাই তার।

এক জোড়া নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে এল সেইচানের নরম ঠোটের উপর।

অমৃতের স্বাদ নিচ্ছে তারা।

হঠাৎ করেই গ্রে থেমে গেল।

'গ্রে? কী হলো?'

পিছিয়ে গেল সে, চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'আমি জানি অ্যামান্ডা কোথায় আছে।'

সকাল ১১:৩২

'হাঁটতে থাকো।' ডা. ব্ল্যাক বলল, এক হাতে অ্যামান্ডার কনুই ধরে আছে। 'হাঁটার ফলে বাচ্চাটা সঠিক অবস্থায় চলে আসবে।'

অ্যামান্ডা একটা সাদা হলওয়ের মাঝে হাঁটছে। সে জানে না এখন সে কোথায় আছে, এমনকি এ-ও জানে না এখন দিন নাকি রাত। তার জ্ঞান ফিরেছে একটা জানালাবিহীন হাসপাতাল রুমে, প্রায় চার ঘণ্টা আগে। মেডিকেল টিম আরেকটা আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা চালিয়েছে তার ওপর। পাশাপাশি যোনি পরীক্ষা করে, এর ভিতর থেকে একটা স্পঞ্জের মতো জিনিস বের করেছে।

ডা. ব্ল্যাক ব্যাখ্যা করল, অজ্ঞান থাকার সময় তার গর্ভাশয়ের মুখ খোলাবার জন্য বিশেষ স্পঞ্জ প্রবেশ করানো হয়। এতে সহজেই খুলে যায় সার্ভিক্স বা গর্ভাশয়ের মুখ। খুব পুরনো টেকনিক কিন্তু এখনও কার্যকরী।

অ্যামান্ডা বুঝতে পারল তারা জোর করে শিশুটিকে ভূমিষ্ঠ করতে চাইছে। সে প্রতিবাদ করল, কিন্তু ডাক্তারের মাঝে কোনও ভাবান্তরই দেখা গেল না। বদলে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল এই বলে যে, তার সন্তান বা নিজের কোনও ক্ষতিই হবে না।

ফ্লাইটের মাঝে শোনা কথাগুলো এখনও মনে আছে তার। তার সন্তানকে ল্যাবে গিনিপিগের মতো ব্যবহার করতে চায় এরা। একটা উপায় বের করতে হবে এদের আটকানোর।

হাঁটার সাথে সাথে এক হাত পেটের উপর দিয়ে রেখেছে, চাইছে সেখানেই তার বাচ্চাটা নিরাপদে থাকুক। প্রার্থনা করছে যাতে তার দেহ আত্মসমর্পণ না করে। কিন্তু দশ মিনিট আগে ওর যোনিদেশে বাড়তি ওষুধ দেয়া হয়েছে।

আমি কখনওই আমার সন্তানকে তাদের হাতে তুলে দিব না।

হলওয়ের সামনে একটা বড় জানালা দেখতে পেল সে, আলো আসছে বাইরে থেকে। এগিয়ে গেল জানালার দিকে। হয়তো বের হওয়ার কোনও পথ পাবে, নিদেনপক্ষে কোথায় আছে তার আভাস।

মনে মনে ভাবছে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তা-ও তার সন্তানকে এদের হাতে পড়তে দেয়া চলবে না।

সে জানালার কাছে পৌঁছে গেল, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সামনের আলোটা সূর্যের নয়, বায়োলজিকাল ল্যাবের হ্যালোজেন বাল্বের আলো। সেই আলোয় ভয়াবহ এক দৃশ্য নজরে পড়লো তার।

একই ধরণের একটা ল্যাবে ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন করেছিল সে। চার্লসটনের ওই ল্যাবের মতো এই ল্যবেও আছে নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি।

কিন্তু যা দেখে সে ভয় পেয়েছে সেটা একটা মানুষ। অবশ্য একে মানুষও বলা যায় না। এক ফুট সামনে একটা মাথা ঝুলে আছে একটা অবয়বের উপর। কাঠামোটা একজন মানুষের সমান উঁচু, সবার উপরে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষের মাথা আটকানো। নীচে কয়েকটা সরু পাইপ চলে গেছে হৃদপিণ্ডের দিকে, হৃদপিণ্ডটা দেহ থেকে আলাদা। কালো পেশিতে পেসমেকারের মতো একটা যন্ত্র আটকানো, মাকড়সার মতো ছড়িয়ে আছে কয়েকটা রুপালি তন্ত্র। হৃদপিণ্ড নিয়মিত ছন্দে সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। আরেকটু নিচে, গোলাপি একটা ফুসফুস কাঁচের পাত্রে রাখা। কয়েকটা টিস্যু ছড়িয়ে আছে আশেপাশে। আরও নীচে দেহের বাকি অঙ্গগুলো কাঁচের পাত্রে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে নজর সরিয়ে নিল।

চোখ গেল লোকটার মুখের দিকে, মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চোখ আধখোলা, গলায় ব্যান্ডেজ করা। দেহ থেকে অনেকগুলো রক্তের পাইপ এবং প্যাঁচানো তার র‍্যাকের পেছনে ডেস্কের মতো একটা মেশিনে গিয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে মানুষটার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ থেকে আলাদা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভয়াবহ কোনও গবেষণার জন্য।

বেশিক্ষণ দৃশ্যটা সহ্য হলো না তার, কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

'এসব কী?'

'আমরা জীবন বাঁচিয়ে রাখছি।' ব্র্যাক শান্ত স্বরে উত্তর দিল। 'চল্লিশের দশকে কুকুরকে ব্যবহার করে একটা রাশিয়ান গবেষণা চলছিল। তারা দেখতে চাইছিল, কতদিন দেহ আলাদা রেখে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। এখন থেকে সাত দশক আগেও গবেষকরা যন্ত্রের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন মাথা জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত সাবজেক্ট জীবিত ছিল। কুকুরগুলো আওয়াজ করতে পারতো, এমনকি কান নড়াতে পর্যন্ত পারতো!'

অ্যামান্ডা মাথা নাড়ছে, ঝেড়ে ফেলতে চাইছে যেন এই দুঃসহ স্মৃতি।

'আহ! তুমি দেখো অ্যামান্ডা, গবেষণাটা ভীতিজনক হলেও এই গবেষণার ফলেই আবিষ্কার হয়েছে কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস মেশিন। যা পরবর্তীতে লাখো মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে।'

'কিন্তু এটা...' অ্যামান্ডা দুর্বল হাত দিয়ে জানালার দিকে ইশারা করল।

'গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী এক আবিষ্কার। ন্যানোটেকনোলজি, মাইক্রোসার্জারি, নিউরোসায়েন্স, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং ওষুধ শিল্পের উন্নতি হয়েছে অনেক। এসবের সাহায্য আমরা পশুর জায়গায় মানুষকে নিয়ে গবেষণা করছি। মূলত প্রধান টিস্যুগুলো নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এখানে। পাশাপাশি কীভাবে মানুষের আয়ুকে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারেও গবেষণা করা হচ্ছে।'

ব্ল্যাকের কণ্ঠে উল্লাসের ছাপ। বিজ্ঞানের ভয়ংকরতম দিকটাকে পুজো করছে সে, মানবতা নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে শুধু কীভাবে ঈশ্বরকে টেক্কা দিয়ে আয়ুটা বাড়িয়ে নেয়া যায়। নিজের নিষ্ঠুর কাজকে মহৎ করে প্রচার করছে সবার কাছে।

কিন্তু অ্যামান্ডার কাছে নিষ্ঠুরতা চাপা থাকলো না।

চোখের সামনে নড়াচড়া ধরা পড়ল, একটা মানুষ হুডওয়ালা ক্লিন স্যুট পড়ে আছে। পিছনের চেম্বারে প্রবেশ করছে অবয়বটা, হাতে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। জানালার দিকে ফিরে তাকাল সে।

অ্যামান্ডা শুধু তার চোখ দেখতে পেল।

পেট্রা।

মনে পড়ে গেল প্লেনের মাঝে ব্ল্যাকের বলা কথাগুলো। পেট্রা ওর ছেলের উপর নিজের দক্ষতা দেখাবে?

ঝুলন্ত লোকটার দিকে তাকাল অ্যামান্ডা। ওর গর্ভের সন্তানেরও কি একই দশা হতে চলেছে?

পেট্রার কথাগুলো কানে বেজে উঠছে বারবার।

ভ্রূণটাকে ল্যাবের ভিভিসেকশন টেবিলে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

অ্যামান্ডা তাকিয়ে আছে ট্রে ধারালো সব যন্ত্রপাতির দিকে।

উরুতে রক্তের স্পর্শ অনুভব করল সে, জ্ঞান হারানোর দশা তার।

কেন? কেঁদে উঠলো সে ভেতরে ভেতরে। কেন তার সন্তানকেই হুমকির মধ্যে পড়তে হলো। কেন সবার কাছে তার সন্তান এতোটা দামী? কী অপরাধ করেছে সে?

পেট্রা দেহটাকে পার হয়ে টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল।

চোখ খুলে গেল লোকটার, মৃত দৃষ্টিতে তাকাল সোজাসুজি অ্যামান্ডার দিকে।

অ্যামান্ডা আর্তনাদ করে উঠলো, হাটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল। তলপেটের মধ্যে চাপ অনুভব করছে, পা ভিজে গেছে গরম পানিতে।

ব্ল্যাক তার পাশে বসে পড়ল, দুই হাতে এমান্ডাকে ধরে রেখেছে। 'পানি ভেঙেছে।' পেট্রাকে বলল সে। কাঁচের ওইপাশ থেকে পেট্রা চলে এল ওদের কাছে।

অ্যামান্ডার দিকে ফিরে তাকাল ব্ল্যাক, 'আর অল্প কিছুক্ষণ কষ্ট করো।'

অ্যামান্ডা চোখ বুজলো, জানে সে কোথায় আছে।
নরকে...

রাত ১১:৪৫
'অ্যামান্ডা স্বর্গে আছে।' গ্রে বলল। সবাই বসে আছে একসাথে, ফোনে আছে পেইন্টার।

ফোনের স্পিকার অন করে বড় জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে, বাইরে সমুদ্র ও গোটা শহর দেখা যাচ্ছে। দিগন্তরেখার কাছে এক টুকরো আলো সমুদ্রের মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছে। চাঁদের মতোই, কিন্তু চাঁদের আলোর প্রতিচ্ছবি নেই।

গ্রে জানালার কাঁচে গরম নিশ্বাস দিয়ে ঝাপসা করে দিল, তারপর সেই জায়গায় আঙুল দিয়ে একটা আকৃতি আকঁল।

একটা পাঁচ কোণ বিশিষ্ট তারা।

'ইউটোপিয়ার নতুন দ্বীপটা দেখতে স্টারফিশের মতো।' গ্রে সবার দিকে ফিরে তাকাল, পেইন্টার ফোনের অপর পাশ থেকে কথা শুনছে।' সোমালিয়ার ছেলেটা বলেছে অ্যামান্ডাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হয়তো সে ইউটোপিয়ার নাম ভুল শুনেছে, কাছাকাছি একটা নাম বলতে গিয়ে এই নামটা বলে বসেছে। অথবা দস্যুদের কেউ হয়তো তারার মতো দেখতে কোনও জায়গার কথা বলেছে ।'

'অথবা আমরা খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজে বেড়াচ্ছি।' কোয়ালস্কি বলল।

সেইচান হাত দুটো আড়াআড়ি বেঁধে দাড়িয়ে আছে, বিশ্বাস করতে পারেনি কথাগুলো।

গ্রে'র মনে পড়ল বাথরুমে বলা কথাগুলো, পারিবারিক ও মিশনের চিন্তায় তার মাথা জ্যাম হয়ে ছিল। পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছিলো না কোনও কিছু। শারীরিক স্পর্শ পেতেই মাথার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। তখনই হুট করে মাথায় এল এই সম্ভাবনাটা।

কিন্তু মনে হচ্ছে সম্ভাবনাটায় সে একাই বিশ্বাসী।

এমনকি পেইন্টারও তার উদঘাটিত তথ্যের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেনি। 'দেখি, সকালের মধ্যে কোনও খবর আমি বের করতে পারি কিনা।'
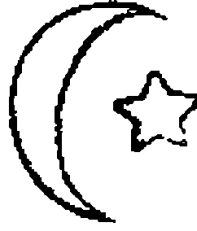
'সকাল পর্যন্ত সময় আমাদের হাতে নেই। অ্যামাভাকে যেকোনও মুহূর্তে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে আমরা সহজেই খুঁজে বের করতে পারবো অ্যামান্ডাকে।'

'তুমি একটু বেশিই ঝুঁকি নিতে চাইছ।' পেইন্টার প্রতিবাদ করল। 'তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে। অ্যামান্ডার বেঁচে থাকার ব্যাপারে যে আমরা জানি সে কথাও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।'

'আমি জানি, আমার ধারণা সত্য।'

'কীভাবে এতোটা নিশ্চিত হচ্ছে?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল।

গ্রে ফিরে গেল জানালার কাছে। 'কারণ দ্বীপটার পাশের বাঁধ। একদম ঠিক পাম আইল্যান্ডের মতো দেখতে।' সে আবার জানালার কাঁচে গরম নিশ্বাস ছাড়ল। ঘোলাটা কাচে ইউটোপিয়ার দ্বীপের ছবি আকল সে। অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটা বাঁধ ও তারাকাকৃতির দ্বীপ।

'একটা অর্ধচন্দ্র ও একটা তারা।' গ্রে বলল। চিহ্নটায় আঙুল ঠুকল।

সেইচান জোরে শ্বাস টানল।

কোয়ালস্কি ঘোঁত আওয়াজ করল।

টাকার শ্রাগ করল। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গ্রে তার দিকে তাকাল, মনে পড়ল লোকটা কিছুই জানে না গিল্ডের ব্যাপারে। 'একটা গুপ্ত সঙ্ঘের প্রতীক এটা, সঙ্ঘটা সারা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালায়। ডিরেক্টর পেইন্টার সন্দেহ করছেন, অ্যামান্ডার অপহরণে এদের হাত থাকতে পারে।'

'এতোক্ষণে বললে?' কোয়ালস্কি অভিযোগ করল। 'আগে জানলে কখনি কাজ সেরে ফেলতাম!'

টাকার এখনও মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'অর্ধচন্দ্র ও একটা তারা। বেশিরভাগ আরব দেশগুলোর পতাকাতেই তো এই চিহ্ন আছে। দুবাইও তো মুসলিম রাষ্ট্র, এই দ্বীপ হয়তো সেই মুসলিম চিহ্নেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

পেইন্টার একমত পোষণ করল। 'টাকার ঠিক বলছে, গ্রে। কিন্তু আমি এই দ্বীপের ব্যাপারে তদন্ত করবো। একটা দলকে দ্বীপটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে বলে দিয়েছি। ইতিমধ্যেই দ্বীপের কয়েকটা স্যাটেলাইট ছবি যোগাড় করা হয়েছে, ছবিতে নির্মাণাধীন কয়েকটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। কিছু বিল্ডিং এরই মাঝে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে। পুরো জায়গায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।'

'এজন্যই আমি সেখানে যেতে চাচ্ছি। অন্ধকার রাতে রওনা দিব।'

'অবস্থা ভালো নয়।' পেইন্টার রিপোর্ট পড়ছে বলে মনে হল। 'পুরো দ্বীপ জুড়ে রেডিও মনিটরিং সিস্টেম আছে। এক মাইল আগে থেকেই টের পেয়ে যাবে যে কেউ একজন আসছে দ্বীপের দিকে।'

'স্কুবা গিয়ার ব্যবহার করলে কেমন হয়?'

'আমার কাছে এর থেকে ভালো উপায় আছে।' পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ওই এলাকায় এমন একজন আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে। দুবাইয়ের তথ্য সংগ্রহ করার সময় লোকটার নাম পেয়েছি। সে একজন গভীর সমুদ্রের স্যালভেজ অপারেটর, একজোড়া সাবমার্সিবল আছে। পুরো দলকে নিয়েই ইউটোপিয়ায় চলে যেতে পারবে। লোকটা পানির নীচের হোটেল তৈরির ব্যাপারে সার্ভে ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করছে।'

'হাইড্রোপোলিস।' গ্রে বলল, মনে আছে দুবাইয়ে প্রচলিত সাবমার্সিবলটার কথা।

'ঠিক তাই।'

পেইন্টারের কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, সে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে এই মিশনে নিতে চাইছে না! বিশেষ করে এই লোকটাকে তো আরও না।

'ডিরেক্টর, যদি আপনি লোকটাকে বিশ্বাস করতে না পারেন

'না। ব্যাপারটা তা নয়। সরকার ও সামরিক বাহিনীর জন্য সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন মিশনে কাজ করেছে।

'তাহলে?'

পেইন্টার আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'লোকটা লিসার প্রাক্তন প্রেমিক।'

কোয়ালস্কি ঘুরে দাঁড়াল। অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাহ! খুব মজা হবে দেখছি।'

২০
২রা জুলাই বিকাল ৪:৩৪ ই.এস.টি.
চার্লসটন, সাউথ ক্যারোলিনা

'জ্যাক সাহায্য করতে রাজী হয়েছে?' লিসা জিজ্ঞাসা করল।

সে দ্বিতীয় তলার বারান্দায় দাড়িয়ে আছে, হোটেল থেকে বন্দর দেখা যায়। চার্লসটনের বিখ্যাত একটা ঐতিহাসিক ভবন, নদী এবং নদীর কাছাকাছি একটা পার্ক নজরে পড়ে এখান থেকে।

'রাজী হয়েছে।' পেইন্টার বলল। 'এমনকি মধ্যরাতের মিশনটা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। ডিপ ফ্যাদমের বাকি ক্রুরাও জানতে পারবে না কিছুই।'

এয়ার কন্ডিশনড করা রুমে ফিরে এল লিসা, রুমে বিশাল বড় বিছানা। দেয়ালে রাজকীয় কারুকার্য, সামনে সুসজ্জিত ফায়ারপ্লেস। ওর কাভারের মতোই রুমটা আভিজাত্যে ভরপুর।

জ্যাক ক্লার্কল্যান্ডের ব্যাপারে ভুলেই গিয়েছিল মেয়েটা। ইউ.সি.এল.এ. মেডিকেল স্কুল থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে সে তখন, ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করেছে গভীর সমুদ্রে কাজ করা মানুষের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ নিয়ে। জ্যাক আশি ফুটি একটা স্যালভেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাম ডিপ ফ্যাদম। জাহাজে আরোহী বলতে একদল গবেষক এবং গুপ্তধন শিকারি। দুজনের মাঝে কথা হয়েছিল, তারপর সম্পর্কটা আগুনের মতোই দ্রুত জ্বলে উঠল যেন। আবার নিভেও গিয়েছিল খুব দ্রুতই। সম্পর্কটা ছিল শারীরিক, কিন্তু দুপক্ষ যে একদমই চেষ্টা করেনি তা নয়। স্মৃতি মন পড়ায় হাসল সে। বারো বছরের আগের ঘটনা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গত-জন্মের!

বিকিনি পড়া তামাটে পায়ের মেয়েটা এখন কোথায় আছে?

মনের মাঝে বিষাদ জেগে উঠলো।

পেইন্টার ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল, ফোনের কথায় ভুলে গিয়েছিল চিন্তাটা।

'ক্যাট ফিরে আসেনি এখনও?'

'না।' ঘড়ির দিকে তাকাল সে। দু ঘন্টা আগে চলে এসেছে সে, ক্যাটের তো এতক্ষণে চলে আসার কথা!

'তোমার সাথে কথা হয়নি?'

'না। কিন্তু এক ঘন্টা আগে যখন তুমি ফোন দিয়েছিলে তখন আমি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। রিসেপশনে রাখা কলম-ক্যামেরা কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু ওর কোনও খোঁজ নেই। বাকি কলমগুলো এখনও চালু হয়নি। রিমোট হ্যাকিং ভিভাইস এখনও কাজ করে চলেছে, প্রচুর ডাটা পাচ্ছি আমরা।'

'অ্যামান্ডার ব্যাপারে কোনও তথ্য?'

'তোমার দেয়া লিস্ট ই-মেইলে পেয়েছি। কিন্তু খোঁজ করতে গিয়ে অ্যামান্ডার মেডিকেল ফাইলে ফায়ারওয়াল বাঁধা দিয়েছে। একজন দক্ষ হ্যাকার কাজ করছে ফায়ারওয়াল পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে। কিন্তু কোনও অ্যালার্ম যাতে না বেজে উঠে, সেদিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ। যদি ক্যাট ধরা পড়তো, তাহলে এতক্ষণ যন্ত্রপাতিগুলো তারা খুঁজে বের করে ফেলতো।'

'তাহলে সে আছে কোথায়?'

'জানি না। ক্লিনিকের ডাক্তাররা হয়তো তার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালাচ্ছে, এমনও হতে পারে আরও ভেতরের কোনও অংশে যাওয়ার জন্য সময় নিচ্ছে সে। অথবা ট্রাফিকের জন্য রাস্তায় আটকে আছে।'

কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য দেরী হতে পারে, তার নিজেও শহর থেকে হোটেলে আসতে এক ঘণ্টার উপরে সময় লেগেছে। সে জায়গায় ক্যাটকে তো দুইবার বাস পাল্টাতে হবে।

হয়তো পেইন্টার ঠিকই বলছে।

কিন্তু তারপরও মন থেকে সন্দেহ দূর হচ্ছে না ওর। মনে হচ্ছে কিছু একটা খারাপ ঘটেছে।

'হোটেলে ছয়টায় দুজনের দেখা করার কথা ছিল না?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু ক্লিনিক থেকে বের হয়ে সে রিপোর্ট তো অন্তত করবে!'

পেইন্টার দেরি করে উত্তর দিল, 'বুঝতে পারছি না।' শেষ পর্যন্ত মেনে নিল সে। 'যতভাবে সম্ভব আমি ক্যাটের খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি। আমরা ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপরও যোগাযোগ না করা হলে কাজে নেমে পড়ব।'

লিসা জানে এই এক ঘন্টা ওর জন্য খুব দীর্ঘ হতে যাচ্ছে।

পেইন্টার অফিসের অন্য কারও সাথে কথা বলছে, সে শুনতে পাচ্ছে সবকিছু। 'সব তথ্য আমার কাছে পাঠাও।' বজ্রকণ্ঠে বলল পেইন্টার। তারপর আবার লিসার সাথে কথা বলল, 'দ্বিতীয় কলম-ক্যামেরা চালু করেছে ক্যাট, টেকনিশিয়ান ক্যামেরার মেমোরি কার্ড থেকে তথ্য আমার কম্পিউটারে পাঠাচ্ছে।'

হোটেলের দরজায় টোকার আওয়াজ শোনা গেল। 'কেউ একজন এসেছে।'

ফোনে গোলমালের শুনতে পেল লিসা। পেইন্টার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, 'দরজা খুলো না। বের হয়ে যাও। জলদি!'

দরজায় কেউ একজন লাথি দিচ্ছে! ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছে দরজা!

ভয় পাচ্ছে লিসা, সরে গেল সে।

আরেকটা লাথির আওয়াজ।

মড়মড় আওয়াজ করে ভেঙ্গে পড়ল দরজা।

বিকাল ৪:৪৬

ক্যাট তার হাত সরিয়ে নিচ্ছে, দুর্ঘটনাবশত তার হাতের পার্স একটা টেবিলে লেগে পড়ে গেল। ভিতরের কিছু জিনিস ছড়িয়ে গেছে মেঝেতে। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সে মেডিকেল বেডে, শরীরে এক ফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট নেই। দেহের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে হাত বাড়িয়ে দিল ব্যাগের দিকে, কলম-ক্যামেরাটা চালু করে দিল।

পার্সের ভেতর কোনও ভিডিও রেকর্ড হবে না বটে, কিন্তু অডিও ঠিকই রেকর্ড হবে। ক্যাটের বর্তমানে একই দশা, ওষুধের প্রভাবে চোখের সামনে ঝাপসা ঠেকছে সবকিছু। পেটের মাঝে পাক খেয়ে উঠছে ব্যথা।

টের পেল, কেউ একজন এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'দেখে মনে হচ্ছে ফোন বের করতে চাইছিল মেয়েটা।'

ঝাপসা একটা অবয়ব তার পার্সের ভেতরের জিনিস আবার পার্সেই পুরে রাখল। কথাগুলো ঘোলাটে ঠেকছে কানে।

আরও একজনের কণ্ঠ কানে এল তার, কথায় নিউজিল্যান্ডের টান। ডা. মার্শাল হয়তো, এই মহিলাই তার এই অবস্থার জন্য দায়ী। 'রয়, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বলেছিলে এই মেয়ে আরও দশ-পনেরো মিনিট অজ্ঞান থাকবে।'

'ডোজ অনুযায়ী তো তাই হওয়ার কথা। আমি তো শুধু গাউন আনতে গিয়েছিলাম, যাতে জামাকাপড় খুলে তাকে পরীক্ষা করা যায়।'

'তোমাকে সতর্ক করিনি যে এই মেয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট? অন্যান্য মেয়েদের মতো অপুষ্টিতে ভোগা নয়। কথাটা তোমার মাথায় রাখা প্রয়োজন ছিল। মেয়েটা নিজের ক্ষতিও করে ফেলতে পারতো।'

'ক্ষমা করবেন। এমন আর হবে না।'

দুজনের কথাবার্তা শুনে ক্যাট নিশ্চিত হলো যে, ওর সাথে সিগমার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানে না এরা। কিন্তু ও আছে কোথায়? মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছে সে, বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় আছে। সহজাত প্রবৃত্তি থেকে অনুভব করলো, খুব বেশিক্ষণ হয়নি জ্ঞান হারিয়েছে। সে অন্য কোনও রুমে আছে হয়তো, তবে একই ফ্যাসিলিটিতে। জায়গাটা জীবাণুমুক্ত বলে মনে হচ্ছে। চোখের সামনে উজ্জ্বল আলো, বাতাসে হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ।

ফার্টিলিটি ক্লিনিকের ব্যাপারে পেইন্টারের ধারণা সঠিক। কিছু একটা ঘাপলা আছে এখানে। কিন্তু কী? কেন তাকে ওষুধ দিয়ে অপহরণ কথা হয়েছে?'

'মেয়েটাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি প্রস্তুত নই।' ডা. মার্শাল বলছে। 'তাকে সেলে বন্দি করে রাখো।'

সেল?

'ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠুক আগে।' ডাক্তার কথা শেষ করল। 'মেয়েটাকে নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হবে। আশা করি অসহযোগিতা করার সাহস পাবে না।'

মার্শাল ওকে নিজের গৃহপালিত পশু ভাবছে, সেভাবেই কর্তৃত্ব দেখাচ্ছে!

রয় তাকে হসপিটাল বেড থেকে উঠিয়ে পাঁজাকোলা করে কোলে নিল, চাপা একটা করিডোর দিয়ে হেঁটে গেল। চারপাশে কোনও জানালা নেই। ক্যাট বুঝতে পারলো, ওরা মাটির নীচের অংশে আছে।

রয় গলায় ঝুলানো সিকিউরিটি পাস দিয়ে দরজা খুলল, দরজার ভেতরে একটা স্ট্রেচার রাখা। স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল ক্যাটকে। তারপর নিয়ে চলল ফ্যাসিলিটির আরও গভীরে। ভেতরে বড় একটা ওয়ার্ড, নীল আলো জ্বলছে পুরোটা জুড়ে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা টেবিল, নিঃশব্দে চলছে একটা টিভি। ঠিক বিপরীত দিকে একটা দুই ডালার দরজা, দরজার লাল রংয়ের চিহ্ন আঁকা।

লোকটা একপাশে তার স্ট্রেচার রাখল। ক্যাট খেয়াল করল, রুমের দেয়ালে কিছু বইয়ের তাক আছে। খুব সম্ভবত নিষেক করা হয় এখানে। এর পাশেই ছোট ছোট প্রায় এক ডজন সেল। সবগুলো দরজা ধাতব ফ্রেম ও কাঁচের তৈরি। সবচেয়ে কাছের সেল থেকে এক মেয়ে উঁকি দিচ্ছে, পড়নে নীল ঢোলা কুঁচিওয়ালা পোশাক। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখেমুখে দুঃখ ও দুর্দশার ছাপ। মেয়েটা হাতের তালু রাখল কাঁচের দরজায়, সতর্ক করছে যেন।

কিন্তু ক্যাট নিরুপায়।

এখনও পর্যন্ত নিরুপায়...

সে মাথা ঘুরাল, দরজায় আঁকা চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে আছে। লাল টকটকে ক্রস চিহ্নটার মাঝে প্যাঁচানো ডি.এন.এ. হেলিক্স আঁকা। সে অনুভব করতে পারছে, এই ক্লিনিকে যত গোপনীয়তা সবগুলোর উত্তর ওই লাল ক্রসচিহ্নটায় আছে।

এখন এই দরজা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই, সামনে নরকের দরজা খুলে গেছে।

রয় মাষ্টার-কি ব্যবহার করে হাট করে খুলে ধরল সেলের দরজা। ক্যাটকে ধরে ধরে নিয়ে গেল সেলের ভেতর। সেলের ভেতর ক্যাট যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, শরীরে একদমই শক্তি পাচ্ছে না।

রয় একটা খাটে তাকে শুইয়ে দিয়ে গেল, যাওয়ার আগে বলে গেল, 'কোনও ঝামেলা করো না।'

ক্যাটের চোখের সামনে চলে গেল লোকটা। দরজা লাগিয়ে দিয়ে স্ট্রেচার টেনে নিয়ে গেল। মনে পড়ল হাতের পার্সটা এখনও বেডেই পড়ে আছে।

মনে মনে ডিভাইসটার কথা কল্পনা করলে।

মনে মনে প্রার্থনা করল কেউ যাতে শোনে।

বিকাল ৫:০২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'এখন পর্যন্ত কোনও অডিও বা ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে না।' একজন টেকনিশিয়ান রিপোর্ট করল।

অন্য একজন অ্যানালিস্ট বলল, 'সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে বন্দরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।'

পেইন্টার টেকনিশিয়ানকে বলল, 'ক্যাটের ক্যামেরায় নজর রেখো।' এগিয়ে গেল অ্যানালিস্টের দিকে। 'লিসার হোটেলের ভিডিও বের করো।'

পেইন্টার পুরো যোগাযোগ কেন্দ্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। পুরোটা যেন বিশাল বড় কোনও পাখির খাঁচা, ঝড়ের বেগে চোখ বোলাল সে চারপাশে। পুরো ঘরটায় অর্ধবৃত্তের মতো করে সারি সারি কম্পিউটার সাজানো, যে যার মতো কাজে ব্যস্ত। বাঁদিকে বড় একটা অফিস, ক্যাটের অফিস। অন্ধকারে একটা মনিটরে আলো জ্বলছে, সামনে বসে আছে জেসন কার্টার। কাজ করছে আলাদা একটা প্রজেক্ট নিয়ে।

এখানে, ক্যাট ও লিসার জন্য প্রায় হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে, বিপদে পড়েছে দুজনেই। পেইন্টার এক কান ইনফরমেশন রুমের দিকে খোলা রাখছে, আরেক কানে ইয়ারফোন। ইয়ারফোনে ক্যাটের কলম-ক্যামেরার অডিও চলছে। পাশাপাশি দুইটা মনিটরে দুই কলমের ভিডিও দেখানো হচ্ছে, একটায় ক্লিনিকের রিসেপশন ডেস্ক দেখা যাচ্ছে, অন্যটায় অন্ধকার।

দ্বিতীয় গোপন ক্যামেরা চালু হওয়ার সাথে সাথে অডিওটুকু শুনেছে সে। মনে হচ্ছে কেউ একজন ক্যাটকে ড্রাগ দিয়ে অজ্ঞান করে বন্দি করেছে।

এরপর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গত বারো মিনিটের সেই ক্যামেরায় কোনও অডিও রেকর্ড হয়নি।

ও এখনও জানে না ক্যাট ফার্টিলিটি ক্লিনিকে আছে কী নেই। তার ফোনের জি.পি.এস. ট্র্যাক করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কোনও ফল পাওয়া যায়নি। ফোনটার ব্যাটারি খুলে রাখা হয়েছে হয়তো।

সে এখনই চার্লসটনের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে খবর দিতে পারে, তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করে ফেলবে তারা ক্যাটকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত? যদি ক্যাট সেখানে না থাকে? যদি খুঁজে বের করার আগেই জিম্মিকারী ব্যক্তি তাকে খুন করে? আবার সিগমা অ্যামান্ডার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তদন্ত করছে সেটাও ফাঁস হয়ে যাবে এতে।

এটা হতে দেওয়া যাবে না।

মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে পেইন্টারের, হৃদপিণ্ডের গতিবেগ বেড়ে গেছে। অন্য একটা চিন্তা ভর করল মাথায়।

কোথায় তুমি লিসা?

যখন ক্যাটের ক্যামেরার অডিও ফিড পেল, তখন সে লিসার সাথে কথা বলছিল।

ক্যাট বিপদে আছে শুনে লিসার জন্য ভয় পেল, কম্পিউটার হ্যাকিং ডিভাইস বন্ধ হয়ে গেছে শুনে ভয়টা গাঢ় হলো আরও। পরমুহূর্তেই লিসার হোটেল রুমের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ, একমুহূর্ত দেরী করলো না তাকে সতর্ক করে দিতে।

পিছনে দরজা ভাঙ্গার আওয়াজ, তারপর ফোন ডেড।

'হোটেলের সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফিড চলে এসেছে।' মনিটরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল এক এজেন্ট। পর্দায় হোটেলের লবির দৃশ্য ভেসে উঠল, লম্বা হলওয়েতে তিনজন মুখোশ পড়া লোক।

একজন দরজায় ধাক্কা দিল, মাথা ঝাঁকাল দলের আরেকজনের উদ্দেশ্যে। সরে গিয়ে দরজায় লাথি দিল দরজায়, ভেঙ্গে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকে গেল তিনজনই।

পেইন্টার দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে, ক্যাট ও লিসার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

লিসার ফোন ডেড হওয়ার সাথে সাথে সে হোটেলের সিকিউরিটিকে ফোন দিয়েছে, জানিয়েছে আক্রমণের কথা। নিরাপত্তা কমিটির প্রধান পাঁচ মিনিট পর ফোন দিয়েছে, ওর জীবনের দীর্ঘতম পাঁচ মিনিট ছিল এই সময়টুকু।

অনুপ্রবেশকারীদের ধাওয়া করা হয়েছে, পালিয়ে গেছে সবাই। কিন্তু রুম খালি, কেউ নেই। শুধু একটা ফোন, একটা পার্স এবং একটা লাগেজ ব্যাগ পাওয়া গেছে।

পেইন্টার একই দৃশ্য পর্দায় দেখছে এখন, দুইজন নিরাপত্তা কর্মী দৌড়ে এসেছে। তিন আগন্তুক বাইরে বের হয়ে এসেছে, গুলি করছে নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে। নিরাপত্তা কর্মীরা পিছিয়ে যেতেই পালিয়ে গেছে সিঁড়ি বেয়ে।

একজন এনালিস্ট আবার বলল, 'ডিরেক্টর, হার্বারভিউ সিকিউরিটি থেকে ফোন এসেছে।'

'দাও।' যখন শেষ কথা বলেছিল, তখনও তারা লিসাকে খুঁজছে।

কানের ইয়ারপিসে মৃদু ক্লিক শব্দের সাথে নিরাপত্তা প্রধানের গলার আওয়াজ ভেসে এল। 'কেউ ম্যাডামকে দেখেননি, পুরো হোটেলের সব কর্মচারীদের আমি জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কাউকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে এমন কোনও দৃশ্য তাদের নজরে পড়েনি।'

পেইন্টারের মনের মাঝে শান্তি ফিরে এল, কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তামুক্ত। লিসা যেহেতু রুমেও নেই, কেউ তাকে দেখেওনি, সুতরাং সে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

ফোনের লোকটাও একই কথা বলল, 'তিনি পালিয়ে গেছেন বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। যদি কিছু জানতে পারেন-'

'প্রথমেই আপনাকে ফোন দেব, স্যার।'

পেইন্টার কল্পনা করল, লিসা দৌড়চ্ছে রাস্তা দিয়ে। হাতে না আছে টাকা, না আছে ফোন। চেষ্টা করছে খুনিদের হাত থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। তাকে লোকালয়ে যেতে হবে, তারপর ফোন দিতে হবে সিগমায়। তারপর তাকে উদ্ধার করতে পৌছে যাবে সিগমার লোক। লম্বা সময়ের ব্যাপার। তবে ইতিমধ্যেই পেইন্টার কয়েকজন ফিল্ড অপারেটিভকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, এক ঘণ্টার মাঝেই চার্লসটন পৌছে যাবে তারা।

আশা করা যায় ততক্ষণে ক্যাটের ব্যাপারেও তথ্য যোগাড় হয়ে যাবে।

পেইন্টার টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল। টেকনিশিয়ান ক্যাটের খোঁজ নেওয়ার কাজ করছে। লোকটা মাথা ঝাঁকাল ওকে দেখে, কোনও খবর নেই।

ক্যাটের দ্বিতীয় ক্যামেরা থেকে এখনও কোনও অডিও বা ভিডিও আসেনি।

পেইন্টার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার কিছুক্ষণ সময় পেল। পুরো দৃশ্যপটটা একের পর এক সাজাচ্ছে। লিসার পরিচয় কোনওভাবে টের পেয়ে গেছে ক্লিনিকের লোকরা। কিন্তু ক্যাটের ভিডিও ফিড এখনও সচল। ক্যাটকে এখনও হয়তো সন্দেহ করেনি।

দুই মেয়ে যে একই দলের লোক, এখনও এই কথাটা জানে না তারা।

মনের মাঝে ক্ষীণ আশার আলো উঁকি দিচ্ছে পেইন্টারের।

ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার, সামনে জেসন কার্টার দাঁড়িয়ে আছে। লিকলিকে শুকনা দেহের অধিকারী, ক্যাটের মতোই সাবেক নেভি, বয়স মাত্র বাইশ বছর। ক্যাটের মতে, এই ছেলেটা একজন ইন্টেলিজেন্স জিনিয়াস। কম্পিউটারের দক্ষ অপারেটর সে। নেভি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় একটা ডি.ও.ডি. সার্ভারে অনধিকার প্রবেশের জন্য, ছেলেটা সামান্য একটা ব্ল্যাকবেরি ফোন ও আইপ্যাড দিয়ে এই দুঃসাধ্য কাজটা করেছে। গুণীর কদর বুঝতে ক্যাটের দেরী হয়নি, ছেলেটাকে সিগমায় নিয়ে আসে।

জেসনের চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। লিসার পরিচয় ফাঁস হওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী করছে সে। ভুলক্রমে শেষ ফায়ারওয়ালটা হ্যাক করতে গিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে ক্লিনিকের লোকদের। একই সাথে ক্যাটের জন্যও চিন্তিত সে, মেয়েটাকে রীতিমতো পুজো করে।

ছেলেটাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতে পেইন্টার ইউটোপিয়ার তথ্য সংগ্রহের কাজ দেয় তাকে।

'ডিরেক্টর, একটা জিনিস আপনার দেখা দরকার।' হাত দিয়ে ক্যাটের অফিসের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

পেইন্টার ছেলেটার পেছন পেছন চলল, বাতাসের মাঝে এখনও যেন জেসমিনের সৌরভ ক্যাটের অস্তিত্বের সাক্ষী দিচ্ছে।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল বড় একটা মনিটরের সামনে, পর্দায় ইউটোপিয়ার ত্রিমাত্রিক ছবি ফুটে উঠেছে। তারকাকৃতির দ্বীপটার প্রতিটা ভবন খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ছবিতে। বড় বড় সারি সারি ভবন রয়েছে পুরো দ্বীপ জুড়ে। সবচেয়ে বড় ভবনটা একদম কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, প্রায় পাঁচশো ফিট লম্বা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় তারামাছের দেহের এবড়োখেবড়ো খাঁজ যেন ওগুলো।

'এই ডিজাইন কোথায় পেলে?'

'বানিয়েছি।'

'বাহ! বেশ দ্রুত কাজ করেছ।'

জেসন শ্রাগ করল। 'ইউটোপিয়ার বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনি খোঁজ নিতে বলেছিলেন। আমি প্রতিটা ভবনের ডিজাইন সংগ্রহ করে জি.পি.এস. লোকেশনে সাজিয়ে দিয়েছি শুধু। তারপর পুরোটাকে ত্রিমাত্রিকে রূপান্তরিত করে

ফেলেছি। কষ্ট হয়েছে নির্মাণাধীন বহুতল ভবনগুলোর ডিজাইন সাজাতে। প্রজেক্টের ধূসর রংয়ে করা অংশগুলো হচ্ছে নির্মাণাধীন অংশ।'

'চমৎকার। ছবিটা কমান্ডার গ্রে'কে পাঠাতে পারবে?'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু আমি অন্য একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনাকে এখানে ডেকেছি।' হাত দিয়ে মনিটরের পর্দায় কিছু অংশ দেখাল। 'বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা করে কিছু তথ্য সাজিয়েছি এখানে। একেকটা রং একেকটা নির্দিষ্ট কোম্পানিকে নির্দেশ করে।' কিবোর্ডের চেপে পর্দার ছবিতে রংগুলো ফুটিয়ে তুলল সে। 'মোট দুইশ ষোলটা কোম্পানি আছে ইউটোপিয়ায়।'

পেইন্টার তাকিয়ে আছে পর্দায় ভেসে উঠা সারি সারি ভবনের দিকে, গ্রে'র টিম অ্যামান্ডাকে খুঁজতে এখানে আজ অভিযান চালাবে।

জেসনের কথা শেষ হয়নি এখনও। সে বলেই চলছে, 'আসল মালিকানা খুঁজে বের করতে প্রতিটা কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অর্থের লেনদেনের কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি আমি।'

পেইন্টার নড করল, জেসনকে সে এই দায়িত্বই দিয়েছিলো। ইউটোপিয়ায় কে বা কারা এবং কেন টাকা খরচ করছে তা জানা চাই।

'এই কাজটা করতেই সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছে।' জেসনের মুখে গর্বিত দেঁতো হাসি। 'এখন দেখুন।'

মনিটরের পর্দায় নানান রং ফুটে উঠছে, ছবিটা কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অবশেষে ফুটে উঠল। ছবির একটা বিশাল অংশ জুড়ে লাল বর্ণ ধারণ করেছে।

'কাজ শেষে আমি আবিষ্কার করলাম দ্বীপটার চুয়াত্তর দশমিক চার শতাংশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান একটা মূল কোম্পানিরই অংশবিশেষ।'

পেইন্টারের মনের মধ্যে আশংকাটা আবার জেগে উঠলো। কোম্পানির নামটা সে অনুমান করতে পারছে। 'গ্যান্ট কর্পোরেট এন্টারপ্রাইজ।'

জেসন অবাক হয়ে গেল। 'আপনি কীভাবে জানলেন? প্রেসিডেন্ট পরিবার করছেটা কী?'

পেইন্টার কথা বলায় বাধা দিল, ঝুঁকে আছে মনিটরের দিকে। 'ছবিটা ঘুরিয়ে উপরদিকটা দেখাও তো।'

জেসন মাউসে ক্লিক করে পুরো ছবিটা পর্দায় আনল, পর্দায় পুরো দ্বীপটা উপর থেকে দেখা যাচ্ছে।

মাঝখানে ফুটে উঠেছে একটা প্রতীক।

শিষ দিয়ে উঠল ছেলেটা।

'অদ্ভুত।' জেসন অবাক হয়ে গেছে। 'পুরো দ্বীপটার মাঝে একটা নিখুঁত ক্রসচিহ্ন।'

'টেম্পলার ক্রস।' পেইন্টার বিড়বিড় করে বলল, গিল্ডের প্রতীক আঁকা হয়েছে যেন দ্বীপটার বুকে।

মনের সব সংশয় দূর হয়ে গেছে তার।

গ্যান্টরাই গিল্ড।

আর এই মুহূর্তে গ্রে'র দল বোকার মতো এগিয়ে যাচ্ছে গিল্ডের ঘাঁটিতে!

২১

৩রা জুলাই , রাত ১:৩০ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাই সিটি, ইউ.এ.ই.

গ্রে সবাইকে নিয়ে লম্বা জেটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, দিনের আলোর মতো আলোকিত করে রেখেছে পুরো দুবাই শহর। নাইটক্লাব থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে, সমুদ্রের নোনা গন্ধ লাগছে নাকে।

ছোট বন্দরটা পাম জুমেইরাহের একপাশে অবস্থিত।

ওদের সাথে জাহাজের বার্থে দেখা করার কথা জ্যাক লোকটা। তাই সবাই চলে এসেছে এই নির্জন জেটিতে, যাতে কারও নজরে না পড়ে।

গ্রে'র বাঁয়ে পাম-দ্বীপের গুড়ি চলে গেছে সরাসরি তীরের দিকে, বিভিন্ন হোটেল ও বাসস্থান রয়েছে এই অংশে। আটটা রাস্তা চলে গেছে দ্বীপের আটটা ডালের দিকে, প্রতিটি ডাল এক কি.মি. লম্বা। ডালের মাঝে ছড়িয়ে আছে সারি সারি ভিলা ও ম্যানসন। পুরো দ্বীপটার বিশালত্ব কাছে এসে অনুভব করছে, দূর থেকে এতোটা বড় বোঝা যায়নি। ডানে সমুদ্রের নীল পানি ছড়িয়ে আছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁধ পর্যন্ত, এই অংশটুকুর মাঝে বিভিন্ন ওয়াটার পার্ক এবং খোলা মাঠ। আরও দুইটি পাম-প্রজেক্ট নির্মাণাধীন, সেই দুটো আরও বড়। সবচেয়ে বড় পাম-দ্বীপটা পাম জুমেইরাহ থেকে সাতগুণ বড় হবে।

গ্রে'র টিমের আরও একজন লোক দুবাইয়ের স্থাপত্যের বিশালত্বে মুগ্ধ।

'আকারটাই আসল।' কোয়ালস্কি বিলাসবহুল এক মেগা ইয়টের দিকে তাকিয়ে আছে। ইয়টের ডেকে একটা নিজস্ব হেলিকপ্টার স্টার্নের সাথে বাঁধা। 'কেউ না কেউ কোনওভাবে তো পুষিয়েই নেয়। বুঝতেই পারছ।' চোখ টিপল সে।

সেইচান প্রতিবাদ করল, 'বুঝতে পারি বলেই এতক্ষণ তোমার সিগারেট টেনে যাওয়ার জন্য কিছুই বলিনি।'

হাতে সিগারেট নিয়ে ভ্রূকুটি করল কোয়ালস্কি, 'মানে কী?'

সেইচান শ্রাগ করল।

টাকার নিচু হয়ে কেনের গলার দড়ি খুলে দিল। অবশেষে শেফার্ড মুক্তি পেয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, আকাশের দিকে নাক তুলে বাতাস শুঁকছে লেজ উঁচু করে রেখেছে। দুবাই কুকুরদের জন্য ততটা বন্ধুত্বপূর্ণ শহর নয়। কিন্তু এই ছোট জেটিতে কেউ নেই অভিযোগ করার মতো।

টাকার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের চিন্তায় মগ্ন।

গ্রে কুকুরটার সাথে এগিয়ে গেল, শহরের জাঁকজমক ছেড়ে চলে এসেছে সমুদ্রের তীরে। সামনের ঘন নীল পানিতে পূর্ণিমার চাঁদের ছায়া পড়ছে। সমুদ্র থেকে ঝিরি ঝিরি উষ্ণ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। তীরবর্তী শহর থেকে গানের সুর ভেসে

আসছে, মনে হচ্ছে যেন হারিয়ে গেছে তারা অতীতে। সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখছে, আলীবাবা ও চল্লিশ চোরের যুগে চলে এসেছে যেন। দুবাইয়ের স্থাপত্য এবং শহুরে জাঁকজমকের মাঝে এখনও যেন অতীতের শৌর্য-বীর্যের ছাপ রয়ে গেছে কিছুটা।

'ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি সবাই।' একটা কণ্ঠ ভেসে এল ছায়ার আড়াল থেকে। মানুষটার উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ সিগারেটের ধোঁয়া। ল্যাম্পের আলোতে একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে। পায়ে বারমুডা শু, গায়ে বোতাম খোলা শার্ট।

গ্রে তাকিয়ে আছে অচেনা লোকটার দিকে, দেখছে লোকটা একা এসেছে কিনা। কেনের কোনও সংশয় নেই, সাদরে অভ্যর্থনা জানাল আগন্তুককে।

'বসো, কেন।' টাকার সতর্ক করল।

'আমার খুব একটা খারাপ লাগছে না।' লোকটা নিচু হয়ে কুকুরটার পিঠ চাপড়ে দিল, পিঠ চুলকে দিচ্ছে। 'আমার পুরনো কুকুরটার কথা মনে করে দিল, এলবিস। শেফার্ড, কিন্তু জার্মান। এটা?'

'কেন বেলজিয়ান শেফার্ড। মালিনওয়া।' টাকার বলল।

'যোদ্ধা কুকুর। তাই না?'

'আর্মি। রিটায়ার্ড।'

'যদি কিছু মনে না কর, র‍্যাংক কী?'

'মেজর।'

কোয়ালস্কি টাকারের দিকে তাকাল, 'কী? মেজর কেন? তোমার কুকুর তোমার থেকে সিনিয়র?'

গ্রে'র আসল কারণটা জানা আছে। মিলিটারি কুকুরের র‍্যাংক তার হ্যান্ডলারের থেকে এক ধাপ এগিয়ে রাখা হয়, যাতে কুকুরের যত্ন নিতে গিয়ে কোনও উনিশ-বিশ হলে, অভিযুক্তকে কোর্ট মার্শাল আইনে আওতাভুক্ত করা যায়। তবে এক্ষেত্রে তার দরকার ছিল না। টাকার কুকুরটাকে আঘাত করার কথা কল্পনাও করতে পারে না!

আগন্তুক সোজা হয়ে দাঁড়াল, হাত বাড়াল সরাসরি গ্রে'র দিকে। 'জ্যাক। জ্যাক কার্কল্যান্ড।'

সবার সাথে পরিচিত হলো লোকটা।

ওদের এই নতুন রিক্রুট ছয় ফুট লম্বা, মাথায় ধূসর চুল। দেহের একপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন, অতীত অভিজ্ঞতার ফসল। চেহারায় চিরতরুণ একটা ভাব, শরীর এখনও যুবকের মতোই শক্তপোক্ত। এমনকি সেইচান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল।

গ্রে কখনওই সেইচানের এই মুগ্ধতা অতীতে কারও জন্য দেখেনি। লোকটার সাথে কথা বলার সময় হাসির শব্দ পেল সে। লোকটার সহজেই সবার উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আছে। অল্পক্ষণেই দলের সবাইকে আপন করে নিয়েছে।

প্রায় সবাইকে আরকি!

কোয়ালস্কি হাত মেলাল। 'মালটা কী?' মাল বলতে হাতের সিগার বুঝিয়েছে সে।

জ্যাক হাসল, বুঝতে একটু সময় লেগেছে। 'কিউবান। এল প্রেসিদেন্তে।'

'খাইছে ....' নিজের হাতের সিগারেটের দিকে তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কি, অসন্তুষ্ট।

'গোস্টের মাঝে পুরো এক কার্টন আছে।' নিজের বাহনের কথা বলছে জ্যাক, বার্থের দিকে ইশারা করল। 'মালটা ছাড়া একদমই চলে না আমার।' চোখ টিপ দিল সেই সাথে।

এগিয়ে গেল জ্যাক সেদিকে।

কোয়ালস্কি পিছনে দাড়িয়ে আছে, 'নাহ। ভালো হইতে দিল না।'

গ্রে মাথা নাড়ল, পটে গিয়েছে সবাই!

সেইচান দাড়িয়ে আছে গ্রে'র পাশে, ওর কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। 'ওয়াও।'

এই একটা কথাই যথেষ্ট লোকটার প্রভাব বোঝাবার জন্য।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকের পেছন পেছন বার্থের দিকে গেল গ্রে। পেইন্টারের দূরত্বের কারণ সহজেই অনুমেয়, সে নিজেও পেইন্টারের জায়গায় থাকলে চাইতো লোকটা যাতে লিসার ত্রিসীমানায় না ঘেঁষতে পারে।

যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকটার বিয়ে হচ্ছে...

'এই যে আমার রাণী।' দাঁড়াল জ্যাক। 'আমার গর্ব ও অহংকার... আমার গোস্ট।'

আশেপাশে তাকাল গ্রে, কোথাও কিছু নেই।

জ্যাক পানির দিকে এক পা বাড়াল, সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে চায় যেন। কিন্তু পানিতে ডুবলো না সে, দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে পানির উপর। চোখ কচলে তাকাল গ্রে, পানির সমান্তরালে রাখা সাবমার্সিবল, শুধু কনিং টাওয়ারটা পানির উপরে। পানির মাঝে গাঢ় একটা অবয়ব হয়ে ফুটে আছে, ভালো করে না তাকালে আলাদা করে চেনা যায় না। পানির সাথে পুরো অবয়বটা মিশে আছে কারণ পুরো অবয়বটা কাঁচের তৈরি।

স্বচ্ছ সাবমার্সিবলের ছাদে দাঁড়িয়ে পা ঠুকল জ্যাক। 'পুরোটা পলিমার দিয়ে তৈরি, লোহার থেকেও কয়েকগুণ শক্ত। গভীর সমুদ্রে দেখার জন্য একদম খাপে খাপ। বাইরের কাঁচের আবরণ সমুদ্রের যত গভীর নামবে তত বেশি শক্ত হবে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই অবশ্য।'

'এজন্যই নাম গোস্ট।' সেইচান বলল।

'আমার নতুন জীবনসঙ্গিনী। যা দরকার সবকিছুই আছে এর মাঝে।' গর্বের সাথে টোকা দিল সে। 'একদম সর্বশেষ প্রযুক্তির রাডার এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে। সাথে ফ্লাই-বাই-ওয়ার জয়স্টিক, ইলেক্ট্রনিক বয়েন্সি কন্ট্রোল, প্রশস্ত এয়ার সাপ্লাই। পুরাতন এক্স-১ মিনি সাবমেরিনের মতো করে ডিজাইন করেছি এটার। মসৃণ, দুরন্ত ও আবেদনময়ী।'

অতিশয়োক্তির শুনে কোয়ালস্কি বাঁধা দিল, 'তোমাদের কিছুক্ষণ একান্তে সময় প্রয়োজন নয়তো?'

'সিগার চাই?' সাথে সাথে ফিরতি আক্রমণ করল জ্যাক।

'আরে ধুর। কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলেছি। জিনিসটা সত্যিই অসাধারণ!' মুখ ভোঁতা করে জবাব দিলো কোয়ালস্কি।

'এই যে ভদ্রলোকের মতো কথা।' এক গাল হেসে উত্তর দিল জ্যাক। 'চলো। উঠে পড়ো সবাই। ইউটোপিয়ায় যাওয়ার রাস্তাটা একটু জটিল। অবশ্য স্বর্গে পৌঁছানোর রাস্তাটা কঠিন হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

লোকটার মজার মজার কথা কানে আনছে না গ্রে, ভাবছে অ্যামান্ডার কথা। মেয়েটা সুখে যে নেই, সেটা নিশ্চিত।

রাত ১:৩০

নিজের দেহের ভেতর ভিন্ন একটা শক্তি অনুভব করছে অ্যামান্ডা।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে, অশ্রুতে ভিজে গেছে লালচে মুখ। বমির মতো অনুভূতি বয়ে গেল পুরো শরীরে, ঘেমে নেয়ে গেছে পুরোপুরি। ওষুধের প্রভাবে ব্যথাটা কমে গেছে অনেক, কিন্তু পুরোপুরি কমেনি।

'আট সে.মি. প্রসারিত।' ওর পায়ের কাছ থেকে রিপোর্ট করল পেট্রা।

'ঠিক আছে।' পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডা. ব্ল্যাক, মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ভালোমতোই হচ্ছে সবকিছু। কিন্তু আমি আরেকটা ওষুধের ডোজ দিচ্ছি।'

ওষুধটা মূলত পিটোসিন, ব্যথা কমানোর কাজ করে।

আইভি লাইনে ওষুধটা ঢুকিয়ে দিল সে, অ্যামান্ডার দিকে ফিরে তাকাল। এক হাত ধরেছে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে, মৃদু চাপ দিল বিছানার বাঁধা হাতটা ধরে।

'আরও কয়েকটা বরফের টুকরো নেবে?'

ভয় জেগে উঠেছে অ্যামান্ডা মনের ভেতর, অতীতের দৃশ্যপট ভেসে উঠছে চোখের সামনে। 'শুয়োরের বাচ্চা।' থুথু মারল সে ব্ল্যাকের মুখের দিকে, সহজে গাল বকে না সে। কিন্তু আজ বকতে পারলে ভালো লাগবে। 'তুই একটা সাক্ষাৎ শয়তান।'

'আমি কয়েকটা বরফের টুকরো নিয়ে আসি।' অপমানটুকু গায়েই মাখল না ব্ল্যাক, রুমাল বের করে থুথু মুছল। 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। তুমি ভালো করছো।'

বাকি মেডিকেল স্টাফরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। কেউ মনিটরিং করছে, কেউ আবার ময়লা কাপড় পাল্টে দিচ্ছে। নবজাতকের জন্য একপাশে একটা বিছানা করা হয়েছে।

হাতে এক কাপ বরফের টুকরো নিয়ে ফিরে এল ব্ল্যাক, ঠোঁটের কাছে তুলল অ্যামান্ডার। অ্যামান্ডা মাথা সরিয়ে নিল। সাধ্যমতো চেষ্টা করছে সামান্যতম সাহায্য না করতে। চাইছে নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

আমার সন্তানকে তাদের হাতে পড়তে দেবো না।

কিন্তু প্রকৃতি সেই কথা মেনে নিতে পারল না, ওষুধের প্রভাবে তলপেটে চাপ অনুভব করছে সে। তলপেটের ভেতর যেন ঝড় বয়ে চলছে, চলে আসতে চাইছে নবজাতক নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে।

চোখ বন্ধ করল সে, জানে কী হতে চলেছে।

না...কোনওভাবেই না...

ওর প্রার্থনা শোনার কেউ নেই, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথে। চিৎকার করে উঠল সে, যতটা না ব্যথায় তার থেকে বেশি ব্যর্থতায়। হেরে যাচ্ছে সে।

'চাপ দাও।' বলছে ব্ল্যাক, তবে মনে হচ্ছে আওয়াজটা ভেসে আসছে বহু দূর থেকে।

নিজের সাথে যুদ্ধ করছে সে, কিন্তু বেশিক্ষণ আর ওর দেহ ওর কথা শুনল না। নিজ থেকেই চাপ প্রয়োগ করছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দুনিয়াতে রেখে যাওয়ার জন্য। সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই কাজ হচ্ছে সব।

টিস্যু ছিঁড়ে গেল।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না আর।

'বাচ্চা বেরিয়ে আসছে।' বলল পেট্রা, কণ্ঠে বিজয় উল্লাস।

অ্যামান্ডার কণ্ঠে আর্তনাদ, সপে দিয়েছে নিজেকে প্রকৃতির মুঠোয়। দেহের উপর নেই কোনও নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয়তার কাছে ব্যর্থ আজ সব ইচ্ছে।

কেউ আমার সন্তানকে রক্ষা করো।

রাত ১:৪৪

গোস্টের ভেতর বসে আছে গ্রে, চেয়ার ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে সাবমার্সিবলের বাঁকা কাচের দিকে। সাবমার্সিবলের গায়ের আলোতে সমুদ্রের পানি আলোকিত হয়ে আছে, সমুদ্রের তলদেশ মাত্র কয়েক ফুট নীচে। স্বচ্ছ পলিমারের কাঁচের জন্য চতুর্দিকের সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলছে, মনে হচ্ছে যেন বড় একটা ভাসমান বুদবুদের ভেতর ভেসে আছে।

সমুদ্রের গভীরের প্রাণীগুলো চোখ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, তারপর আবার হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

সে কল্পনা করছে প্রাণীগুলো কী দেখছে।

জলযানটা মনে করিয়ে দিচ্ছে ছোট বেলার কথা, নিওন টেট্রা মাছ পালতো সে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতো সে। টেট্রা মাছ পরিচিত এর লাল-নীল স্ট্রাইপের কারণে। কিন্তু গ্রে'র কাছে ভালো লাগতো এর স্বচ্ছ চামড়া, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো এর দিকে। দেখত মাছের মেরুদণ্ড, হাড় এবং হৃদপিণ্ডের প্রতিটি নড়াচড়া। বর্তমানে নিজেকে টেট্রা মাছের মতোই মনে হচ্ছে তার, দানবীয় এক টেট্রা মাছের পেটেই আছে যেন সে।

আশেপাশে দশদিকেই দেখা যাচ্ছে সবকিছু, মনোমুগ্ধকর।

কিন্তু একজনকে ততটা মুগ্ধ মনে হচ্ছে না!

'ভুল করলাম নাকি।' বলল কোয়ালস্কি। বসে আছে গ্রে'র পাশের সিটে, একহাত জানালার কাঁচে আর অন্যহাত সিলিং-এ ঠেস দিয়ে রেখেছে বিশালদেহী লোকটা।

তাকিয়ে আছে নীচে, দুপায়ের ফাঁক দিয়ে। 'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে? বাতাস শেষ হয়ে গেলে? দম আটকে মরব তো সবাই।'

সাবমার্সিবলের ভেতরের জায়গাটা কোয়ালস্কির মতো বিশালদেহী লোকটার জন্য বেশ সংকীর্ণই হয়ে গেছে। মাথার কাছে চালকের সিটে বসে আছে জ্যাক, পিছনে চারটা সিট আছে। কেন বসে আছে টাকারের কোলে, কান খাড়া করে মৃদু গজরাচ্ছে। বাকি তিনজন তিন সিটে বসে আছে।

কোয়ালস্কির পিছনে বসে আছে সেইচান, কাঁধে হাত রাখল আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে। 'শান্ত হও। পর্যাপ্ত বাতাস আছে। আমি ভয় পাচ্ছি, হয়তো ফুটো হয়ে যাবে বেলুনটা!'

সিটের মাঝে নড়েচড়ে বসল কোয়ালস্কি, তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও ফুটো হয়ে গেল নাকি।

গ্রে রাগী দৃষ্টিতে তাকাল, এখন ইয়ার্কি করার সময় নয়।

'কতদূর?' গোঙানি দিয়ে উঠলো কোয়ালস্কি।

উত্তর এল সামনের দিক থেকে, 'পুরো দুনিয়া ঘুরে যেতে হবে গন্তব্যে।'

জ্যাক টাচস্ক্রিন পর্দায় স্পর্শ করল, পর্দায় ফুটে উঠেছে সাতটি মহাদেশের মানচিত্র। গ্রে চিনতে পেরেছে, সাতটি মহাদেশের আকারে তৈরি দ্য ওয়ার্ল্ড। দুবাইয়ের নতুন এক আর্কিটেকচার হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড, তিনশ দ্বীপের সমন্বয়ে তৈরি পুরো অংশ। পুরোটা তৈরি করা হয়েছে বিক্রির জন্য, কিন্তু উচ্চমূল্য ও অন্যান্য সমস্যার কারণে এখনও অবিক্রীত রয়ে গেছে। পুরো স্থাপত্য পতিত পড়ে আছে, কিছু সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

পর্দায় একটা লাল চিহ্ন তাদের যাত্রাপথ চিহ্নিত করছে।

বাইরে দ্বীপগুলোর অংশ দেখা যাচ্ছে, পুরোটা ঘুরে সোজা গেল তারা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। একটা রে মাছ বিরক্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। যত সমুদ্রের গভীরে যাচ্ছে তত সামুদ্রিক পরিবেশ নজরে আসছে। একটা কাঁকড়া ওদের দেখে বালিতে মুখ লুকল। স্রোতে গোলাপি অ্যানামনি ও সবুজ শ্যাওলা নড়ে নড়ে উঠছে, বড়সড় একটা ব্যারোকোডা তাদের পাশ কাটিয়ে গেল। একঝাঁক রূপালি মাছ এগিয়ে গেল সাবমার্সিবলের সামনে দিয়ে।

টাকার নড়ে উঠলো, কেন ঘেউঘেউ শুরু করল।

গ্রে তাকিয়ে দেখল একটা হ্যামারহেড শার্ক এগিয়ে আসছে, দম বন্ধ করে বসে থাকলো সে। কিন্তু কাচের গোলকে তারা নিরাপদ, পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলে গেল হাঙর।

কিছুক্ষণের মাঝেই দৃশ্যগুলো চোখের আড়াল হলো, চাঁদের আলো ফিকে হয়ে আসছে। গভীরে নামছে গোস্ট, অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশে নেমে গেল।

আলো বলতে শুধু সাবমার্সিবলের গায়ের আলো।

এবং সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

'আলো বন্ধ করে দিচ্ছি।' জ্যাক সতর্ক করলো। 'সবার সিটের তলায় একটা করে নাইট ভিশন আছে। পরে নাও।'

গ্রে গগলসটা খুঁজে বের করার আগেই আলো বন্ধ হয়ে গেল, নিকষ কালো অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। কোয়ালস্কির অস্ফুট স্বর কানে এল। আলো বলতে শুধু কনসলে জ্বলা আলো, তা-ও নিস্তেজ হয়ে গেল।

গ্রে খুঁজে পেয়েছে নাইট ভিশন। স্ট্র্যাপ খুলে চোখে লাগাল সে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক নতুন দুনিয়া, কালি গোলা অন্ধকার অনুজ্জ্বল সাদাকালো লাগছে এখন।

'ইউটোপিয়াতে আলো জ্বেলে যেতে চাই না।' জ্যাক বলল। 'যে কারও চোখে পড়তে পারে। অন্ধকারে চলার জন্য এর মাঝে আই.আর. সিস্টেম আছে। গভীর সমুদ্রে চলার জন্য এই সিস্টেমটা রাখা হয়েছে, যাতে কেউ ওখানে সমুদ্রের কোনও প্রাণীকে বিরক্ত না করেই আমাদের কাজ সারতে পারি।'

অথবা গোপনে চলাচলের জন্য, যেমনটা এখন করছে।

প্ল্যানটা হলো দ্বীপের সিকিউরিটি ব্যবস্থার নাক গলে বেরিয়ে যাওয়া। সার্ফেস রাডার রাখা হয়েছে সোমালি জলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচতে। পাশাপাশি সিকিউরিটি গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে ডক ও তীরের কাছাকাছি। একটা পেট্রল বোট পুরো দ্বীপটা চক্কর কাটে।

পেইন্টার ও জ্যাক বিকল্প রাস্তা ভেবে রেখেছে আগেই, কিন্তু প্রথমে সেখানে পৌঁছুতে হবে।

দ্য গোস্ট প্রায় মিনিট বিশেক চলছে, ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ আসছে কানে। জ্যাক প্যাডেল ও জয়স্টিকের সাহায্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে জলযান, নীচে সমুদ্রের তলদেশের পাহাড় ও বালির ঢিবির মাঝ দিয়ে।

তীর থেকে দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ইউটোপিয়া, পানির আশি মিটার গভীরে এর মূল ভিত্তি। স্থাপত্যবিদ্যার এক বিস্ময় এই কৃত্রিম দ্বীপ। সামনের মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠছে দ্বীপটার তারকাকৃতির অবয়ব। গোস্ট দ্বীপটার আরও কাছাকাছি পৌঁছুলো, দ্বীপের অবয়ব ফুটে উঠেছে পরিষ্কার।

কিন্তু এর আকারই শুধুমাত্র দ্বীপটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়।

পানির নীচে, দ্বীপটার বিশ গজ চওড়া পিলার চোখে পড়ছে। কংক্রিটের পাইলন ছড়িয়ে আছে পুরোটা জুড়ে। ইউটোপিয়ার গোপন ফর্মুলা হচ্ছে এই পিলারগুলো। দ্বীপটা এই পিলারের উপর ভর দিয়েই ভেসে আছে সমুদ্রের পানিতে।

দ্বীপের ইতিহাস পড়েছে গ্রে, জানে পদ্ধতিটা নতুন নয়। এই প্রযুক্তি বহু বছর আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে হাইবার্নিয়ার তেলের স্টেশন একই প্রযুক্তিতে গড়ে উঠেছিল। একই কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই কৃত্রিম দ্বীপ।

এই দ্বীপ আসলে কোম্পানির জন্য ছিল সহজ একটা প্রজেক্ট। হাইবার্নিয়ার অঞ্চলটায় ঢেউ অনেক বেশি, ঝড়ের প্রাদুর্ভাব নিয়মিত। পাশাপাশি ভাসমান বরফের

চাই তো আছেই। সেই তুলনায় ইউটোপিয়া অনেক বেশি শান্ত অঞ্চল। দ্বীপটার জন্য এই জায়গাটা বেছে নেওয়ার কারণ মূলত এই শান্ত আবহাওয়া।

প্রথমেই সমুদ্রের তলদেশ খুড়ে বোল্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির অংশটুকু, তারপর নীচে চার মাইল জুড়ে মোট বাইশটি পিলারের উপর তৈরি করা হয়েছে দ্বীপটা। স্থাপত্যটা মূলত মধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে, উপরে যত ভর থাকবে নীচে ততই শক্ত হবে দ্বীপের কাঠামো। এইজন্যই অন্যান্য তেলের স্টেশন যেখানে উঁচু সেখানে এই দ্বীপ চওড়া। নীচে মৌচাকের মতো একটার সাথে অন্য পিলার সংযুক্ত হয়ে তারকাকৃতির এই দ্বীপটার ভিত্তি মজবুত করছে। দ্বীপের উপরের অংশ প্রায় পাঁচ মিটার পুরু, পাম জুমেইরাহের মতো একই প্রযুক্তিতে বানানো। বড় একটা ফ্রেমের মাঝে বালু ভরাট করে তৈরি করা হয়েছে উপরের ভূ-অঞ্চল।

পাঁচ বছরে সাগরের বুকে জেগে উঠেছে নতুন এক টুকরো ভূখণ্ড।

'এইবার কঠিন কাজ।' বলল জ্যাক।

কংক্রিটের পিলারের জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গেল গোস্ট, শামুকের মতো ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে।

গলা বাড়িয়ে তাকাল গ্রে, কংক্রিটের ছাদ দেখছে। কল্পনা করছে কতোটুকু ওজন বইতে হয় পুরো কাঠামোটার। তাকিয়ে দেখছে মূল ভিত্তিটা।

কোয়ালস্কি গুঙিয়ে উঠলো।

এইবার সেইচান আর তাকে ঘাটাল না।

হঠাৎ করেই ঘুরে গেল সাবমার্সিবলের নাক।

স্টিয়ারিংয়ের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করছে জ্যাক, 'দুঃখিত। সমুদ্রের এই অংশের স্রোতটা একটু বেশি জোরালো। দ্বীপের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমুদ্র স্রোত ব্যবহৃত হয়। এই স্রোতেই পড়ে গিয়েছিলাম আমরা।'

আরও পাঁচ মিনিট এই অবস্থায় কাটল, দ্বীপটা পুরো দুই মাইল চওড়া। যাত্রাটা যথেষ্ট সুখকর ছিল না।

'রাডার বলছে আমরা পৌঁছে গেছি।' জ্যাক উপরের দিকে আঙুল তুলল।

সবাই মাথার উপরে তাকাল, অনেক উপরে একটা তারা জ্বলজ্বল করছে। একটা বড় কলামের পাশ দিয়ে উপরে উঠে গেল জলযানটা।

যত উপরে উঠছে, তারাটা তত উজ্জ্বল হচ্ছে। পুরো স্থাপত্যে এমন কয়েকটা জায়গা আছে, যেগুলোকে খালি রাখা হয়েছে দ্বীপটার প্রেশার-রিলিভিং পয়েন্ট হিসাবে। কিন্তু শহরটার পরিকল্পনাকারীরা জায়গাগুলোকে ব্যবহার করেছে সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে। বিভিন্ন শহুরে ভাব নিয়ে এসেছে এইসব স্থানে।

'আই.আর. ডিভাইস বন্ধ করে দিচ্ছি।' বলল জ্যাক। 'গগলস খুলে ফেল, বাইরে পর্যাপ্ত আলো আছে।'

গ্রে নিজের নাইট ভিশন ডিভাইস খুলে ফেলেছে। সাদা কালো দুনিয়া থেকে চলে এসেছে ফ্যাকাসে দুনিয়াতে। পুলের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে অনেকখানি অংশ।

সাবমার্সিবলটা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে জ্যাক, ছয় মিটার চওড়া কংক্রিটের দেয়াল পার হয়ে ভেসে উঠলো ছোট একটা জলাশয়ে। জলাশয়ের চারপাশে বালু দিয়ে কৃত্রিম সী বীচ তৈরি করা হয়েছে।

সাবমার্সিবল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তীরের দিকে। ডিজিটাল পেরিস্কোপ দিয়ে বাইরে দেখছে জ্যাক, পেছন থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল গ্রে।

'কেউ নেই।' জ্যাক বলল।

ইঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেছে, সাবমেরিনের নাক ঠেকেছে বালির মাঝে।

'এর থেকে ভেতরে আমি আর যেতে পারবো না।' ঘুরে বলল জ্যাক। 'উপরের হ্যাচ পানির কয়েক ইঞ্চি উপরে, তীর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। অল্প পানি, জুতোও ভিজবে না তোমাদের।'

কথাটা ডাহা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তীরে পৌছুতে প্রায় হাঁটু অবধি ভিজে গেল গ্রে'র, সেইচানেরও একই অবস্থা। সবার শেষে টাকার ও কোয়ালস্কি হেঁটে এল কেনকে কোলে নিয়ে।

গ্রে তার দলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় পুকুরের পাশে, চারপাশে বড় বড় পামগাছ। দেখে বিশ্বাসই হয় না এর নীচে রয়েছে বিশাল সমুদ্র, যার মাঝে অগণিত পিলার ঠেস দিয়ে রেখেছে এই বিরাট বড় দ্বীপটা।

কোয়ালস্কি দাঁড়িয়ে আছে পাশে। সামনের পুরো দৃশ্য দেখে মুগ্ধ, ঠোঁট প্রসারিত হলো তার।

সামনে উঁচু পাহাড়, উঁচু জায়গাটার গায়ে গাছপালা।

উদ্যানের বাইরে বড় বড় ভবন, বেশিরভাগ কাঁচ ও স্টিলের তৈরি, কিছু কিছু ভবন এখনও নির্মাণাধীন, কাজ চলছে বিভিন্ন ধরণের। আকাশ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন উঁচু উঁচু ভবনগুলো।

সামনে সবুজ উপত্যকা, কয়েকটা পতাকা পুঁতে রাখা হয়েছে। চাঁদের আলোয় পুরোটা অঞ্চল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'আমরা একটা গলফ কোর্সে দাঁড়িয়ে আছি।' কোয়ালস্কি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল। 'আরবগুলা শালারা একেকটা মাল।'

কথা সত্য।

গ্রে পুকুরের দিকে ফিরে গেল, একই সাথে কয়েকটা উপযোগিতা দিচ্ছে এই জলাধার। সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক, প্রাকৃতিক আবহ এবং পাশাপাশি কাঠামোগত কাজে।

জ্যাক গোস্টের হ্যাচ থেকে অর্ধেক বের হয়ে আছে, বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারা করল পুকুরের মাঝের দিকে। 'গোস্ট নিয়ে ওখানে চলে যাচ্ছি, স্কোপের ওপর চোখ

রাখবো। যদি ফিরে আসতে না পারো তাহলে সিগন্যাল দিও। আমি তোমাদের খুঁজে নিব।'

'ধন্যবাদ।' গ্রে নিজের পকেটে চাপড় দিল, যন্ত্রটার অস্তিত্ব অনুভব করছে।

জ্যাক কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। বিব্রত, ইতস্ততঃ করছে।

'কিছু বলবে?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল।

জ্যাক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'যদিও অনধিকার চর্চা হয়ে যায়, তারপরও...লিসা কেমন আছে?'

গ্রে'র সাথে পেইন্টারের কথা হয়েছে দুবাইয়ে থাকতে, লিসা ও ক্যাটের ব্যাপারে শুনেছে সে। সহকর্মীদের ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু জ্যাক এই কথা জানতে চায়নি। সঠিক প্রশ্নটা জ্যাকের চোখে ভেসে উঠছে।

সে কি সুখী?

গ্রে সত্য কথাটাই তাকে বলল।

'সে ভালো আছে।'

২২
২রা জুলাই, সন্ধ্যা ৫:৪৬ ই.এস.টি.
চার্লসটন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা

নিরাপদ কোথাও যাও...রাস্তা থেকে দূরে, কিন্তু মানুষের মাঝে থেকো।

কানের মাঝে বার বার বেজে যাচ্ছে পেইন্টারের বলা সতর্কবার্তা। প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে বাড়ছে দুশ্চিন্তা। চেষ্টা করছে সবার সাথে মিশে যেতে, লুকিয়ে রাখছে নিজেকে যতটা সম্ভব।

যখন ঘর থেকে চলে যেতে সতর্ক করল পেইন্টার, তখন সে এক মুহূর্তও দেরী করেনি। প্রতিদিন চার মাইল দৌড়ানো, পাশাপাশি রাতে যোগব্যায়াম করার অভ্যাস আছে লিসার। ওর ভাই, যার পেশা-ই পাহাড়ে চড়ে বেড়ানো, সে তাকে কয়েকটা কৌশল শিখিয়েছে।

আজ সেসব কৌশল কাজে লাগাচ্ছে সে।

আতঙ্কে নড়ে উঠলো লিসা, হাতের ফোন-ব্যাগ রেখে দিয়েছে টেবিলে। ছুটে গেছে ব্যালকনি লক্ষ্য করে, পিছনে দরজা ভাঙ্গার মড়মড় আওয়াজ কানে এল। কিন্তু জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই ও, ব্যালকনির ধরে লাফিয়ে নামল। ঝুলে ঝুলে নেমে গেল দ্বিতীয় তলায়, দুই তলার ব্যালকনির গ্রিল থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে।

পায়ে নরম শু থাকা সত্ত্বেও মাটিতে পড়ে বাঁ পায়ে ব্যথা পেল। উপর থেকে এক মুখোশধারী চেঁচিয়ে উঠল ওকে দেখে, গুলি চালাল। নড়ে উঠল, ব্যালকনির নীচে সেঁধিয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানের রাস্তায় মাথা কুটলো কয়েক পশলা বুলেট।

দৌড় দিল সে।

কোনও পরিকল্পনা নেই, যেকোনও মূল্যে হোটেল থেকে দূরত্ব বাড়াতে হবে। সামনে দুটো রাস্তা, যেকোনও একটা বাছাই করতে হবে পালানোর জন্য। প্রথমটা ওয়াটারফ্রন্ট পার্ক, দ্বিতীয়টা অপ্রশস্ত গোলকধাঁধার মতো রাস্তা যেটা চলে গেছে ঐতিহাসিক বাসস্থানগুলোর মাঝ দিয়ে। সে দ্বিতীয় রাস্তা বেছে নিল, পার্কের খোলামেলা জায়গায় সহজ শিকার হতে চায় না। রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর সামনে আছে প্রশস্ত পোর্চ, কাঠের কারুকার্য ও মনোমুগ্ধকর বাগান। পাশাপাশি টুরিস্ট ও স্থানীয় লোকজন ভিড় করে আছে রাস্তার পাশের দোকানে ও কফিশপে। তাকে অবশ্যই জনবহুল স্থানে থাকতে হবে।

পাক্কা বিশ মিনিট লাগলো লিসার শান্ত হতে, দেহের অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব কমেছে অবশেষে। আশেপাশে সতর্ক নজর রাখছে সে, জানেও না যে ঠিক কী খোঁজার চেষ্টা করছে। কতজন লোক তাকে খুঁজছে, কে তাকে খুঁজছে কিছুই জানে না সে। শুধু জানে সন্দেহজনক যে কাউকে দেখলে পালাতে হবে। সাথে না আছে

ফোন, না আছে পার্স। এই অচেনা-অজানা শহরে একজনই তাকে সাহায্য করতে পারে।

কফি হাউজের এক ক্রেতার কাছ থেকে ফোন ধার করলো সে, ফোন দিল পেইন্টারকে। সে জানে না ওইপাশের কণ্ঠস্বর শুনে কে বেশি শান্তি পেল। কিন্তু পেইন্টার নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করল, কর্তৃত্ব রাখল নিজের ওপর। আদেশ দিল বড় রাস্তা থেকে দূরে থাকতে, আশঙ্কা করছে আক্রমণকারীরা তন্নতন্ন করে খুঁজছে ওকে।

কিন্তু লোকজনের মাঝে থেকো...

সুতরাং তার একটা জায়গা দরকার; বার, রেস্তোরাঁ বা হোটেল লবি এমন কোনও জায়গা যেখানে প্রচুর লোকের সমাগম আছে।

একটা হৈচৈ নজরে এল তার, পাকা সড়কের একপাশে সুসজ্জিত কয়েকজন মহিলা এবং স্যুট পড়া কয়েকজন পুরুষ একসাথে। হাসছে সবাই একটু পর পর, দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে বা বাগদানের দাওয়াত রক্ষার্থে এসেছে। সামনের রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেলো সবাই, দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব বড় ঘরের দাওয়াত।

সুন্দর তো!

সে নিজের খুঁড়িয়ে চলার ভাব লুকানোর চেষ্টা করছে, হাত দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে পরিপাটি করে নিলো। নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে এমন একটা হোটেলে প্রবেশ করার জন্য। আশা করছে হোটেলের অনুষ্ঠান প্রাইভেট রুমে যাতে হয়, তাহলে জায়গা পাবে ডাইনিং রুম বা বারে বসার জন্য।

উপরে ছোট একটা বোর্ডে নামটা জ্বলজ্বল করছে।

ম্যাকক্রেডি'স।

রেস্তোরাঁয় পৌঁছে দেখল, ঠিক যা আশা করেছে তাই হয়েছে। উপরে প্রাইভেট রুমে চলে গেছে সবাই। সে এগিয়ে গেল হোস্টের দিকে।

'এক্সকিউজ মি! আমি রিজার্ভেশন করিনি। আশা করছি টেবিল এখনও বুক করা যাবে।'

হোস্ট একজন লিকলিকে তরুণ, উত্তর দিলো নম্রসুরে। একগাল হেসে উত্তর দিল, 'অবশ্যই। একটু অপেক্ষা করুন।'

লিসা একপাশে দাঁড়াল, বসছে না। ওর মনে হচ্ছে একবার বসলে আর উঠতে পারবে না। এতোটাই ক্লান্ত লাগছে নিজেকে, পা কাঁপছে হাঁটু থেকে। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে রেস্তোরাঁর ইতিহাস পড়ার দিকে মন দিল সে। হোটেলটা ১৭৮৮ সালে চালু হয়েছে; প্রথমে গুদামঘর, পরে সরাইখানা, এমনকি পতিতালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে এই ভবন। লেখা আছে প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনও এসেছিলেন এখানে। তখন অবশ্য এই জায়গাটা আর যাই হোক, পতিতালয় ছিল না।

এখনও অতীত এই ধারা বজায় আছে, উপরের তলাটা এধরণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহৃত হয়। হাসি ও গানের আওয়াজ ভেসে আসছে উপরের প্রাইভেট রুম থেকে।

পার্টির আরও কিছু মেহমান এসেছে লবিতে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই সমাজের উঁচু স্তরের লোক।

'আপনি দয়া করে আমার সাথে আসুন।' লিসার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল হোস্ট। 'আপনার টেবিল সাজানো হয়ে গেছে।'

এক বয়স্ক মহিলা তাকাল তার দিকে, ঝুঁকল সামনের দিকে। তারপর পাশের মহিলার দিকে ফিরে কানে কানে বলল কিছু। আরও কয়েক জোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

নিজের প্রতি সচেতন হলো লিসা, হাত বোলাল নিজের গায়ের সেন্ট জন ডিজাইনার জামার ওপর। এগিয়ে গিয়ে যোগ দিলো হোস্টের সাথে।

লোকটা তার দিকে ঝুঁকে কানে কানে বলল, 'এখন কটিলিয়ান মৌসুম চলছে। ওপরে তাই বল-নাচের আয়োজন করেছে।'

উপরের দিকে তাকাল লিসা, কল্পনা করছে হীরে ও সিল্কের কাপড়ে মোড়া পার্টির কথা। যুবতী মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এই অনুষ্ঠানের মাঝ দিয়ে। মূলত অতীতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতো অপ্রচলিত ডেটিং সার্ভিস হিসেবে। কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া একটা নির্দিষ্ট উচ্চ বংশীয় সমাজে।

উচ্চবিত্ত সমাজের একটা বাজে অভ্যাস, পশু প্রদর্শনীর মতো বাজে রীতি।

'খুবই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান।' হোস্ট তাকে নিয়ে যেতে যেত বলল। 'প্রেসিডেন্টের আত্মীয়-স্বজনও এসেছে।'

লিসা স্বস্তি অনুভব করলো, কেউ এখানে ঝামেলা করার সাহস পাবে না। মূল ডাইনিং রুম ছাড়িয়ে চলে এসেছে তারা। লিসা চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে, কিন্তু কিছু একটা হয়তো ওর আচরণে ধরা পড়ে গেছে।

'আপনি ঠিক আছেন, ম্যাডাম?' চেয়ার এগিয়ে দিল হোস্ট, টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছে।

'আমি ঠিক আছি।' হেসে বলল সে, কিন্তু হাসিটা মুখ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল। 'সারাদিন শপিং করে ক্লান্ত।'

'জ্বী আচ্ছা।' চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, হাতে পার্স নজরে আসছে না বলেই হয়তো। 'আপনি কী কারও জন্য অপেক্ষা করবেন?'

ঘড়ি দেখল ও, পেইন্টার বলেছিল নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে ফোন দিতে। সে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে উদ্ধারের জন্য। সে হাতে মেনুকার্ড নিল, আশা করছে উদ্ধারকারী দল রেস্তোরাঁর বিল থেকেও তাকে অবশ্যই উদ্ধার করবে। ওর কিছু পান করা প্রয়োজন।

'একটু দেরী হবে, আমি আগে আগে চলে এসেছি।' লিসা বলল। 'কিন্তু আমি ভুলে আমার ফোন রেখে এসেছি। আমি কি আপনাদের ফোন ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই। আমি নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ।'

সে হেলান দিয়ে বসল, শুনছে লোকজনের টুকরো টুকরো ভেসে আসা কথা।

রেস্তোরাঁর মাঝে কাঠের বড় বড় পিলার, মসৃণ মেঝে, ইটের দেয়াল এবং বড় একটা ফায়ারপ্লেস আছে।

হোস্ট ফিরে এসেছে ফোন নিয়ে। ওয়েটারকে অর্ডার করলো সে। 'দ্য ম্যাকালেন দিন, ষাট বছরের পুরনোটা।'

দামী, কিন্তু ডাক্তার হওয়ার সুবাদে নিজের জন্য নিল এটা।

এবং খরচটা অবশ্যই সিগমার খাতায় উঠবে!

পেইন্টারকে ফোন দিল ও, লাইনটা নিরাপদ। নিজের অবস্থান জানানোর পাশাপাশি ক্যাটের কথাও জেনে নেওয়া যাবে।

ফোনে একটা ক্লিক আওয়াজের সাথে ভেসে এল, 'কোথায় তুমি?'

ঠিকানা বলল লিসা।

আটকে রাখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পেইন্টার, 'পনেরো মিনিটের মাঝেই টিম পৌঁছে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি এখানেই আছি।'

ওয়েটার ফিরে এসেছে গ্লাস নিয়ে। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল সে, নিজেকে সুস্থির করতে। ষাট বছরের পুরনো মদ, গলা বেয়ে নেমে গেল।

'আমি এখানে নিরাপদ।' বলল সে। নিজেকে এবং পেইন্টারকে আশ্বস্ত করতে চাইছে। 'আমার হাতে হুইস্কি গ্লাস। চারপাশে প্রচুর মানুষ, সবাই অভিজাত বংশের।' উপরের তলা থেকে গানের আওয়াজ কানে এল তার। 'এখানে একটা পার্টি হচ্ছে। গ্যান্ট পরিবারের কয়েকজন আয়োজন করেছে। চার্লসটনের সবকিছুতেই এই পরিবারের কেউ না কেউ জড়িত।'

পেইন্টার দ্রুত পরের প্রশ্ন করল, বিষম খেয়েছে। 'কেউ তোমাকে চিনে ফেলেনি তো?'

চিন্তিত হয়ে গেল সে। 'অবশ্যই না। গ্যান্ট পরিবারের লোকেরা -'

'তুমি নিশ্চিত?'

পেইন্টারের কণ্ঠে আতঙ্কের ছাপ টের পাচ্ছে সে, উপরের দিকে তাকাল তাই। গানের আওয়াজ, হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে পড়ল বয়স্ক মহিলা কীভাবে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

'ঘটনা কী পেইন্টার?'

'এখনই বেরিয়ে যাও-জলদি।'

লিসা হাতের দামী তরলের দিকে তাকাল, 'আমার কাছে টাকা নেই। যদি বিল না দিয়েই চলে যেতে চাই তাহলে গোলমাল হবে। বেশি মানুষের নজরে পড়ে যাবো।'

সে পালাতে পারবে কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে, একটু আগে পা নড়াতে গিয়ে ব্যথাটা টের পেয়েছে। এই অবস্থায় বেশিদূর যেতে পারবে না সে।

আওয়াজ নিচু করলো সে, 'তুমি কিছু লুকাচ্ছ। আমি তো হাঁটতেই পারছি না, আমার জানা উচিত কী হয়েছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা, কল্পনায় দেখতে পেল ফোনের ওইপাশে পেইন্টার ভ্রূ ঘষছে। ভাবছে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে, ভাবছে কতোটুকু বলা যায় ওকে।

'বলো তো।' বলল সে, লুকোচুরিতে ক্লান্ত।

অবশেষে বলে উঠল পেইন্টার। 'আমি কাউকে এ কথা বলিনি। এমনকি ক্যাট বা গ্রে-কেও না। সিগমার কেউ জানে না এসব কথা। কিন্তু যেই সন্দেহ এতদিন ধরে করে এসেছি, সেই সন্দেহ অবশেষে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

'কী?'

'গিল্ডের ব্যাপারে।'

লিসা শান্ত হয়ে গেল। সে জানে, পেইন্টার সন্দেহ করেছিলো অ্যামান্ডার নিখোঁজ হওয়ার সাথে এই গ্রুপের কোনও না কোন সম্পর্ক আছে। এখন কি সে এর প্রমাণ পেয়েছে?

পেইন্টার সতর্ক স্বরে বলল, 'আমি জানি কে গিল্ড চালাচ্ছে।'

'কে?'

'প্রেসিডেন্টের পরিবার।'

ঝাঁকি খেল যেন লিসা, পেইন্টার রসিকতা করছে নাকি! মাথায় চিন্তার ছেঁড়া সুতোগুলো জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছে, কোনওভাবেই মেলাতে পারছে না হিসাব। অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল সে।

'অসম্ভব।' অস্ফুট স্বরে বলল লিসা।

'এজন্যই কাওকে বলিনি এখনও। জানি প্রমাণ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না। ওয়াশিংটনে ফিরে এস, বিস্তারিত সব জানতে পারবে।' সতর্কঘন্টা বেজে উঠলো তার পরবর্তী কথায়। 'কিন্তু এখন তোমাকে পালাতে হবে লিসা, যত গোপনে সম্ভব।'

ভয়ের পাশাপাশি রাগ অনুভব করছে সে। পেইন্টার কেনও তাকে এতদিন কিছু বলেনি। 'ক্যাট কোথায়?'

'তার ব্যাপারে চিন্তা করো না। তুমি বের হও ওখান থেকে।'

ফোন রেখে দিল সে, উপরে ছাদের দিকে তাকাল।এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না পেইন্টারের কথা, কিন্তু জানে পেইন্টার এক বিন্দু মিথ্যাও বলেনি।

এক ঢোকে গ্লাসের হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলো সে। দামী হুইস্কিটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। শক্তিটুকু প্রয়োজন তার।

সাবধানে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ালো সে, এক হাতে চেয়ারের ওপর ভর রেখেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেটে চলছে সামনের দিকে, হোস্ট এগিয়ে এল।

'আপনি ঠিক আছেন ম্যাডাম?'

না। সে ঠিক নেই।

'আমি ঠিক আছি।' ফোনটা এখনও হাতে। 'নেটওয়ার্ক আসছে না। একটু বাইরে গিয়ে কথা বলা যাবে?'

'চলুন। আমি আপনাকে সাহায্য করছি।'

'লাগবে না, ধন্যবাদ।' সে দরজা দিয়ে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। কয়েক পা হাঁটল, খুব কুৎসিত-ভাবে ব্যথা পেয়েছে পায়ে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ব্যথা টের পেল হাড়ে হাড়ে, মচকে যাওয়া পা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না।

এক অচেনা লোক এগিয়ে এল তাকে সাহায্য করতে, পড়তে পড়তে রক্ষা পেল সে।

'ধন্যবাদ...' তাকিয়ে দেখল লোকটা অচেনা নয়, খুব পরিচিত। ডা. পল ক্রানস্টন হাত ধরেছে তার।

পেটে পিস্তলের নলের স্পর্শ পেল সে।

পিছনে আরও দুইজন লোক এগিয়ে এসেছে।

ফার্টিলিটি ক্লিনিকের পরিচালকের মুখে হাসি, 'আহ! ডা. কামিংস, আমাদের কথা তো শেষ হয়নি এখনও।'

বাকি দুইজনকে ইশারা করল সে, এগিয়ে এসে শক্ত করে ওর হাত ধরল দুইজন।

পেছনে ফিরে চাইল লিসা, দ্বিতীয় তলার উজ্জ্বল আলো ও পিয়ানোর শব্দ আসছে কানে।

ক্রানস্টন ধমকের স্বরে বলল, 'আমি ধারণা করতে পারছি, আপনি কী ভাবছেন। ভাববেন না, আপনার কপাল ততটা খারাপ নয়। পার্টিতে উপস্থিত কেউই এইসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। এরা তো কেবল একটা জিনিসই জানে, কীভাবে টাকা উড়াতে হয়। আপনাকে সেই হোটেল থেকে অনুসরণ করছি আমরা। আমার লোকেরা আগেই বাইরে অপেক্ষা করছিল আপনার জন্য।'

লিসা পেছনে ফিরে লোকটার দিকে তাকাল।

'আশা করি আপনি কার সাথে কাজ করছেন সে ব্যাপারে জানতে আমাদের সাহায্য করবেন।' ক্রানস্টন পকেট থেকে একটা কলম বের করল, লিসার ডিভাইস।

সে হয়তো লবিতে এই কলম খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি কে করেছে কাজটা।

'নয়তো,' বলল লোকটা, সামনে হাঁটছে। 'কঠিন পথ বেছে নিতে হবে। কিন্তু যেভাবেই হোক তোমার সহকর্মীকে খুঁজে বের করবই আমরা।'

সন্ধ্যা ৬:১৬

ক্যাটের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথার লম্বা সোনালি চুল কিছু ওর কাঁধে, কিছু ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

ক্যাট চেয়ারে বসে আছে, ওষুধের প্রভাব কাটেনি এখনও। পড়নে শুধু একটা হসপিটাল গাউন, চেয়ারের পিছনে হাত বাঁধা। এই অপমানটুকু সহ্য করতে হবে ওকে, তারা চাচ্ছে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিতে।

অন্য বন্দি, হরিণের মতো টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বয়স হবে বড়জোর বিশ। পুরো ওয়ার্ডে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

ডা. মার্শালের বলা কথাগুলো মনে পড়ল ওর, কোনও একটা লজের কথা বলছিল সে।

তারা গবেষণার জন্য মানুষ খুঁজছে।

ফ্যাসিলিটিটা শুধুমাত্র মানুষ সংগ্রহের জন্যই ব্যবহৃত হয়। মানুষকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রজেক্টের গবেষণায়। এমন সব মেয়েদের ধরে আনা হয় যারা হারিয়ে গেল অভিযোগ করার কেউ নেই। আর এমন ফ্যাসিলিটি অবশ্যই একটা নয়, সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু কেন? কী চলছে এখানে?

চোখের কোনা দিয়ে লাল চিহ্নটা দেখছে ক্যাট, মাঝখানে ডি.এন.এ. হেলিক্সের ছাপ।

ক্লিনিকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটছে।

এবং মন বলছে সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে লাল চিহ্ন অঙ্কিত ওই স্টিলের দরজার পিছনে।

কিছু সময় আগে, ক্যাটকে নিয়ে এসেছে তারা সেল থেকে। জোরপূর্বক বিবস্ত্র করে মেডিকেল টেস্ট করেছে ডা. মার্শাল, সাথে ছিল রয়। তারপর ক্যাটের দেহে থেকে এক টিউব রক্ত নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডাক্তার।

ক্যাটকে শক্ত করে ধরে মাথার চুলগুলো কেটে দিয়েছে রয়। পাশাপাশি গায়ের সব জামাকাপড় সরিয়ে নিয়েছে, মর্যাদাহানি করেছে ওর। কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করল সব, সময় আসলে প্রতিশোধ তুলে নিবে।

'কাজ শেষ।' রয় বলল, ক্যাটের ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাচ্ছে। পুরো দেহটায় এক নজর বুলিয়ে নিল সে। 'সবসময় ভালো লাগে এই রূপটা দেখতে।'

ক্যাট মাথা সরিয়ে নিল, 'জাহান্নামে যাও।'

'খুব সাহস না?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে, ডাক্তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে যেন।

পরিষ্কারভাবেই লোকটার সারাদিন ডাক্তারের হুকুম তামিল করতে করতেই কাটে, সাথে চোখ রাঙানো ও বকাঝকা পায় উপরি পাওনা হিসেবে। রাগটা ঝাড়ে সে বন্দি মেয়েদের ওপর। কোমরের ঝুলানো ডাণ্ডায় চলে গেলো হাত, কিছুক্ষণ আগে অস্ত্রটা একবার প্রয়োগ করেছে ক্যাটের ওপর। যখন ও কাপড় খুলতে দেরি করছিলো তখন একবার আঘাত করেছে ডাণ্ডা দিয়ে, আঘাতের জায়গাটা এখনও ব্যথা করছে।

ক্যাট দ্বিতীয় বন্দির হাত পা লক্ষ্য করেছে, আঘাতের চিহ্ন আছে সেখানে।

শুয়োরের বাচ্চা।

রয় টান মেরে অভ্যস্ত হাতে ডাণ্ডা বের করল, নিজের অক্ষমতা পুষিয়ে নিতে চাইছে।

'কোনও ঝামেলা করবে না, ঠিক আছে?' ক্যাটকে কানে কানে বলল সে।

ক্যাট দাঁত কিড়মিড় করে মাথা উঁচু করল।

'এইতো ঠিক আছে, জংলি বিল্লি।' লোকটা হাতের ডাণ্ডা ওর কাঁধে ঠেস দিয়ে রেখে হাতের বাধন খুলে দিল। 'উঠে ঘুরে দাড়াও, হাত পিছনে।'

ও নির্দেশ পালন করল, ওষুধের প্রভাবে মাথা ঘুরছে এখনও। ঘুরে দাঁড়াল রয়ের দিকে, গাউন ভিতরে ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠলো ক্যাট। হাত রেখেছে পিছনে।

রয় ডাণ্ডা দিয়ে চিবুক উঁচু করল ওর, এগিয়ে গেল ওর কাছে। 'বাহ, কী সুন্দর দেহ!'

ক্যাট বিদ্যুৎগতিতে এক হাতে চেপে ধরল ডাণ্ডা, অন্য হাতে রুপালি ঝলক। হাতটা চলে গেল রয়ের গলা বরাবর, শ্বাসনালী কেটে ঢুকে গেল ব্লেড।

রয়ের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

ক্যাট চোখে ভেসে উঠা প্রশ্ন বুঝতে পেরেছে।

কীভাবে...?

হিসহিস করে উত্তর দিল, 'তুমি ভুলে গেছ, জংলি বিল্লির থাবা থাকে।'

ক্যাট আরও চাপ প্রয়োগ করল কমব্যাট ড্যাগারে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। ব্লেডটা ছাড়িয়ে নিল সে, মৃত দেহটা ধাক্কা দিয়ে ফেলল মেঝেতে।

ব্লেডের রক্ত মুছল লোকটার জামায়, ভাজ করে রেখে দিল। রয় প্রথম যখন তাকে সেলে বন্দি করে রাখে, তখনই জুতোর লুকানো গর্ত থেকে বের করে নিয়েছে ভাজ করা ছুরি ও লক পিক। দরজাটা ভিতর থেকে খোলার কোনও উপায় পায়নি, তাই কম্বলের ভাঁজে অস্ত্রটা লুকিয়ে রেখেছিল ও।

পরবর্তীতে যখন রয় তাকে বিবস্ত্র করতে এসেছিল, তখন মেডিকেল টেস্ট শেষে সে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিল। গাউন পড়ার সময় সুযোগ বুঝে নিতম্বের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলেছিল ভাজ করা ছোট অস্ত্রটা। যদিও অস্ত্র লুকানোর জন্য খুব ভালো একটি জায়গা নয়, কিন্তু এর থেকে উপযুক্ত কোন জায়গা খুঁজে পায়নি সে।

এরপর থেকেই অপেক্ষা করছে কখন রয়কে একা পাবে। লোকটার চোখের লোলুপ দৃষ্টি দেখে বুঝে নিয়েছিল কখনও না কখনও একা হবেই সে। আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে হবে তার।

একটামাত্র সুযোগ চাই শুধু।

সেটা পেতেই আর দেরী করেনি। মৃতদেহ থেকে চাবির ছড়া খুলে নিল সে, পাস কার্ড ও ডাণ্ডাটা নিতে ভুলল না। দৌড়ে গেল পাশের সেলে, খুলে দিল দরজা।

মেয়েটা দৌড়ে বেরিয়ে এল, দেখছে মৃতদেহটা। 'ধন্যবাদ। আমি, এমি।'

'চলো।' বলল ক্যাট।

দৌড়ে গিয়ে নিজের পড়নের জামাকাপড় তুলে নিল সে, পকেটে রেখে দিল ড্যাগার। হাতের ডাণ্ডা দিল এমির হাতে।

এমি শক্ত করে ধরে আছে ডাণ্ডা, ইঙ্গিতে দেখাল বের হওয়ার দরজা। 'সশস্ত্র গার্ড মোতায়েন করা আছে। কীভাবে পার হবে?' সে লক্ষ্য করেছে ক্যাট তাকিয়ে আছে

লাল দরজাটার দিকে। 'এরা...এরা আমার বোনকে দুই সপ্তাহ আগে এখানে নিয়ে গেছে।'

'তাহলে আমরা সেখানেই যাচ্ছি।' বলল ক্যাট।

ওইখানে কী ঘটছে তা না দেখে সে যেতে ইচ্ছুক নয়।

এমি দাঁড়িয়ে আছে ক্যাটের পাশে, তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

'কি-কার্ডটা ধরো।' ক্যাট নির্দেশ দিল। 'আমরা তোমার বোনকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

এমি নড করল।

ক্যাট এক হাতে তার পার্স নিল, ভিতর থেকে কলম-ক্যামেরা ডিভাইসটা বের করলো। এটাই চালু করেছিল সে। কলমটা নিজের ব্লাউজে আটকে রাখল, যদি ওর কিছু হয়ে যায় তবুও এসবের প্রমাণ থাকবে এতে।

এক সাথে দুজন ছুটে গেল ওয়ার্ডের অন্য পাশে। দরজার কাছে পৌঁছে ক্যাট কি-কার্ড নিল এমির হাত থেকে, ঢুকিয়ে দিল যথাযথ জায়গায়। একটা যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। উপরে লাল আলো জ্বলে উঠলো, সতর্কধ্বণি বেজে উঠেছে পুরো ফ্যাসিলিটিতে। কেউ একজন জেনে গেছে খুলে গেছে গোপন দরজা।

কতক্ষণ লাগবে তাদের এখানে আসতে?

বাতাসে হিস শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা পুরোপুরি।

ক্যাট তাকাল ভিতরে, এমি চিৎকার জুড়ে দিল ভেতরের দৃশ্য দেখে।

সন্ধ্যা ৬:১৮
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'রেস্তোরাঁর সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করো।'

পেইন্টার বসে আছে সিগমার কমিউনিকেশন নেস্টে। এক হাতে কানের ইয়ারপিসে চাপ দিয়ে ধরে রেখেছে, কথা বলছে চার্লসটনে পৌঁছা দলের সাথে। অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছে টিম।

একজন এনালিস্টের দিকে ঘুরে তাকাল সে, 'কতক্ষণ লাগবে রাস্তার সিসি ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করতে?'

'পাঁচ-দশ মিনিট।'

হতাশ হয়ে হেলান দিয়ে বসল পেইন্টার।

কোথায় তুমি লিসা?

রেস্তোরাঁ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে লিসা আর কোনও যোগাযোগ করেনি। বের হয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে ফোন দেয়ার কথা ছিল লিসার, যাতে ওর দল তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সময় বয়ে চলেছে, আতঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে সেই সাথে।

'ডিরেক্টর?' অন্য এক টেকনিশিয়ান বলে উঠল, কালো মনিটরের দিকে আঙুল। 'কোনও ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। রিসেপশনের ক্যামেরাটি হয় আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, নয়তো ব্যাটারি শেষ।'

পেইন্টার নড করল, উদ্ধারকারী দলের নেতার সাথে কথা বলল সে। 'দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাও। এক দল ফার্টিলিটি ক্লিনিকে যাও, ওইখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমার জানা চাই।'

'আচ্ছা স্যার। রেস্তোরাঁর লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শেষ হয়েছে। ডা. কামিংসের মতো একজন এখানে এসেছিল। বসে ছিল কিছুক্ষণ, কিন্তু পরে পালিয়ে যায়। শেষ বাইরে তিনজন লোকের সাথে দেখা গেছে তাকে। হোস্ট বলল, সে নাকি কারও জন্য অপেক্ষা করছিল।'

চোখ বন্ধ করল পেইন্টার, লিসা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিলছে না ঘটনা।

'ছড়িয়ে যাও। খোঁজ। কেউ দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো।' নির্দেশ দিল পেইন্টার।

'জ্বি, স্যার।'

রক্তচাপ বেড়ে গেছে ওর, কিন্তু তারপরও দরজার দিক থেকে আসা আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল।

'ডিরেক্টর ক্রো   কথা আছে।'

মাথা ঘোরাল সে, কণ্ঠটা তার বস ডারপার প্রধানের। জেনারেল মেটকাফ দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। পরনে সেই একই স্যুট, কুচকায়নি এখনও একটু। কিন্তু চেহারা বিধ্বস্ত, চোখ লাল, চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

'স্যার?'

'আমাদের কথা বলা উচিত।'

ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না, খুব জরুরি কিছু হয়তো। মেটকাফ খুব কম অফিসে আসেন, বেশিরভাগ কাজ সারেন ইমেইল, ফ্যাক্স ও ফোনকলের মাধ্যমে। তার উপস্থিতির মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে।

পেইন্টার হাত মুঠো করল, হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই। 'আমরা ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্টের অফিস ব্যবহার করতে পারি।'

জেনারেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে, জেসনকে বলল রুম ছাড়তে। তরুণ অ্যানালিস্ট পেইন্টারের একটা ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত ছিল।

'কয়েক মিনিট পর এসো।' পেইন্টার বলল ছেলেটাকে। ছেলেটা চলে যেতেই ফিরে দাঁড়াল মেটকাফের দিকে। 'কী হয়েছে?'

'এতক্ষণ সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স এবং জয়েন্ট চিফের সাথে মিটিং-এ বসেছিলাম। প্রেসিডেন্টও ছিলেন অল্প সময়ের জন্য।'

বুকের মাঝে ঢোলের বাড়ি পড়লো যেন পেইন্টারের, 'আর?' অনুভব করতে পারছে সামনে কী এগিয়ে আসছে।

'আমরা সিগমা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পেইন্টার, সে ভেবেছিল কঠিন কোনও কথা শুনবে কমান্ডার ইন চিফের কাছ থেকে। কিন্তু কথাটা যে এতোটা কঠিন হবে তা কল্পনা করতে পারেনি।

'কখন?'

প্রধানের মুখে দুঃখের ছাপ কিন্তু কণ্ঠ স্থির। 'এখন। এই মুহূর্তে।'

খাবি খেল যেন পেইন্টার, 'স্যার, আমার লোকেরা অপারেশনে আছে, কয়েকজন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে।'

'সবাইকে ফিরে আসতে বলো। ফিরে আসতে না পারলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা মিলিটারির সাহায্য নাও।'

'যদি আমি না মেনে নেই?...যদি কোনও এজেন্ট থেকে যায়...?'

'যেকোনও কাজ পরিগণিত হবে অপরাধ হিসাবে। কেউই এসব কাজের দায়ভার নিবে না। তোমাদের নামে মামলা হবে।'

বড় করে দম নিল পেইন্টার, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছে লোকজন কাজ করছে কমিউনিকেশন নেস্টে। চোখের কোনা দিয়ে মনিটরে জেসনের করা কাজটুকু দেখতে পেল সে, গ্যান্ট পরিবারের বংশানুক্রমিক-তালিকা। পরিবারটি যেন বিশ্ব জয়ের প্রত্যয়ে নেমেছে।

বর্তমান সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলো পেইন্টার।

গিল্ড জিতে গেছে।

'বন্ধ কর সব।' মেটকাফ আদেশ দিল। 'সবাইকে ফিরে আসতে বল।'

২৩
২রা জুলাই রাত ২:১৮ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে

অন্ধকার গলফ মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে গ্রে'র টিম। চাঁদের আলো পড়ছে না এইদিকটায়, অন্ধকার হয়ে আছে পুরো অঞ্চল। আশেপাশের ভবনগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে যেন সামনের লনে।

মিশনের আগে শোনা ব্রিফিং অনুযায়ী, পুরো দ্বীপটাতে সিকিউরিটির লোকজন নিয়মিত টহল দেয় সমুদ্রতীর ও ডকে। কিন্তু পথের মাঝে যেকোনও গার্ড তাদের দেখে ফেলার ঝুঁকি থেকেই যায়।

কিন্তু এখন নতুন এক বিপদ উদয় হয়েছে তাদের সামনে। ফোনে কথা বলেছে গ্রে পেইন্টারের সাথে, জানিয়েছে পৌঁছে গেছে ইউটোপিয়ায়। ফোন রাখার পর ওর মনে হলো ফোনটা না করলেই বুঝি বেশি ভালো হতো।

'কী হয়েছে? কোনও সমস্যা?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল, চোখেমুখে চিন্তার ছাপ নজর এড়ায়নি।

'আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে মিশন স্থগিত রেখে ফিরে যেতে।' বলল গ্রে। 'মূলত, ডি.সি.র সরকার অ্যামান্ডার মৃত্যুর দোষ চাপাতে বলির পাঠা খুঁজছে।'

'এবং সেই পাঠা হলাম আমরা।' ফিসফিস করে বলল কোয়ালস্কি।

'পেইন্টার আপিল করতে চাইছেন, কিন্তু অফিসিয়ালি আমাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু অ্যামান্ডা তো মরেনি, ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টকে এই কথাটা জানাচ্ছে না কেন?'

কারণটা আগেই সোমালিয়ায় থাকতেই বলেছে পেইন্টার, অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতে হলে গোপন রাখতে হবে সবকিছু।

এখনও এই সিদ্ধান্ত ভুল মনে হচ্ছে ওর কাছে। গ্রে মনে করে প্রেসিডেন্টের অধিকার আছে নিজের মেয়ে সম্পর্কে জানার। ও অনুভব করছে কিছু একটা পেইন্টার লুকচ্ছে সবার কাছ থেকে।

কিন্তু যাই হোক না কেন, ওদের অপেক্ষা করতে হবে।

এখন একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে ওদের।

'মনে হয় পেইন্টার আপিল করবে প্রেসিডেন্টের কাছে। কিন্তু বলবে টা কী? অ্যামান্ডার বেঁচে থাকার ব্যাপারে কোনও তথ্য নেই আমাদের কাছে। আমরা শুধু জানি মেডিকেল ক্যাম্পে পাওয়া লাশটা অ্যামান্ডার না। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা ফিরে যেতে পারি, অথবা সামনে এগিয়ে যেতে পারি। যদি আমরা এই সরাসরি আদেশ মেনে না নিই এবং ব্যর্থ হই, তাহলে কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না। নিজেদেরকে নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে।'

গ্রে ছোট দলটার সবার মুখের দিকে তাকাল।

শ্রাগ করল সেইচান, 'আমার বিরুদ্ধে তো এমনিতেই কয়েক ডজন কেস আছে। আরেকটা যোগ হলে কী আর ক্ষতি হবে?'

'আমি সিগমার অফিসিয়াল মেম্বার না, আদেশ মানা বা না মানা সবই আমার ইচ্ছা স্বাধীন।' বলল টাকার।

কোয়ালস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'প্যান্ট তো ভিজে গেছে, কিন্তু আর কী হবে...?'

'চলো তাহলে, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।' হাতে ফোন নিল গ্রে, পুরো দ্বীপের বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক রূপ ভেসে উঠেছে ফোনের পর্দায়। সে ছবিটা ঘুরিয়ে ক্রসের উপর আনল। 'এইগুলো সব গিল্ডের মালিকানার সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান।'

'দাঁড়াও।' বলল সেইচান। 'পেইন্টার জানলেন কীভাবে?'

সেইচানের দিকে ফিরে তাকাল গ্রে, ভ্রূকুটি করল। এতোসব তথ্যের ভিড়ে এই তথ্যটা জানার কথা মনেই আসেনি।

সেইচান ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারল, মাথা ঝাঁকাল। নীরবে ভর্ৎসনা করছে যেন গ্রে'কে, এই মিশনে এটা ওর প্রথম ভুল নয়। গ্রে শক্ত করে ফোনটা ধরল, নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত।

কিছুটা বিরক্তও...

'বলো।' বলল সেইচান।

'অ্যামান্ডা যদি এই দ্বীপেই থেকে থাকে তবে এই হাইলাইট করা অংশেই আছে।'

'অনেক বড় জায়গা।' টাকার বলল।

'এজন্য আমরা মাঝখান থেকে শুরু করব। এইখান থেকে।' গ্রে ক্রসচিহ্নটার কেন্দ্রবিন্দুতে আঙুল ঠুকল।

'জায়গাটা চিহ্নিত করা।' বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি। 'শালা! মানুষ উদ্ধার করতে এসেছি নাকি গুপ্তধন।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে, 'আমরা আশা করতে পারি মেয়েটা এখনও আছে এখানে।'

ফোন রেখে দিল সে, তাকিয়ে আছে দ্বীপটার কেন্দ্রের দিকে। লম্বা একটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে সেখানে, উপরে সূক্ষ্ম চূড়া আছে। প্রতিটা তলা নীচের তলা থেকে একটু ছোট, এভাবেই তৈরি হয়েছে পুরো ভবন। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, পঞ্চান্ন তলা ভবনটির প্রতিটি তলা আলাদাভাবে আবর্তিত করা যায়। পুরোটা মিলে তৈরি করেছে আশ্চর্য এই ভবন, পুরো ভবনে উইন্ড টার্বাইন ও সোলার প্যানেল লাগানো। আশ্চর্য সম্মোহিত করার ক্ষমতা আছে এই ভবনটার, প্রতি মুহূর্তেই নিজের আকার একটু একটু করে পরিবর্তন করে চলেছে, যেন জীবন্ত কোনও প্রাণী।

'বুর্জ আবাদি।' বলল টাকার, ইউটোপিয়ার কেন্দ্রীয় ভবনটার নামকরণ করল। 'দ্য ইটার্নাল টাওয়ার।'

পঞ্চান্ন তলা বিশিষ্ট এই অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে মাত্র আঠারো মাসে, দ্বীপটা বানানোর সাথে সাথেই শেষ হয়েছে এর কাজ। দ্বীপটার সর্বোচ্চ ভবন এটা, সগর্বে মাথা উঁচু করে রেখেছে যেন।

অনুভব করছে গ্রে, যদি এই দ্বীপে অ্যামান্ডা থেকে থাকে তবে এই ভবনেই আছে। ওদের শুধু খুঁজে বের করতে হবে।

সে ঘুরে দাঁড়াল টাকার ও কেনের দিকে।

'কাজে নামার সময় হয়েছে।'

রাত ২:২২

টাকার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেনকে অনুসরণ করছে সবাই।

শেফার্ডটা দৌড়ে যাচ্ছে খালি রাস্তা দিয়ে, শহরের এই অংশটা পরিত্যক্ত বলতে মনে হচ্ছে। টাকার ওর হাঁপানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, চোখ রেখেছে ফোনের পর্দায়। নজর রাখছে যাতে কোনও গার্ডকে দেখা গেলে সতর্ক হতে পারে। সবাই চেষ্টা করছে ছায়ার মাঝে লুকিয়ে চলতে, গন্তব্য পৌনে মাইল দূরত্বে। রাস্তার দুইপাশে পাম গাছের সারি। কিছু কিছু গাছ বিশাল বড় টবে রাখা, রোপণ করার অপেক্ষায়।

পুরো শহরটা দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়, মনে যেন কোনও বাচ্চার তৈরি এই শহর।

সবগুলো টুকরো আলাদা আলাদা রাখা, যেকোনও সময় বাচ্চাটা এসে সবগুলো টুকরো জোড়া দিয়ে শহরটা সাজিয়ে দিবে।

কিন্তু যতই তারা শহরের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই এই অনুভূতি কমে যাচ্ছে। সামনে উঁচু উঁচু ভবন, চকচক-ঝকমক করছে। জীবনের চিহ্ন শুরু হয়েছে এখন- পার্কিং লটে একটা গলফ কার্ট, ছোট একটা মুদি দোকান, কোরিয়ান একটা রেস্টুরেন্টের নিয়ন সাইনবোর্ড।

টাকার সন্দেহ করছে, এই দ্বীপ-শহরের অধিকাংশ মানুষ কোনও না কোনওভাবে গিল্ডের সাথে সম্পৃক্ত।

নামটা শুনলে মনে হয় যেন কোনও থ্রিলার উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা সঙ্ঘ এটা। কিন্তু টাকার অতীতে এমন কয়েকটা দলের সাথে যুদ্ধ করেছে ভাড়া করা মার্সেনারি হিসাবে। নামগুলোও সব এমনঃ স্যাবার, টাইটান, গ্লোবাল এনফোর্স ইত্যাদি।

তবে দ্য গিল্ড হতে বাধা কোথায়?

টাকারের জানা আছে এইসব গুপ্তসঙ্ঘ কাজ করে কীভাবে, নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেয় গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে। সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এমনকি গবেষক ও বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত জড়িত থাকে এইসব গুপ্তসঙ্ঘে।

কিছুক্ষণ আগে, এক ফাঁকে টাকারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কোয়ালস্কি বলেছে কিছু কথা। গ্রে'র মায়ের মৃত্যু ও গিল্ডের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানিয়েছে সবকিছু। সিগমার সাথে অতীত রেষারেষির ব্যাপারেও ইঙ্গিত দিয়েছে কিছু।

বাস্তবিক অর্থেই শত্রুর ডেরায় পা রাখতে যাচ্ছে তারা। নিজেদের সতর্ক থাকতে হবে।

'আস্তে যাও।' কেনকে বলল টাকার।

ফোনের পর্দায় ভেসে দৃশ্য সুস্থির হল, কেন গতি কমিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ইশারা করল সবাইকে বড় একটা ট্রাকের পিছনে লুকাতে, ট্রাকের উপর বড় একটা জলযান বাঁধা। এক ব্লক পরেই রাস্তা মিলিত হয়েছে একটা পার্কে, পার্কের মাঝখানে বুর্জ আবাদি টাওয়ার।

রাতের আকাশে ইটার্নাল টাওয়ার জ্বলজ্বল করছে যেন, প্রতিটি তলা নড়ছে ধীরে ধীরে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে ভবনটার আকার, শুধুমাত্র নিচের পাঁচ তলা স্থির। এই পাঁচটি তলায় ভবনের প্রধান লবি, মেইনটেনেন্স লেভেল ও পাওয়ার স্টেশন আছে। পাওয়ার স্টেশনে উইন্ড টার্বাইন ও সোলার প্যানেলের আহরিত শক্তি সঞ্চিত হয়।

'আরও কাছে যাওয়া উচিত।' গ্রে বলল।

'প্রয়োজন নেই।' বলল টাকার। 'পুরো পার্ক অন্ধকার, লুকিয়ে থাকার মতো প্রচুর জায়গা আছে। না জেনে কোনও গার্ডের দৃষ্টিগোচর হতে চাই না। কাজটা কেনের ওপর ছেড়ে দাও।'

একমত হলো সেইচান, 'ঠিক বলেছে সে।'

'আমিও একমত।' কোয়ালস্কি এক হাতে হলুদ বোটটার ওপর টোকা দিচ্ছে।

ভোটে হেরে, গ্রে নড করল টাকারকে কাজ চালিয়ে যেতে। লোকটা একটা আদেশ দিলো তার কুকুরকে।

'যাও। স্কাউট কর।'

কেন ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। বাতাসের স্রোতের উল্টোদিকে হাঁটছে সে, যাতে সব ধরণের গন্ধ এসে নাকে লাগে।

নাকে এসে লাগছে ভেজা ঘাস ও সাগরের নোনা গন্ধ।

পায়ের তালুতে কাঁটা ঘাসের খোঁচা খেল সে, গাছের ফুল থেকে ভেসে আসছে সুগন্ধ।

সবকিছু ছাড়িয়ে নাকে আসছে ঘাম ও তেলের গন্ধ।

মানুষ।

লুকিয়ে আছে।

সে প্রতিটা গন্ধ অনুসন্ধান করছে, গন্ধ শুকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটার দিকে। লুকিয়ে রাখছে নিজেকে ছায়া ও ঘন ঝোপের আড়ালে। খুঁজে বের করল গন্ধের মালিককে, অপেক্ষা করল কানের মাঝে সন্তুষ্টির আওয়াজ শোনার জন্য।

দেখেছে।

তারপর আবার সামনে এগিয়ে গেল।

ঝুঁকে গন্ধ শুঁকছে নাকে, লেজ নিচু হয়ে আছে। প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা গন্ধ অনুভব করছে। লোকটার গন্ধ পিছনে ফেলে এসেছে। নতুন গন্ধ বয়ে নিয়ে এসেছে বাতাস।

থমকে দাঁড়াল সে।

নাকে পরিচিত গন্ধ এসে লাগছে, নাক উঁচু করল। আবার গন্ধ শুঁকছে, চিনতে পেরেছে গন্ধটা। এগিয়ে গেল, খুঁজছে গন্ধের উৎস।

গন্ধটা ভেসে আসছে একটা ট্রাক থেকে। মাথা উঁচু করল সে, গন্ধটা আরও ভালোভাবে নাকে টেনে নিচ্ছে। সে ট্রাক চিনে, চড়েছেও। কিন্তু এখন সেই সময় নয়। ছুটে গেল ট্রাকের নিচে; অন্ধকার, নাকে আসছে তেল ও গ্রিজের গন্ধ।

অন্যপাশ দিয়ে ট্রাকের নিচ থেকে বের হয়ে এল কেন। চক্কর দিল পুরোটা, নিশ্চিত হয়েছে।

মৃদু গরগর করে নিজের বিজয় ঘোষণা করল।

'ভালো কুকুর।' রেডিওতে বলল টাকার।

গর্ব অনুভব করল সে, সেই সাথে ভালোবাসাও।

সবাই কেনের অনুসন্ধান ফোনের ছোটপর্দায় দেখল, শেফার্ড চারজন গার্ডকে খুঁজে বের করছে। তারপর ছুটে গেছে একটা ট্রাকের দিকে, ট্রাকটা বুর্জ আবাদির সামনে পার্ক করা।

'কেন অ্যামান্ডার গায়ের গন্ধ পেয়েছে সেখানে,' বলল টাকার। 'প্রেসিডেন্টের মেয়ে এই দ্বীপেই আছে।'

'কেনকে ট্রাকে উঠান যায় না?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'সমস্যা নেই।' কেনকে গাড়িতে উঠানো কঠিন কোনও ব্যাপার না। কুকুরকে আদেশ দিল সে, 'ট্রাকে উঠো।'

কুকুরটা পিছিয়ে গেল এক গজ, দৌড়ে এসে লাফ দিল। একেবারে পড়ল ট্রাকের ভিতর, সরে গেল একপাশে যাতে ভেতরের জিনিসে ধাক্কা না খায়।

কেন লাফাচ্ছে বক্সটাকে ঘিরে, গন্ধ শুঁকছে।

সেইচান কাছে ঝুঁকল, 'একটা খোলা কফিন?'

গ্রে'র কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সব, 'এভাবেই তাহলে গিল্ড অ্যামান্ডাকে এখানে এনেছে! এজন্যই এয়ারপোর্টে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডিপ্লোম্যাটিক সিল মারা কফিনে করে অ্যামান্ডা আনা হয়েছে দুবাই।'

কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল কোয়ালস্কি। 'হ্যাঁ। তাই ত দেখছি। কিন্তু মেয়েটা আছে কোথায়?'

সবাই পঞ্চান্ন তলা টাওয়ারটির দিকে তাকাল, রাতের আঁধারে নড়ছে ভবন।

সত্যটা অনুধাবন করতে পেরেছে সবাই।

অভিযান শুরু হয়েছে মাত্র।

কিন্তু ওরা দেরী করে ফেলেনি তো?

রাত ২:৩২

ছোট শিশুটা অ্যামান্ডার উন্মুক্ত পেটের ওপর শুয়ে আছে, এখন চুপ।

সন্তান জন্মদানের ফলে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়েছে মেয়েটার, শরীর এখনও গরম। ছোট একটা কম্বল দিয়ে তার সন্তানকে মুড়ে রাখা হয়েছে।

তাকিয়ে আছে অ্যামান্ডা নিজের সন্তানের দিকে। এমনই অভাগা মা সে, যে নিজের গর্ভের সন্তানকে কোলে নিতে পারছে না। এখনও হাত বাঁধা বেডের সাথে, এমন নির্মমতার সাক্ষী হতে হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। এই মুহূর্তে বাচ্চাটিকে কোলে নেওয়া প্রয়োজন। বাচ্চাদের নিয়ে লেখা কয়েকটি বই পড়েছে সে। সেইসব বইয়ে লেখা আছে জন্মের পর মায়ের সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রয়োজন, এতে মায়ের দেহ থেকে প্রাকৃতিক অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়। এই অক্সিটোসিন মায়ের গর্ভের ফুল নিঃসরণে সহায়তা করে।

ওর দেহ কর্তব্য পালন করেছে।

অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে আছে সে, চাইছে সময়টুকু স্থির হয়ে যাক।

'আমার বাবা।' ফিসফিস করে বলল সে, চোখের পানি বাঁধ মানছে না। চাইছে, সন্তান একবার অন্তত তার মায়ের গলার আওয়াজ শুনুক।

মনে পড়ে খেল সেই সুখময় স্মৃতি। ম্যাক শুয়ে আছে ওর পাশে, এক হাত ওর পেটের ওপর। বাচ্চার নাম ঠিক করছে ওরা দুজন। সেই নামে নিজের সন্তানকে ডাকল সে।

'আমার ছোট উইলিয়াম।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সন্তানটা তার স্বামীর নয়; অন্তত জেনেটেকলি তো নয়ই। সে সত্যটা জানে, উড়োচিঠির সাথে মেডিকেল রেকর্ডও ছিল। সেই ভয়েই পালিয়ে এসেছিলো সিসিলি পর্যন্ত, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না।

ম্যাক জানত সন্তানটা তার নিজের না। কিন্তু সে-ও সন্তানটি অনেক ভালোবাসতো, তার চোখেমুখে ফুটে উঠতো তা। সত্যটা জানার পরও অনাগত সন্তানের প্রতি ভালোবাসা একবিন্দুও কমেনি তার।

সে তোমাকে অনেক ভালোবাসতো উইলিয়াম।

চোখ ভরে উঠলো নোনা জলে, পরিবারটা আর সম্পূর্ণ হলো না।

কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, তবে চোখ সরাল না নিজের সন্তানের ওপর থেকে।

'পেট্রা, নাড়ি থেকে কমপক্ষে পাঁচ মিলিমিটার রক্ত সংগ্রহ করো। নমুনাটা গবেষণার জন্য প্রয়োজন হবে। নাভির কয়েকটা স্টেম সেল সংগ্রহ করো।'

অ্যামান্ডা শুনল, ইতিমধ্যেই ওর সন্তানকে আলাদা করে ফেলে হয়েছে।

'ডা. ব্ল্যাক, বিছানা তৈরি।' পেট্রা বলল পাশ থেকে। 'ভিটামিন-কে এবং আইড্রপ প্রস্তুত। আপনি কী আফগার স্কোর দেখতে চান?'

'না। সেটা তুমিই পারবে। আমি খবরটা পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অ্যামান্ডার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক, হাত বাড়াল শিশুটার দিকে।

'না। দয়া করো।' নিজের সন্তানকে ভিক্ষা চাইছে যেন অ্যামান্ডা। 'আরেকটু দেখতে দাও।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু বিশ্বাস করো, এখন সরিয়ে নেয়াটাই ভালো হবে।'

ওঠার চেষ্টা করল অ্যামান্ডা, গলা থেকে বেরিয়ে এল বুক ভাঙ্গা আর্তনাদ। 'নাআআআ......!'

কোল খালি করে উইলিয়ামকে নিয়ে গেল ডাক্তার, নিজেকে শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে তার। এই শূন্যতা কখনওই ভরাট হওয়ার নয়।

ছেলেটাকে উজ্জ্বল আলোর নিচে ছোট বিছানায় নিয়ে গেল ব্ল্যাক, শীতল চোখে তাকিয়ে আছে পেট্রো, কল্পনায় ধারালো যন্ত্রপাতিতে ভরা সোনালি ট্রে দেখল অ্যামান্ডা।

ফোঁপানো পরিণত হলো আহাজারিতে, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে সে।

আমার ছোট উইলিয়াম...

রাত ২:৩৮

ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। একটা নরম কুশনের চেয়ার পিছনে রাখা, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্রাম নিতে চায় না ও, অন্তত এই ফোনকলের সময় তো নয়ই।

'সবকিছু ঠিকমতোই চলছে।' রিপোর্ট করল সে। 'জেনেটিক্স এখন পর্যন্ত সুস্থির আছে। বেস-লাইনের পর, আমরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে হেলিক্সের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করবো।'

পেট্রো'র কাজই এটা, এজন্যই তাকে এই ল্যাবে রাখা হয়েছে। সে মানুষের প্রয়োজনীয় অঙ্গ যেমন-মগজ, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আলাদা করে জীবিত রাখতে পারদর্শী। এতে সবগুলো অঙ্গের ওপর আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। অ্যামান্ডার ছেলের পরিণতিও এটাই হবে।

'ছেলেটার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।' সে কথা শেষ করল।

'আশা অবান্তর একটা শব্দ।' স্পিকার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, এডওয়ার্ডের সন্দেহ কণ্ঠের শীতলতাটা কম্পিউটারাইজড করার ফল নয়। 'প্রয়োজন প্রমাণের।'

দ্রুত বলল সে। 'অবশ্যই। আমরা আজকের মধ্যেই প্রমাণ খুঁজে বের করে ফেলব।'

'যত দ্রুত সম্ভব নমুনা পাঠিয়ে দাও স্টেটসে।'

'বুঝেছি। লিস্ট পেয়েছি। আমার সহকারী ইতিমধ্যেই স্টেম সেল ও চামড়ার কোষ সংগ্রহ করেছে। এক ঘণ্টার মাঝে দাঁত ও অস্ত্রের বায়োপসি হয়ে যাবে। করটিকাল ও স্পাইনাল সেকশনের কাজ হয়ে যাবে আজ দিনের মাঝেই। কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন ছিল আমার।'

মৌনতা সম্মতি দিল প্রশ্ন করার জন্য।

'মা...বাচ্চার মাকে কী করবো?' এডওয়ার্ড উত্তরটা অনুমান করতে পারছে অবশ্য। সোমালি ক্যাম্পের জঙ্গলে বড় একটা কবরস্থান আছে, প্রচুর কবর খোঁড়া আছে সেখানে।

'সে এখনও আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়, বাচ্চাটি বেঁচে থাকার জন্য মেয়েটার জিনগত বৈশিষ্ট্যও দায়ী থাকতে পারে।'

এডওয়ার্ড উত্তরটা পেয়ে স্বস্তি অনুভব করছে, অবাক হলো সে। কল্পনা করল, অ্যামান্ডার চোখে দেখা বাচ্চাটার জন্য ভালোবাসা। বলিষ্ঠতা ও মাতৃত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণ হচ্ছে এই মেয়েটা।

এই গুণটার জন্যই সে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছে হয়তো।

নাকি সে ক্লান্ত অথবা অতিরিক্ত আবেগী হয়ে পড়েছে?

'তাকে কী ইউটোপিয়ায় আটকে রাখবো?' কর্কশ স্বরে বলল সে।

'না। আমরা তাকে স্টেটসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

অবাক হলো এডওয়ার্ড, মাথার মাঝে চিন্তার ঝড় বয়ে চলছে। সে অ্যামান্ডাকে চেতনানাশক ওষুধ ব্যবহার করে নিয়ে এসেছে সোমালিয়া থেকে, কিন্তু স্টেটস তো এখান থেকে যথেষ্ট দূরে। ব্যাপারটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

'কোনও নতুন প্ল্যান করা -?'

ওইপাশ থেকে থামিয়ে দেওয়া হলো। 'তাকে ফার্টিলাইজেশন ও ইনকিউবেশন ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হবে।'

এডওয়ার্ড দেহের ভর রাখল রাখল ডেস্কে। সে ফার্টিলাইজেশন ও ইনকিউবেশন ল্যাবরেটরিতে একবার মাত্র গেছে। কিন্তু ওই একবারেই, দ্বিতীয়বার যাওয়ার ইচ্ছে উবে গেছে তার। সে জানে মেয়েটাকে কেন চাওয়া হয়েছে।

'সকাল আটটার মাঝে তাকে প্রস্তুত করে দুবাই এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে, আমরা অপেক্ষা করবো।'

'কাজ হয়ে যাবে।'

লাইন ডেড হয়ে গেল, শেষের কথাটা বলার আগেই। তাদের প্রয়োজন নেই ওর সম্মতির, তার কাজটা হয়ে যাবে বলেই ধরে নিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, অ্যামান্ডার জন্য যেই স্বস্তিটুকু অনুভব করেছিল তা উধাও হয়ে গেছে।

এর থেকে বরং মেয়েটার মরে যাওয়া ভালো ছিল।

সে ইন্টারকমে চালু করল, 'পেট্রা, সার্জিক্যাল স্যুট তৈরি কর।'

পেট্রা সাড়া দিল, 'কোন কাজের জন্য?

মেয়েটাকে জানাল সে, কল্পনা করছে ফার্টিলাইজেশন ও ইনকিউবেশন ল্যাবরেটরিতে দেখা দৃশ্যগুলো। ল্যাবরেটরি নিখুঁত বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতার প্রতিনিধি যেন, যেখানে নৈতিকতা বলে কোনও শব্দ নেই, যেখানে হিসাব করা হয় শুধুমাত্র গবেষণা আর তার ফলাফল।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার।

দুঃখ হচ্ছে অ্যামান্ডার জন্য।

কপাল খারাপ মেয়েটার।

২৪
২রা জুলাই সন্ধ্যা ৬:৩৯ ই.এস.টি.
চার্লসটন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা

ক্যাট প্রবেশ করল ভেতরে।

এমি গেল তার পেছন পেছন। তীব্র মানসিক আঘাতে চিৎকার করে উঠেছিল, এখন একদম চুপ হয়ে গেছে। ক্লিক শব্দ তুলে, বড় স্টিলের দরজাটা ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্যাট জানে, ওদের হাতে সময় খুবই কম।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ঘরের আলো কমে আসল, আলোর আভা কিছুটা লালচে। ক্যাটের মনে পড়ে গেল নেভিতে কাজ করার সময় সাবমেরিনের কন্ট্রোল রুমের কথা। সেই রুমগুলোতে এমন লালচে আলো ব্যবহার করা হতো, রাতে দেখার জন্য। কিন্তু এখানে এই আলো যেন ভীতিকর পরিবেশটাকে গাঢ় করছে আরও।

লম্বা একটা হল সামনে, দুইপাশে সারি সারি ট্যাঙ্কে গোলাপি থকথকে তরল। পাতলা অর্ধস্বচ্ছ পর্দা ভেতরের ভয়াবহতা ঢাকতে পারেনি। এগিয়ে গেল ক্যাট একটা ট্যাঙ্কের দিকে, সরাল পর্দা।

'যেও না।' এমি গুঙিয়ে উঠল, দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে ডাণ্ডাটা। নিষেধ করা সত্ত্বেও ক্যাটকে অনুসরণ করল সে। আশ্রয়ের জন্য নয়, এই অমানুষদের জগতে একমাত্র মানুষটার পাশে থাকতে চাইছে।

হলওয়েতে ঝুলানো সাইনবোর্ড দেখেছে ক্যাট।

"ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড ইনকিউবেটর ল্যাবরেটরি"

এখানে রয়েছে এর প্রমাণ।

এক নগ্ন নারী ভাসছে তরলের মাঝে, তরলটা একই সাথে টিস্যুকে সতেজ রাখছে এবং পিঠে ক্ষত হতে দিচ্ছে না। পেট ফুলে আছে, অন্তঃসত্ত্বা। স্তন ঝুলে গেছে, ভেতরে বেড়ে উঠা প্রাণ কখনও মায়ের দুধ পাবে বলে মনে হয় না। নারীর মাথাটা ট্যাঙ্কের কিনারায় ঠেকেছে, চোখ বন্ধ। গলা পেছনের দিকে বেকে আছে, মনে হচ্ছে পার্লারে শ্যাম্পু করানোর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু পুরো মাথা ন্যাড়া করা, মাথায় কয়েকটা ক্ষতস্থান থেকে তার ও ইলেকট্রোড বেরিয়ে আছে। দুইটা টিউব মুখে ও নাকে, শ্বাস প্রশ্বাস এবং তরল খাদ্য গলাধঃকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

'কী করেছে তারা?' এমির গলায় আতঙ্কের সুর।

লম্বা সারির দিকে চেয়ে আছে ক্যাট, প্রতিটি ট্যাঙ্কেই একজন করে নারী শুয়ে আছে। সবাই গর্ভবতী, একেকজনের গর্ভের সন্তানের বয়স একেকরকম। চোখের সামনে কী দেখছে তা বুঝতে পারছে সে। মেয়েগুলোকে একটা উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে এখানে।

'তারা এদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিশূণ্য মানব ইনকিউবেটর বানিয়েছে।' বলল ক্যাট, কণ্ঠে ঝরে পড়লো রাগ ও ঘৃণা।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, একজন নীরব দর্শক।

এটাই হতে পারতো আমার শেষ ঠিকানা।

এমিও একই অনুভূতির শিকার হয়েছে।

স্মৃতিচারণ করছে ক্যাট, নিজের গর্ভকালীন অবস্থার কথা। প্রথমবার মনের মাঝে কাজ করছিলো নানা ভয় নানা শঙ্কা। নিজের ভেতর নতুন একটা প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করতে ভালো লাগতো খুব। বাচ্চার প্রথম কান্নার আওয়াজ শুনে দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তার। প্রথম দুধ খাওয়ানো, ছোট হাতের প্রথম স্পর্শ- সব স্মৃতি এখনও ভালো লাগার আবেশ বুলিয়ে যায়।

ক্লিনিক কমপ্লেক্সের বাকি চারটা ভবনের কথা ভাবল সে। ভবনগুলোতে গবেষণা ও উন্নয়ন করা হয়: ডিম্বক ও স্পার্মের আহরণ এবং সেগুলোকে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করা হয়। সেই সাথে কাজ করা হয় ভিট্রোফার্টিলাইজেশন পদ্ধতি নিয়ে, ভ্রূণ নিয়েও হয় গবেষণা। সারা বিশ্বের বহু বিখ্যাত প্রজনন এবং জেনেটিক্স বিজ্ঞানী কাজ করছে বা অতীতে করেছে এখানে। এদের মাঝে ঠিক কতজন জানে এই গবেষণার আড়ালে মূলত কী চলছে এখানে?

নড়ে উঠল ক্যাট, নিজের প্রশ্নের অর্ধেক উত্তর পেয়েছে সে। বাকিটুকুও তার জানা প্রয়োজন।

'চলো।' বলল ক্যাট, বুঝতে পারছে সময় ফুরিয়ে আসছে।

ফিরে এসেছে ওরা হলওয়েতে, ঘরের একদম পিছনের দিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা অফিস দেখেছে সে। ছুটে গেল ওরা দুজন সেদিকে, ক্যাট ভাবছে কীভাবে এই নরক থেকে বের হওয়া যায়। ল্যাবরেটরিতে দ্বিতীয় কোনও দরজা নেই, বের হতে হলে যেই দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ওই পথে অপেক্ষা করছে সশস্ত্র গার্ড।

যেতে যেতে চারপাশে চোখ বোলাল সে, যেকোনও একটা অস্ত্রের আশায়। পাশাপাশি পালানোর নতুন উপায় খুঁজছে।

সে একাই চারপাশে নজর রাখছে না।

এমি অস্ফুট স্বরে বলল, 'ডেনিসা...!'

পিছনে হাত বাড়িয়ে ক্যাট হাত ধরল এমির, পাশে টেনে নিয়ে এল। এমি নিজের বোনের পরিণতি দেখতে পেয়েছে।

'এটা সে নয়।' এমিকে কাছে টেনে নিল ক্যাট। 'শুধু ওর দেহ। তোমার বোন সেদিনই মারা গেছে যেদিন তাকে এই নরকে আনা হয়েছে।'

ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় নিল এমি, কিন্তু বুঝতে পারছে ক্যাট একবিন্দু মিথ্যাও বলেনি।

দ্রুত ছুটল দুজন, একসাথে।

তিনটি কাঁচ দিয়ে ঘেরা অফিসে এসে হলরুমটা শেষ হয়েছে, ভাগ হয়ে গেছে ডানে ও বামে। দুইদিকেই ছোট ল্যাব, স্টোররুম ও যন্ত্রপাতি রাখার জায়গা।

দরজায় লেখা নামগুলো মনে রাখছে ক্যাট, এখান থেকে বের হতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তিনটা অফিসের মধ্যে সবচেয়ে বড় অফিসরুমের দরজায় লেখা একটি নামে নজর আটকে গেল তারঃ

ন্যান্সি মার্শাল

এম.ডি., ডি. এস.সি., পি.এইচ. ডি., এ.বি.ও.জি.

দেখে মনে হচ্ছে নামের পেছনে যত বেশি ডিগ্রি তত কম মানবিকতাবোধ থাকে সেই ব্যক্তির।

কাঁচের দরজার ওপাশে একটা কম্পিউটার দেখল ক্যাট, স্কিন সেভার চালু করা। স্কিন সেভারে একটা ডি.এন.এ.-র প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা দেখে জলদি ঢুকল সে রুমে, কম্পিউটারের কাছে গেল। মনিটরের পর্দায় পূর্ণাঙ্গ কোড করা রঙিন ডি.এন.এ. হেলিক্স ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে, ছবিতে হেলিক্স দুইটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করল একটা তৃতীয় প্রোটিন পেঁচিয়ে আছে ডিএনএতে। সাপের মতো পেঁচিয়ে আছে প্রোটিনের সূত্রক পুরো ডি.এন.এ.তে।

বায়োলজি ও জেনেটিক্সের বিশেষজ্ঞ নয় সে, কিন্তু জানে সিগমার বিশেষজ্ঞরা এই তথ্য বিশ্লেষণ করোতে পারবে। মাউস হাতে নিল সে, ডেস্কটপে ক্লিক করল। হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত তথ্য যতটা সম্ভব ডি.সি.তে পাঠাতে হবে। কিন্তু এই কম্পিউটারে অবশ্যই পাসওয়ার্ড ও ফায়ারওয়াল দেয়া, যাতে কেউ এর তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফাইল পাঠাতে পারবে না সে।

বিকল্প কোনও বুদ্ধি বের করতে হবে তাকে।

সার্ভেইল্যান্স কলম-ক্যামেরাটা বের করল সে, এর ভেতরের মেমোরি চিপে অডিও-ভিডিও রেকর্ড হয় এবং সেই ডাটা সেলুলার ট্রান্সিভারের মাধ্যমে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছায়। প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য এর মাঝে একটা বিল্ট-ইন ইউ.এস.বি. লাগানো আছে, এর মাধ্যমে সরাসরি এর দুই টেরাবাইট মেমোরিতে ডাটা ট্রান্সফার করা যায়। সে ক্যামেরা বন্ধ করে ডাটা স্টোরেজ মোড অন করল।

দ্রুত কম্পিউটারের ইউ.এস.বি. পোর্ট খুঁজে বের করল সে, কলমটা ঢুকিয়ে দিল সাথে সাথেই। সে চাইছে ফাইলগুলো কলমের মেমোরিতে সেভ করতে যাতে

ডাটাগুলো সিগমার কাছে পৌছে। কলম-ক্যামেরার সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো, অর্থাৎ কানেকশন পেয়েছে। কিন্তু কেউ কী সিগন্যাল পাচ্ছে?

মনিটরের পর্দায় একটা চিহ্ন দেখা দিল, স্টোরেজ হিসাবে পেয়েছে কলমটাকে।

একটা শব্দ ওর কাজে বাঁধা দিল, স্টিলের দরজা খোলার আওয়াজ হচ্ছে।

ডা. মার্শাল খেঁকিয়ে উঠলো, 'খুঁজে বের করো ওদের।'

কম্পিউটারের দিকে ফিরল ক্যাট, কোন ফাইল প্রয়োজনীয় তা খুঁজে বের করার সময় নেই।

মাউস দিয়ে সবগুলো ড্রাইভ সিলেক্ট করে টেনে ছেড়ে দিল এস-ডি ফ্ল্যাশ ড্রাইভের আইকনের ওপর।

সবগুলো ফাইল কপি হওয়া শুরু হয়েছে।

এইটুকুই করতে পারে এখন সে।

বেঁচে থাকা ছাড়া।

সন্ধ্যা ৬:৪১

'হচ্ছেটা কী এখানে?'

পেইন্টার তাকিয়ে আছে জেনারেল মেটকাফ দিকে। বসকে এতোটা ভেঙ্গে পড়তে কখনওই দেখেনি সে। কমিউনিকেশন নেস্টের মনিটরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন।

কয়েক মিনিট আগে, যে টেকনিশিয়ান ক্যাটের ক্যামেরার গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল, সে রিপোর্ট করেছে যে সাড়া পাওয়া গেছে। কলমটা চালু হওয়ার পর এই প্রথম ভিডিও দেখা গেল। প্রথমে কয়েকটা কথোপকথন শুনেছে, তারপর হঠাৎ করেই পর্দা জ্যান্ত হয়ে উঠল।

কয়েক মিনিট ঝাঁকির কারণে কেউ বুঝতেই পারলো না কী দেখছে। অবশেষে একটা লাল স্টিলের দরজার সামনে এসে থামল ক্যামেরাটা, দরজায় একটা লাল ক্রস আঁকা।

মেটকাফ চলেই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পর্দায় ছবি ফুটে উঠে। পেইন্টারের অনুরোধে দুইজন একসাথে মনিটরে ভেসে আসা দৃশ্য দেখছে।

মনিটরের পর্দায় ক্যাটের আবিষ্কার দেখছে তারা। সারি সারি ট্যাঙ্ক ভর্তি নারী এবং তারপর কাঁচের অফিস রুম। সবই দেখল তারা।

'নাম গুলো লক্ষ্য করেছো?' টেকনিশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করল পেইন্টার। 'অফিসের দরজায় যেসব লেখা?'

'জ্বি, স্যার।'

তারপর আবার মনিটর কালো হয়ে গেল।

'এটুকুই সব?' জিজ্ঞাসা করলেন মেটকাফ। 'কোথা থেকে এই ভিডিও নেওয়া হয়েছে?'

পেইন্টার সিদ্ধান্ত নিল জেনারেলকে সবকিছু খুলে বলবে। বসকে নিয়ে এল অফিসরুমে, ভিতরে এসে দরজা আটকিয়ে দিল। ব্যাখ্যা করলো পুরো ঘটনা।

'ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট দক্ষিণ ক্যারোলিনার ফার্টিলিটি ক্লিনিকে তদন্ত করতে গেছে। এখানেই অ্যামান্ডার গর্ভের সন্তানের ভিট্রোফার্টিলাইজেশন করা হয়েছে।'

ক্যাটের পাশাপাশি লিসাও একই ক্লিনিকে তদন্তে গিয়েছে এই কথা এড়িয়ে গেল সে। পুরো বিষয়টা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মেটকাফ ঘুরে দাঁড়ালেন তার দিকে, 'কোন ফার্টিলিটি ক্লিনিকের কথা বলছ? কে অনুমতি দিয়েছে?'

পেইন্টার তাকে থামিয়ে দিল, সবার জীবন বাঁচাতে হলে আগে পুরোটুকু বোঝাতে হবে তাকে। 'অ্যামান্ডা এখনও বেঁচে আছে সম্ভবত।'

সে যেমন ভেবেছিল, কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন বস।

পেইন্টার থামল না, পুরো ঘটনা একটার পর একটা বলে চলল। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবকিছু জানাতে হবে মেটকাফকে। নয়তো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া কষ্ট হয়ে যাবে।

পেইন্টার শুরু করল একদম অ্যামান্ডার অপহরণের সাথে বাচ্চাটার সম্পর্ক থাকার সন্দেহের কথা দিয়ে, তারপর ক্যাটের অফিসের কম্পিউটারে ছবি দেখাল তাকে। ইউটোপিয়া দ্বীপে অঙ্কিত ক্রস চিহ্ন দেখাল, উপলব্ধি করল একই চিহ্ন লাল স্টিলের দরজায় আঁকা।

কী মানে এই চিহ্নের?

চেয়ারে বসলেন মেটকাফ, চোখ মনিটরে নিবদ্ধ। জেনারেল দক্ষ লোক, সবসময় ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে সময় কাটান। অনেকেই তাকে সুযোগসন্ধানী বলে। কিন্তু পেইন্টার জানে লোকটা বিচক্ষণ সমরবিদ, আবেগের আগে যুক্তিকে স্থান দেন।

সে আশা করছে এক্ষেত্রেও তাই হবে।

'এইসব সম্পত্তির মালিকানা গ্যান্ট পরিবারের? প্রেসিডেন্টের পরিবার জড়িত এতে?' মেটকাফ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকিয়ে আছেন দ্বীপটার দিকে। 'তুমি নিশ্চিত অ্যামান্ডা এই দ্বীপেই আছে?'

'হ্যাঁ।'

পেইন্টার টের পেল লোকটার ক্ষুরধার মস্তিষ্ক সচল হয়ে গেছে, সব প্রমাণ মিলিয়ে দেখছে।

অবশেষে মেটকাফ মাথা নাড়লেন, চিন্তিত। 'হে খোদা! তোমার ধারণা যদি ঠিক হয়...' একহাত নিজের কপালে রাখলেন, পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'যদি গ্যান্টরাই গিল্ডের পরিচালক হয়, তবে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কেন জড়িত করল তারা?'

জেনারেল অন্ধকার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে, একটু আগে দেখা দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখে।

'জেমস টি. গ্যান্ট হয়তো এর কিছুই জানেন না।' পেইন্টার ব্যাখ্যা করল। 'আমরা এখনও জানতে পারিনি, ঠিক কে কে জড়িত। তবে আমার ধারণা, প্রেসিডেন্টের খুব কাছের কেউ জড়িত এই চক্রান্তের সাথে।'

'তুমি এই কথা কোন ভিত্তিতে বলছ?'

'অ্যামান্ডা সিসিলিতে পালিয়ে গিয়েছিল, কেউ একজন চাইছিল সে পালিয়ে যাক। শত্রুদের হাতে যাতে না পড়ুক। মনে হচ্ছে তাকে কেউ একজন রক্ষা করতে চাইছিল।'

'অথবা এমনও হতে পারে সবার চোখের আড়ালে অপহরণের জন্য তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে কেউ।'

আরেকটি হাইপোথিসিস, পেইন্টারের মাথায় চিন্তাটি আসেনি কখনও। আবারও মেটকাফের দক্ষতা প্রমাণিত হলো।

'তুমি গ্যান্টদের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করেছে।' মেটকাফ বললেন। 'কিন্তু এখনও নিশ্ছিদ্র প্রমাণ জোগাড় হয়নি। এখনও তাদের মোকাবিলা করার মতো সময় আসেনি। যদি তুমি চেষ্টা করতে চাও তবে নিজেই এদের রোষানলে পড়বে, প্রকাশ হয়ে যাবে তোমরা এদের পিছনে লেগেছি। আমাদের ধ্বংস করে দিয়ে ব্লাডলাইন গভীরে ডুব দিবে, সহজে আর কেউ খুঁজে পাবে না।'

পেইন্টার বুঝতে পারলো, 'আমাদের অ্যামান্ডাকে প্রয়োজন।'

চোখ মিলালেন মেটকাফ, সম্মতি দিলেন যেন। সিগমাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রেসিডেন্টের মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে আগে। কিন্তু সমস্যা একটাই, ব্লাডলাইনও এই কথাটা জানে।

দরজায় টোকার আওয়াজে দুইজনেই সতর্ক হল। দরজায় ক্যাটের চিফ অ্যানালিস্ট, জেসন কার্টার। পেইন্টার ইশারা করলো তাকে ভিতরে আসতে। কিন্তু ছেলেটা শুধুমাত্র মাথাটা ভিতরে ঢোকাল।

'ডিরেক্টর, ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্টের ডিভাইস থেকে নতুন ডাটা আসছে।'

পেইন্টার ফিরে তাকাল ছেলেটার দিকে, 'নতুন কোনও অডিও, নাকি ভিডিও?'

'কোনওটাই না। ডিজিটাল ফাইল।'

পেইন্টারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, ক্যাট নিশ্চয়ই ল্যাবের কোনও কম্পিউটার থেকে ডাটা পাঠাচ্ছে।

খুবই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে ক্যাট।

'ফাইলগুলো আমার কাছে পাঠাও।' পেইন্টার বলল।

জেসন নড করে বেরিয়ে গেল।

মেটকাফ অপেক্ষা করলেন পেইন্টারের কথা শেষ হওয়ার। 'এসব কথা না শুনলেই হয়তো ভালো হতো। অন্তত রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম। কিন্তু আমাকেই বিশ্বাস করলে কেন? আমি নিজেও তো গিল্ডের এজেন্ট হতে পারি।'

খুব ভালো প্রশ্ন, পেইন্টারের কাছে শুধু একটাই উত্তর আছে।

'কারণ আপনি সিগমার সূচনা লগ্ন থেকেই আমাদের সাথে আছেন।'

'তুমি কী বলতে চাও আমি তোমাদের সাহায্যকারী?'

পেইন্টার তর্কে জড়ালো না। 'প্রথম থেকেই আপনি আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করে এসেছেন। আপনাকে ছাড়া কখনওই আমরা এতো দূরে আসতে পারতাম না। এখন আপনার সাহায্য আবার আমাদের প্রয়োজন। আমাদের বন্ধু দরকার, যে অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করার কোনও সম্ভাবনা দেখলে আমাদেরকে সাহায্য করবে।'

'ঠিক আছে। আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকু সাহায্য তোমরা পাবে। কিন্তু মনে রেখ, সোমালিয়ার ঘটনায় সিগমা এখন টার্গেট পরিণত হয়েছে। ওয়াশিংটনকে তো তুমি চেনই, যদি ওরা কোনওভাবে টের পেয়ে যায় '

আচমকা ইন্টারকমে শোনা গেল, 'ডিরেক্টর, ফাইল আপনার ডেস্কটপে পৌছে গেছে।'

'আমি চলে যাচ্ছি।' বললেন মেটকাফ, উঠে পেইন্টারকে চেয়ার ছেড়ে দিলেন। 'এই ক্যাসলে ঝড় বয়ে যাবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।'

পেইন্টার জানে, কথাটা রূপক নয়-বাস্তব সত্য। সিগমা হেডকোয়ার্টার হোয়াইট হাউসের ছত্রছায়ায়, স্মিথসোনিয়ান ক্যাসলের ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে অবস্থিত। যুদ্ধ চলবে এখন, প্রধান টার্গেট হবে সিগমা।

মেটকাফ চলে যেতেই পেইন্টার কম্পিউটার নিয়ে বসল, ফাইলগুলো প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে পাঠানো হয়েছে। ক্যাটের জন্য চিন্তা হচ্ছে... লিসার জন্যও। কিন্তু সে অনুভব করতে পারছে, সব রহস্যের উত্তর লুকিয়ে আছে আরেক মেয়ের বাঁচা-মরার সাথে।

গ্রে, অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

২৫
৩রা জুলাই রাত ২:৪৪ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে

লোকটার গলা পেঁচিয়ে আছে গ্রে'র হাত, জোরে একটা মোচড় দিতেই ঘাড় মটকে গেল। মুহূর্তেই অসাড় হয়ে এল ছটফট করতে থাকে গার্ডের দেহ।

লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিল সে, গায়ের হেলমেট, ভেস্ট ও শার্ট খুলে নিল। একই পোশাক সোমালিয়ার মেডিকেল ক্যাম্পের কমান্ডোদের গায়েও দেখেছিল। সুতরাং অ্যামান্ডা এখানেই কোথাও আছে।

ইয়ারপিসে ভেসে এল, 'শেষ।'

সেইচানের গলা, সে অন্য এক গার্ডকে মেরে ফেলেছে।

গ্রে মৃত সৈনিকের হেলমেট মাথায় গলালো, তাকিয়ে আছে হাতে ধরা ফোনের পর্দায়। পর্দায় কেনের ক্যামেরার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। পর্দায় একজন সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, কেন সৈনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পিছন থেকে এগিয়ে এল টাকার, হাতে ধারালো ব্লেড ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কোনও আওয়াজ ছাড়াই শেষ গার্ডটার গলা দুই ফাঁক করে দিল সে। গ্রে'র দল এবং বুর্জ আবাদির মধ্যে এই একজনই প্রতিবন্ধক ছিল।

'সবাই এগোও।' রেডিওতে বলল গ্রে।

নিচু হয়ে দৌড়চ্ছে সে, পার্কের ঘন আধারে। নজর রাখছে চারপাশে, যদি কোনও গার্ড নজর এড়িয়ে যায় কুকুরটার। ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল সে, কোনও গার্ড বাঁধা দিতে এগিয়ে এল না।

সবার জন্য অপেক্ষা করছে সে, তাকিয়ে আছে ইটার্নাল টাওয়ারের দিকে। ক্রমাগত রূপ পাল্টাচ্ছে এই টাওয়ার, কল্পনায় উপর থেকে দেখা এই টাওয়ারটা দেখল সে। প্রতিটা তলা স্বাধীনভাবে ঘুরছে একটু একটু করে।

কিছু একটা খটকা লাগছে গ্রে'র, টাওয়ারের ক্রমাগত ঘূর্ণন মনে করিয়ে দিচ্ছে বিশেষ কোনও চিত্রের কথা।

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে, একেকজন একেক দিক থেকে আসছে এদিকে। সেইচান ও টাকারের পরনে সৈনিকদের পোশাক, মৃত যোদ্ধাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। কেন একটু দূরে, টাকারের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছে।

সবাই একসাথে হওয়ার পর, গ্রে বুর্জ আবাদির ঢোকার রাস্তা পরীক্ষা করল। সে ধারণা করছে ভেতরে অবশ্যই ক্যামেরা আছে, সাথে আরও গার্ড তো আছেই। ছদ্মবেশে খুব একটা লাভ হবে না, কিন্তু চমকে দিয়ে কিছু বাড়তি সময় পাবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কোয়ালস্কি এল, যুদ্ধ করছে গায়ের আকারের থেকে ছোট ভেস্ট নিয়ে। মাথায় ছোট একটা হেলমেট, টুপির মতো পড়ে আছে। ব্যাখ্যা করল সে, 'শালা মানুষ না, পিঁপড়া।'

হাতের অস্ত্র তুলল গ্রে বিশালদেহী মানুষটার দিকে, 'সবকিছু ফেলে হাত উপরে তুলে দাড়াও।'

কোয়ালস্কি ভ্রূকুটি করল,'মাথায় আঘাত পেয়েছে নাকি গ্রে?'

সেইচান দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তুমি বন্দির অভিনয় কর।' হাত দিয়ে লবির ক্যামেরা দেখাল সে। 'ক্যামেরা আছে।'

ধীরে ধীরে কোয়ালস্কির মোটা মাথায় কথাগুলো ঢুকল। হাত থেকে সবকিছু ফেলে মাথার উপর হাত উঁচু করে ধরল সে।

কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে গ্রে, কোয়ালস্কি নিয়ে লবির দিকে এগিয়ে গেল। তার দুই পাশে বাকি দুইজন হাঁটছে, চোখের কোনা দিয়ে কেনকে দেখল সে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে কেন, জানা না থাকলে সে নিজেও কুকুরটাকে দেখতে পেতো না। সিঁড়ি বেয়ে সবার অলক্ষ্যে কেন উঠে গেল উপরে।

সিঁড়িটা আলোকিত হলেও ভেতরের লবি অন্ধকার, দেখে মনে হচ্ছে কেউ নেই। বোধহয় ওদের ছদ্মবেশ না নিলেও চলতো। পার্কের গার্ডগুলোকে খুব সহজেই কাবু করা গেছে, গ্রে যেই গার্ডকে আক্রমণ করেছে সেই লোক ঘুমাচ্ছিল!

শত্রুরা নিজেদেরকে এই দ্বীপে নিরাপদ মনে করছে, ভাবছে অ্যামান্ডাকে সবাই মৃত ধরে নিয়েছে। তাই নিরাপত্তা এতো ঢিলেঢালা।

গ্রে'র দল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, মুখ নিচু করে রেখেছে যাতে চেহারা ক্যামেরাতে না ধরা পড়ে। টাকারকে ইশারা করতেই দৌড়ে গেল সে কাঁচের দরজার কাছে। দরজাটা খুলে লবিতে প্রবেশ করতে হয়, টাকার দরজা ধরে টান দিল। স্বস্তির সাথে ও অনুভব করল, দরজাটা খোলা। দরজাটা বন্ধ থাকলে ঝামেলা হতো, সি-ফোর ব্যবহার করে অথবা অন্য কোনও উপায়ে দরজাটা খুলতে হতো।

একমাত্র মনঃক্ষুণ্ন হলো টিমের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। 'ধুস্ শালা! ভেবেছিলাম একটা ধামাকা হবে।' কোয়ালস্কি বলল।

পিঠে রাইফেল দিয়ে খোঁচা দিল গ্রে, 'সামনে এগোও।'

কোয়ালস্কি এগিয়ে গেল, পিছনে গ্রে এবং বাকিরা।

লবিটা পাঁচ তলা উঁচু, একদম মাঝে প্যাঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়িটা কাঁচের তৈরি, কাঁচের মাঝে খোদাই করা বিভিন্ন সমুদ্রের প্রাণী। মাঝে বড় একটা পিলার, সেটাও কাঁচের। কয়েকটা অ্যাকোয়ারিয়াম রয়েছে সামনে, অল্প আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

গ্রে ভেবেছিল অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো খালি, একটু লক্ষ্য করতেই দেখল, ভেতরে কয়েকটা অবয়ব ভেসে বেড়াচ্ছে। ভালোমতো তাকিয়ে বুঝল, হাতের মুঠোর আকৃতির বড় বড় জেলিফিশ ভেসে বেড়াচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়ামে।

সিকিউরিটি ডেস্কের পেছন থেকে লম্বা একটা অবয়ব উঠে এল, ঘুমচ্ছিল হয়তো। মাথায় কালো ব্যারেট, অর্থাৎ এই আফ্রিকান সিকিউরিটি টিমের লিডার সে। লোকটার পিছনে আরেকটি অবয়ব দেখা গেল, কালো চামড়ার এক মেয়ে। বয়স সবে চৌদ্দ কী পনেরো, পরনে সৈনিকদের পোশাক। মেয়েটা তাদের দেখতে পেয়ে হাতের পিঠ দিয়ে ওর হা হওয়া মুখ ঢাকলো। লিডারের প্যান্ট খোলা, বোঝা গেল লোকটা ঘুমচ্ছিল না।

চাঁপা ক্রোধ জেগে উঠলো গ্রে'র মাঝে। সে জানে সোমালিয়ার অধিকাংশ শিশুরাই যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাই বলে যৌনদাসী হিসেবেও!

লোকটা তাকিয়ে আছে কোয়ালস্কির দিকে, অবাক হয়েছে কয়েদিকে দেখে। দ্রুত এগিয়ে এল সে ওদের দিকে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই টের পেল আসল ঘটনা, হাত চলে গেল কোমরের পিস্তলে।

সেইচান হাতের পিস্তল তাক করল লোকটার দিকে।

'গুলি করো না।' বাঁধা দিল গ্রে। গুলির আওয়াজে আশেপাশের সব গার্ডরা সতর্ক হয়ে যাবে। শত্রুদের সতর্ক করতে চাইছে না সে।

লোকটা পিস্তল বের করে ফেলছে।

কিন্তু গ্রে আগেই টাকারের ফিসফিসে কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে।

অন্ধকারে ঝড়ের মতো ছুটে এল কুকুরটা, এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। মেয়েটা সতর্ক করল লোকটাকে, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। কামড়ে ধরেছে কেন লোকটার পা, রগ ছিঁড়ে এনেছে। লোকটা ধপাস করে পড়লো, মাথা পড়ল মার্বেলের মেঝেতে।

হাতের পিস্তল হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ইতিমধ্যেই টাকার সামনে এগিয়ে গেছে, হাতে ধারালো ব্লেড। লাফ দিয়ে নামল লোকটার পাশে, উঁচু করে রেখেছে ব্লেড ধরা হাত। কিন্তু লোকটাকে দেখে হাত নীচে নামিয়ে ফেলল।

'ঘাড় ভেঙ্গে গেছে।' টাকার বলল।

'সবার ভাগে একজন করে পড়ল।' বলল কোয়ালস্কি, হাত নামিয়ে এক হাতে কাঁধ ঘষছে। 'এইরকম একটা কুকুর যদি থাকতো শুধু।'

অন্ধকার কোনা থেকে মেয়েটাকে আবার দেখা গেল, দুই হাতে পিস্তল ধরে আছে সোজা টাকারের দিকে। মুখের মাঝে আতঙ্কের ছাপ।

টাকার হাতের ড্যাগার মাটিতে রাখল, দুই হাত উঁচু করে রেখেছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। নরম স্বরে বলে উঠল, 'ভয় পেও না...'

সোমালি ভাষায় কথার তুবড়ি ছোটাল মেয়েটা, অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যায় মেয়েটা যতটা না রেগে আছে, তার থেকে বেশি ভয় পেয়েছে। হাতের পিস্তল স্থির করল মেয়েটা, আঙুলগুলো ট্রিগার খুঁজছে।

হঠাৎ করেই ঝাঁকি খেল মেয়েটা, গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিল, হাত দিয়ে গলায় আটকে থাকা ব্লেড খোলার চেষ্টা করছে।

গ্রে ফিরে তাকাল, সেইচানের হাতে একটা ব্লেড। প্রথম ব্লেডে কাজ না করলে দ্বিতীয়টা ছুড়ে মারত।

কিন্তু প্রয়োজন হলো না।

মেয়েটা হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল, মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

টাকার আর্তনাদ করে উঠল, দৌড়ে গেল মেয়েটাকে সাহায্য করতে। কিন্তু সকল সাহায্যের উর্ধ্বে চলে গেছে সে। 'কী করলে এটা?'

টাকার তাকিয়ে আছে সেইচানের দিকে, 'বাচ্চা একটা মেয়ে...!'

'না। মেয়েটা বাচ্চা ছিল না।' সেইচান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

গ্রে জানে সে ঠিকই বলেছে। আরেকটু দেরি হলেই মেয়েটা গুলি চালিয়ে দিত টাকারের দিকে, পুরো ভবনের সবাই জেনে যেত তাদের আগমন। সেইচান একই সাথে শুধু টাকারের নয়, সবার প্রাণই বাঁচিয়েছে। কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, কিছু কিছু শিশু যোদ্ধা কখনওই স্বাভাবিক হতে পারে না, শিশুর আড়ালে পশু হয়েই থাকে আজীবন।

তারপরও মেয়েটার মৃত্যুতে সে দুঃখ অনুভব করছে, যেমনটা করছে টাকার।

লবি ধরে এগিয়ে গেল সেইচান। 'অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করা দরকার, সেই কাজেই এসেছি আমরা।'

গ্রে লক্ষ্য করল হাতের ভাঁজে দ্বিতীয় ব্লেডটা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে হাত কাঁপছে সেইচানের।

'সেইচান ঠিক বলেছে।' গ্রে টাকারকে ইশারা করল। 'কেনকে নিয়ে এস, অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

টাকার কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সেইচানের দিকে, কিন্তু নির্দেশ মেনে নিল।

কুকুর ও হ্যান্ডলার একসাথে কাজ করছে, চষে বেড়াচ্ছে পুরো লবি। গ্রে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। ডেস্কের মাঝে মনিটর লাগানো, দেখে মনে হচ্ছে পুরো ভবনের সবকটি তলায় ক্যামেরা লাগানো। মনিটরে সেটাই দেখা যায়। একে একে পঞ্চাশটি তলার ক্যামেরাই পরীক্ষা করল গ্রে, সব খালি। লবিগুলো সব অন্ধকার, মেঝেতে কার্পেট বিছানো।

পুরো ভবনটা পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে।

'এখানে।' টাকার ডাকল সবাইকে। 'আমি কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি।'

কেন লিফটের দরজার কাছে গিয়ে বারবার গন্ধ শুঁকছে।

গ্রে এগিয়ে গেল সেইদিকে, সাথে সেইচান।

দাঁড়িয়ে গেল সেইচান অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে, চেহারার ভাব পড়া যাচ্ছে না। সে নড করল জেলিফিশগুলোর দিকে, সাইনটা পড়েছে।

'টুরিটোপসিস নিউট্রিকুলা-এর হাইব্রিড প্রজাতি।'

মাথা নাড়ল গ্রে, বোঝেনি।

'এই প্রজাতির জেলিফিশরা বুড়ো হয়ে গেল আবার ফিরে যেতে পারে কিশোর বয়সে। একই চক্র আজীবন চলতে থাকে। প্রতিবারই নিজেকে নতুন করে নেয় এরা।'

সেইচান তাকিয়ে আছে মৃত মেয়েটার দিকে। মনে মনে হয়তো চাইছে দুজনেরই আবার পুনর্জন্মের ক্ষমতা থাকলে মন্দ হতো না। অন্তত শৈশবটা ফিরে পেতো আবার।

'এই প্রক্রিয়ায় জেলিফিশ অমর হয়ে উঠে।'

নড করল গ্রে, প্রকৃতির অজানা বিস্ময়ে অভিভূত।

এজন্যই ইটার্নাল টাওয়ারের মাস্কট এই জেলিফিশ।

কিন্তু সেইচানের জীবনবোধ আলাদা, ফিসফিস করে বলল সে, 'কী ভয়াবহ!'

কোনও মন্তব্য করল না গ্রে, সেইচান ঘুরে রওনা দিল আবার। পিছনে চলল সে, একহাতে ওর হাত আঁকড়ে ধরল। এই হাত দিয়েই ড্যাগার ছুড়েছিল সেইচান।

সে ভেবেছিল সেইচান হাত সরিয়ে নিবে, কিন্তু নেয়নি।

তারা দুজন টাকার আর কেনের সাথে যোগ দিল।

কোয়ালস্কি দাঁড়িয়ে আছে কাছেই, তাকিয়ে দেখছে প্যাঁচানো সিঁড়ি।

গ্রে তাকাল আবার।

কিছু একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না।

আকারটা খুব চেনা ঠেকছে।

সন্ধ্যা ৬:৪৭ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

ডি.এন.এ. অণু ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে কম্পিউটারের পর্দায়, মানুষের জীবনের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই অণুতে। কিন্তু এই ডি.এন.এ.-র গঠনটা একটু আলাদা, তৃতীয় একটা সূত্র পেঁচিয়ে আছে ডাবল হেলিক্সের মাঝে।

'এইটা কিসের তৈরি?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল, মাথা খাটাচ্ছে ক্যাটের উদ্ধারকৃত তথ্য অনুসন্ধানে।

'এটা ট্রিপল হেলিক্স।' রেনি কুইন বলল, কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। 'জেনেটিক্সের পরম তত্ত্ব।'

রেনি তার হাতের বড় থাবা রাখল টেবিলে, তাকাল আরও কাছ থেকে। পেইন্টারকে তথ্য অনুসন্ধানে সাহায্য করতে এসেছে সিগমার এই বায়ো-জেনেটিসিস্ট। লোকটা আইরিশ, চুল-দাড়ি সব কালো। সাবেক কলেজ বক্সার, খুব ঝগড়াটে ও মারকুটে। এই অভ্যাসের কারণে আর্মি রেঞ্জার থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে।

পরবর্তীতে সিগমা লোকটাকে খুঁজে নেয়। রেনির বিশাল থাবার অধিকারী, পাশাপাশি মাথায় বড় একটা মগজও আছে। এবং সেই মগজটাকে এখন রেনি কাজে লাগাবে এই বিপুল পরিমাণ তথ্য উদ্ধারে।

চার্লসটন থেকে আসা ফাইলগুলো এলোমেলো ও অগোছালো। ক্যাট ডাটাগুলো দেখার সময় পায়নি হয়তো, যত ডাটা ছিল সব কপি করেছে কলমের মেমোরিতে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ফাইল কারাপ্টেড হয়ে গেছে, কিছু পুরোপুরি ডিক্রিপ্ট হয়নি। সপ্তাহ না লাগলেও কমপক্ষে পুরো একটা দিন লাগবে ড্যামেজড ফাইলগুলো পুনরুদ্ধার ও অর্থ উদ্ধার করতে।

ল্যাব কম্পিউটার থেকে আসা ফাইলগুলো অধিকাংশই জেনেটিক্স ও প্রজনন গবেষণার সাথে সম্পর্কিত। সব তথ্য নির্দেশ করছে একটা নির্দিষ্ট অণুকে- ডি.এন.এ.।

'ট্রিপল হেলিক্স ডি.এন.এ.।' বলল পেইন্টার, মনিটরের দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়হয়ে তাকিয়ে আছে।

'প্রকৃতপক্ষে...' রেনি ঝুঁকল মনিটরের দিকে, হাত দিয়ে দেখাল নকশাটাকে। 'এই সূত্রক দুটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড বা ডি.এন.এ.। এই তৃতীয় সূত্রক সাপের মতো পেঁচিয়ে আছে জীবনবৃক্ষে এইটা পেপটাইড নিউক্লিক এসিড বা পি.এন.এ.।'

রেনি তৃতীয় সূত্রে আঙুল ঠুকল, 'কৃত্রিম, মানুষের তৈরি। সাইবার-জেনেটিক্সের ফলাফল, বায়োলজি ও টেকনোলজির অপূর্ব মেলবন্ধন।'

'এটা কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ। অনেক আগেই কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির একটা দল ডি.এন.এ.-র ভিতর পি.এন.এ. সূত্রক ঢোকাতে সক্ষম হয়েছে। টেস্ট টিউবের ভেতর করা হয় এই পরীক্ষা। কিন্তু এরপরের ধাপ খুবই দুঃসাধ্য।' রেনি নড করল পর্দার দিকে তাকিয়ে। 'ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. অণু পানিতে টিকতে পারে না। যদি কোনওভাবে পানিরোধী করে তৈরি করা যায় তবে গোটা বিশ্ব পাল্টে যাবে।'

পেইন্টার ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল তার দিকে, 'মানে?'

ব্যাখ্যা করল রেনি, 'আমাদের পুরো জেনেটিক কোড তৈরি চারটি রাসায়নিক ভিত্তির উপর গুয়ানিন, অ্যাডেনিন, থাইমিন ও সাইটোসিন, চারটা অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয় এদের জি, এ, টি, সি। এই চারটি উপাদান দিয়েই সব প্রাণের সৃষ্টি।' প্যাঁচানো কাঠামোটার দিকে চেয়ে চোখ ওল্টালো সে। 'কিন্তু পি.এন.এ. এই চারটির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। কল্পনা করা যায়! যদি আরও কয়েকটা অক্ষর পাই আমরা তবে মানব ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে।'

রেনির ক্রমাগত উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র স্পর্শ করছে না পেইন্টারকে, ওর একটাই অনুভূতি হচ্ছে-আতঙ্ক।

'কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে।' রেনি গলায় জোর আনল। 'এই পি.এন.এ. কিছু কিছু জিনের কাজ বন্ধ বা চালু রাখতে পারে। ইতিমধ্যেই পি.এন.এ. ব্যবহার করে এক ল্যাবের ইঁদুরের মাংশপেশি সংক্রান্ত এক জটিল রোগ একদম ভালো করা হয়েছে। কিন্তু এটা কেবল শুরু, এর সম্ভাবনা অপরিসীম! এর মাধ্যমে

ক্যান্সারকে বাঁধা দেওয়া যাবে, হাজারও জেনেটিক রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়া যাবে। এমনকি মানুষের আয়ু পর্যন্ত বাড়ানো যাবে!'

রেনি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো মনিটরের পর্দায়, 'যদি ডি.এন.এ. প্রাণের সিন্দুক হয়, তবে পি.এন.এ. সেই সিন্দুক খোলার চাবি। যার হাতে এই ক্ষমতা থাকবে, তার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।'

পেইন্টারের আতঙ্ক বেড়ে গেল কয়েকগুণ, কল্পনার চোখে চার্লসটনের ল্যাবের ট্যাঙ্কে ভেসে থাকা নারীদের দেখছে।

জেসন উঁকি দিল দরজা দিয়ে, 'ডিরেক্টর, বাঁধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমরা মাত্র একটা বড় ফোল্ডার পেয়েছি। নাম হিস্ট্রি অ্যান্ড অরিজিনস। ভাবলাম আপনি দেখতে চাইবেন হয়তো।

পেইন্টার সোজা হয়ে বসল, খুশি হয়েছে এখনকার মতো বায়োলজিক্যাল তত্ত্ব আর শুনতে হবে না বলে।

সে সবকিছু জানতে চায়, ফাইলটার নাম শুনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছে।

কিন্তু জেসন সেই আশায় পানি ফেলে দিল। 'কিন্তু স্যার, ফাইলটা পুরোটাই কারাপ্টেড। আমরা কাজ করে যাচ্ছি। অল্প কিছু ছবি ও ডকুমেন্ট উদ্ধার করা গেছে শুধু। ফাইলগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'জলদি করো।' বলল পেইন্টার।

ছেলেটা কম্পিউটারের দিকে ইশারা করল, 'কাজ হয়ে গেছে।'

এজন্যই ক্যাট ছেলেটাকে এতো পছন্দ করে।

পেইন্টার কিবোর্ড চালিয়ে কয়েকটা ফাইলের মাঝে প্রথম ফাইলটা ওপেন করল।

একটা চিত্র ভেসে উঠল মনিটরের পর্দায়।

চিত্রে তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক পোশাক পড়নে। তিনজনের হাত একসাথে ধরা, সবার ডান হাত মাথার উপর এবং বাম হাত নীচে। উপরের দুই কোনায় তিন-মাথাওয়ালা সাপ পেঁচিয়ে আছে।

'কী এটা?' পেইন্টার বলল, উত্তর আশা করেনি। কিন্তু উত্তর পেল।

'এইটা পবিত্র রাজকীয় তোরণ।' রেনি বলল, নিজেও অবাক হয়েছে ছবিটা দেখে।

পেইন্টার ঘুরে তাকাল, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'কারণ আমি নিজেও এক গিল্ডের সদস্য।' রেনি দেখল চোখের সামনে পেইন্টার হতবাক হয়ে গেল। 'আরে না না, ওই গিল্ড না। ম্যাসনদের কথা বলছি! আমার পরিবার আয়ারল্যান্ডে থাকতে এর সদস্য ছিল।'

পেইন্টার মনিটরের দিকে ইশারা করল। 'আর এইটা?'

'সবকিছু জানি না। কিন্তু জানি যে এই সাইনটা ফ্রিম্যাসনারিদের আচারপদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। এটা তাদের পবিত্র রাজকীয় ডিগ্রি, কিন্তু এর সাথে বিভিন্ন রহস্য জড়িয়ে আছে। গুজব প্রচলিত যে, এই ডিগ্রি নাইট টেম্পলারদের। তিন সময় তিনটি করে আচার পালনের প্রতীক...অন্যকথায়...নাইট টেম্পলারের নয়জন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করছে এই ছবি।

পেইন্টার ভাবছে এই ছবি একটা ল্যাবরেটরির কম্পিউটারে কী করছে।

কিন্তু উত্তরটা ওর চোখে সামনেই আছে। রেনির বলা কথাগুলো মাথায় ঘুরছে তার। তিনজন মানুষ, তিন-মাথাওয়ালা প্যাঁচানো সাপ-ত্রিসূত্রক ডি.এন.এ., সবকিছু একসূত্রেই গাঁথা বলে মনে হচ্ছে। এমনকি রেনিও জীবনবৃক্ষে প্যাঁচানো সাপ কথাটা ব্যবহার করেছিল।

পেইন্টার চিত্রের নীচে একটা বইয়ের নাম পেল: ডানকান'স ম্যাসনিক রিচুয়াল অ্যান্ড মনিটর, ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত।ওয়ালা

কিন্তু দেড় শতাব্দী আগের এই বইয়ে ট্রিপল হেলিক্সের রেফারেন্স কীসের দিচ্ছে, যেখানে অল্প কয়েক বছর আগে আবিষ্কার হলো এই তত্ত্ব।

পেইন্টারের মনে পড়ল ফোল্ডারটার নাম।

হিস্ট্রি এন্ড অরিজিনস

ফাইলটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল সে, দ্রুত বাকি অংশটুকু প্রয়োজন।

জেসন দুঃসংবাদ নিয়ে রুমে ঢুকল, 'ডিরেক্টর! ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্টের ডিভাইস ডাটা ট্রান্সফারের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।'

পেইন্টার সোজা হয়ে বসল, 'চার্জ শেষ?'

'না। আমরা এইবার চার্জের দিকে নজর রাখছিলাম। চার্জ আছে।'

পেইন্টারের হৃদপিণ্ডে লাফিয়ে উঠলো, জানে আরেকটা কারণেই এমন হতে পারে।

জেসন সেই কথাটাই যেন ঘোষণা দিল, 'কেউ একজন কলমটাকে খুঁজে পেয়ে খুলে নিয়েছে।'

তা নিক, কিন্তু ক্যাট ঠিক আছে তো?

২৬
২রা জুলাই সন্ধ্যা ৬:৪৮ ই.এস.টি.
চার্লসটন, দক্ষিণ ক্যারোলিনা

'খোঁজো ওদের।'

অন্ধকার হলওয়ে ধরে বের হয়ে গেল ক্যাট। ফিরে যাওয়ার আগে, ডা. মার্শালকে দেখতে পেল এক ঝলক। রুমের শেষ মাথার অফিস থেকে বেরিয়ে এল মার্শাল, চারপাশে সিকিউরিটি গার্ড।

'ভাগ হয়ে যাও। প্রতিটি ক্লোজিট, স্টোরেজ, ল্যাব সবকিছু ভালোমতো খোঁজ।'

ক্যাট চুপিসারে দরজাটা বন্ধ করল, হাত পিচ্ছিল থাকায় রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে দরজার সাথে। এই ঘরের মাঝেও একটা কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভার হিসেবে সেই ট্রিপল হেলিক্স দেখতে পেল ও। ক্যাট প্রার্থনা করছে, ফাইলগুলো যাতে সিগমার কারও হাতে পড়ে।

চোখ অন্ধকারে সয়ে গেল, তাকিয়ে দেখল রুমের সেলফে পাঁচ লিটারের কয়েকটা জার রাখা। জারের মাঝে ছোট ছোট কয়েকটা অবয়ব, ক্যাট ছোট হাতের আঙুলে স্পর্শ করল। সাথে সাথে পিছিয়ে গেল, ভয়ানক দৃশ্যটা দ্বিতীয়বার আর দেখতে চায় না। জারের তরলে ছোট ছোট বাচ্চা ভাসছে।

ক্যাটের হাতে এখনও ধারালো ব্লেড, নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে। মাত্র দুই মিনিট সময় আছে ওর হাতে, নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য। এই সময়ের মাঝেই এমিকে লুকিয়ে ফেলতে হবে কোথাও। মাথার মাঝে চিন্তার ঝড় বইছে যেন।

সাতটা ট্যাঙ্ক...পুরো ল্যাবরেটরির আয়তন...

দরজা খোলা-বন্ধ করার আওয়াজ কানে আসছে, লোকজন চেঁচামেচি করছে। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পিছানোর জন্য একটা রাস্তাই খোলা আছে-কিন্তু গার্ড ওকে খুঁজে বের করে ফেলবে সহজেই।

যেমনটা সে ভেবেছিল।

চোখ বন্ধ করল সে, বড় করে শ্বাস নিল। বাড়তি সময়টুকু কাজে লাগাল থকথকে তরল ওর গায়ে ঠিকমতো লেগেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে। পুরো দেহে মোটা একটা স্তর পড়ে গেছে জেলির মতো তরলটার। গোলাপি তরলে জামাকাপড় ভিজে ছপছপে হয়ে গেছে, একই তরল যেটা ট্যাঙ্কের ভেতর ছিল।

আত্মগোপন করে থাকা জায়গাটার আশেপাশে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করল দুইজন গার্ড, পিস্তল তাক করে আছে ক্যাটের দিকে।

'ছুরি ফেলে দাও।' একজন গার্ড চেঁচিয়ে উঠল।

সে মেনে নিল, হাত দুটো মাথার ওপর উঁচু করে রাখল।

অন্য গার্ড চেঁচিয়ে বলল, 'একজনকে পেয়েছি।'

'আমার কাছে নিয়ে এসো।' মার্শাল আদেশ করল।

গার্ড ওকে বের করে নিয়ে এল, অস্ত্রের মুখে ঠেলে নিয়ে চলছে মার্শালের অফিসের দিকে।

মেয়েটা পিছনের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জোরে পা নামিয়ে আনল ভিনাইলের মেঝেতে, ভাঙ্গা আওয়াজের সাথে কালো একটা বস্তু ছিটকে গেল।

বিশেষ কলমটা খুঁজে পেয়েছে তারা।

মার্শাল ওর দিকে তাকাল, রাগে চোখ-মুখ জ্বলছে। এক হাতে ধরে রেখেছে ক্যাটল প্রড। ক্যাট শাস্তি প্রত্যাশা করছে, শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

'অন্য মেয়েটা কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠল মার্শাল।

ক্যাট তাকিয়ে আছে চোখে-চোখ রেখে, ভুলেও চাইছে না চোখ চলে যাক এমির লুকাবার জায়গায়।

'তোমার মুখ থেকে বুলি কীভাবে বের করতে হবে তা আমার জানা আছে।' মার্শাল এগিয়ে এসে ওর পেটে প্রড চেপে ধরল ।

একদম শেষ মুহূর্তে ঝাপ দিল ক্যাট, পিছনের গার্ড ওকে ধরে ফেলল। নীল ঝিলিক দেখা যাচ্ছে প্রডের মাথায়। পুরোপুরি রক্ষা পেল না, পায়ে লেগেছে ইলেকট্রিক আগুন। অসাড় হয়ে গেছে বাম পা, দাতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল। ব্যথার পাশাপাশি হতাশও।

কাজ হয়নি, আরও পাওয়ার লাগবে।

ভালো পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে ধরল মার্শালের হাত। একজন গার্ড পিস্তল দিয়ে আঘাত করল তার কাঁধে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল সে। কিন্তু হাত ছাড়ল না, অন্য হাত দিয়ে পাশের কার্টন ধরল সে। ধস্তাধস্তি করত করতে ক্যাটল প্রড উঁচু করে ধরল, টিপে দিল ট্রিগার।

নীলচে আগুনের ফুলকি নেচে উঠল।

পরক্ষণেই আগুন গ্রাস করল পুরো দুনিয়া।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পড়ল ক্যাট। নীল আগুন ফুঁসে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল পুরো রুমে। চোখের সামনে হাত দিয়ে চোখ রক্ষা করল সে। কল্পনার চোখে দেখল আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে হলওয়ের দূরতম কোনায়, সেখানে আছে প্রেসারাইজড গ্যাস ট্যাঙ্ক। সাতটা বড় বড় গ্যাস ট্যাঙ্ক পুরো ফ্যাসিলিটিতে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে, ট্যাঙ্কের গায়ে বড় বড় করে লেখা এইচ-টু।

হাইড্রোজেন গ্যাস।

গন্ধহীন, বাতাস থেকে চৌদ্দ গুণ হালকা, অতীব দাহ্য।

সে গ্যাস লাইনে ফুটো করে দিয়েছিল, জানে বদ্ধ জায়গায় সহজেই ছড়িয়ে পড়বে গ্যাস। গন্ধ না থাকায় কেউ টেরও পাবে না।

ক্যাট মেঝেতে শুয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে। গায়ে থকথকে জেলের মোটা প্রলেপের জন্য আগুন লাগেনি, নয়তো চামড়া পুড়ে যেতো এতক্ষণে।

কিন্তু বাকিরা রেহাই পেল না আগুন থেকে।

চিৎকারে ভারী হয়ে আছে রুমের পরিবেশ।

শরীরে, কাপড়ে আগুন ধরে গেছে সবার, বাতাসে চামড়া পোড়ার কটু গন্ধ।

কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই মার্শালের চুলে আগুন ধরে গেল, ভয়ংকর পিশাচিনীর মতো লাগছে তাকে দেখতে।

খোদার সাথে টক্কর লাগার পরিণাম।

ক্যাট নিজের সাথে যুদ্ধ করে উঠে দাঁড়াল, কাশছে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাবে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে, পানি ঝরছে চোখ থেকে। চারপাশে আগুনের লেলিহান শিখা নাচছে যেন, পুরো মেঝেতে গলে যাওয়া প্লাস্টিক পড়ে আছে। দগ্ধ যন্ত্রপাতি থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটছে।

ক্যাটের দুই গজ সামনে একটা অবয়ব নড়ছে, ট্যাঙ্কের আড়ালে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটার মাথার চমাড়া দগ্ধ হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে, রক্ত ঝরছে।

ক্যাট আড়াল নিতে চাইল, কিন্তু ওর পা বিশ্বাসঘাতকতা করল। পড়ে গেল ও, এক হাত দিয়ে কোনওমতে পতন ঠেকাল।

মার্শাল এক পা সামনে বাড়াল। হাতে গার্ডের পিস্তল, তাক করে রেখেছে ক্যাটের মুখের দিকে। প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

কিন্তু মেয়েটার কপালে তা-ও জুটল না।

পিছনের ট্যাঙ্ক থেকে একটা নগ্ন মূর্তি উঠে এসেছে, মনে হচ্ছে সদ্য কবর থেকে উঠে এসেছে কোনও লাশ।

মার্শাল পিছনে ফিরে তাকাল, ভয়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

এক হাত উঁচু করল মূর্তিটা, হাতে ডাণ্ডা। বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নেমে এল সেই ডাণ্ডা মার্শালের উপর। ধাতব ডাণ্ডার আঘাতে নাক ভেঙ্গে গেল নিষ্ঠুর ডাক্তারের।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মার্শালের দেহ।

ক্যাট উপলব্ধি করল, মেয়েটা উপযুক্ত শাস্তি পেয়েই মরেছে।

এমি ট্যাঙ্ক থেকে জলদি নেমে এল, ক্যাটকে সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে। 'আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম হয়তো তুমি মরেই গেছো!'

'আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম।'

কিছু সময় আগে, ক্যাট ট্যাঙ্ক থেকে এমির বোন ডেনিসকে বের করে নিয়ে এসেছিল, সেই জায়গায় শুয়েছিল এমি নিজে। ক্যাট তার গায়ের গাউন খুলে দিয়ে নিশ্চিত করেছে ওর দেহ যেন ভালোভাবে থকথকে তরলে ডুবে যায়। তারপর ক্যাট নিজের শরীরেও একই জেল মেখে নেয় এবং ডেনিসের শীর্ণ দেহ নিয়ে আসে স্টোরেজ রুমে।

ক্যাট চাইছিল, এমি যেন পুরোপুরি লুকিয়ে থাকে এবং কেউ তাকে খুঁজে বের করতে না পারে। পাশাপাশি এটা-ও ভেবেছিল, এমিকে বের হওয়ার পথের কাছাকাছি রাখতে হবে। তাকে এই নরকের মাঝে রাখতে চায় না।

এই বুদ্ধির কারণেই বিশাল এক বিস্ফোরণ ঘটেছে হলওয়ের পেছনের দিকে, ভাঙ্গা কাঁচ উড়ে এসেছে শ্র্যাপনেলের মতো।

ক্যাট কল্পনায় দেখল রুমের শেষ মাথায় থাকা প্রেশারাইজড গ্যাস-ট্যাঙ্কগুলোকে। আগুনের উত্তাপ পৌছে গেছে সেখানেও, গ্যাস লিক করছে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে পাশের ভবনগুলোতেও।

'চল।' ক্যাট বলল এমিকে কর্কশ স্বরে।

মার্শালের হাত থেকে পিস্তল তুলে নিল সে, দুজন পালিয়ে গেল ধোঁয়া ও আগুনের মাঝ দিয়ে। স্টিলের দরজা দিয়ে ওয়ার্ডে বেরিয়ে এল দুজন, তারস্বরে অ্যালার্ম বেজে যাচ্ছে। মাথার উপর পানি ঝরছে অগ্নি নির্বাপক ফোয়ারা থেকে। ক্যাট আরেকটি গাউন খুঁজে নিল এমির জন্য। হলের শেষে গার্ড স্টেশনটা ফাঁকা পেল ওরা।

কেউই তাদের বাঁধা দেওয়ার জন্য নেই, চলে এল তারা ভবনের নিচতলায়। সামনে তাকিয়ে দেখল, বাকি ভবনগুলোতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রীষ্মের সূর্য এখনও অস্ত যায়নি, কিন্তু ধোঁয়ায় অন্ধকার লাগছে চারপাশ। রাস্তার শেষে একটা ভবনের জানালা দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে। একটা বিস্ফোরণে প্রধান ভবনটির একপাশের ইট ও ছাদের টাইলস ছিটকে এল।

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সব।

ক্যাট ধরল এমির হাত, তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে যেতে চাইছে ফ্যাসিলিটি থেকে। গবেষকরা সবাই পালিয়ে যেতে চাইছে গেট দিয়ে রাস্তায়, আকস্মিক এই ঘটনায় হতভম্ব।

ক্যাট তাদেরকে অনুসরণ করল, চেষ্টা করছে পিস্তলটা যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখতে।

সাইরেন বেজে উঠল।

ক্যাট আর এমি বাইরে বের হয়ে এসেছে, ফ্যাসিলিটি গভীরে কোথাও বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলো বিলাসবহুল ক্লিনিক, আরও কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটল। চারপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল।

রাস্তা হয়ে দৌড়ে গেল তারা, বিধ্বস্ত ক্লিনিক থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। অবশেষে একটা মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় পৌছল তারা। হাঁটুতে হাত, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে দুজনেই।

সাইরেনের আওয়াজ আরও বেড়ে গেছে, চার্লস্টনের ইমার্জেন্সি ক্রু'রা সব চলে এসেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্যাট, হাত দিয়ে ইশারা করে দেখার ধোঁয়ার মাঝে প্রায় হারিয়ে যাওয়া নীল একটা আলো। 'তোমার উচিত '

পিস্তলের গুলি থামিয়ে দিল ওকে।

এমি পড়ে গেল, বসে পড়েছে রাস্তায়। এক হাত বুকে, হাতের নিচে গাউনটার অংশ রক্তে রঞ্জিত।

ক্যাট ঘুরে দাঁড়াল, হাঁটু গেড়ে বসে বের করল অস্ত্র।

একটা এস.ইউ.ভি. রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ির পেছনের জানালার কাঁচ নিচে নামান।

ভেতরে নড়াচড়া লক্ষ করা যাচ্ছে।

সে হিংস্রভাবে জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছাঁড়ল।

সন্ধ্যা ৬:৫৫

গুলির আঘাতে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যেতেই লিসা পেছনের সিটে নিচু হয়ে বসল। তার দুইপাশে দুইজন স্থূলকায় গার্ড। সামনে গাড়ির ড্রাইভার ও ডা. পল মাথা নিচু করে রেখেছে।

'খোদা!' তার পাশে বসে থাকা শ্যুটার বলল। 'মেয়েটার কাছে অস্ত্র আছে।'

লিসা নিজের মাথা আড়াল করল।

হচ্ছেটা কী?

রেস্তোরাঁর সামনে থেকে লিসাকে ধরে আনার পর গাড়িতে উঠানো হয়েছে। গাড়ি ফিরে আসছিল ফার্টিলিটি ক্লিনিকে, কিন্তু এসে দেখে পুরো ফ্যাসিলিটি প্রায় ধ্বংস হওয়ার যোগাড়। ঘন ধোঁয়া উড়ছে আকাশের দিকে, আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ফার্টিলিটি ক্লিনিকে। কয়েকটা বিস্ফোরণের পর পুরোপুরি ধ্বসে গেল ফ্যাসিলিটি সবার চোখের সামনেই।

এক ব্লক দূর থেকে ক্রানস্টন এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখছিল, নিজের কষ্টের ফসল এভাবে ধ্বংস হতে দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না।

হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'গুলি করো। জলদি। এদের দুজনকে পালাতে দেওয়া যাবে না... সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

নিরাপদ দূরত্বে থেকে ক্লিনিক পর্যবেক্ষণ করছিল ক্রানস্টন, সেই সময় দেখতে পায় দুইজন নারী বেরিয়ে আসছে। দুজনেরই মাথা ন্যাড়া, একজনের পরনে হাসপাতাল গাউন। সে সাথে সাথেই দুজনকে চিনতে পারল, এরা দুজন নিচের ল্যাব থেকে পালিয়ে এসেছে। সে দুজনকেই হত্যার আদেশ দিল, বলল কুকুরের মতো গুলি করে মারতে। কিন্তু মনে হচ্ছে, একজনের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আছে!

লিসার পাশের গানম্যান জানালা দিয়ে এক হাত বের করে পিস্তল তাক করল, আরেক দফা গুলিবর্ষণ হলো গাড়িকে লক্ষ্য করে।

ঝুঁকি নিয়ে বাইরে উঁকি দিল লিসা, দেখল অস্ত্র হাতে মেয়েটা টেনে নিয়েছে যাচ্ছে আহত মেয়েটাকে। ঘন ধোঁয়া আড়াল দিয়েছে তাদের। সাইরেন বেজে চলছে, ইমার্জেন্সি লাইট আগের থেকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটা কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল গাড়ির দিকে।

প্রথমবারের মতো তার চেহারা দেখতে পেল লিসা, চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকছে।

মাথার সব চুল না থাকা সত্ত্বেও বন্ধুকে চিনতে দেরি হলো না।

ক্যাট।

'নিশানায় পেয়ে গেছি।' সন্তুষ্টচিত্তে বলল গার্ড।

না!

লিসা কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল গার্ডকে, পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য। জানালা দিয়ে মাথা বের করল লিসা, ক্যাটকে দেখছে। অক্ষত আছে সে, লিসা চাইছে তাকে রক্ষা করতে।

'ক্যাট! পালাও!'

অন্য গার্ড পিছন থেকে টেনে ধরল ওকে।

ক্রানস্টন সামনের সিট থেকে মাথা উঁচু করল, কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে ওর দিকে। চোখের ভাষা পড়ে নিতে দেরি হলো না।

'তাহলে তুমি ওর সাথেই কাজ করছো।' ক্রানস্টন বলল এবং আদেশ করল ক্যাটের মৃত্যু নিশ্চিত করতে।

গানম্যান এক হাতে লিসার চুলের মুঠি ধরে নিজের সামনে নিয়ে এল, ব্যবহার করছে তাকে মানব-ঢাল হিসেবে।

ক্যাট একটা ডাস্টবিনের পিছনে আড়াল নিয়েছে।

ক্রানস্টন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'অস্ত্র ফেলে দাও! বেরিয়ে এসো! নইলে তোমার বন্ধুর মাথায় বুলেট ঢুকিয়ে দিতে দেরী করবো না।'

'না।' বন্ধুকে নিষেধ করল লিসা।

চুল ধরা হাত জোরে ঝাঁকি দিল লিসার মাথা, নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো দেহ।

ও তাকিয়ে দেখল, ক্যাট তার হাতের অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসেছে ডাস্টবিনের আড়াল ছেড়ে।

'যাও ধরে নিয়ে এসো।' ক্রানস্টন আদেশ দিল অন্য গার্ডকে। 'আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। কিন্তু ঝামেলা করলে গুলি করতে দ্বিধা করো না।'

ক্যাট হয়তো অনুভব করতে পেরেছে লোকটার কথার সত্যতা, তাই কোনও রকম ঝামেলা না করেই চলে এসেছে গার্ডের সাথে।

'অন্য মেয়েটা?' ক্রানস্টন জিজ্ঞাসা করল গার্ডকে।

'মৃত।'

ক্যাট আর লিসার পুনর্মিলনী হলো গাড়ির পিছনের সিটে, এক জোড়া নিষ্ঠুর গার্ডদের মাঝখানে।

'আমি দুঃখিত।' লিসা ফিসফিস করল।

ক্যাটের চেহারা কঠিন হয়ে আছে, কিন্তু কারণটা লিসা নয়। সে লিসার হাত ধরল, মৃদু চাপ দিয়ে আশ্বাস দিল। এই অল্প স্পর্শেই যেন মিশে ছিল নিশ্চয়তা, ক্ষমা এবং প্রতিশোধের অঙ্গীকার।

ইমার্জেন্সির সব গাড়ি চলে এসেছে, পার্ক করা গাড়িগুলোর পাশে গাড়ি রাখছে। সাইরেন বাজছে, লাল-নীল আলো জ্বলছে।

'কোথায় যাব?' ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে করতে জিজ্ঞাসা করল।

ক্রানস্টন তাকিয়ে আছে ক্লিনিকের ধ্বংসাবশেষের দিকে, 'শহরের বাইরে...এখানে এখন প্রচুর গরম।' তাকাল আগুন ও ধোঁয়ার দিকে। 'আমরা মেয়েদেরকে নিয়ে একটু গ্রামের দিক থেকে ঘুরে আসি। লজে চলো।'

সন্ধ্যা ৭:১২
ওয়াশিংটন ডি.সি.

কমিউনিকেশন নেস্টে বসে পেইন্টার ক্যারোলিনার ক্লিনিকের সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার দেখছে। ভিডিও করছে ওর দলের দুজন লোক, যাদের সে পাঠিয়েছিল নর্থ চার্লসটন ফার্টিলিটি ক্লিনিকে তদন্তের কাজে।

পনেরো মিনিট আগে দুজন পৌঁছে গেছে ক্লিনিকে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখেছে ধ্বংসযজ্ঞ। দমকল বাহিনী কাজে লেগে পড়েছে, আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। আগুনে ঝলসে যাওয়া রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছে, কয়েকজন আহত হয়েছে ভাঙ্গা কাঁচ ও ধ্বংসাবশেষের আঘাতে।

চারটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

ক্যাট আর লিসাও কি আছে এখানে?

যখন প্রথম সিকিউরিটি টিম রিপোর্ট করল, তখন পেইন্টার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে, ক্লিনিক বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে হয়তো ক্যাটের হাত আছে। কিন্তু কেউ একজন ক্যাটের ডিভাইস আবিষ্কার করে ফেলেছে, অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই জানে গিল্ড কখনওই পেছনে প্রমাণ রেখে যায় না। গিল্ড কুখ্যাত তাদের পেছনে কোনও শত্রু না রাখার পলিসির জন্য। যদি কেউ খুব কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে গিল্ড সমস্ত প্রমাণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এর জন্য যত চড়া মূল্যই দিতে হোক না কেন।

'ডিরেক্টর।'

জেসন কার্টার ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আবার।

'আপনাকে কিছু দেখাতে চাই।' বলেই ছেলেটা ঝুঁকল একটা মনিটরের দিকে, একজন অ্যানালিস্ট কাজ করছে সেখানে। লোকটা যদিও বয়সে তার থেকে এক যুগ বড়, তাও কাঁধে হাত রাখল উৎসাহদানের ভঙ্গিতে।

'লিনাস আর আমি একটা রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, প্রজেক্টটা ক্যাটের।'

'প্রায় তিন মাস যাবত।' যোগ করল লিনাস।

কীসের উপর গবেষণা?

পেইন্টারের ধৈর্যে কুলচ্ছে না, তবু ও ইশারা করল বলে যাওয়ার জন্য।

'আমি লিনাসকে বলেছিলাম এই প্রোটোকল ব্যবহার করে ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট আর ডা. কামিংসকে খুঁজে বের করতে।' জেসন বলল। 'আশা করি কাজটা ঠিক করেছি।'

'অবশ্যই।' পেইন্টার যেকোনও ভাবে সাহায্য চায়, অন্তত এই বিষয়ে। 'কী পেয়েছ তোমরা?'

'একটা নতুন সার্ভেইল্যান্স এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম, অনেকটা ফেসিয়াল-রিকগনিশন প্রোগ্রামের মতো। কিন্তু চেহারা বদলে প্রোগ্রামটা কাজ করে গাড়ির ওপর। রাস্তায় প্রতিটি গাড়ির চলার প্যাটার্ন আলাদা আর স্বতন্ত্র, অনেকটা মানুষের আঙুলের ছাপ বা চেহারার মতো।'

'এই পদ্ধতি কতোটুকু কাজ করছে?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

জেসন শুরু করল, 'আপনি চার্লসটনের সিকিউরিটি টিমকে বলেছিলেন রেস্তোরাঁর আশেপাশের সিসি ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করতে। আমি সেই ভিডিওগুলো কাজে লাগিয়েছি।'

'এবং কিছুই পাইনি।' লিনাস যোগ করল।

'ঠিক। তাই লিনাসকে দিয়ে উত্তর চার্লসটনের ভিডিও কালেক্ট করিয়েছি-যত যানবাহন গেছে সেই অঞ্চলের পাশ দিয়ে। তারপর ভিডিওর ওপর এই প্রোগ্রামটা কাজে লাগিয়েছি। '

'আর?'

জেসন মৃদু চাপ দিল লিনাসের কাঁধে। সে মনিটরে কয়েকটি ছবি বের করে দেখাল। একটা বিশেষত্বহীন ফোর্ড এস.ইউ.ভি.র দুইদিকের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ভিডিওতে।

জেসন বলে চলল, 'আমার ধারণা, আমাদের টার্গেট ট্রাফিক ক্যামেরা এড়িয়ে চলছে। অবশ্য কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। বিশেষ করে যদি এলাকাটা চেনা হয়।'

চেনা তো থাকবেই, পেইন্টার ভাবল। এলাকাটা যে নিজের।

'এই দৃশ্যগুলো আমরা ব্যাংক বুথের সিসি ক্যামেরা থেকে পেয়েছি। শেষ দৃশ্যটা তিন ব্লক দূরের একটা বুথ থেকে নেওয়া হয়েছে, এখানেই ডা. কামিংস অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়টা, চার ব্লক দূরে একটা ব্রিজ অতিক্রম করছে গাড়িটা।' জেসন ফিরল ওর দিকে। 'ওই গাড়িটাই।'

পেইন্টার সন্দেহের চোখে বলল, 'একই গাড়ি তো রাস্তায় প্রচুর আছে।'

'সবগুলোর প্যাটার্ন তো আর এক নয়। আমি নিশ্চিত হয়েই আপনাকে ডেকেছি।' জেসন আবার লিনাসের কাঁধে চাপড় দিল। সে দ্বিতীয় দৃশ্যটা জুম করে দেখাল, ভিডিওর গতি ধীর করে দিয়েছে। 'দেখুন, ভিডিওটা অবশ্য কিছুটা ঝাপসা। কিন্তু আমরা যতটুকু সম্ভব উন্নত করে নিয়েছি।'

পেইন্টার কাছে ঝুঁকল।

ভিডিওর দৃশ্যে গাড়ির পিছনের জানালা দেখা যাচ্ছে, এক লোকের ঝাপসা ছবি দেখা যাচ্ছে-পাশেই একটা মেয়ে বসা। যদিও মেয়ের ছবিটা ততটা পরিষ্কার না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার মাথার চুল হালকা রংয়ের, একই রকম দেখতে। সেই একই ভঙ্গি, একই ভাবে নড়াচড়া-দেখেই চিনে ফেলল পেইন্টার, নিশ্বাস দ্রুত হয়ে এল ওর।

মনের মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠলো।

'এটা লিসা।'

'আমি নিশ্চিত নই।' জেসন বলল।

'আমি নিশ্চিত।'

'ক্যাটের কী খবর?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

অন্য একটা অবয়ব গাড়িতে বসে আছে, কিন্তু ছবি খুবই ঘোলাটে।

'আমি বলতে পারছি না।' জেসন স্বীকার করল। 'দুঃখজনকভাবে আমরা এখনও লাইসেন্স প্লেটের ছবি পাইনি, ওরা যদি ট্রাফিক ক্যামেরার সামনে দিয়ে যেত শুধু তাহলেই...'

দুর্ভাগ্যজনক বটে। কিন্তু একই সাথে আশাপ্রদও।

লিসা বেঁচে আছে!

বড় করে শ্বাস নিল সে, স্বস্তি পেতে দিল না নিজেকে, যেকোনও সময় পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। পেইন্টার পাশের মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে, পুরো ক্লিনিকে ধ্বংসযজ্ঞ ফুটে উঠেছে সেখানে; মনে করিয়ে দিল গিল্ডের বিশেষ পলিসির কথা।

গিল্ডরা কখনওই সূত্র ছেড়ে যায় না...

আর কথাটা খাটে লিসা এবং ক্যাটের ক্ষেত্রে।

একই সমস্যায় গ্রে'র টিমও পড়বে। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়েছে তারা গিল্ডের ঘাঁটিতে।

পেইন্টার জ্বলন্ত ফ্যাসিলিটির শেষ বিস্ফোরণটা দেখল, গ্রে'দের জন্য যেন সতর্কবার্তা ।

ধীরে যেও।

২৭

৩রা জুলাই রাত ৩:১৩ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্র তীরের বাইরে

'অ্যামান্ডাকে লিফটে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' টাকার বলল।

গ্রে পিছনের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে কেন মেঝেতে গন্ধ শুঁকছে আর জোরে জোরে লেজ নাড়ছে। কুকুরটার উপর তার আস্থা আছে, কিন্তু কেন যেন দ্বিধা-ও হচ্ছে।

লবিতে কমপক্ষে এক ডজন লিফট অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। উপরে তাকাল সে, স্বচ্ছ সিঁড়িটার পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া দেখছে। লিফট ও সিঁড়ি দুটোই চলে গেছে বুর্জ আবাদির কেন্দ্রীয় অংশে, প্রতিটা তলা এর সাথে সরাসরি যুক্ত।

'পঞ্চাশ তলা।' কোয়ালস্কি বলল। 'কপাল ভালো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে না।'

'কিন্তু প্রতিটা তলাতেই আমাদের থামতে হবে।' সেইচান বলল। 'কেন অ্যামান্ডার কোনও গন্ধ পায় কিনা, তা দেখতে হবে না?'

গ্রে'র দিকে ফিরে তাকাল দলের বাকি তিনজন, পরের পদক্ষেপ কী হবে তা জানতে চাইছে, এমনকি কেন-ও ফিরে তাকাল ওর দিকে। গ্রে সবাইকে একমুহূর্তের জন্য উপেক্ষা করল।

কিছু একটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

গ্রে প্রতি তলার সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখেছে, প্রাণের কোনও চিহ্ন দেখেনি সে একটাতেও। কিন্তু কেনকে বিশ্বাস করতেই হবে, এতদূর আসার পিছনে কেনের অবদানই সবচেয়ে বেশি। মনে মনে সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিল, তারপর লিফটের বাটনে চাপ দিল।

দরজা খুলে গেল সাথে সাথেই, সবাই প্রবেশ করল লিফটের ভেতর। ভেতরে উজ্জ্বল আলোকসজ্জা আর বিদেশি কাঠের মনোমুগ্ধকর কারুকাজ।

'কোন তলা থেকে শুরু করছি আমরা? একদম উপর থেকে নিচে?' টাকার জিজ্ঞাসা করল। 'নাকি অন্য কোনও উপায়?'

'কোনওটাই না।' বলল গ্রে, ঝুঁকে আছে লিফটের টাচ-স্ক্রিন প্যানেলের দিকে। সে লিফটের বাটন দেখছে, প্রতিটা তলার জন্য আলাদা করে নাম্বার-কী দেওয়া আছে, লেখা বিভিন্ন ভাষায় পরিবর্তিত হচ্ছে: চাইনিজ, জাপানিজ ও আরবি ভাষা।

বিশ্বব্যাপী টুরিস্টদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা।

'বুঝলাম না।' কোয়ালস্কি বলল। 'উপরে না গেলে যাবো কই?'

গ্রে সবার নিচের বাটন দেখছে, আরবিতে লেখা হরফ পরিবর্তিত হলো ইংরেজিতে।

'নিচে তালা আছে একটা।' সেইচান বলল।

কোয়ালস্কি নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে, 'কীভাবে? কৃত্রিম দ্বীপে বেসমেন্ট আসবে কোথা থেকে?'

গ্রে'র জানা আছে এই ভবনটা দ্বীপের সাথে সাথেই তৈরি করা হয়েছে, টাওয়ারের দশ মিটার নিচে দ্বীপটার মূল ভিত্তি, বেসমেন্ট করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

'টাওয়ারের সার্ভিস লেবেল অবশ্যই।' বলল সেইচান।

'হয়তো বা এর থেকেও বেশি কিছু।' গ্রে বলল, বাটন টিপে দিয়েছে।

অক্ষর সবুজ হয়ে গেল, নিঃশব্দে নেমে গেল লিফট, নড়ছে কিনা বোঝাই যায় না।

'তৈরি হও সবাই।' গ্রে সতর্ক করল।

সবার হাতে অস্ত্র উঠে এল, টাকার কুকুরকে সিগন্যাল দিল; নিচু হয়ে আছে কেন, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

মনে হচ্ছে, লিফট এক তলা থেকেও কিছুটা বেশি নিচে নামছে। কিন্তু অবশেষে খুলল দরজা। গ্রে হাতে পিস্তল নিয়ে দ্রুত সামনে নজর বোলাল। ছোট একটা লবি, মিটমিটে আলো জ্বলছে, পুরোটা খালি, কোনও গার্ড নেই।

সতর্ক হয়ে লিফট থেকে নামল সে, কয়েকটা আলাদা রাস্তা চলে গেছে হলওয়ে ধরে; একেক রাস্তা গেছে একেক দিকে-রান্নাঘর, রক্ষণাবেক্ষণের ছোট ঘর এবং স্টোরেজে যাওয়ার রাস্তা চিহ্নিত করা।

পুরোটা যেন গোলকধাঁধায় ভরা।

গ্রে সবাইকে ইশারা করল বের হতে। 'টাকার, কেনকে কাজে লাগাও।'

টাকার ওর পার্টনারকে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল।

গ্রে লক্ষ্য করল, বেসমেন্টে আরও দুইটি লিফট দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ বারোটি লিফটের মধ্যে তিনটি নেমে এসেছে নিচে। সে কোয়ালস্কিকে বলল লিফটের দরজা ধরে রাখতে, যাতে জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত কাজে লাগতে পারে।

লম্বা কয়েকটা কাঁচের জানালা গ্রে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। একটা রুম, দুই তলা সমান উঁচু, বিশাল বড় একটা টার্বাইন ঘুরছে, দেয়াল জুড়ে কন্ট্রোল প্যানেল লাগান।

'ভবনটার পাওয়ার প্ল্যান্ট।' সেইচান বলল, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রে'র মনে আছে জ্যাক পানি বিদ্যুতের কথা বলেছিল, এই টার্বাইনটা সেই কাজেই ব্যবহৃত হয়।

টাকার ফিরে এল কয়েক মিনিট পর,বলল 'কিছু নেই।'

গ্রে ঘুরে দাঁড়াল, আশ্চর্য হয়েছে, 'কী?'

টাকার শ্রাগ করল, 'কেন সম্পূর্ণ হলওয়ে দেখেছে, কোথাও অ্যামান্ডার কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি।'

অসম্ভব। মেয়েটার তো এখানেই থাকার কথা।

'আবার পরীক্ষা করো।' আদেশ দিল সে।

'আমি করতে পারি, সমস্যা নেই। কিন্তু তা শুধু শুধু সময় নষ্ট। কেন-এর ভুল হয় না।'

'সে ঠিক বলছে।' সেইচান বাঁধা দিল। 'নিচে খোঁজা উচিত ছিল ঠিকই কিন্তু আরও পঞ্চাশ তলা ত আছে। যত দেরী হবে ততই...'

...অ্যামান্ডার জীবনের ঝুঁকি বাড়বে।

জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, মনে মনে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা, কিন্তু খুশি নয়। 'উপরে চলো তাহলে।'

সবাই লিফটে উঠে গেল।

গ্রে থমকে দাঁড়ালো, বাকি দুইটি লিফটের কথা মনে পড়েছে। 'একটু দাঁড়াও।' বেরিয়ে এল সে, কল বাটন টিপে দিল, লিফট দুটো পর্যবেক্ষণ করল।

'কী করছো তুমি?' সেইচান জিজ্ঞাসা করল, কোয়ালস্কি দরজা ধরে রেখেছে এখনও।

লিফট দুইটা নিচে নামল, ভেতরে ঢুকে টাচস্কিন ডিসপ্লে পরীক্ষা করল সে, ফিরে এল আবার।

'কী?' বলল সেইচান।

'সার্ভিস লেভেলে এই তিনটি লিফটই আসে, তাহলে কেন শত্রুরা এই মাঝের লিফটে করেই অ্যামান্ডাকে আনতে যাবে? মানুষের স্বাভাবিক আচরণ অনুযায়ী সবার প্রথম যেই লিফট পড়ে, সেই লিফটে করেই তাদের নিচে নামার কথা।' গ্রে তিনটে দরজাই দেখাল। 'আমি তিনটে লিফটই পরীক্ষা করে দেখেছি, মাঝেরটার কন্ট্রোল প্যানেল দুই ইঞ্চি লম্বা বাকি দুটোর থেকে।'

'তো?' কোয়ালস্কি জিজ্ঞাসা করল।

সেইচান বাঁকা হয়ে টাচস্কিন ডিসপ্লের দিকে তাকাল, 'আমার মনে হয় লুকানো বাটন আছে এর নিচে।'

সে নড করল, 'গোপন কোথাও শুধুমাত্র এই লিফটটাই যেতে পারে।'

সেইচান খুঁজল, 'কোনওকিছুই তো নেই! চাবির ফুটো বা পাস কার্ড কোনওকিছুর জায়গা দেখছি না।'

গ্রে আবার লবি লেখা বাটনে স্পর্শ করল, পরীক্ষা করছে, লিফট উপরে উঠতে লাগল। 'স্ক্রিনটা টাচ-সেনসিটিভ।'

সেইচান বুঝতে পারল, চোখে হাসির ঝলক। 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।'

দরজা খুলতেই, লবিতে বেরিয়ে এল গ্রে। 'কেন যে-ই সৈনিককে ধরেছিল, তার মাথায় হেড অফ সিকিউরিটির টুপি ছিল, তার নিচে যাওয়ার অনুমতি থাকার কথা।'

গ্রে ঘুরে দাঁড়াল কোয়ালস্কি দিকে।

বিশালদেহী লোকটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে, অস্ফুটস্বরে বলল, 'সবসময় নোংরা কাজগুলো আমার ঘাড়েই চাপে কেন?'

এক মিনিট পরেই ফিরে এল সে, হাতে একটা ধারালো ব্লেড, প্যান্টে ঘষছে।

'দুইটাই নিয়ে এসেছি, যদি লাগে।' হাতের তালুতে একটা বুড়ো আঙুল আর একটা তর্জনী, কেটে নিয়ে এসেছে, পাশাপাশি লোকটার বেরেট ক্যাপটাও পরেছে মাথায়। 'লোকটা আমার সাইজের।' আঙুল দিয়ে ইশারা করল সিলিংয়ের দিকে। 'যদি আর কোনও ক্যামেরা থেকেও থাকে, বন্দি বন্দি খেলায় কিন্তু নেই।'

গ্রে কাটা বুড়ো আঙুল হাতে নিল, এল.এল. লেখা বাটনের নিচে খালি জায়গায় স্পর্শ করল, দম আটকে খেয়াল করল-নতুন একটা বাটন আঙুলের নিচে উদয় হয়েছে।

যদি মনে কোনও সন্দেহ ছিল, দূর হয়ে গেল চিহ্নটা দেখে, সোমালিয়ায় দেখা লাল ক্রসচিহ্নটার মতো চিহ্ন ফুটে উঠছে বাটনে। তাঁবুর কেবিনের বাইরে আঁকা ছিল এই একই প্রতীক।

একটা টকটকে লাল ক্রসচিহ্ন, পুরোটার মাঝে পেঁচানো অলঙ্করণ।

লিফট নিচে নেমে চলল, আরও গভীরে।

কোয়ালস্কির চেহারা পাংশুটে হয়ে গেছে, 'দস্যুরা কতো গভীরে তাদের গুপ্তধন পেতে রেখেছে?'

গ্রে কল্পনা করল দ্বীপের নিচের কংক্রিটের পাইলনের কথা, অন্যান্যগুলো বিশ মিটার চওড়া, কিন্তু বুর্জ আবাদির নিচেরটা এর থেকেও বড়। সে জানে, তেলের স্টেশনগুলোতে বড় বড় ফাঁপা পাইলনে তেল সঞ্চিত করে রাখা হয়।

তো এইখানেও এই কাজ করতে সমস্যা কোথায়? পার্থক্য শুধু তেলের বদলে আস্ত একটা ঘাঁটি লুকানো আছে এখানে।

গ্রে জানে, অ্যামান্ডা এখানেই আছে। কিন্তু ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে, দ্বীপের গভীরতম অংশে নেমে চলছে তারা।

সে কী বেঁচে আছে এখনও?

রাত ৩:২৫

ডা. এডওয়ার্ড ব্ল্যাক প্রবল ঘৃণা আর নগ্ন প্রতিহিংসা দেখেছে অ্যামান্ডার চোখে। চোখ আধবোজা হয়ে আছে মেয়েটার, শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হচ্ছে।

মেয়েটার শেষ কথাটা ছিল অভিশাপ, প্রতিশোধের অঙ্গীকার।

তোমাদের দুজনকে নরকে দেখে নিব।

কথাটায় শুধু অক্ষমতাই প্রকাশ পেল তার।

অ্যামান্ডা, একজন স্নেহময়ী মা, কিছুক্ষণের মাঝেই অতীত হয়ে যাবে। সব আবেগ ভালোবাসা হারিয়ে যাবে...থাকবে শুধু দেহটা।

'কাজ শুরু করা উচিত।' পেট্রা বলল।

পেট্রা গাউন পরে আছে, মনিটর ঠিক করছে, মনিটরে অ্যামান্ডার সিটি স্ক্যানের রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা একটা সার্জিক্যাল টেবিলে শুয়ে আছে, ঘাড় নিচু,

ন্যাড়া মাথা চকচক করছে উজ্জ্বল সার্জিক্যাল আলোর নিচে। ছোট ছোট নীল আঁকিবুঁকি কি মাথার চামড়ায়, আঁকিবুঁকিগুলো মাথার কোন কোন জায়গায় ড্রিল ও ইলেকট্রড প্রবেশ করানো হবে-তা নির্দেশ করছে।

পেট্রো সার্জারির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, অ্যামান্ডার মাথায় একটা ফ্লুয়িড-ভর্তি বন্ধনী লাগিয়ে দিয়েছে, পূর্ব ব্যবহৃত হেলমেট থেকে এটা যথেষ্ট উন্নত। সোমালিয়ার পাহাড়ে অপ্রচলিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে করতে ক্লান্ত সে, এখানে নতুন আর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে বাচ্চাদের মতো আনন্দ হচ্ছে তার। সোমালিয়ার ক্যাম্প গত কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট ভালো কাজ দেখিয়েছে, ডিম্বাণু ও ভ্রূণ সংগ্রহ এবং গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য মানুষ খুঁজে নিয়ে এসেছে প্রচুর। কিন্তু বরাবরই উচ্চাশা ছিল তার। ভারত, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও অসংখ্য অসংখ্য ফ্যাসিলিটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, অ্যামান্ডা গ্যান্ট বেনেট এল তার দুয়ারে, সাথে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। সুপিরিয়রের চোখে ভালো হওয়ার সুযোগটাকে সে কাজে লাগাল, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠতে হবে তাকে।

সামান্য কিছু ঝামেলা ছাড়া বড় কোনও বিপদ হয়নি এখনও, অ্যামান্ডার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে সোমালি জলদস্যুরা; সন্তানটিকে হাই-টেক রিসার্চ ল্যাবে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে, মা-কে ছোট একটা অপারেশন কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কেউই আর কোনও ঝামেলা তৈরি করতে পারবে না, যে যার মতো ব্যবহৃত হবে ল্যাবে, উচ্চতর গবেষণার কাজে।

নবজাতক শুয়ে আছে হলে, ছোট একটা বিছানায়, এরপর ওর পালা।

কিন্তু প্রথমে মায়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল আলোয়: ড্রিল, হাড় কাটার যন্ত্র, খুলি কাটার ছোরা, স্ক্যালপেল, সাকশন আর ইরিগেশন টিউব।

সে উত্তেজনা অনুভব করছে। যদিও পদ্ধতিটা এইখান থেকেই প্রচলিত হয়েছে, এমনকি সে নিজেও মাত্র একবার এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছে। কয়েক দেশের প্রজনন বিশেষজ্ঞরা শিখতে আসে এই অপারেশন পদ্ধতি, কিন্তু খুব সহজ এই অপারেশন। মানুষের মস্তিষ্কের দুইটি অংশ-ডান ও বাম, এই দুইটি অংশ সেরেব্রাল কর্টেক্স দিয়ে নিউরাল টিস্যুর সাথে সংযুক্ত। সে কর্পাস ক্যালোসটমি[১] পদ্ধতি ব্যবহার করে মস্তিষ্কের দুইটি অংশকে আলাদা করে ফেলে, খুবই প্রাচীন একটা প্রযুক্তি; ব্যবহৃত হতো মৃগী-রোগীদের চিকিৎসার জন্য, এর ফলে মৃগীরোগ আর আক্রমণ করতে পারতো না রোগীদের।

দ্বিতীয় ধাপে যেই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেটা তৈরি করেছে ওর সুপেরিওররা। এর নাম আলফা-ইসিটি বা আলফা-অল্টারনেটিং ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি[২]। ইলেকট্রোড মাথার মধ্যে স্থায়ীভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, এরপর অল্প ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে মস্তিষ্কের দুইটি অংশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়; এর ফলে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের কেবলমাত্র হাতেগোনা কয়েকটা কাজ পরিচালিত হয়, দেহের বাকি অংশ প্যারালাইজড হয়ে

যায়। এর মাঝে রয়েছে, হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম, শ্বাস-প্রশ্বাস, পাকস্থলীর কার্যাবলী।

শরীরের সব কাজই স্বাভাবিকভাবেই চলে, শুধু মস্তিষ্কের হাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

প্রজনন বিষয়ে গবেষণার জন্য উৎকৃষ্ট যন্ত্র।

এডওয়ার্ড শেষবারের মতো অ্যামান্ডাকে দেখল, এরপর শুধু দেহটি থাকবে, অ্যামান্ডা থাকবে না।

সার্জিক্যাল স্যুট পরতে রওনা হলো সে, মৃদু একটা গুঞ্জনে থমকে গেল; মনিটরে আওয়াজ হয়েছে, লিফট নেমে আসছে। এই পুরো জায়গার প্রতিটা রুমেই মনিটর আছে নিরাপত্তার স্বার্থে, মনিটরের নিচে একটা নাম ভেসে উঠল।

বাগাস আবডিওয়ালি।

এডওয়ার্ডের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান সে, স্ক্রিনে ওর কয়েকটা হেলমেট আর একটা কালো বেরেট দেখা যাচ্ছে।

এই শুয়োরের বাচ্চা এখন কী চায়? অবাক হলো সে, বিরক্তও।

সে জানে, সোমালিয়াতে নিজের দলের এতোজন লোক খুইয়ে লোকটা বিরাট রেগে আছে, কিন্তু এসব নিয়ে এডওয়ার্ডের মাথা ঘামানোর সময় নেই। তার সাথে নিরাপত্তা দেয়ার চুক্তি হয়েছে ওর। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে নতুন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাটা প্রয়োগ করবে বাগাসের ওপর, যাতে সহজে আর গাইগুই করতে সাহস না পায়।

কেউই সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে পারবে না।

পেট্রার কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে, 'ডাক্তার, আমরা তৈরি আপনার জন্য।'

২৮
৩রা জুলাই রাত ৩:৩০ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে

এখন শুরু হলো কঠিন কাজ....

গ্রে নিজের দলকে প্রস্তুত করে ফেলল মুহূর্তের মধ্যেই, আশঙ্কা করছে লিফটের দরজা খুললেই অন্য কোনও সিকিউরিটি সিস্টেমের সম্মুখীন হতে হবে। গিল্ড এতো সহজে ছাড় দেওয়ার সজ্ঞ নয়। তারাও জানে, যে কেউই তাদের লোককে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করতে পারে নিচে নামতে।

অথবা আঙুলও কেটে নিতে পারে।

অবশ্যই তারা নিচেও কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখবে, গ্রে'র দল সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সতর্ক, কিন্তু ঝুঁকি তো থেকেই যায়।

একটা পরিকল্পনা দাঁড় করিয়েছে তাই।

কিন্তু কোয়ালস্কি খুশি নয় এই পরিকল্পনা নিয়ে। 'কোন দুঃখে যে হারামজাদার বেরেটটা ধরেছিলাম!'

'তুমি পারবে।' গ্রে বলল।

বেরেটের পাশাপাশি সোমালি লিডারের গায়ের জামাকাপড়ও কোয়ালস্কির গায়ের মাপমতো হবে। পুরোপুরি ধোঁকা দেওয়া না গেলেও, কয়েক সেকেন্ড বাড়তি সময় পাওয়া যাবে অন্তত। শুধু বিশ্বাস রাখতে হবে নিচের গার্ডটা যাতে উপরের গার্ডগুলোর মতোই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়।

গ্রে টাকারকে ইঙ্গিত করল, 'তুমি আর কেন সাথে সাথেই কাজে লেগে পড়বে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করা লাগবে না। আমরা যত দ্রুত সম্ভব তোমার সাথে যোগ দিব।'

টাকার নড করল, নিজের পার্টনারকে প্রস্তুত করছে।

সেইচান নিজের সিগ সাওয়ার হাতে নিল।

ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল লিফট, গ্রে সবাইকে সতর্ক করে দিল, ইশারায় বলল হেলমেটের আড়ালে চেহারা নিচু করে রাখতে; যাতে সহজে কেউ চেহারা দেখতে না পারে।

কোয়ালস্কি বাদে।

বিশালদেহী লোকটা লিফটের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগেই বের হয়ে এল, বেরেটের নিচে আড়াল করে রেখেছে চোখ, এমনভাবে হাঁটছে যেন পুরো জায়গাটার মালিকই সে। সামনে ছোট একটা সিকিউরিটি লবি, মেঝে আর দেয়াল কংক্রিটের তৈরি; উপরের তলাগুলোর মতো আভিজাত্যের ছোঁয়া নেই, মাথার উপর স্টিলের

ছোট ছোট পাতের জোড়া দেওয়া ছাদ। ধাতব দরজা, সামনে বুলেটপ্রুফ জানালা, পেছনে কালো পোশাক পড়া একজন গার্ড বসে আছে-কাঁধে রাইফেল।

গার্ড মুখের দিকে তাকাল না, মাইক্রোফোনে বলল, 'আইডি দেখাও, হাত রিডারে রাখো।'।

ছোট একটা ড্রয়ার খুলে গেল কাউন্টার থেকে, কাগজপত্র চাইছে। কোয়ালস্কি মার্বেলাকৃতির একটা বড়ি ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারের ভেতরে। গার্ড কৌতুহলবশত তাকাল চেহারার দিকে, কোয়ালস্কি দেরী করল না; হাতের তালু দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল ড্রয়ার ওইপাশে, এক হাতে থাকা ট্রান্সিভার টিপে দিল।

সি-ফোরের মার্বেলাকৃতির বড়ি, যেটা সচরাচর ব্যবহৃত হয় দরজার তালা ভাঙ্গতে। বিস্ফোরিত হলো গার্ডের মুখের উপর, মৃতদেহ ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে, ধোঁয়া উড়ছে।

কোয়ালস্কি নড়ে উঠল, দ্রুত ধাতব দরজায় একটা বড় সি-ফোর লাগিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকল লিফটে।

'আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।' জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে।

বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল সবাই, বসে আছে লিফটে গুটিসুটি মেরে, হাত দিয়ে রেখেছে কানে; তবুও মনে হচ্ছে বধির হয়ে গেছে যেন।

গ্রে ধোঁয়ার মাঝেই বেরিয়ে এল, ক্ষয়ক্ষতি পরখ করছে। দরজা উড়ে গেছে, সেই জায়গায় দগদগে ক্ষত এখন, বাতাসে বিস্ফোরকের গন্ধ।

কিন্তু গন্ধটা শুধুমাত্র সি-ফোরের না।

ফিরে তাকাল কোয়ালস্কির দিকে, শ্রাগ করল সে।

'আমার নিজস্ব আবিষ্কার। সামান্য পলিমার কোটেড থার্মেট-টি.এইচ.ফোর. মিশিয়েছি সি-ফোরের সাথে।'

গ্রে আঁতকে উঠল, গ্রেনেডের একটি উপাদান হলো থার্মেট, ট্যাংকের বর্ম ভেদ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অবশ্য বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে, তাই গ্রে আর ঘাঁটালো না বিষয়টা নিয়ে।

দরজার ভেতরে কিছুই নড়ছে না, মৃতদেহটা পড়ে আছে শুধু; দরজা দিয়ে দুটো ফ্ল্যাশ-ব্যাং ছুড়ে দিল গ্রে। সবাই চোখ-কান বন্ধ করে দাঁড়াল, ফ্ল্যাশ-ব্যাং বিস্ফোরিত হতেই গ্রে ইশারা করল টাকারকে।

কুকুর আর তার হ্যান্ডলার রুমের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল, মেঝেতে পড়ে থাকা তরল ধাতু এড়িয়ে গেল।

গ্রে এবং বাকিরা চলল পেছনে, অস্ত্র প্রস্তুত।

ঠিক তখনই, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল

ছাদের স্টিলের পাতগুলো খসে পড়তে শুরু করেছে, ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে মেঝেতে পড়ে; গ্রে ভাবল বিস্ফোরণে ছাদের টাইলস আলাদা হয়ে গেছে হয়তো।

কিন্তু ভুল, টাইলসের প্রতিটা টুকরো থেকে পা বেরিয়ে আসছে। ধাতব, জোড়া লাগানো পা- মাকড়সার মতো এগিয়ে আসছে সেটা।

রাত ৩:৩৪

'ডাক্তার ...?' পেট্রা যন্ত্রপাতি হাতে যেন জমে গেছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এসেছে তার।

তারপর বড় একটা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পুরো ফ্যাসিলিটি, নড়ে উঠলো সবকিছু। এমনকি এডওয়ার্ডের ইস্পাত-কঠিন স্নায়ুও। প্রথমে ভেবেছিল, হয়তো ফ্যাসিলিটির কোনও পিলারে বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু এরপরের শব্দটা শুনে নিশ্চিত হলো কোথাও কোনও ঘাপলা হয়েছে। নিজের মনের ভেতর উদ্বেগ জেগে উঠলো তার। এডওয়ার্ড ওয়ার্ক-স্টেশনেই রয়ে গেল, পরনে গাউন, মুখ মাস্কে ঢাকা। সে মাইক্রো-রোবটগুলোকে চালু করে দিল।

'আমরা আক্রান্ত হয়েছি।' পেট্রা বলল, তাকিয়ে আছে আদেশের জন্য।

কথাগুলো কাজে লাগল তার, সচেতন হয়ে উঠল এডওয়ার্ড; বেরিয়ে যাবে তারা কিন্তু খালি হাতে নয়-বাচ্চাটিকে নিয়ে যাবে, নয়তো নিজেরাও বাঁচতে পারবে না।

'শিশুটা...' বলল সে, পেট্রার দিকে তাকিয়ে আছে, 'শিশুটাকে জীবিত প্রয়োজন, ওকে সাথে নিয়ে ইভাকুয়েশন স্টেশনে চলে এসো।'

এন্ডোস্কোপটা রেখে দিল পেট্রা, দরজার দিকে ঘুরল। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল, 'রোগীর কী হবে?' অ্যামান্ডার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'প্রয়োজন নেই।' ফোনের সেই শীতল কণ্ঠস্বরের সমর্থন আছে, মেয়েটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব, কিন্তু বাচ্চাটাকে নয়। 'আমাদের কাছে ওর টিস্যু ও রক্তের নমুনা আছে, এটাই যথেষ্ট; আমি সেগুলো নিচ্ছি তুমি বাচ্চাটাকে নাও।'

কিন্তু এডওয়ার্ড অসমাপ্ত কাজ পছন্দ করে না, স্কালপেল তুলে নিল সে। কিছুক্ষণ হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে, রেখে দিল আবার। এই মানসিক চাপের মধ্যে অপারেশনটা করা তার নিজের পক্ষে সম্ভব না।

পিছনে ঘুরল ব্ল্যাক, মেশিনে লেজার-এলাইনড ট্র্যাজেকটরি প্রিসেট চালু করে দিল; মেশিন থেকে বেরিয়ে এল একটা রোবটিক হাত, হাতে সংযুক্ত একটা ড্রিল-মেশিন। ড্রিল মেশিন ঘুরতে শুরু করেছে, পুরো মাথা স্ক্যান করে প্লট ঠিক করে নিল, কাজ শুরু করে দিয়েছে। এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না যন্ত্রটাকে।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে ড্রিল মাথার ভেতর।

সবকিছু গুছিয়ে বেরিয়ে এল সে, ছুটে গেল দরজার উদ্দেশ্যে; একদম শেষ মুহূর্তে ফিরে তাকাল অ্যামান্ডার দিকে। মাথায় চিহ্নিত অংশটায় ড্রিল ঢুকছে, কয়েক ফোঁটা তরতাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল খুলি বেয়ে।

বিদায়, অ্যামান্ডা।

রাত ৩:৪০

গ্রে কালো ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে ছুটছে, চারপাশে গলিত তরল ধাতু; ধাতব শিকারি ছড়িয়ে আছে মেঝেতে, আঁচড় কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে, যন্ত্রটার পাগুলো ধারালো ড্যাগারের মতো ধারালো।

কোয়ালস্কি একটা ধাতব মাকড়সাকে পায়ের নিচে পিষে ফেলতে চাইল, যন্ত্রটার পাগুলো উল্টো ঘুরে আঁকড়ে ধরল পা, বিঁধে গেছে জুতোর ভেতর।

সেইচান এগিয়ে এল রক্ষাকর্তা হিসেবে, ড্যাগার ছুড়ে কেটে দিল জুতোর ফিতা, ইশারা করলো দেয়ালের দিকে।

কোয়ালস্কি জুতা ছুড়ে ফেলল দেয়ালের দিকে, সাথে ধাতব পোকাটাকেও।

গ্রে'র হাতে পিস্তল। প্রতিটা গুলি একটা করে ধাতব মাকড়সাকে ধ্বংস করছে। ধীরে ধীরে ওরা পার হয়ে গেল গলে যাওয়া দরজাটা; ভেতরে থেকেও গুলি করে যাচ্ছে অবিরত।

কোয়ালস্কি নিজের রাইফেল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, এক পা রক্তাক্ত, খোঁড়াচ্ছে। গ্রে বাঁধা দিল তাকে, লবি দেখিয়ে বলল, 'টাকারের কাছে যাও। আমরা আটকে রাখছি এগুলোকে।'

কোয়ালস্কিকে দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, 'পোকামাকড় ঘৃণা করি খুব।'

সেইচান হাতের সিগ সাওয়ার থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ল, 'স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়তো।'

গ্রে একই কথা ভাবছে, সে আশা করেছিল এখানে বাধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু এতোটা কঠিন বাধা থাকতে পারে, তা ভাবেনি।

ডারপায় একই ধরণের একটা পরীক্ষামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে রোবটিক দল তৈরি করা হয়েছিল। এরা একসাথে আক্রমণ করতে পারে, উদ্ধারকাজ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতেও সমান পারদর্শী। ইংল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এই প্রযুক্তির রোবট-দল তৈরি করেছে; এমনকি ডারপার ল্যাবে এই ধরণের একটা বড় যান্ত্রিক চিতাও আছে, যেটার গতিবেগ মানুষের থেকেও বেশি।

কিন্তু এই বেসে যান্ত্রিক মাকড়সা ব্যবহার করা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত শত্রু মোকাবিলা করতে, এতোটাই অপ্রতিরোধ্য যে পিস্তলের গুলিও তাদের থামাতে পারে না।

'আসছে এদিকে।' সেইচান সতর্ক করল।

সমুদ্রের স্রোতের মতো তেড়ে এল মাকড়সার দল ওদের দিকে।

রাত ৩:৪৪

হলওয়ের ধরে ছুটে চলছে টাকার, সামনে কেন; সতর্ক নজর রাখছে শত্রুর জন্য, কিন্তু নিজের থেকে বেশি আস্থা রাখছে কেনের উপর।

কানে চাপা গরগরের আওয়াজ এল, সতর্কতা।
ল্যাব কোট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাত উপরে রেখেছে।
মাথায় গুলি করল টাকার।
কাছে গিয়ে দেখল, লোকটার হাত খালি, মনের মাঝে কিঞ্চিত অপরাধবোধ জেগে উঠল; কিন্তু খুব দ্রুতই তা উধাও হয়ে গেল, আরও দুইজনকে হত্যা করেছে সে, দুজনের হাতেই পিস্তল ছিল, ঝুঁকি নেয়া সম্ভব না এখন।
কিছুক্ষণ পর যেসব দৃশ্য চোখে পড়ল, তা দেখে মনে হলো, লোকগুলোকে মেরে সে একটুও ভুল করেনি; ল্যাবের পর ল্যাব পার হলো সে, যা দেখল-মনে হচ্ছে এসব না দেখলেই হয়তো ভালো হতো। মাথার মাঝে একটা দৃশ্য এখনও ঘুরছে, শরীরের দেহ থেকে আলাদা হয়ে থাকা একটা মাথা আর ধুকপুক করতে থাকা একটা হৃদপিণ্ড!
এরা কী মানুষ?
কেনও করছে এসব?
কেন দৌড়ে চলছে আগের মতোই, গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে চলছে, অ্যামান্ডার গন্ধ পেল নাকে।
অবশেষে কেন ব্রেক কষে থামল, পিছলে গেল কয়েক পা, ফিরে এল ফেলে আসা দরজার কাছে।
টাকার থেমে দাঁড়াল সেখানে, ছোট একটা জানালা দিয়ে লম্বা একটা বেসিন দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের ব্রাশ আর সবুজ প্যাকেট সাজানো সেখানে।
সার্জিক্যাল প্রস্তুতি রুম।
অ্যামান্ডার গায়ের গন্ধ এখান থেকে আসছে।
ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে চলল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।
পিস্তল হাতে প্রস্তুত হলো, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলল দরজা, রুমের ভেতর নজর বোলাল; পুরো রুম খালি, শুধু একটা বেডে শুয়ে আছে এক মেয়ে, পুরো শরীর কোনও ধরণের যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত-একটা যান্ত্রিক হাত ন্যাড়া মাথার কাছে শোভা পাচ্ছে।
অ্যামান্ডা...
অ্যামান্ডার ছবি দেখেছে সে, তাই চিনতে কোনও অসুবিধা হলো না, কেনও ভালোমতোই চিনে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে। তবে গন্ধে।
টাকার ছুটে গেল সার্জিক্যাল রুমে, যান্ত্রিক গুঞ্জন কানে এল তার, উৎসের দিকে তাকিয়ে পিলে চমকে গেল তার।
রক্তের মোটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে অ্যামান্ডার মাথা বেয়ে, যান্ত্রিক হাতটার একটা অংশ ঢুকে গেছে মাথার মধ্যে; দৌড়ে গেল সে বিছানার কাছে, ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। কুকুরটা লাফাচ্ছে, পার্টনারের উদ্বেগ সংক্রমিত হয়েছে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে সাহায্য করবে।
'ঠিক আছে, বন্ধু।' আশ্বস্ত করল সঙ্গীকে।

কিন্তু কিছুই ঠিক নেই।

যান্ত্রিক হাতের বৈদ্যুতিক সংযোগ খুঁজে বের করল সে, খুলে দিল প্লাগ, বন্ধ হয়ে গেল গুঞ্জন।

টাকার পরীক্ষা করল অ্যামান্ডাকে, বুক উঠানামা করছে এখনও।

বেঁচে আছে।

মাথার ভেতর ঢুকে থাকি স্টিলের অংশটুকু লক্ষ্য করল, জিনিসটা ছুটাতে হবে, কিন্তু কীভাবে?

এই ড্রিল টান দিতে গিয়ে খুলির আরও ক্ষতি করার সাহস নেই ওর।

আশেপাশে খুঁজতে লাগল কিছু, ছোট একটা রড কাটারের মতো যন্ত্র খুঁজে পেল- সার্জিক্যাল পিন কাটার; হাতে নিল সে, খুলির বাইরে এক ইঞ্চি রড রেখে কেটে ফেলল ধাতব ড্রিল।

যান্ত্রিক হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, বিছানার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল অ্যামান্ডা।

কাজ করার সময় হঠাৎ করেই একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, 'মাথায় কী লেগে আছে এটা?'

ঘুরে দাঁড়াল সে; কোয়ালস্কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে, এক পা রক্তাক্ত।

'কীভাবে আমাকে খুঁজে পেলে?' টাকার জিজ্ঞাসা করল।

'মৃত লোকগুলো পথ চিনিয়ে দিয়েছে; হলের শেষে এসে দেখি এ দাড়িয়ে আছে।'

কেনের কথা বলছে সে, কুকুরটা দাড়িয়ে আছে দরজার মাথায়, খেয়াল রাখছে অতর্কিত কোনও হামলা যাতে না হয় ওর উপর।

কোয়ালস্কি আবার দেখাল অ্যামান্ডাকে, জিজ্ঞাসা করল, 'মাথায় কী এটা?'

'একটা ড্রিল।'

'কী? কেন?'

'আমি কী করে জানব? বকবকানি থামিয়ে সাহায্য কর তো!'

'আমি নিচ্ছি।' কোয়ালস্কি এগিয়ে এসে অ্যামান্ডাকে কোলে তুলে নিল, যেন একটা কাকতাড়ুয়া।

হয়তো সত্যিই তাতে পরিণত হয়েছে মেয়েটা, একটা মস্তিষ্কহীন কাকতাড়ুয়ায়!

'গ্রে আর সেইচান কোথায়?' টাকার জিজ্ঞাসা করল, কুকুরটাকে সাথে নিয়েছে।

অ্যামান্ডাকে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কোয়ালস্কি, 'বিশ্বাস কর, না জানলেই ভালো করবে।'

রাত ৩:৪৬

সেইচান আর গ্রে হলওয়ের আরেকটু ভেতরে পিছিয়ে গেল, যান্ত্রিক মাকড়সার দল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে; কিন্তু হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, দরজার কাছে এসেই যন্ত্রগুলো গলিত ধাতব তরলের দিকে ছুটে গেল, গ্রে আর সেইচানকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

দলবেঁধে সবাই আক্রমণ করল তরল ধাতুকে, কিছু যন্ত্র গলে গেল, কিছু আটকে গেল তরল ধাতুর মাঝে।

'তাপ।' সেইচান বলল। 'তাপ এদের আকর্ষণ করে, হিট সেন্সর লাগান, মানুষের দেহের তাপের কাছাকাছি সব তাপ আকর্ষণ করে।'

দরজার পিছনে, অনেক যন্ত্রকে দেখছে সে তরল ধাতুর মাঝে এসে আত্মহুতি দিতে; কিন্তু গলিত তরল দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় সরে আসছে বাকিগুলো।

সেইচান ফিরে তাকাল, 'আমাদের উচিত খুঁজতে...'

গোটা বিশ্ব যেন কেঁপে উঠল বিকট আওয়াজের সাথে, বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় গ্রে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল মাটিতে; কম্পন অনুভব করল সে, কানের মাঝে বাতাসের চাপের তারতম্য অনুভব করল।

সেইচান ফিরে তাকাল গ্রে'র দিকে।

দুজনের চোখেই নগ্ন ভীতি।

হলওয়েতে কয়েক ইঞ্চি পানি জমে গেছে, কোনও পানির পাইপ ফেটে গেছে হয়তো।

গ্রে বেসের নিচের পাইলনের কথা কল্পনা করল।

পাইপটা প্রকাণ্ড।

বরফ শীতল পানি ঢুকছে ঘরে।

কোয়ালস্কি উঁকি দিল হলওয়ের কিনারা থেকে, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, কোলে একজন অজ্ঞান মেয়ে; মেয়েটাকে উঁচু করে ধরতেই মাথা ঝুলে গেল গ্রের দিকে, সাথেই সাথেই অ্যামান্ডাকে চিনতে পারলো সে।

অ্যামান্ডা...বেঁচে আছে মেয়েটা।

কিন্তু এখন খুশি হওয়ার সময় নয়।

'কী হচ্ছে?' কোয়ালস্কি চেঁচিয়ে উঠল।

টাকার আর কেন এল পিছনে পিছনে, দুজনই উদ্বিগ্ন।

সেইচান নিচু হয়ে বসল, এক আঙুল পানিতে চুবিয়ে মুখে দিল, 'লবণাক্ত।'

আর কোনও সন্দেহ থাকলো না।

'পাইপ ফাটিয়ে দিয়েছে গিল্ড।' গ্রে লিফটের দিকে ইশারা করল, 'জায়গাটা ভরে যাবে পানিতে, ওদিকে, জলদি!'

রাত ৩:৫৫

নিজের নাক কেটে, পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

ছোট বেলায় শোনা প্রবাদটা মনে আছে এডওয়ার্ডের, তখন সে সবে স্কুলে পড়ছে। ইভাকুয়েশন বোটে বসে এই কথাটাই মনে এল তার।

বড় বায়ুনিরোধী সিল করা নৌকাটায় বসে আছে, আঁকাবাঁকা গোপনীয় সুড়ঙ্গ পার হয়ে পৌঁছে যাবে তারকাকৃতির দ্বীপের পাঁচ মাথা থেকে একটা মাথায়-বের হয়ে যাবে দ্বীপটা থেকে।

লোকজন ইতিমধ্যেই অপেক্ষা করছে ওদের উদ্ধারের জন্য।

মূলত এডওয়ার্ডের কোলে থাকা মহামূল্যবান বস্তুটার জন্যই।

নবজাতকটাকে সুন্দর করে রাখা হয়েছে নরম বিছানায়, যত্ন নেওয়া হচ্ছে; এডওয়ার্ড জানে এই ছেলেটা ওদের সলীল সমাধি না হওয়ার টিকিট। ফোন দিয়েছিল সুপিরিয়রকে বর্তমান পরিস্থিতি জানানোর জন্য, কম্পিউটারাইজড ভয়েস ভেসে এল সাথে সাথেই, 'বাচ্চাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত কর, বাকিটা দেখা যাবে।'

সে তাই করবে।

জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, বোটে দশজন মানুষ আটে। কিন্তু ওঠার অনুমতি পেয়েছে শুধু সে আর পেট্রা।

বোটের সামনে অন্ধকার সুরঙ্গ, নীল আলো জ্বলছে সুড়ঙ্গের বিভিন্ন স্থানে; পাইলনের ভেতর বিস্ফোরণের ধাক্কায় নড়ে উঠল তারা, পুরো কাঠামোটাই নড়ে উঠেছে, দুর্বল ভিত্তির উপর পুরো টাওয়ারটা ভেঙ্গে পড়বে যেন।

এটাই একমাত্র নয়!

বাইরে কালিগোলা অন্ধকারে, পুরো দ্বীপেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠেছে; বজ্রের মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজে ঝাঁকি খেল বোট, পিছনের ফেলে আসা অংশকে ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রের মতো লাগছে।

অন্য একটা প্রবাদ মনে পড়ল তার, ছোটবেলায় পড়েছিল।

সব ভালো জিনিসই কোনও না কোনও সময় ধ্বংস হয়।

রাত ৩:৫৬

'দৌড়াও!' গ্রে চিৎকার করে উঠল, ইশারা করছে লিফটের দিকে।

সবাই একসাথে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া বরফ-শীতল পানির উপর দিয়ে দৌড়ে গেল।

কোয়ালস্কি দৌড়ে চলছে, কোলে অ্যামান্ডা; ভয় পাচ্ছে আবার কোনও যান্ত্রিক মাকড়সার উপর পা পড়ে কিনা, কিন্তু শেষ জীবিত মাকড়সাগুলো ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে অকার্যকর হয়ে গেছে।

লিফটের কাছে পৌঁছে গেল সবাই, এখনও চলছে লিফট; কিন্তু কতক্ষণ?

গ্রে টিপে দিল কল বাটন।

আবার একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল ওরা, সাথে বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ; পানির উত্তাল তরঙ্গ ভেসে এল ওদের দিকে; প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে পানির উচ্চতা।

দরজা খুলল, ধীরে ধীরে।

পানির বড় একটা স্রোত চলে এলে ভেতরে, ধাক্কা দিয়ে ওদের ঢুকিয়ে দিল লিফটের ভেতর, মুহূর্তেই কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে। চামড়া ভেদ করে হাড়ে কামড় বসাল শীতল পানি, কাঁপছে সবাই; সেইচান দ্রুত লবির বাটনে টিপে দিল, দম আটকে অপেক্ষা করছে গ্রে, সবাই তাকিয়ে আছে উপরের দিকে-প্রার্থনা করছে লিফটের বিদ্যুৎ থাকে যেন।

টার্বাইনের কথা কল্পনা করল গ্রে, যথেষ্ট উঁচুতে আছে যন্ত্রটা; সহজে পানি এতো উপরে উঠবে না।

কথাটা প্রমাণ করার জন্যই যেন লিফট উঠার সাথে সাথে পানি নেমে গেল নিচে, সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

অ্যামান্ডা মৃদু গুঙিয়ে উঠল, চেতনা-নাশক ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠছে, ভালো লক্ষণ; এখনও মাথায় সেই ড্রিলটা ঢুকে আছে, নিরাপদে পৌছে চেষ্টা...

বড় একটা বিস্ফোরণ ঝাঁকিয়ে দিল সবাইকে।

আবার, চাপের তারতম্য অনুভব করল গ্রে।

পায়ের নিচ থেকে স্রোতের ক্রুদ্ধ গর্জন কানে আসছে, আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে একটা ট্রেন যেন ছুটে আসছে সোজা ওদের দিকে; গ্রে কল্পনা করল পানি এলিভেটর-শাফট বেয়ে উপরে উঠছে, যেহেতু নিচের পাইলন ধ্বসে গেছে।

'আমরা সার্ভিস লেভেল পার করছি।' বলল সেইচান, এক হাতে জোরে আঁকড়ে ধরে আছে ওর বাহু।

প্রায় পৌছে গেছি।

লিফট সমুদ্রের উচ্চতার উপরে লবিতে উঠে গেলেই ওরা নিরাপদ।

আলো বন্ধ হয়ে গেল।

ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল লিফট।

কোয়ালস্কি আর্তনাদ করে উঠল অন্ধকারে।

'জেনারেটর...' বলল সেইচান।

পানি উঠে গেছে জেনারেটর রুম পর্যন্ত, ক্রমাগত বাড়ছে পানি, পায়ের নিচে শোনা যাচ্ছে গর্জন।

'ধরে থাকো।' গ্রে চিৎকার করল।

পানির স্রোত ধাক্কা দিল লিফটের নিচে, প্রবল গতিতে উঠিয়ে দিল উপরে।

সঠিক দিকেই যাচ্ছে লিফট, কিন্তু কতক্ষণ?

'টাকার, দরজা খুলতে সাহায্য করো।'

গ্রে জানে সুযোগ একটাই পাবে, পায়ের নিচ থেকে স্রোত নেমে গেলেই লিফট আছড়ে পড়বে নিচে।

দুজনে মিলে টেনে খুলে ফেলল লিফটের দরজা, সামনে শাফট, ধীরে ধীরে পানির স্রোতের সাথে সাথে উঠছে লিফট-থেমে গেল ঠিক লবির দরজার সামনে; বারবার কাঁপছে লিফটের খাঁচা, কিন্তু থেমে থাকল।

কেবল এক মুহূর্তের জন্য।

নতুন সমস্যা যুক্ত হলো, পানি উঠছে লিফটের ভেতর, ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

'জলদি!'

গ্রে আর টাকার মিলে খুলে দিল লবির লিফটের দরজা, দুজনে মিলে ধরে রেখেছে; সেইচান কোয়ালস্কিকে সাহায্য করল অ্যামান্ডাকে বের করতে, অল্প একটু সময়ের মাঝেই ডুবে গেছে লিফট অনেকখানি।

টাকার অন্য হাত দিয়ে কেনকে বের করে দিল লবিতে, তারপর নড করল গ্রে'র দিকে, পানি উঠে গেছে বুক সমান উচ্চতায়; অর্ধেক লিফট নেমে গেছে নিচে।

'যাও!' বলল টাকার।

'একসাথে!' তর্ক করল গ্রে।

সময় অল্প, চোখের ইশারায় দরজা দিয়ে লাফ দিলো দুজন, একসাথে গড়িয়ে পড়ল লবিতে; খালি হয়ে যেতেই লিফট পড়ে গেল নিচে, পানির স্রোতে হারিয়ে গেল।

গ্রে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল টাকারকে।

বেঁচে আছে ওরা।

সেইচান এগিয়ে গেল কোয়ালস্কির দিকে, অ্যামান্ডাকে পরীক্ষা করছে; উঠে দাঁড়াল সে, চিন্তিত।

'কী?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'বাচ্চাটা নেই।'

টাকার এগিয়ে এল, 'কিন্তু পেট তো এখনও বড়।'

'আরও বড় থাকার কথা।'

কোয়ালস্কি উঠে দাঁড়াল মেয়েটাকে কোলে নিয়ে।

'কাজটা এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।' সেইচান বলল। 'হয় কঠিন মানসিক চাপের কারণে দ্রুত সন্তানের জন্ম হয়েছে অথবা ওষুধ ব্যবহার করে বাধ্য করা হয়েছে।'

টাকার তাকিয়ে আছে লিফটের দিকে, অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। 'আমি জানতাম না। জানলে আরেকটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করতাম।' গ্রে তার কাঁধে হাত রাখল, 'তুমি খুব ভালো করেছ। যদি আর এক মিনিটও দেরী হতো আমরা কেউই তাহলে বেঁচে আসতে পারতাম না। এমনও হতে পারে বাচ্চাটা জীবিত ছিল না অথবা শত্রুরা সরিয়ে নিয়েছে।'

টাকার যেন কিছুটা স্বস্তি পেল, কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

গ্রে ঘুরে দাঁড়াল, চারপাশে এতো পানি কেন?

নিজের পায়ের দিকে তাকাল সে, পানি প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। 'এই জায়গায় পানি আসছে কোথা থেকে?'

'শুধু এখানে নয়।' কয়েক গজ সামনে থেকে বলল সেইচান, জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

গ্রে তাকাল সেদিকে, স্তব্ধ হয়ে গেল।

বুর্জ আবাদির সামনের পার্কে থইথই করছে পানি, কালো স্রোত এসে লাগছে টাওয়ারের সিঁড়িতে।

সাথে সাথেই ধরতে পারল ব্যাপারটা, গিল্ড কখনওই পেছনে প্রমাণ রেখে যায় না। নিজেদের লুকিয়ে থাকার জন্য সবকিছু করতে পারে এরা; বিস্ফোরণ একটা পাইলনে হয়নি, পুরো দ্বীপের সবগুলো পাইলনে হয়েছে।

কঠিন সত্যটা অনুধাবন করতে পারল ও।

ডুবে যাচ্ছে এই দ্বীপ।

২৯
২রা জুলাই রাত ৮:০১ ই.এস.টি.
অরেঞ্জবার্গ, দক্ষিণ ক্যারোলিনা

এক ঘণ্টা ধরে চলছে গাড়ি, চার্লসটন থেকে পশ্চিমে চলে এসেছে। ক্যাট একটা সাইন লক্ষ করল, অরেঞ্জবার্গ; গাড়িতে ফার্টিলিটি ক্লিনিকের পরিচালক-ডা. পল ক্রানস্টন আর তিনজন লোক, দুর্দান্ত গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে।

ক্রানস্টন পুরো সময়টুকু বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে কাটিয়েছে; ক্যাট চেষ্টা করেছে কয়েকবার আড়ি পেতে শুনতে, কিন্তু অল্প কয়েকটা কথা শুনতে পেয়েছে শুধু। তারা কেউই জানে না কী হয়েছিল ক্লিনিকে বা কীভাবে বিস্ফোরিত হলো তাদের গর্বের দুর্গ; এটাও জানে না যে ধ্বংসের কারিগর এই মুহূর্তে গাড়ির পিছনের সিটেই বসে আছে।

ক্যাট এখনও কাউকে কোনও কিছু বলেনি, তবে ক্রানস্টন সন্দেহ করেছে কিছু একটা; এখনও কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছেই জেরা করা হবে ওকে।

কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন এসেছিল, ফোন আসতেই ক্রানস্টনের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল, গলার স্বরে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব।

আমরা ওদের দুজনকে সোজা এখানে নিয়েই আসছি।

ফোনের ওই পাশে যেই থাকুক না কেন, পল তাকে জমের মতো ভয় পায়। কথা শেষে রেখে দিল ফোন কোলের ওপর; তাকিয়ে আছে বাইরে, দেখছে তুলা ও তামাক ক্ষেত।

একটু পর আবার ফোন বের করল সে, একটা শেষ ফোনকল করল।

তার স্ত্রীকে।

আমি ঠিক আছি সোনামণি। আগুন লাগার সময় আমি ক্লিনিকে ছিলাম না। খুব সম্ভবত গ্যাস লিক। আমি জানি, আমি জানি...কিন্তু এখনও আমার কাজ শেষ হয়নি। মাইকেলকে স্নেহ দিও। বলো তাকে, আমি ফিরে আসব কয়েকদিন পর, বিজয় দিবসের আগেই। কী? হ্যাঁ, বুঝিনি, আমি...নেটওয়ার্ক নেই। কথা শুনছি না...রাগ করো না।

অবশেষ লাইন কেটে গেল, গ্রামের ভেতর সিগন্যাল নেই।

কথা শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই লোকই নিচের ওই ফ্যাসিলিটির মূল হোতা।

কিন্তু কথোপকথন শুনে নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ে গেল ওর, মঙ্ক বাচ্চাদের বিছানা গুছিয়ে দিচ্ছে হয়তো, পেনিকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, হ্যারিয়ট তার ছোট

দোলনায় শুয়ে আছে। পাশাপাশি কাজ শেষে ওকে এসে জড়িয়ে ধরে মঙ্ক, একাত্ম হয় দুজন।

ওর মনের অনুভূতি পড়তে পেরেই, লিসা আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে ওর হাতে চাপ দিল।

প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মঙ্কের হাতটা ওর বেশি প্রয়োজন-আগে মুক্তি পেতে হবে এই বন্দিদশা থেকে।

যত এগিয়ে যাচ্ছে লজের দিকে, ততই কমে যাচ্ছে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা; ধৈর্য রেখেছে ও, অপেক্ষা করছে সঠিক সুযোগের।

অবশেষে পেল সেই সুযোগ।

এস.ইউ.ভি. এগিয়ে চলছে একটা সোজা রাস্তা দিয়ে, পুরোটা রাস্তা খালি। অন্য কোনও গাড়ি নজরে পড়ছে না; সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়, বড় বড় ছায়া পড়ছে রাস্তায়, দুইপাশে সারি সারি ওক গাছ।

জোরে চাপ দিল ও লিসার হাতে, প্রস্তুত করছে তাকে, 'আমি টয়লেটে যাব।'

ক্রানস্টন নাকচ করে দিল, 'অপেক্ষা করো।'

'পারবো না। এখনই যেতে হবে-হয় বাইরে নয়তো ভেতরে।'

ক্রানস্টন ঘুরে তাকাল ওর দিকে, চোখ চোখ রাখছে, পরীক্ষা করছে যেন; চোখ নামাল না ও, তাকিয়ে থাকল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি থামাতে বলল সে, 'যদি পালাতে চেষ্টা করে...সাথে সাথে গুলি করবে।'

গাড়ি থামল রাস্তার পাশে।

ক্যাট আবার লিসার হাতে চাপ দিল, বোঝাতে চাইছে।

লিসা ওর হাত ধরল, 'আমিও যাব... যেহেতু গাড়ি থামছেই...'

সুবোধ বালিকা।

'ঠিক আছে, একজন একজন করে।' বলল ক্রানস্টন। 'আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না।'

ড্রাইভারের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল দুজন, সাথে গার্ড; একজন লিসার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে, অন্যজনের হাতে পিস্তল।

ক্যাট এগিয়ে গেল একটা ওক গাছের আড়ালে।

'যথেষ্ট দূর হয়েছে।' ক্রানস্টন গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

অন্য গার্ড হাতের পিস্তল তাক করল ক্যাটের দিকে, আদেশ পালন করছে।

ক্যাট শর্টস খুলে বসে পড়ল গাছের আড়ালে, ওষুধের পর থেকেই ব্লাডারে প্রস্রাবের বেগ অনুভব করছিল। গার্ড দেখছে, একইভাবে তাকিয়ে আছে ও, টক্কর লাগতে চাইছে যেন; কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে চলেছে গাড়ির দিকে।

গার্ড পিস্তল ধরে আছে, দূরত্ব বজায় রেখেছে।

অন্য গার্ড লিসাকে ধাক্কা দিল, 'তোমার পালা, জলদি।'

এটাই দরকার ছিল ক্যাটের।

হাত ছুড়ে দিল ও, হাতে লুকানো ধাতব ডাণ্ডা বেরিয়ে এল, গার্ড ওর হাতের নাগালের বাইরে কিন্তু ডাণ্ডার নয়।

চার্লসটনে এমির লাশ সরিয়ে রাখার পর, ডাণ্ডা কোমরে লুকিয়ে রেখেছিল ক্যাট। তারপর অস্ত্র ফেলে বেরিয়ে এসেছিল ডাস্টবিনের আড়াল ছেড়ে।

লিসাকে নিরাপদ দূরত্বে পৌছার জন্য সময় দিল, গার্ডের নজরও সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল।

যেমনটা এখন।

ক্যাটের হাতের ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করল গার্ডের হাতে, ভেঙ্গে গেল কব্জি, ছুটে গেল পিস্তল; সাথে সাথেই ঝাঁপ দিল সে, এক হাতে ধরল অস্ত্রটা। পিস্তল হাতে আসতেই গুলি করল সামনের গার্ডকে, তারপর পিছনের গার্ডকে। ছুটে গেল গাড়ির দরজার কাছে, গুলি করল ড্রাইভারের মাথায়, রক্ত আর মগজ ছড়িয়ে পড়েছে গাড়ির ভেতর এবং ক্রানস্টনের বুকে-মুখে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল এতো কিছু, বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পায়নি গার্ড তিনজন।

ডাক্তার বজ্রাহতের মতো দুই হাত উঁচু করে রেখেছে, এক হাতে ফোন।

ক্যাট কোনও ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়, ডাক্তারকে সিগমার হাতে তুলে দিতে পারলে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

'এবার গাড়ি চালানোর পালা আমাদের।'

রাত ৮:১২

লিসা গ্রামের ভেতর দিয়ে ফোর্ড নিয়ে ছুটে চলছে, সিটের পাশে পড়ে থাকা জমাট বাঁধা রক্ত অবজ্ঞা করে গেল সে, কিন্তু ক্যাটের হিংস্রতা অবজ্ঞা করতে পারলো না; ক্যাটের এই রূপটা একদমই নতুন তার কাছে, জান্তব হিংস্রতায় অবলীলায় শত্রুদের মোকাবিলা করেছে সে।

যদিও তারা দুজন ক্যাটের জন্যই এখন মুক্ত, তবুও ঘটনাটা ওর স্নায়ুকে পীড়া দিচ্ছে।

এবং ওর সীটে ছড়িয়ে থাকা ঠাণ্ডা রক্তটাও।

রাস্তার ধারে আক্রমণের পর ক্রানস্টনকে বাধ্য করা হয়েছে লাশগুলো খাদে ফেলার জন্য, যাতে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মানুষের নজরে না পড়ে।

'কোনও সিগন্যাল?' লিসা জিজ্ঞাসা করল।

'না।' বলল ক্যাট, পিছনের সিটে বসে আছে।

ক্যাট বসে আছে পিছনের সিটে, এক হাতে পিস্তল। তাক করে আছে ক্রানস্টনের দিকে; অন্য হাতে ক্রানস্টনের ফোন। ক্রানস্টন এখনও সামনের সিটে বসে আছে, হাত দুটো পিছমোড়া করে মাথার হেডরেস্টের সাথে বাঁধা।

পেশাদারিত্বের পাশাপাশি লিসার চোখে নগ্ন ঘৃণা দেখেছে সে, যদিও ক্যারোলিনার সম্পূর্ণ কাহিনী এখনও শোনেনি লিসা; কিন্তু মন থেকে জানে ক্রানস্টন অবশ্যই দোষী।

লোকটার সুদর্শন চেহারার পিছনে লুকিয়ে আছে সাক্ষাৎ শয়তান।

'এতক্ষণে তো সিগন্যাল পাওয়ার কথা।' বলল ক্যাট। 'কিন্তু এখনও কোনও নেটওয়ার্ক নেই।'

গাড়িটা দখলের পর ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এসেছে উল্টোদিকে, যাতে নেটওয়ার্ক টাওয়ারের সংযোগ পেলে পথেই যোগাযোগ করা যায়।

'আশেপাশে কয়েকটা ফার্মহাউস দেখা যাচ্ছে।' বলল লিসা। 'আমরা তাদের সাহায্য নিতে পারি।'

'না। এতে স্থানীয় প্রশাসনরা জেনে যাবে। আমরা এখনও জানি না কাকে বিশ্বাস করা যায়।'

লিসার মনে পড়ল, পেইন্টারও একই কথা বলেছিল; দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটা বড় অংশ গ্যান্টদের সম্পত্তি। কে জানে, স্থানীয় পুলিশরাও এদের হাতে কিনা?

'দেখো।' সামনের দিকে দেখাল লিসা। 'অরেঞ্জবার্গে যাওয়ার রাস্তা ওইদিকে, অবশ্যই নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে সেখানে।'

'ওই রাস্তা ধরে যাও।' ক্যাট বলল, আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে অন্য কোনও গাড়ি আছে কিনা।

লিসা ওইদিকে আধ-মাইলের মতো গেল, একটু সামনে একটা চার্চ দেখা যাচ্ছে।

সামনে লাল একটা সতর্কবার্তা জ্বলজ্বল করছে; ছোট একটা ড্রবিজ চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে, ড্রবিজ উপরে উঠানো, গেট বন্ধ।

গাড়ি থামাল সে ব্রিজের কাছে।

ড্রবিজ নামার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, লিসা জিজ্ঞাসা করল,'সিগন্যাল?'

'নেই।'

ক্যাট তাকিয়ে আছে ক্রানস্টনের দিকে, গত কয়েক মিনিট ধরে চুপ করে আছে লোকটা, আগের মতো হাতের বাঁধন নিয়ে চেঁচামেচি করছে না।

ছোট একটা আওয়াজের সাথে নিচে নামছে ড্রবিজ, কিন্তু হঠাৎ করেই আওয়াজটা অস্বাভাবিক রকম বাড়তে লাগল।

লিসা ভ্রূকুটি করল, পুরাতন ব্রিজ থেকে আসছে এমন আওয়াজ!

ক্যাট নড়ে উঠল, হাত থেকে ফেলে দিল ফোন গাড়ির বাইরে, একইসাথে লিসার কাঁধে ইশারা করল।

'জলদি গাড়ি ঘোরাও।'

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

ধূসর মিলিটারি হেলিকপ্টার নজরে এল, ব্রিজের উপর ঝুলে আছে।

লিসা গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে এল, গাড়িকে পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেলল; কিন্তু হেলিকপ্টার উড়ে এল সামনে, পথ আটকে দাঁড়াল।

হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেডের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে ব্রেক কষল লিসা।

মাইকে ঘোষণা এল, 'অস্ত্র ফেলে দাও, বেরিয়ে এস গাড়ি থেকে।'

আদেশ মেনে নিতে বাধ্য করতে হেলিকপ্টার থেকে ছোট একটা বন্দুক তাক করল গাড়ির দিকে।

লিসা ঘুরে তাকাল ক্যাট।

মাথা ঝাঁকাল সে, 'যা করতে বলে করো।'

ক্রানস্টন হাসছে, 'মেয়েরা! তোমরা একাই শুধুমাত্র অবাক করার ক্ষমতা রাখো না।' ঘুরে তাকাল লোকটা। 'ওইখানে, ফোনের সেলুলার রিসিভার বন্ধ করে জরুরি বিপদসংকেত চালু করে দিয়েছিলাম সাথে সাথেই।'

ফোনটা পরিণত হয়েছিল ট্র্যাকিং ডিভাইসে, উপলব্ধি করল লিসা, এজন্যই ফোন ফেলে দিয়েছে ক্যাট।

ক্রানস্টন ভ্রূকুটি করল, 'যদিও আমি ভাবেনি এতোটা জলদি চলে আসবে তারা, কিন্তু আমার কর্তারা চায় না তোমরা পালিয়ে যাও। কিন্তু কেন? কে তোমরা?'

ক্যাট পিস্তল বের করল, 'সেটা তুমি কখনওই জানবে না।' চোখ বড় বড় হয়ে গেল লোকটার, পিস্তলের গুলি মাথা দুভাগ করে দিল তার।

লিসা আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় চমকে গেল, কিন্তু কথার আওয়াজটুকু কানে এল ওর।

'এটা এমির জন্য।'

রাত ৮:১৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

পেইন্টার বসে আছে ক্যাটের চেয়ারে, চোখ কচলাচ্ছে; রুমের ভেতর জেসমিনের সুবাসটা আর নেই, সবার বারবার আসা যাওয়ায় হালকা হয়ে গেছে, অথবা গন্ধটায় সে হয়তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যেটাই হোক, কিন্তু নিজের মধ্যে হাহাকার অনুভব করছে সে, অমঙ্গলের আশা জেগে উঠছে মনে।

তুমি ক্লান্ত, নিজেকে বলল সে।

জেসন আর লিনাস ওদের কাজ করে যাচ্ছে, ফোর্ডটা আর কোনও রাস্তায় দেখা যায় কিনা তা দেখছে।

পেইন্টার ঝাপসা ছবিগুলো বারবার দেখেছে, পুরোপুরি নিশ্চিত হতে যে এটা লিসা-ই।

লিসা বেঁচে আছে দেখে মনের মাঝে চেপে থাকা পাথরটা যেন সরে গেছে, কিন্তু এরপর থেকে লিসা ও ক্যাটের আর কোনও খোঁজ না পেয়ে অমঙ্গল আশঙ্কায় কেপে উঠছে মন।

মনিটরে পর্দায় দক্ষিণ ক্যারোলিনার মানচিত্র ভেসে উঠেছে, পাশাপাশি উত্তর ক্যারোলিনা ও জর্জিয়ার মানচিত্র; তাকিয়ে আছে পেইন্টার ওদিকে, পুরোটায় লাল ছোপ ছোপ দাগ। লাল চিহ্ন দিয়ে গ্যান্ট পরিবারের সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে।

পেইন্টার সন্দেহ করছে। এসবের কোনও একটার মাঝেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে লিসা আর ক্যাটকে।

কিন্তু এটাই এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

গ্যান্ট পরিবার প্রায় এক শতক আগে এসেছে ক্যারোলিনায়, তখনও এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ঘাঁটি গেড়েছিল চার্লস টাউনে, যা পরবর্তীতে চার্লসটনে পরিচিত হয়। অর্থে-বিত্তে বেড়ে উঠেছিল তারা, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছিল; সময়ের সাথে সাথে পরিবার বড় হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, সামরিক বাহিনী এবং ব্যাংকিং মাধ্যমে।

একটা কথা প্রচলিত আছে, একশ বছর আগেই গ্যান্টরা ঘোড়ায় চড়ে চার্লসটনের সমুদ্র থেকে ভেতরের গ্রাম হয়ে ব্লুরীজ পর্বতে যেতে পারতো অন্য কারও জমির ওপর পা না ফেলেই।

বর্তমান, এক পাল গরু নিয়ে গিয়ে, একই দাবী করতে পারবে তারা।

পেইন্টার কপালের রগ চেপে ধরে রেখেছে, এতো সম্পদশালী আর সুসংগঠিত একটা দলের সাথে ওর ছোট দল পারবে কিভাবে? যদি শত্রুরা টের পেয়ে যায় যে সিগমা তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছে তাহলে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?

অনুমান করল উত্তরটা। ১৪৬ বিসি-তে রোম ধ্বংস করে দিয়েছিল কার্থেজ নগর, পুড়িয়ে দিয়েছিল পুরো শহর, বেঁচে থাকা লোকদের করেছিল ক্রীতদাস, পুরো শহরের মাটিকে করেছিল বিষাক্ত। যেন আর ফসল ফলাতে না পারে কেউ।

পেইন্টার এর থেকে খারাপ কিছু আশা করছে।

জেসন কার্টার দরজায় এল, 'ডিরেক্টর, প্রজেক্ট শেষ হলে আপনি আমাকে জানাতে বলেছিলেন।'

'শেষ? এতো জলদি?'

'আমাদের কম্পিউটারে আছে। কিন্তু আপনি নমুনা দেখতে পারবেন।'

পেইন্টার উঠে দাঁড়াল, চেয়ারটা ছেড়ে দিল ছেলেটার জন্য; তাড়াহুড়ো করে এসে বসলো জেসন চেয়ারে, কিবোর্ড চেপে বের করে আনল গ্যান্টদের বংশানুক্রমিক মানচিত্র, পেইন্টার তাকে এই কাজটাই করতে বলেছিল।

প্রথম থেকেই, গ্যান্ট পরিবার ওর মনে খটকা তৈরি করে এসেছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন বাদ পড়ে গেছে; ও চিন্তা করেও পেল না, কী বাদ পড়ছে। তাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো এমন একটা বংশানুক্রমিক মানচিত্র তৈরি করা, যাতে কোনও তথ্য বাদ থাকবে না।

পেইন্টার সম্পূর্ণ চিত্রটা চোখের সামনে চেয়েছিল, জেসনকে তাই বলেছিল ও।

'এই যে পূর্বপুরুষদের ধারা, যেটা আপনি একত্র করেছিলেন।' বলল জেসন।

মাউসের ক্লিকে গ্যান্ট পরিবারের দুইশ বছরের বংশতালিকা বের করে আনল জেসন, শৌর্যে-বীর্যে ভরা বংশের দুইশ বছরে সবার নামই ভেসে উঠল পর্দায়।

এতো আগের নির্ভুল তথ্য অনুসন্ধান খুবই কঠিন।

কিন্তু জেসনের জন্য নয়।

'ডিরেক্টর, আমি আরও এক শতক আগে থেকে তালিকাটা সাজিয়েছি-নিখুঁত করার জন্য।'

এই ছেলেকে ক্লোন করা উচিত।

পেইন্টার মনিটরের দিকে ঝুঁকল, 'তুমি চাইলে আরও বাড়াতে পারো।'

জেসন নড করল।

পেইন্টার কয়েক ঘণ্টা ধরে যেই জিনিসটা ধরতে পারেনি তা বুঝতে পারল, পরিবারের সবারই বিয়ে হয়েছে আবার এই পরিবারেরই দূরবর্তী আত্মীয়ের সাথে; ঘুরে ফিরে একই পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে সবাই, অবশ্য এমন ক্ষমতাধর পরিবারের জন্য এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকজন আলাদা হয়ে গেছে মূল পরিবার থেকে, এটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করল পেইন্টারের, জেসনকে বলল ওই নামগুলো খুঁজে বের করতে। তালিকাটা আরও বড় করল সে, পরিবারের অনেক সদস্যই আলাদা হয়ে গেছে মূল পরিবার থেকে।

'পুরোটা দেখাও।' বলল পেইন্টার।

'তৈরি হচ্ছে, কিন্তু নাম দেখা যাবে না, শুধু ডাটা দেখাবে।'

'ঠিক আছে।'

জেসন কিবোর্ডে আবার কয়েকটা বাটন চাপল, পর্দায় ছবিটা ছোট হয়ে গেল, নামগুলো পরিণত হলো ছোট ছোট বিন্দুতে; দেখে মনে হচ্ছে সবগুলো তারা এবং পুরোটা মিলে একটা ছায়াপথ।

পেইন্টার আঙুল তাক করল ছায়াপথের একটা পেঁচানো বাহুতে, 'দেখে মনে হচ্ছে পরিবারের সবাই আলাদা হয়ে -'

'আবার পরিবারেই ফিরে আসে।' কথা শেষ করল জেসন। 'আলাদা হয় মাত্র দুই পুরুষ পর্যন্ত, পরে আবার ফিরে আসে; আবার কয়েকটা পাঁচ-ছয় প্রজন্ম পরে আবার ফিরে আসে।'

'আলোর পাশে উড়তে থাকা মথের মতো,' পেইন্টার বলল। 'যতদূরেই চলে যাক না কেন, ফিরে ফিরে আসে আবার।'

জেসন শ্রাগ করল, 'আমি আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করতে পারি, সময় লাগবে; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এতো সবের গুরুত্ব কী।'

পেইন্টার নিজেও জানে না, কিন্তু নিজের ভেতর অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ অনুভব করছে সে।

কিছু একটা...

মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে ও, ছায়াপথের তারার মাঝে একটা প্যাটার্ন আছে, কিন্তু ও ধরতে পারছে না।

কিছু কী চোখ এড়িয়ে গেছে?

৩০

৩রা জুলাই ভোর ৪:১৬ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্রতীর থেকে বাইরে

বুর্জ আবাদির সামনে প্রায় বুক পর্যন্ত পানি জমে আছে। গ্রে এগিয়ে গেল সামনে, বাকিরা সিঁড়িতে অপেক্ষা করছে; বাড়তে থাকা পানি থেকে বাঁচতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বাইরে দেখা যাচ্ছে, ইউটোপিয়া ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে অতল কালো পানির নিচে; কয়েকটা ভবনে লাল আলো জ্বলছে, ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় ওগুলোতে- তাছাড়া পুরো দ্বীপ অন্ধকার। ময়লা-আবর্জনা ভাসছে পানিতে, এমনকি একটা পাম গাছও।

গ্রে কল্পনায় পুরো প্লাটফর্মকে ডুবতে দেখল, পানি বাড়ছে ক্রমাগত, পুরোটা ডুবে যাওয়ার আগেই পালাতে হবে এই দ্বীপ থেকে; গ্রে লবি পার হতে না হতেই পানিতে পা ডুবে গেল। পুরো দ্বীপটা দেখে ওয়েটারের হাতে ধরা ট্রেয়ের মতো লাগছে, যেকোনও মুহূর্তে ট্রে-টা পড়ে যাবে হাত থেকে।

সে জানে না জ্যাক বেঁচে আছে, নাকি বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি; তবুও চালু করে দিয়েছে ডিভাইসটা, জ্যাক দিয়েছিল ওটা। আশা করছে লোকটা বহাল তবিয়তেই আছে এখনও। ডিভাইসটি দিয়ে এসেছে কোয়ালস্কির কাছে, কোলে এখনও অ্যামান্ডা।

কিন্তু গ্রে শুধু আশার ওপরেই নির্ভর করে নেই।

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রে, দেখছে ওর লক্ষ।

সামনে খোলা পার্ক, পানির ওপর ভেসে আছে ট্রাকটা-যেটার পেছনে আড়াল নিয়েছিল ওরা; কিন্তু গাড়িটা ওর লক্ষ্য নয়, এই পরিস্থিতিতে গাড়ি কোনও কাজে আসবে না। ওর লক্ষ গাড়ির পেছনের হলুদ জেট-বোটটা, এখনও জায়গামতো আছে বোট, শক্ত করে বাঁধা আছে গাড়ির সাথে।

গ্রে বোটের বাঁধন কাটার জন্য সাথে করে ড্যাগার নিয়ে নিয়েছে, আশা করছে বোটটা চালু করা যাবে, চালু না হলেও অন্তত ভাসবে; এজন্যই সে প্রস্তুত হচ্ছে ঘূর্ণায়মান স্রোত উপেক্ষা করে ওখানে যাওয়ার জন্য।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়, পানির স্রোতে আটকে গেছে দরজা; জোরে চাপ দেয়ার ফলে দরজা যথেষ্ট ফাঁকা হলো। বাইরে পা রাখতেই উন্মুক্ত জলরাশি তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল পার্কের দিকে, কিন্তু দরজার হ্যান্ডেলে জোরে ধরে রাখল সে।

একটা চিৎকার কানে এল তার।

সে তাকাল লবির দিকে।

তাকিয়ে দেখল সেইচান সবার সাথে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে, পানি খুব দ্রুত বাড়ছে, সিঁড়ি ছাড়িয়ে উপরে উঠছে পানি; এমনকি সে নিজেকে মার্বেল পাথরের মেঝের স্পর্শ পাচ্ছে না। কিন্তু সেইচান বাড়তে থাকা পানির জন্য চেঁচিয়ে উঠেনি।

হাত দিয়ে বাইরে ইশারা করল মেয়েটা।

'আলো!' বলল সেইচান। 'এদিকে আসছে।'

গ্রে ঘুরল, এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে আছে।

দূরে আলো জ্বলছে, এগিয়ে আসছে বুর্জ আবাদির দিকে; এলোমেলো একটা রুট ধরে এগিয়ে আসছে আলো, খুঁজছে কিছু।

স্পিড বোট!

গ্রে'র সন্দেহ হলো, বোটগুলো উদ্ধারকারীদের নয়, খুব সম্ভবত পাহারা দেওয়ার বোট এগুলো; কেউ একজন এদের পাঠিয়েছে দ্বীপের লুকানো স্টেশনের প্রতিটা জীবিত মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করতে।

'আড়ালে থেকো।' গ্রে চেঁচিয়ে বলল সেইচানকে। 'প্রয়োজনে স্থান পরিবর্তন করবে।'

কথাটা শুনেই যেন সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উপরে উঠল সেইচান।

হাতে সময় খুবই কম, গ্রে ঝাঁপ দিল পানিতে, লক্ষ্য একটাই; কিন্তু পানির স্রোতে পিছিয়ে এল অনেকটা, পূর্ণ উদ্যমে আবার জোরে জোরে সাতার কাটা শুরু করল।

সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াল ভেসে থাকা জিনিসপত্র, পার্কের দিকে এগিয়ে যেতেই একটা গাছের ডালে পা আটকে গেল ওর; বেশ যুদ্ধ করেই ছাড়িয়ে নিতে হলো পা।

পুরোটা সময়ই এগিয়ে আসা বোটগুলোর দিকে নজর রাখল সে।

উপলব্ধি করল, গাড়িটার কাছে পৌছানোর আগেই বোট পৌছে যাবে টাওয়ারে; পানি এখনও অন্ধকার কালো, ভাসমান আবর্জনার ফাঁকে ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে চলে যেতে পারবে বোটটার কাছে, অপেক্ষা করবে পেট্রোল বোট গুলো চলে যাওয়ার জন্য, তারপর বাঁধন কেটে বোট নিয়ে আসবে নিজের দলের লোকদের বাঁচাতে।

কিন্তু হটাৎ করেই মাথার উপর জ্বলে উঠলো একটা ফ্লেয়ার, পেট্রোল বোট থেকে ছাড়া হয়েছে; নতুন একটা তারার মতো জ্বলে আছে আকাশে, চারপাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে ফ্লেয়ারের আলোয়। গ্রে আশেপাশে তাকাল কাভারের জন্য, নয়তো এগিয়ে আসা বোটগুলো দেখে ফেলতে পারে; দশ গজ সামনে একটা কাঠের বক্স ভেসে আছে, সাতরে গেল সে ওইটার দিকে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেছে অনেক, কাছে চলে এসেছে বোট।

সে হাত বাড়িয়ে কাঠের বাক্সটা ধরল, আড়াল করে রেখেছে নিজেকে; দম আটকে তাকিয়ে আছে বোট তিনটির দিকে, বোটগুলো অ্যাভিনিউর মাঝ দিয়ে ডুবে যাওয়া পার্কের দিকে গেল।

বোট তিনটা ছড়িয়ে পড়ল তিন দিকে।

ভেসে থাকা বাক্সটার আড়ালে নিজেকে আরও আড়াল করল সে।

শত্রুরা ছড়িয়ে পড়াতে আরও সতর্ক থাকতে হবে তাকে, যাতে কোনওভাবেই শত্রুর নজরে না পড়ে; বাক্সটাকে টহল দেওয়া বোট আর নিজের মাঝখানে রেখেছে সে। বাক্সটাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে সাঁতরে চলছে গ্রে, অন্যান্য ভাসমান বস্তুর মতোই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বক্সটাকে।

এক জোড়া স্পিডবোট এগিয়ে আসছে কোনাকুনি ওর দিকে, বাক্সটার দুই পাশ দিয়ে যাবে দুইটা; কপাল বড়ই মন্দ ওর, আর কোনও জায়গা না পেয়ে ডুব দিয়ে কাঠের বক্সটার নিচে চলে গেল। দুই কিনারায় স্পর্শ করে বুঝতে পারল বাক্সটার নিচের অংশ ফাঁকা, মাথা উঠালো ওপরে; ফাঁকা অংশে আটকে থাকা বাতাসে শ্বাস নিল, হাত দিয়ে অনুভব করল কুশন দেওয়া অংশটুকু।

সাথে সাথেই বুঝতে পারল কোথায় আছে সে।

অ্যামান্ডাকে এটাতে করেই সুদূর ক্যারোলিনা থেকে আনা হয়েছে এখানে, পানির তোড়ে পিকআপ থেকে ভেসে চলে এসেছে কফিনটা।

বোট দুটি পাশ কেটে যাওয়ার সময় আলোর ছটা পড়ল পানিতে।

গ্রে আবার সাতার কাটা শুরু করল ট্রাকটার দিকে, লুকিয়ে আছে কফিনটার নিচে, জানে না এটা ওর সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য; ভেসে ভেসে চলছে বোটটার দিকে, আশা করা যায় টহলদার বোট ফিরে আসার আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

আধ মিনিট নীরবতার পর, গ্রে ঝুঁকি নিয়ে মাথা তুলল পানির উপর।

মাথা উঁচু করে তাকাল টাওয়ারের দিকে, তীব্র আওয়াজ কানে এল; টহল বোটগুলো ঠিক দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, ছুড়ে দিয়েছে গ্রেনেড লঞ্চার-লবিতে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, কাঁচ ভেঙ্গে হয়েছে শত টুকরো, বড় একটা গহ্বর হা করে রয়েছে। গর্তটা দিয়ে দুইটি নৌকা প্রবেশ করল ভেতরের অন্ধকার লবিতে, আরও একটি ফ্লেয়ার উড়ে গেল আকাশে।

গ্রে আশা করল বাকিরা কাভার নিয়ে নিয়েছে এবং বোট দুইটি দ্রুত বেরিয়ে যাবে টাওয়ারের ভেতর দিকে।

কিন্তু ওর নিজের আলাদা মিশন আছে।

ঘুরে সেদিকে যাওয়ার আগেই, পানিতে কম্পন অনুভব করল, কেপে উঠল পুরো দ্বীপ আবারও।

চাপা আর্তনাদের সাথে আরও দ্রুতগতিতে ডুবে যেতে লাগল সবকিছু, গাছের মাথা সব চলে গেল পানির তলায়, টাওয়ারও তলিয়ে গেল কয়েক তলা।

পুরো অঞ্চলের পানিতে ভেসে উঠল আটকে থাকা বুদবুদ।

বুর্জ আবাদিতে ঢোকার রাস্তাটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে আরও, ছুটে এল একটা বোট বাইরে, অন্যটা আটকে গেছে ভেতরের লবিতে; গর্তটা বন্ধ হয়ে যেতে চক্কর খাচ্ছে গোল হয়ে। বাইরে থাকা বোটটা থেকে রকেট লঞ্চার প্রস্তুত করা হচ্ছে, কিন্তু গুলি ছোড়ার আগেই পুরো লবি ভেসে গেল পানিতে।

গ্রে সুযোগটা নিল, জানে শত্রুরা নিজেদের আটকে থাকা সঙ্গীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

ট্রাকটা পুরোপুরি ডুবে গেছে পানিতে, অনুমানের উপর জায়গাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ও, বড় করে দম নিয়ে ডুব দিল পানিতে; নিচে গভীর অন্ধকার পানিরাশি, হতবাক হয়ে গেল গ্রে।

ভোর ৪:৩৩

সেইচান উপরে উঠছে।

নিচে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পানি, বাকিরা অনুসরণ করছে তাকে। কয়েক তলা নিচে অন্ধকার কালো ছায়া, সেইখানে মিটিমিটি আলো জ্বলছে; আটকে পড়া ক্রুরা একই পথ অনুসরণ করে উপরে উঠছে। বাড়তে থাকা পানি সেইচানদের থেকে তিন তলা নিচে, ওরা দ্রুত যেতে চাইছিল দূরতম জানালাটার কাছে।

কিন্তু নতুন আরেকটা সমস্যা দেখা দিল, ভবনটার ঘূর্ণায়মান তলাগুলো আটকে গেছে বেখাপ্পা-ভাবে, সে বুঝতে পারছে না কোনদিক দিয়ে গেলে গ্রে'র সাথে দেখা হবে।

নিচ থেকে গুলির আওয়াজ এল।

মুখ বিকৃত করে উৎসের দিকে তাকাল।

আটকে পড়া বোটের ক্রু-রা।

কাদের দিকে গুলি করছে তারা?

জাহান্নামে যাক।

কিন্তু এরা যদি খেলাটা খেলতেই চায় তবে ওর খেলতে কোনও বাঁধা নেই।

'কোয়ালস্কি, এখনই।'

'ঠিক আছে।' বিশালদেহী লোকটা এখনও অ্যামান্ডাকে কাঁধে নিয়ে রেখেছে, এক হাত পকেটে দিল সে, বের করে আনল শেষ সি-ফোর প্যালেট; দু আঙুলের মাথায় ধরে ছেড়ে দিল নিচে।

সেইচান তাকিয়ে দেখল, সঠিক সময় আসতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'এখন।'

কোয়ালস্কি হাতের ট্রান্সিভারে চাপ দিল, বিস্ফোরণের ফলে কাঁচের সিঁড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, শত্রুদের একজন মারা গেছে, বাকিদের উপরে উঠার পথ নেই।

দুঃখিত, বন্ধুরা, যুদ্ধটা তোমরাই শুরু করেছিলে।

ও উপরে ওঠা অব্যাহত রাখল, কয়েক তলা উপরে উঠার পর, নিচ থেকে আর্তচিৎকার এল কানে; আওয়াজ শুনে নিজেদের সাথে শত্রুদের দূরত্ব মেপে নিল ও।

'পরের তলা।' টাকারকে বলল ও। 'ওই দিকে যাও, বের হওয়ার সবচেয়ে দ্রুততম পথটা খোঁজ।'

উপরের তলাতে পৌঁছে, টাকার আর কেনের পেছন পেছন গেল সেইচান, মনে মনে প্রার্থনা করছে।

টাকার বড় একটা হলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'এখানে!' লোকটা চেঁচিয়ে বলল। 'শেষে একটা ব্যালকনি আছে।'
'গুলি করে তালা ভেঙ্গে ফেল।' সেইচান পাল্টা উত্তর দিল।
প্রতিটা সেকেন্ড এখন দামী।
সে দৌড়ে গেল, পেছনে কোয়ালস্কি-কাঁধে যথারীতি অ্যামান্ডা, এখনও এতোটুকু হাঁপিয়ে যায়নি সে।
গুলির শব্দ কানে এল।
সে পৌঁছে দেখল, লোকটা টেনে কাঁচের দরজা খুলছে, সামনে বড় একটা ব্যালকনি, সবাই ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল।
সেইচান রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিচে দেখল, পানি এক তলা নিচুতে, যদি এখান থেকে ঝাঁপ দেয় তবে দুইটা সমস্যা। এক- টাওয়ারের স্রোতে নিচে ডুবে যাবে, দুই- যদিও এই বিপদ পার হয়ে যেতে পারে তবে খোলা সাগরে শত্রুর অভাব নেই।
টহলদারি বোট ডান দিকে চক্কর দিচ্ছে, পার্কের কাছাকাছি।
তারা কখনওই এত দ্রুত সাতরে পার হতে পারবে না বরং ক্রুদের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে আরও।
সেইচান তাকিয়ে আছে ডুবন্ত শহরের দিকে।
কোথায় তুমি গ্রে?

ভোর ৪:৩৫

আরেকটু, আরেকটু...
আটকে রাখা দম ফুরিয়ে আসছে, গ্রে অন্ধের মতো ছুরি চালাচ্ছে নাইলনের দড়িতে; অন্ধকারের মাঝে বোটটা খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেছে ওর, এখনও ট্রাকে শক্ত করে বাধা, আশার কথা হলো বোটটার জলে ভেসে থাকার ক্ষমতা নষ্ট হয়নি।
একটা স্ট্র্যাপ কেটে দিতেই বোটটার নাক উপরের দিকে ভেসে উঠতে চাইল; স্টার্ন এখনও গাড়ির সাথে বাঁধা; সে নিচের বাঁধন কেটে দিতে মনোযোগী হলো।
আরেকটু কেঁপে উঠে দ্বীপটা ডুবল আরও গভীরে।
বুকের খাঁচায় দম শেষ হয়ে যাওয়ায় উন্মাদের মতো কেটে দিতে লাগল দড়ি।
উপরে আলোর আভা, চলে এসেছে টহল বোট একদম মাথার উপর, ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে কানে।
গ্রে অপেক্ষা করছে, বুকের ভেতর যেন আগুন ধরে গেছে বাতাসের অভাবে।
বোটটা যখন পুরোপুরি মাথার উপর, তখন গ্রে দড়ির বাঁধনে শেষ পোঁচটা দিল, বাধনমুক্ত হয়ে টর্পেডোর মতো ভেসে উঠল স্পিডবোট পানির উপরে।

ভোর ৪:৩৬

সেইচান দেখল স্পিডবোট এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, টাওয়ারের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে আসল বোট; একজন ক্রু চেঁচিয়ে উঠল ওদের দেখে, রাইফেল তাক করল ওদের দিকে। পানির উপর গর্জে উঠল বন্দুক, মুখ থুবড়ে পড়ল বুলেট রেলিং-এ।

সেইচান ঝাঁপ দিল।

ব্যালকনিতে ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এছাড়া যাওয়ার কোনও জায়গাও নেই; ভিতরে থাকলে পানিতে ডুবে মরতে হবে।

পাল্টা গুলি করল সেইচান, এমন সময় দানবীয় এক অবয়ব ভুস করে ভেসে উঠল পানিতে, ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল বোট, সব ক্রু ছিটকে পড়েছে।

পাশেই দানবীয় অবয়ব রাজকীয় ভঙ্গিতে ভেসে আছে।

হলুদ স্পিড বোটটা।

সিগ সাওয়ার হাতে উঠে এসেছে গ্রে, গুলি করল ভেসে থাকা ক্রু-দের,চারজনের মধ্যে একজন আগেই মারা গেছে; শত্রুদের বোটে বড় একটা গর্ত, তলিয়ে গেল পানিতে খুব দ্রুত।

'গ্রে!' চিৎকার করে উঠল সেইচান, ইশারায় পেছনে দেখাল।

পিছনে ফিরে তাকাল ও, দ্বিতীয় বোটটা টাওয়ারের পাশে ভেসে আছে, মেশিনগান তাক করেছে ওর বন্ধুদের দিকে; গুলি করছে মুহুর্মুহু। কিন্তু সেইচান জানে এদের মূল টার্গেট তারা নয়, বরং গ্রে; গুলি ছুড়ছে তাদের দিকে শুধুমাত্র আড়াল নিশ্চিত করতে।

জলদি সরে যাও গ্রে!

ভোর ৪:৩৭

গ্রে শুয়ে পড়ল বোটে, আড়াল করে নিয়েছে নিজেকে যাতে সহজ শিকারে পরিণত না হয়; শত্রু বোট গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে বুর্জ আবাদির কোনা থেকে।

গুলির আঘাতে ব্যালকনির মার্বেলের চল্টা উঠে যাচ্ছে।

সবাই ঝাঁপ দিয়েছে পেছনে-একজন বাদে।

বোট ব্যালকনির নিচে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো কেন, উড়ে গিয়ে পড়ল ক্রু চারজনের ঠিক মাঝখানে; দেখে মনে হচ্ছে একটা জ্বলন্ত গ্রেনেড যেন পড়েছে বোটে।

একজন ভয়ে পিছাতে গিয়ে পড়ল পানিতে, মুহূর্তেই গ্রাস করে নিল তাকে কালো সমুদ্রের ফেনায়িত পানি; অন্যজনের টুঁটি কামড়ে ধরল কেন। ড্রাইভার ভয়ে উঠিয়ে দিল বোট একটা ভাসমান পাম গাছের উপর, মোটা পাম গাছের গুড়িতে লেগে উল্টে গেল বোট।

শুধুমাত্র বাকি রইল কেন।

মৃতদেহগুলো ভেসে উঠল পানিতে।

বোট উল্টানোর আগেই টাকারের সংকেতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুকুরটা, উত্তাল সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ করছে, স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে টাওয়ারের দিকে; কেন গায়ের ভেস্ট নিয়ে ঠিকমতো সাঁতরাতে পারছে না।

গ্রে লাফিয়ে বসল ক্যাপ্টেনের সিটে, গ্লোব বক্সের ভেতর খুঁজে পেল চাবি, ইগনিশনে মোচড় দিয়ে সাথে সাথে চালু করল বোট; যেমনটা আশা করেছিল, খুক খুক কেশেই চালু হয়ে গেল বোট, ইঞ্জিনগুলো তৈরিই কথা হয় অতিমাত্রায় সহনশীল করে।

সোজা এগিয়ে নিয়ে গেল বোট কেইনের দিকে।

একটু অপেক্ষা কর বন্ধু।

কুকুরের কাছে পৌঁছে একহাতে কুকুরটার পানিরোধী ভেস্ট ধরল, অন্য হাতে হুইল সামলাচ্ছে; ষাট পাউন্ডের কুকুরটাকে উঠাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, বুঝে গেল দুই হাত ছাড়া পারবে না, ছেড়ে দিল হুইল, উঠিয়ে নিয়ে এসেছে কেনকে।

দ্রুত হাতে বোট সামলে নিল গ্রে, আরেকটু হলেই টাওয়ারের সাথে ধাক্কা খেত।

কেন তার ভারী দেহ থেকে পানি ঝাড়া দিল, এরপর এগিয়ে এসে চাটতে শুরু করল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

'ধন্যবাদ!' চেঁচিয়ে বলল টাকার।

পিছন থেকে কোয়ালস্কি অভিযোগ করল, 'আমাদের কী হবে?'

পানি উঠে গেছে ব্যালকনির নিচ পর্যন্ত, সবাই ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

থ্রটল টেনে বোটটাকে ব্যালকনির নিচে নিয়ে এল গ্রে, পাশাপাশি এনে দাড় করাল ব্যালকনি বরাবর, দলের বাকিরা রেলিং বেয়ে লাফ দিয়ে পড়ল বোটে; টাকার অ্যামান্ডাকে নামাতে সাহায্য করল।

কোয়ালস্কি অ্যামান্ডাকে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলল, 'কাঁধে নিয়ে দশ তলা ওঠানোর পরও কোনও ধন্যবাদ পেলাম না!'

সবাই উঠার পর গ্রে স্পিড বোট সরিয়ে নিল ডুবন্ত টাওয়ারের কাছ থেকে।

জেট বোটে চারটা বসার সিট, কিন্তু কেন সহ ওরা মোট ছয়জন; অনেকখানি ডেবে গেল বোট, চলার গতি ধীর হয়ে গেছে।

বোট ভেসে আছে।

তবে ইউটোপিয়ার তলিয়ে যাচ্ছে অতল সমুদ্রে।

উত্তাল স্রোত বয়ে চলছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে সবকিছু; গ্রে স্পিড বোটের গতিপথ ঠিক করল, কিন্তু বোটকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে স্রোত।

হচ্ছেটা কী?

'পিয়ার্স!' চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

বুর্জ আবাদি বোটের দিকে বিপজ্জনকভাবে হেলে গেছে।

গ্রে সামনে তাকাল, সবগুলো ভবনই হেলে পড়ছে একইদিকে যেন দমকা হাওয়ায় উল্টিয়ে পড়ছে গোটা দ্বীপ।

হায় খোদা...

সেইচান আসতে থাকে বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, 'দ্বীপ হেলে পড়ছে একদিকে।'

গ্রে পুরো থ্রটল দিল, যত দ্রুত সম্ভব খোলা সমুদ্রে যেতে হবে।

একটু দূরে, বড় একটা ভবন ধ্বসে পড়ল পাশের ভবনে।

পানির মাঝে কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছে, চাপা আওয়াজ এসেছে কানে, পুরো দ্বীপটার উপর যেন গজব নেমে এসেছে।

ভোর ৪:৪০

মনে হচ্ছে, ইটার্নাল টাওয়ার নামে হলেও কাজে চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

বিশাল বড় একটা পেট্রোল বোটে আছে এডওয়ার্ড, ধীরে ধীরে চোখের সামনে ডুবে যাচ্ছে ওর গর্বের ইউটোপিয়া, একদম মাঝখানে উল্টে পড়ছে বুর্জ আবাদি; মনে হচ্ছে বড় একটা স্তম্ভ লুটিয়ে পড়ছে পানিতে।

পেট্রোল বোটগুলোর সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, শুনেছে সে। খুব সম্ভব যেই দল বেসে আক্রমণ করেছিল তাদের কাজ।

পেট্রা কাছের একটা হ্যাচ থেকে বেরিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল, হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোন। চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝল, খবর ভালো নয়। ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কানে চেপে ধরতেই চিরচেনা সেই কম্পিউটারাইজড কণ্ঠস্বর ওকে অভ্যর্থনা জানালো, 'বাচ্চাটা কি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চার মা?'

'মৃত।'

তাকে অবশ্য মরতেই হতো।

'সবাইকে একসাথে করো, খুঁজে বের করো কারা ওখানে হামলা করেছিল।'

'যদি না পাওয়া যায়?'

নির্দিষ্ট একটা নির্দেশ দিল কণ্ঠস্বর, 'বাকিটা পেট্রা জানে কী করতে হবে।'

হতাশা জেঁকে বসলো তাকে, অপমানিত বোধ করছে, কিন্তু অভিযোগ করার সাহস হলো না।

ভাবল, কিছু কিছু কথা না জানাই হয়তো সবচেয়ে ভালো।

৩১

৩রা জুলাই, ভোর ৪:৪৪ মধ্যপ্রাচ্যের সময়
দুবাইয়ের সমুদ্রতীরের বাইরে

নরকে পরিণত হওয়া দ্বীপের মাঝ দিয়ে স্পীড বোট যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রে।

চারপাশে ভেঙ্গে পড়ছে উঁচু উঁচু ভবন, পানির তোড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ভেসে থাকা ধ্বংসাবশেষ; গ্রে ভাসমান আবর্জনা থেকে গা বাঁচিয়ে চালাচ্ছে বোট, থ্রটল পুরোটা দিয়ে দিয়েছে। প্রতি মুহূর্তেই সামনের পথ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, পুরো দ্বীপ হেলে পড়ায় সুউচ্চ মনোরম সব স্থাপনা আছড়ে পড়ছে পানিতে, সেসবের ফাঁক ফোকর দিয়ে চালাতে হচ্ছে বোট; কার্বন ফাইবারের শক্ত খোলের কারণে খুব একটা গতিরোধ করতে পারছে না ছোট ছোট টুকরো।

গ্রে'কে খোলা সমুদ্রে বোটটা নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু পথের বাধাগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে বোটের অগ্রগতি থামিয়ে দিতে।

'গ্রে!' সেইচান সাবধান করল।

'দেখেছি।'

সামনে, বড় একটা নির্মাণাধীন ভবন ধ্বসে পড়ছে ওদের যাত্রাপথের উপর, ভবনের জিনিসপত্র সব পানিতে পড়ছে ঝর ঝর করে, এই পথ পার হওয়া অসম্ভব।

কোয়ালস্কি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

একই অবস্থা বাকি সবারও।

গ্রে মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেল প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য, একটা পথই খোলা আছে।

'সবাই নিচু হও।'

ডানদিকে বোট ঘোরালো সে, প্রায় একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল স্পিডবোটের নাক; বিপজ্জনকভাবে অন্য একটা ভবনের ব্যালকনির নিচে দাঁড় করাল বোট, বিরাট বড় লোহার থাম ভবনটায় লেগে ছিটকে পড়ল পানিতে, ঠিক তাদের সামনে।

'ঝাক্কাস পার্কিং হয়েছে।' কোয়ালস্কি মন্তব্য করল।

জেট ইঞ্জিনের গর্জনের সাথে আড়াল ছেড়ে বের হলো বোট, এগিয়ে চলছে খোলা সমুদ্রের দিকে; কিন্তু সেই পথও ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসছে। সামনে পাশাপাশি দুইটি ভবন, ডানের ভবনটা ভেঙ্গে পড়ছে বামের ভবনটার উপর; ঝুর ঝুর করে ভবনটা থেকে ভাঙ্গা জানালার কাঁচ, ইট এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ পড়ছে পানিতে-কিন্তু ওই ভবন দুটোর মাঝ দিয়েই যেতে হবে ওদের।

'যাও।' বলল সেইচান।

গ্রে'র দ্বিতীয় কোনও পথ নেই, ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিল পুরোটা, রকেটের মতো ছুটে চলছে বোট; যুদ্ধ করছে ভেসে থাকা স্টিল, কংক্রিট আর কাচের মাঝ দিয়ে পথ করে নেওয়ার জন্য।

কোয়ালস্কি কুঁকড়ে গেল ভয়ে, 'এই দৃশ্য আমি দেখতে পারবো না।'

সেইচান গ্রে'র বাহু চেপে ধরল।

টাকার পা দিয়ে ক্যাপ্টেনের সিট আঁকড়ে ধরল।

কিন্তু একজন একটু ব্যতিক্রম।

কেন এগিয়ে গেল, সেইচানের হাতের নিচ দিয়ে উঁকি দিল, বাতাসে গন্ধ শুঁকছে; লেজ নাড়াতে লাগল ঘন ঘন, আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে গ্রে'র কাঁধে গুঁতো দিল। গ্রে'র হাত হুইলে শক্ত হয়ে গেল, ষাট কি.মি. গতি তুলে ছুটে গেল পানির বুক চিড়ে।

সামনে, ভবন ধ্বসে পথ ছোট হয়ে গেছে।

কিন্তু গ্রে'র ফেরার উপায় নেই।

'নিচে।' চেঁচিয়ে উঠল সে।

সেইচান নিচু হলো, একহাতে কেনকে ধরে রেখেছে, অন্য হাতে ধরে রেখেছে গ্রে'র বাহু।

স্পীড বোট ছোট ফাঁকাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্যপাশে, এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল গোটা আকাশটাই যেন ভেঙ্গে পড়ছে তাদের উপর; অল্পের জন্য বেঁচে গেল সবাই।

পিছনে যেই রাস্তা ধরে তারা এসেছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে এখন ধ্বংসাবশেষ শুধু; সামনে কালো পানির উত্তাল সমুদ্র।

কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার নয়।

তিনশ গজ দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, দূর থেকেই বিশালাকার ইয়টটার অবয়ব বোঝা যায়।

দ্বীপটার সিকিউরিটির পেট্রোল বোট অবরোধ করে রেখেছে।

গ্রে গতি কমাল।

'তারা এখনও আমাদের দেখতে পায়নি।' বলল সেইচান।

গ্রে সন্দেহের চোখে তাকাল, আরেকটু মনোযোগ দিয়ে তাকাতেই সন্দেহটা সত্য প্রমাণিত হলো।

তিনটা আলো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বোট ঘুরিয়ে পিছনে ছুটল গ্রে, সাথে সাথেই আরও কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল; অনেকগুলো বোট অপেক্ষা করছে ওদের ধরার জন্য। দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে ও, একটা নির্মাণাধীন ভবনের ভাসমান তক্তার পাশে থামাল বোট।

'এখানে লুকিয়ে লাভ নেই, দেখে ফেলবে।' বলল কোয়ালস্কি।

'লুকাতে চাই-ও না।' বলল গ্রে, হাত তাক করল তক্তার দিকে। 'সবাই বাইরে বের হও।'

সেইচান ওর হাত আঁকড়ে ধরল, 'কী করছো? আমরা সহজেই তাদের পিছনে ফেলে দিতে পারি।'

'অন্তত এই ওজন নিয়ে না।' বলল গ্রে, দ্রুত কথা বলছে, আঙুল দিয়ে ফুয়েল গজ দেখাল। 'তেল প্রায় শেষের দিকে, তীর পর্যন্ত যাওয়া যাবে না।'

'তাহলে কোথায় যেতে...' সেইচান কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল, 'তুমি ওদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চাইছো।'

'এটাই অ্যামান্ডাকে রক্ষা করার সর্বশেষ উপায়, আমি যতক্ষণ পারি ওদের ব্যস্ত থাকব।' কোয়ালস্কিকে দেখাল গ্রে, 'তার কাছে জ্যাকের ট্র্যাকিং ডিভাইস, আশা করি জ্যাক সবাইকে খুঁজে নিবে। যদি না -'

কোয়ালস্কি চোখ ইশারায় কাঠের তক্তা দেখাল, 'আমি বোট বানিয়ে নেব।'

'চেষ্টা কর।' বলল গ্রে।

সবাই জামাকাপড় ও জুতো যতটা সম্ভব কমিয়ে নিল, টাকার কেইনের ভেস্ট খুলে দিল, যাতে সাঁতার কাটতে কোনও সমস্যা না হয়।

অ্যামান্ডার গায়ে এখনও হাসপাতাল গাউন, চেতন-নাশকের প্রভাব কাটার ফলে নড়ছে ইতস্তত; গ্রে'র ভয় হচ্ছে, না জানি মেয়েটা আরও অসুস্থ হয়ে যায়, কিন্তু এছাড়া ওর হাতে দ্বিতীয় কোনও পথও খোলা নেই।

টাকার আর কোয়ালস্কিকে সাহায্য করল সে অ্যামান্ডাকে জলে নামাতে, পানি বরাবরের মতোই ঠাণ্ডা।

'ওকে উঁচু করে রেখো।' বলল গ্রে।

কেন ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, যোগ দিল তাদের সাথে।

ফিরে তাকাল সেইচানের দিকে, এখনও পানিতে নামার প্রস্তুতি নেয়নি সে, হাত আড়াআড়ি করে রেখেছে।

'তুমি আসছো না আমার সাথে।' বলল ও, উত্তর আশা করছে।

'আসছি।'

'আমরা দুইজনই নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি না।'

'কে বলল আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই?' এমনভাবে তাকাল যেন গ্রে ভুলভাল বকছে, 'আমাদের প্রয়োজন নজর সরানো, এমন কিছু করা যাতে বোটগুলো এদিকে না আসে।' বড় একটা বোটের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'বড় বোটটা দেখছো? ওই যে পেট্রোল কাটারটা?'

'হ্যাঁ।'

'পাশার ছক উল্টে দেওয়ার সময় এসেছে।' এক ভ্রূ উঁচু করল সেইচান। 'সময় এসেছে দস্যু দস্যু খেলার।'

ভোর ৪:৫৮

বোটের আওয়াজ আর কানে আসছে না টাকারের, তাকিয়ে দেখছে বোটটা ছুটে গেছে রুদ্ধ সমুদ্রের দিকেই, পিছনে তাড়া করছে তিনটি টহল বোট।

আশা করছে প্ল্যান কাজ করছে, কিন্তু ওর নিজেরও একটা মিশন আছে-অ্যামান্ডাকে নিরাপদে রাখা; সার্জিক্যাল টেবিল থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনার পর থেকেই বাড়তি দায়িত্ববোধ অনুভব করছে, বিশেষ করে শিশুটার খোঁজ ভালোভাবে না নেওয়ার জন্য।

আমার উচিত ছিল আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করা।

কিন্তু এই ভুল শোধরানোর কোনও উপায় নেই, একটা কাজই করতে পারে সে-অ্যামান্ডাকে পাহারা দেওয়া।

ওর পাশে একটা প্লাস্টিকের ডাস্টবিন ভেসে উঠল, হ্যান্ডেল ধরে আটকাল, নিজেদের চারপাশে ভাসমান ধ্বংসস্তূপের একটা আবরণ তৈরি করতে চাইছে, যাতে সহজে কেউ ওদের খুঁজে না পায়।

পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, ভোর হতে দেরি নেই।

সে আশা করছে খুব বেশিক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে না, বড়জোর দুই ঘন্টা; এর মাঝেই সাংবাদিক, দমকল বাহিনী এবং উদ্ধারকারী দল চলে আসবে; শুধুমাত্র তখনই অ্যামান্ডাকে নিয়ে আড়াল ছেড়ে বের হতে পারবে ওরা, কিন্তু মিডিয়ার কল্যাণে গোটা বিশ্ব জেনে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়।

অ্যামান্ডার জন্যই বরং ভালো হবে এটা।

এই কাহিনী বহু শ্রোতাকে আকর্ষণ করবে।

কিন্তু মানুষের বদলে অন্য কেউ এখনই আকর্ষিত হয়ে গেছে।

ব্যারেলটা টেনে সরাতে গিয়ে, পানির মাঝে একটা ফিন আবিষ্কার করল ও, তারপর পরপর আরও দুইটা।

রক্তের গন্ধ টেনে নিয়ে এসেছে হাঙর।

কল্পনায় হ্যামারহেড শার্কটাকে দেখল, যেটা আগে দেখেছিল।

পায়ের মাঝে ধাক্কা লাগল ভারী কিছুর।

ব্যারেলটা ছেড়ে দিল, পকেট থেকে বের করল ড্যাগার; পিস্তল ফেলে এসেছে রাস্তায়।

খুঁজছে, চারপাশে নজর বোলাচ্ছে, কিন্তু হাঙরগুলো যেন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিছু একটা পায়ের পাতায় ধাক্কা খেল আবার, লাথি ছুড়ল ও, পাথরের মতো শক্ত কিছুতে লাথি লেগেছে; নিচ থেকে ঠেলে তুলল ওকে দানবীয় অবয়বটা। এক সেকেন্ড পড়েই খেয়াল করল গোস্টের কাচের ডেকের ওপর বসে আছে ও।

হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল জ্যাক, টাকারের হাতে ধরা ড্যাগারের দিকে গেল চোখ। 'আমি কই তোমাকে বাঁচাতে আসলাম, আর তুমি কিনা ড্যাগার দিয়ে আমার নৌকা আক্রমণের প্ল্যান করছো!'

টাকার ড্যাগার পকেটে রেখে দিল, এই মুহূর্তে লোকটাকে দেখে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে।

'সাঁতরিয়ে সমুদ্র পার করতে চেয়েছিলে তোমরা? তাও আবার এই উল্টে যাওয়া দ্বীপ পাড়ি দিয়ে?' জ্যাকের মুখে অট্টহাসি। 'হাসালে খুব, চলো এখন আমার তরীতে পাড়ি জমাই।'

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জ্যাকও গম্ভীর হয়ে গেল, বিশেষ করে অ্যামান্ডার শারীরিক অবস্থা দেখে, মেয়েটা কাঁপছে; ঠোঁট নীল, মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে।

কোয়ালস্কি একটা শুকনো কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দিল অ্যামান্ডাকে, ভালো যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছে বিশালদেহী লোকটা, কিন্তু শুধু কম্বল যথেষ্ট না।

'তার জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন।' টাকার নিজের সিটে বসতে বসতে বলল, কেন বসে আছে ওর সামনে।

'আমি জানি কোথায় যেতে হবে।' জ্যাক বলল। 'কাছেই। ডিপ ফ্যাদমে সেই ব্যবস্থা আছে। এক ঘন্টার মধ্যেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবো।'

টাকার নিজের সিটে হেলান দিয়ে বসল, কৃতজ্ঞ এবং নিশ্চিন্ত।

জ্যাক জলযানটাকে পানির নিচে নিয়ে গেল, 'কী করেছে এই মেয়েটার সাথে?'

'জানি না।' আবেগহীন কণ্ঠে বলল টাকার।

এবং কখনও জানতেও চাই না।

'তোমার বাকি বন্ধুরা কোথায়?'

একই কথার পুনরাবৃত্তি করল টাকার।

'জানি না।'

ভোর ৫:০১

'আমরা আগুনে ঝাপ দিয়েছি।' গ্রে চেঁচিয়ে বলল।

সেইচান বসে আছে ওর সাথে, কোলে দুটি সিগ সাওয়ার; তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

মেয়েটার চোখে অস্পষ্ট ভয়ের ছাপ, সে বোকা নয়, কিন্তু মনে মনে তৈরি হচ্ছে উত্তেজনার জন্য। সেইচানের মাথার চুল বাতাসে উড়ছে, ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে সুগঠিত গ্রীবা দেখা যাচ্ছে।

'কাজ শুরু করা যাক।'

অল্প ভাষী মেয়ে।

ঘাড় বাঁকিয়ে পিছনে তাকাল ও, হাসি আরও গাঢ় হলো তার, হাসিতে মাদকতা; এখনও ইস্পাত-কঠিন, কিন্তু একই সাথে কোমলতাও ছুঁয়ে গেছে যেন।

সময় হোক।

বোট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোজা ঘেরাওয়ের দিকে, তিনটি বোট তাড়া করছিল, গুলি করে ফুটো করে দিয়েছে কার্বন ফাইবারের শক্ত খোল; সেইচানও ছাড়েনি, শত্রুপক্ষের কয়েকজনকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে।

সে প্রমাণ করে দিয়েছে অস্ত্র হাতে তার দক্ষতা ঠিক আগের মতোই আছে, যখন সে গিল্ডে ছিল।

গ্রে বোট তাক করল বড় পেট্রোল কাটারের দিকে, একশ ফুট লম্বা, নৌবহরের কমান্ড সেন্টার; ও নিশ্চিত অন্য সবাই যেখানে লুকিয়ে আছে, এখনও সেদিকে খোঁজ করেনি কেউ, ও একাই এখানে আসার কথা ভেবেছিল, হয়তো ধরা পড়তো বা মারা যেত।

এখনও তা পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু সেইচান অন্য একটা প্ল্যান দিয়েছে-বিনিময়ে কিছু যোগাড় করার।

পুরো ঘটনার সূত্রপাত ছিনতাই থেকে হয়তো শেষটাও তাই হবে।

অর্ধেক দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে ছিল রক্ত ও ধ্বংস।

দ্বীপটা ডুবে যাওয়া এবং পিছনে ফেলে আসা লাশ দিয়ে ওরা নিজেরাও একই পথে হেঁটেছে।

বাকী অর্ধেক নির্ভর করে গুপ্তধন উদ্ধারের ওপর।

এজন্যই এখানে এসেছে ওরা।

দেরিতে হলেও শত্রুরা গ্রে'র দুরভিসন্ধি টের পেয়েছে, সবাই এগিয়ে এল পথে বাঁধা সৃষ্টি করতে; কিন্তু সেইচান তা হতে দিল না, দুই হাতে দুই পিস্তল গর্জে উঠল তার, সামনের রাস্তা পরিষ্কার করে দিল গ্রে'র জন্য।

পেট্রোল কাটারটা দ্রুত নড়াচড়ার জন্য তৈরি, বিশজন মানুষ আটে, সাদা রং করা; দেখতে অন্যান্য পেট্রোল বোটের মতোই, স্টার্নে র‍্যাম্প লাগানো ছোট বোট টেনে নেওয়ার জন্য।

এটাই ওদের লক্ষ্য।

র‍্যাম্প খালি এখন, পুরো বহরের সবাই দ্বীপের চারপাশে ওদের ঘেরাও করার জন্য ব্যস্ত।

গ্রে সরাসরি র‍্যাম্প বরাবর বোট চালিয়ে নিয়ে গেল, ইঞ্জিনের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে পুরোটা আদায় করে নিতে চাইছে; ক্রু-রা সবাই লাফিয়ে স্টার্নে উঠল, ওদের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। একটা পঁচিশ এম.এম. ক্যালিবার গান এবং একটা এল.আর.এ.ডি. ডিভাইস, জলদস্যুদের ঠেকাতে ব্যবহৃত হয়।

এই জলযানে হামলা করা অসম্ভব।

একটা সুযোগই আছে।

'তৈরি?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'এমনিতেও বুলেট শেষ।' বলল সেইচান।

গ্রে ইঞ্জিন থামিয়ে দিল, উঠে দাঁড়িয়েছে-দুই হাত মাথার উপর, সেইচান হাতের পিস্তল ফেলে দিল পানিতে, একই ভঙ্গিতে দাঁড়াল গ্রে'র পাশে।

'আমরা আত্মসমর্পণ করছি।' ঘোষণা দিল ও।

গতিবেগের টানে বোটটা অর্ধেক উঠে গেল র‍্যাম্পে, দুই দিক থেকেই অস্ত্র তাক করে রাখা হয়েছে ওদের দুজনের দিকে।

একটা হৈচৈ শোনা গেল।

বোটটার ক্যাপ্টেন উদয় হলো এখানে, মুখের ঘন দাড়ি এবং দেহাবয়ব নির্দেশ করছে তার গায়ের আরব রক্ত; সাথে একজন চিকন-গোঁফওয়ালা ব্যক্তি এবং শক্ত-সামর্থ আর সোনালি চুলের এক নারী।

'হাঁটু গেড়ে বসো।' বলল ক্যাপ্টেন, পিস্তল তাক করে আছে।

ওরা আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

ক্যাপ্টেন আরবিতে আদেশ দিল, চারজন লোক দৌড়ে এসে র‍্যাম্পে টেনে উঠাল বোট, বেঁধে রাখল যাতে বোট নিয়ে পালাতে না পারে; অন্য দুইজন এসে ওদের হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল।

এরপর এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন।

হ্যাংলা লোকটা এগিয়ে এল সেইচানের দিকে, ব্রিটিশ স্বরে বলল, 'নিখুঁত রিসার্চ সাবজেক্ট, কী বলো পেট্রা?'

সোনালি চুলের মেয়েটা এগিয়ে এল, 'সাবধান, ডা. ব্ল্যাক। এরা আপনার জন্য নয়, অন্তত এখন পর্যন্ত।'

পেট্রা ঝুঁকল গ্রের দিকে, 'অথবা সে; আমরা ভেবেছিলাম তোমাদের যেকোনও একজনকে খুন করতে বেশ বেগ পেতে হবে, কিন্তু তোমরা আমাকে সন্দিহান করে তুলেছ।'

মেয়েটা এক হাতে যেন ছোবল মারল গ্রে'র গলায়, রিফ্লেক্সের বশে ও হাত সরিয়ে দিতে চাইল; হেসে উঠল মেয়েটা, চমৎকৃত হয়েছে দ্রুত নড়াচড়ায়, অন্য হাতটাও একই ভঙ্গিতে চালাল মেয়েটা। ইনজেকশনটার ঘন তরল প্রবেশ করল গ্রের ঘাড়ে, জ্বলে যাচ্ছে ভেতরটা।

ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল ও।

পেট্রা সোজা হলো, 'এর জন্য বিশেষ প্ল্যান আছে আমাদের।'

'কী?' জিজ্ঞাসা করল ব্ল্যাক, এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল যে এমনিতেই জিজ্ঞাসা করছে, জানার আগ্রহ নেই তেমন।

'সে একজন দক্ষ স্নাইপার।' পেট্রা বলতে লাগল।

গ্রে নিজের সাথে যুদ্ধ করছে আরও একটু শোনার জন্য, কিন্তু ওষুধের প্রভাবে দ্রুত সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে ওর চোখের সামনে।

'চল্লিশ ঘন্টা পর -'

বাকি কথাগুলো ফিসফাস আওয়াজের মতো এল কানে, কিছুই বুঝতে পারলো না। সেইচানের দিকে ফিরে তাকাল।

সেইচান হাঁটু গেড়ে বসে আছে, কেন-এর ভেস্টের সাথে লাগানো ক্যামেরাটা তার কাছে; আড়াল করল সে ক্যামেরা যাতে কেউ বুঝতে না পারে এখানের সব কথা রেকর্ড হচ্ছে।

মনে মনে প্রার্থনা করছে গ্রে, যাতে কথাগুলো কেউ না কেউ শুনতে পায়।

দস্যু দলের সবচেয়ে দামী সম্পদ ওরা চুরি করতে এসেছে।

তথ্য।

চেতনা হারানোর আগে গ্রে শুনতে পেল, 'চল্লিশ ঘন্টা পর লোকটা ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টকে খুন করবে।'

তৃতীয় অংশ

যুদ্ধের ময়দান

৩২

৩রা জুলাই, দুপুর ১:০৪, ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

পেইন্টার ঝড়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

দাঁড়িয়ে আছে সে কমান্ড বাংকারের সবচেয়ে নীচের তলায়, সিগমা লুকিয়ে রেখেছে এর গোপনীয়তা। গত পাঁচ ঘণ্টায় হাতেগোনা কয়েকজন প্রবেশ করেছে রুমে, অপেক্ষা করছে সে বাইরে; দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাতে পায়ে খিচ ধরে গেছে তার।

নিজের দুশ্চিন্তা দূর করতে চাইছে সে, একটু শান্তি চায়।

লিসা আর কেটের সাথে কথা হয়নি প্রায় একদিন হতে চলল, শুধু ব্যাংকের এ.টি.এম. থেকে কয়েকটা ফুটেজ পাওয়া গেছে। কোনও যোগাযোগ করা যায়নি।

নিজের আত্মবিশ্বাসে একটা ফাঁক তৈরি করেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু, নিজের দায়িত্বকে তো সে অবহেলা করতে পারে না!

হলের শেষে এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, সিক্রেট সার্ভিসের দুইজন সদস্য বেরিয়ে এল, তাকাল পেইন্টারের দিকে; একজন বাইরে দাঁড়াল, অন্যজন প্রেসিডেন্ট জেমস গ্যান্ট-কে নিয়ে এল।

পিছনে অনুসন্ধান করল সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট দুইজন।

জেনারেল মেটকাফ প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন, 'এইদিকে স্যার।'

গ্যান্ট তাকিয়ে আছে পেইন্টারের দিকে, মুখের মাঝে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া, চোখে যেন জ্বলন্ত আগুন; কঠোর হয়ে গেলেন তিনি, নিজের রাগকে দমিয়ে রেখেছেন। পেইন্টার ভয় পেল, কোনও কিছু বলার আগেই না জানি প্রেসিডেন্ট ওকে মেরে বসে; কিন্তু ঝুঁকিটা ওকে নিতেই হবে।

গোটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে পরবর্তী কয়েক মিনিটের ওপর।

প্রেস জানে প্রেসিডেন্ট স্মিথসোনিয়ানের ডিরেক্টরের সাথে প্রাইভেট মিটিংয়ে যোগ দেয়ার জন্য এসেছেন, এমনকি প্রেসিডেন্ট নিজেও তাই ভেবেছিলেন; পেইন্টার যে এখানে থাকতে পারে তা তিনি বুঝতেই পারেননি, এসেছেন শুধুমাত্র মেটকাফের অনুরোধে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়ার জন্য।

গ্যান্ট ঘড়িতে সময় দেখলেন।

সময় বয়ে চলছে।

'আমি শুধুমাত্র জেনারেলের কথায় এসেছি, সে অনেকদিন থেকেই দেশের সেবা করে আসছে; তার কথার সম্মানার্থেই এখানে আসা এবং এটাই শেষ।' বললেন গ্যান্ট, কণ্ঠে ঘৃণার ছাপ।

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

গ্যান্ট একহাত উঁচু করে থামালেন, 'কাজের কথায় আসো।'

পেইন্টার বদলে ঘুরে দাঁড়াল মেটকাফের দিকে, 'এই এজেন্টরা...?'

'পুরোপুরি বিশ্বস্ত।' বললেন মেটকাফ। 'চারজনই, ওদের প্রয়োজন হবে পরে।'

গ্যান্ট অবাক হলেন, 'ওদের কী কাজ?'

পেইন্টার পিছিয়ে গেল, 'কথা শুরু করার আগে আমি আপনাকে কিছু দেখাতে চাই।'

পেইন্টার ঘুরে একটা রুমে প্রবেশ করল, সাথে একজন সিক্রেট এজেন্ট গেল। এজেন্ট রুমটি পরিদর্শন করে বের হয়ে এল, চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে; মুখে বলল, 'সবকিছু ঠিক আছে।'

পেইন্টার দরজা খুলে নড করল প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে।

টাই ঠিক করতে করতে ঘরে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট।

পেইন্টার অনুসরণ করল, সাথে একজন এজেন্ট; অন্য একজন এজেন্ট দাঁড়াল দরজার পাশে।

গ্যান্ট হাসপাতাল বেডের পাশে গিয়েই শক্ত হয়ে গেলেন, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে; অনুভূতি বাধা মানছে না কোনওমতে।

পেইন্টারের মনে যাও একটু সন্দেহ ছিল দূর হয়ে গেল তা।

'আমার সন্তান...' ঠুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'বেঁচে আছে!'

অ্যামান্ডা গ্যান্ট বেনেট শুয়ে আছে বিছানায়, এখনও অজ্ঞান, নীল একটা হসপিটাল গাউন পরনে; শিরার মধ্যে দুইটা ব্যাগ থেকে তরল ঢুকছে- অ্যান্টিবায়োটিক, একটা মনিটরে ভেসে উঠছে হৃদপিণ্ডের গতি আর রক্তচাপ। মাথায় ক্যাপ পড়ানো, অভিজ্ঞ নিউরোসার্জন অপারেশন করে বের করে নিয়ে এসেছে ধাতব ড্রিলের অংশটুকু; কিন্তু গর্তটা এখনও রয়ে গেছে। সিটি-স্ক্যান করে দেখা গেছে, ড্রিলটা আরেকটু হলেই মাথার সেরেব্রাল কর্টেক্সে প্রবেশ করতো, বেঁচে গেছে অল্পের জন্য।

যথেষ্ট বিশ্রাম পেলেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে সে।

দুজন ব্যক্তি আগে থেকেই বসে আছে রুমে, অ্যামান্ডার নিউরোসার্জন আর টাকার ওয়েন; গত পাঁচ ঘণ্টা ধরেই বসে আছে তারা দুজন।

জ্যাক কার্কল্যান্ড ওকে নিয়ে এসেছে ডিপ ফ্রিদমে, তারপর সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আবু-ধাবিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পেইন্টার বিশ্বাসযোগ্য কাউকে খুঁজছিল, যে সবার অলক্ষ্যে নিয়ে আসতে পারবে অ্যামান্ডাকে ওয়াশিংটনে; সবশেষে ফোন দিয়েছিল কারা কেনসিংটনকে, সে প্রাইভেট জেট প্লেন ব্যবস্থা করেছে এবং পেইন্টার এই সময়ে মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছে।

পেইন্টারের পরিচিতরা ছাড়া আর কেউ জানে না যে অ্যামান্ডা জীবিত।

অন্তত এখন পর্যন্ত না।

গ্যান্ট ফিরে তাকালেন, 'কীভাবে...?'

উত্তরটা যথেষ্ট বড়।

'পাঁচ মিনিটে বলে শেষ করা যাবে না।' বলল পেইন্টার।

প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে বলতে শুরু করল পেইন্টার, বাদ রাখল না কোনওকিছু; দুজনে বসে আছে ওয়ার্ডের ভেতর, পিতা আর তার সন্তানকে চোখের আড়াল করতে চায় না।

অ্যামান্ডার উদ্ধারের বিবরণ শুনে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি, হাত বাড়িয়ে দিলেন টাকারের দিকে, 'ধন্যবাদ।'

টাকার নড করল, 'আমার সৌভাগ্য, স্যার।'

'আমি তোমার কুকুরটার সাথে কখনও দেখা করতে চাই।'

'অবশ্যই, স্যার।'

পেইন্টার অ্যামান্ডার কাহিনীর মূল অংশ খোলাখুলিভাবে বলেছে, কিছু প্রশ্নের উত্তর ও নিজেও অবশ্য খুঁজে পায়নি।

'কিন্তু একটা বিষয় বুঝলাম না, আমার নাতিকে তাদের কেন প্রয়োজন?' বললেন গ্যান্ট।

'আমরা চেষ্টা করছি উত্তরগুলো খুঁজে বের করতে, অ্যামান্ডার জ্ঞান ফিরলে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।'

'বলো।' গ্যান্ট যেন আদেশ দিলেন। চেয়ারে বসে আছেন, দাঁড়ানোর অবস্থাতে নেই এখন তিনি।

'অ্যামান্ডার কাছে একটা পার্সেল আসে বেশ কিছুদিন আগে, পার্সেলে বেশ কিছু মেডিক্যাল কাগজপত্র, ফ্যাক্স আর ল্যাবের রিপোর্ট একটা উড়োচিঠি; সাথে জাল পাসপোর্টও ছিল। চিঠিতে বলা হয়েছিল পালিয়ে যেতে,পরিবারের কাউকে না জানাতে; যথেষ্ট প্রমাণ থাকায় নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পালিয়ে যায় সে।'

'কিন্তু কেন?' গ্যান্টের চেহারায় ভয় এবং সন্দেহের ছাপ; চাপা ক্রোধ ফুটে উঠছে চোখেমুখে।

'বাচ্চাটাকে কেউ অপহরণ করতে চেয়েছিল, আমার বিশ্বাস আপনার নাতি কোনও ধরণের জেনিটিক এক্সপেরিমেন্টের শিকার; মানবশিশু নিয়ে এই ধরণের এক্সপেরিমেন্ট শত শত বছর ধরেই চলছে।'

'কী ধরণের এক্সপেরিমেন্ট?'

'আমি সঠিক জানি না, তবে ডি.এন.এ সংক্রান্ত কিছু; তারা ডি.এন.এ.'র কাঠামোতে বাড়তি প্রোটিন সূত্রক যোগ করতে চাইছে, এবং অ্যামান্ডার সন্তানই প্রথম সন্তান যার মাঝে এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে।'

গ্যান্ট সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু তাদের লক্ষ্য কী? আমার নাতির কাছ থেকে কী চায় তারা?'

পেইন্টার নির্মম কথাটা শেষে বলল, 'অ্যামান্ডার বিশ্বাস তারা বাচ্চাটার ওপর গবেষণা করতে চায়, জীবিত রেখে...অন্তত টিস্যুগুলো...গবেষণা করার জন্য রাখতে চায়।'

গ্যান্ট নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কী? এই নরকের কীটগুলো কারা?'
উত্তর দেওয়ার আগে আরও একটা প্রশ্ন খেলে গেল পেইন্টারের মাথায়।
কোথায় তারা?

দুপুর ১:৪২
ব্লু রীজ পর্বতমালা

স্টেথোস্কোপ ঘুরছে নবজাতকের বুকের ওপর, হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে; গায়ের রং ধূসর হয়ে গেছে, অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে।

ডা. এডওয়ার্ড ব্ল্যাক রায় ঘোষণা করল যেন, 'মারা যাচ্ছে বাচ্চাটা, এমনিতেই অপরিপক্ব, ভ্রমণের ধাক্কাটুকু সইতে পারেনি।' শ্রাগ করল সে।

পেট্রার চোখে হতাশার ছাপ, ঠোঁট চেপে বসেছে; বাচ্চাটিকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে সে, অনেক কিছুই হারিয়েছে তারা, বাচ্চাটিকে হারাতে চায় না।

শিশুটার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমছে।

নবজাতক উষ্ণ ইনকিউবেটরের মাঝে শুয়ে আছে, গায়ে কম্বল জড়ানো; বাড়তি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নজর রাখা হচ্ছে তার রক্তচাপ, হৃদপিণ্ডের গতি, শ্বাস প্রশ্বাস, গায়ের তাপমাত্রার ওপর।

এডওয়ার্ড মাথা ঝাঁকাল, 'পি.আই.সি.সি.[১৯] লাইন ঢুকাও আর সিপ্যাপ[২০] চালু করো, অথবা টিউব আর বাতাসের ব্যবস্থা করো।'

কিছু একটা খুঁজে বের করতেই হবে বাচ্চাটাকে স্বাভাবিক করার জন্য, ডি.এন.এ.'র পি.এন.এ. সূত্রগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।

কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় হচ্ছে, এডওয়ার্ড জানে না কেন এমন হচ্ছে।

সম্ভাব্য কারণ হতে পারে হয়তো ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ.'র গঠনটা গ্রহণ করছে না ওর দেহ, অথবা শিশুটা অসুস্থ হয়ে গেছে। নয়তো স্বাভাবিকভাবেই অপরিপক্ব আর শীর্ণদেহী শিশুটা অসুস্থ হয়ে গেছে। ।

'মুরগি আগে, না ডিম?' জিজ্ঞাসা করল সে বাচ্চাটাকে।

ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ.'র জন্য বাচ্চাটা দুর্বল হয়ে পড়ছে?

নাকি বাচ্চাটার দুর্বলতার জন্য ত্রি-সূত্রক গঠন ভেঙ্গে পড়ছে?

ঘটনা যাই হোক না কেনও, বিষয়টা সে আর পেট্রা দুজনের জন্যেই ক্ষতিকর; দল একদম ব্যর্থতা মেনে নেয় না, প্রশ্রয়ের তো প্রশ্নই আসে না।

এডওয়ার্ড ছোট জানালাবিহীন ওয়ার্ডের চারপাশে তাকাল, নতুন ফ্যাসিলিটিতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই যেমনটা ছিল ইউটোপিয়ার ল্যাবে।

চারকোনা অস্থায়ী ওয়ার্ডের ভিতর কাজ করার মতো দক্ষ যন্ত্রপাতি নেই; ইউটোপিয়া থেকে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই অপ্রত্যাশিতভাবে চলে আসতে হয়েছে, নতুন করে আবার জেনোমিকস ল্যাব তৈরির আগ-পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সন্দেহ নেই, এডওয়ার্ড সময় পেলেই আবার গড়ে তুলতে পারবে পুরো ল্যাব।

ইনকিউবেটরের দিকে তাকাল সে।

দুবাই থেকে আসার পথে বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে গেছে, এডওয়ার্ড নির্দেশ দিয়েছে জরুরি চিকিৎসার জন্য; কিন্তু অত্যন্ত সুরক্ষিত এই ফ্যাসিলিটিতে দক্ষ চিকিৎসক খুঁজে বের করা একটু কঠিন। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে, কেননা এমনিতেই সোমালিয়া এবং দুবাইয়ে প্রচুর সহকর্মী হারিয়েছে তারা।

তবে নতুন লোকবল যোগাড়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু, সময়টাই মূল সমস্যা।

ওদের সচরাচর পদ্ধতিতে দক্ষ লোক যোগাড় করা একটু সময়সাপেক্ষ।

'আমাদের সাহায্য প্রয়োজন।' উপসংহার টানল সে। 'এই ব্যাপারে সক্ষম আর দক্ষ, এমন লোক।'

পেট্রা নড করল, 'আমি ফোন দিচ্ছি, আশা করি এমন লোক আমাদের আশেপাশেই আছে।'

দুপুর ১:৪৫

ডা. লিসা কামিংস নিজের সেলের দৈর্ঘ্য মাপছে, দুপুরের খাবার এখনও খায়নি; সেলটার মধ্যে কী যেন এক বিশেষত্ব আছে, চক্কর দিল পুরোটা।

পায়ের মাঝে শিরশিরে অনুভূতি তাকে সজাগ রাখছে।

দেয়াল সাদা প্লাস্টিকের তৈরি, দরজা শক্ত কাঁচের; দরজায় গাল ঠেকিয়ে সে বাইরে দেখার চেষ্টা করল। আবছাভাবে দেখেছে একটা হল, পুরোটায় এমন সেলে ভর্তি; কিন্তু বেশিরভাগই খালি।

ক্যাট কোথায়?

চিন্তায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যেন ও।

সেলের ভেতর অল্প কয়েকটি জিনিস একটা খাট, একটা ফোম ম্যাট্রেস এবং একটা সিংক ও কমোড, দেয়ালে একটা বড় টিভি; কিন্তু লিসার মনে হচ্ছে কেউ তার ওপর নজর রাখছে।

হয়তো ওষুধের প্রভাবে কিছুটা মস্তিষ্কবিকৃতিও হতে পারে।

গতরাতে হেলিকপ্টার ওদের দুজনকে ধরে ফেলার পর, চারজন ইউনিফর্ম পরা লোক হেলিকপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এল মাটিতে; ওদের দুজনকে বেঁধে উঠালো হেলিকপ্টারে, একটা চেতনানাশক ইনজেকশন দিল। বর্তমান পায়ের খিঁচ লেগে থাকা ও চোখের খচখচে ভাব থেকে অনুমান করতে পারছে, ক্যাটামিন বা সেই ধরণের কোনও ঘুম পাড়ানি ওষুধ একটা দেওয়া হয়েছিল ওদের।

যাত্রাপথে কিছুটা সময়ের জন্য চেতনা ফিরে পেয়েছিল সে, ক্যাট তার পাশে ছিল; তারা দুজন ফোর্ড এক্সপ্লোরারের পিছনের সিটে ছিল। লিসা যথেষ্ট দুর্বল, পিছনের জানালা দিয়ে জঙ্গল দেখে বুঝেছে কোনও এক পর্বতে উঠছে তারা।

সন্দেহ করছে, ওরা আছে ব্লু রীজ পর্বতে। তবে নিশ্চিত হতে পারছে না।

এরপর আবার অজ্ঞান হয়ে যায়, ধারণা করছে আবার ইনজেকশন দেওয়া হয়; হাতের মাঝেও দুইটা ফুটো লক্ষ্য করেছে।

ওর পড়নে নতুন সুতির পোশাক, কেউ একজন ওর পোশাক পাল্টিয়েছে; পুরোপুরি নগ্ন করে ওকে অন্তর্বাসও পড়ানো হয়েছে, পরিষ্কার কিন্তু ব্যবহৃত। মনের মাঝে প্রশ্ন জাগছে, অতীতে যারা এই কাপড়গুলো পড়েছিল তাদের কী হয়েছে।

টিভির মাঝে আওয়াজ হলো, মনোযোগ সরে গেল তার; টিভিতে একটা হসপিটালের ওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে, দুইজন মানুষ ঘোরাফেরা করছে, কাজ করছে বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ওয়ার্ডে।

কম্পিউটারাইজড কণ্ঠস্বর ভেসে এল একটা, 'ডা লিসা কামিংস, আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি একজন মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ এবং পাশাপাশি সাইকোলজিতে পি.এইচ.ডি.-ও করেছেন। কথাটা সঠিক?'

'হ্যাঁ।' সত্যটাই স্বীকার করল সে, জানে মিথ্যা বলে লাভ নেই; ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে তার রেকর্ড ইতিমধ্যেই বের করে নিয়েছে এরা।

'কাজে আসবে, এমন একটা গুণ।' তাকে উপদেশ দিচ্ছে যেন লোকটা। 'আপনার জন্য একটা প্রস্তাব আছে। আমরা চাই আপনি আমাদেরকে একটি নবজাতকের চিকিৎসায় সাহায্য করুন। বর্তমানে আমাদের পর্যাপ্ত লোকবল নেই, বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য একজন দক্ষ চিকিৎসক প্রয়োজন।'

লিসা একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছুল, 'কেন আমি আপনাদের সাহায্য করবো?'

'বাচ্চাটির জীবন বাঁচানো যদি যথেষ্ট না হয়, তবে বন্ধুর জীবন বাঁচানোর জন্য।'

টিভির পর্দার দৃশ্য পরিবর্তিত হলো, সেখানে ভেসে উঠল একইরকম একটা সেলের ছবি, কিন্তু দেয়াল লাল বর্ণের। ক্যাট শুয়ে ছিল বিছানায়, দুজনেই দুজনকে দেখতে পেয়েছে; ছুটে এল মনিটরের কাছে মেয়েটা, স্পর্শ করল হাত দিয়ে।

লিসাও একই কাজ করল, মনিটর ভেদ করে কেটের হাতের উষ্ণতা টের পাচ্ছে যেন।

'ক্যাট...'

'লিসা, তুমি ভালো আছো?'

মনিটর কালো হয়ে গেল, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

কণ্ঠস্বর আবার বলল, 'আপনার প্রতিটি ব্যর্থতা ও অবাধ্যতার ফল ভোগ করবে আপনার বন্ধু; নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুন, তাহলে দুজনেই বেঁচে থাকতে পারবেন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, ঠাণ্ডা অনুভব করছে সে। 'কী করতে হবে আমাকে?'

ইলেকট্রিক দরজাটা একটা ক্লিক আওয়াজের সাথে খুলে গেল।

'ডানে মোড় নিয়ে হলের একদম শেষ মাথায় যান।'

মনিটর বন্ধ হয়ে গেল।

লিসা একটু ইতস্ততঃ করছে, কিন্তু জানে এছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই; সহযোগিতা করলে কিছুটা বাড়তি সময় পাবে-এই সময়ে পালানোর উপায়ও খুঁজে

পেতে পারে, আর পেইন্টারও ওদেরকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। প্রেমিকের চেহারাটা স্মরণ করল সে, ধূসর চুল, চোখে বুদ্ধির ঝিলিক-সবশেষে চোখে ভেসে উঠল ভালবাসাময় দৃষ্টি।

শক্তি সঞ্চয় করে নড়ে উঠল সে, দরজা খুলে ডানে মোড় নিল; দুইপাশে এক ডজন সেল, কিন্তু ক্যাট নেই একটাতেও, সবগুলো সেল খালি।

'ক্যাট!' আস্তে ডাকল সে, কিন্তু কোনও সাড়া পেল না; ধীরগতিতে হাঁটছে, নজর রাখছে আশেপাশে।

বেশ কয়েকটা রুম অব্যবহৃত, অপেক্ষা করছে যেন নতুন কোনও অতিথির!

অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে সামনে থেকে, হলরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সে একটা ছোট ওয়ার্ডে-টিভিতে দেখেছিল যেটা; পুরো মেঝেতে যন্ত্রপাতি আর বক্সের ছড়াছড়ি। রুমের অর্ধেকটায় নিউন্যাটাল ইউনিট, এক মাস্ক পড়া মেয়ে তাকে দেখে ইশারা করল, যেনও নিজের চিরচেনা কোনও সহকর্মীকে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ডাকছে। কাছাকাছি যাওয়ার আগেই রুমের অন্য দরজাটা খুলে গেল, চওড়া কাঁধের এক লোক প্রবেশ করল; পড়নে ধূসর স্যুট, মাথার সাদা চুল পরিপাটি, মার্জিত আচরণ তার চলাফেরায়।

লিসা তাকে চিনতে পেরে যেন জায়গায় জমে গেল।

লোকটা একহাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য, 'ধন্যবাদ, ডা. লিসা কামিংস; আমার নাতির চিকিৎসার জন্য রাজী হওয়াতে।'

লিসা যন্ত্রের মতো হাত মেলালো।

লোকটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত, বর্তমান সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং প্রেসিডেন্টের ভাই।

রবার্ট এল. গ্যান্ট।

দুপুর ১:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'বলো।' জেমস গ্যান্ট দাবি জানালেন, তাকিয়ে আছেন পাশের রুমের দিকে, যেখানে শুয়ে আছে তার মেয়ে। 'এসবের পিছনে কে আছে?'

কথাগুলো বলতে কিছুটা কুণ্ঠা অনুভব করছে পেইন্টার; রুমে আছে কেবল প্রেসিডেন্ট, সে আর জেসন।

জেসন কার্টার মেডিক্যাল অফিসের কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে; সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের একজন অ্যামান্ডার পাশে, আরেকজন হলরুমে পাহারা দিচ্ছে।

নড করল জেসন, সে তৈরি; প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়ে এসেছে এখানে।

পেইন্টার ঘুরে তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে, 'যেমনটা আপনি জানেন মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা প্রথমেই অপহরণের জন্য গিল্ডকে সন্দেহ করি।'

গ্যান্ট বললেন, 'আমি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পড়েছি।'

'গিল্ড তাদের আসল নাম নয়, মূলত একটা বড় সংগঠন তাদের জাল বিছিয়ে রেখেছে গোটা বিশ্বে, এদের এজেন্ট ছড়িয়ে আছে সামরিক বাহিনী, সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে স্তরে। সংগঠনটা কয়েকটি নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে, কিন্তু সম্প্রতিই আমি এই দলের মূল লোককে খুঁজে বের করেছি; গিল্ডের মূল চালক সে।'

গ্যান্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, 'বলে যাও।'

'এই ভেতরের চক্র লুকিয়ে আছে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে, শত শত বছর নিজেদের গুছিয়ে এনেছে।'

'শত শত?'

'হ্যাঁ।' নিশ্চিত করল পেইন্টার। 'হয়তো বা আরও আগে থেকে।'

জেসনকে ইশারা দিল সে, ছেলেটা গ্যান্ট পরিবারের পুরো ইতিহাস বের করে এনেছে; কিন্তু সময়ের প্রভাবে ধুলো জমেছে ইতিহাসের পাতায়।

'তাদের...' গ্যান্ট বললেন। '...তাদের অপারেশনের ব্যাপারে তুমি কী জানো?'

'দুটি জিনিসঃ প্রথমত তারা আপনার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত।'

গ্যান্ট বিস্ময়ে ঝাঁকি খেলেন যেন, 'কী?'

পেইন্টার বলে চলল, 'দ্বিতীয়ত,তাদের নাম হলো ব্লাডলাইন।'

গ্যান্ট চুপ হয়ে গেছেন, শব্দটা অপরিচিত নয়, অ্যামান্ডাও আগে থেকেই চিনতো নামটা; কিন্তু সে প্রেসিডেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিল।

'ডিরেক্টর, আমি তোমাকে সম্মান করি; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি অযথা গুজবের পিছনে ছুটছ।'

পেইন্টার চুপ করে থাকল, বলার সুযোগ দিল গ্যান্টকে।

প্রেসিডেন্ট বলতে থাকলেন, 'প্রতিটি স্বনামধন্য পরিবারের সাথেই এমন কিছু না কিছু গুজব জুড়ে যায়, যেমনটা-কেনেডি পরিবার, রকারফেলার পরিবারে, ভ্যান ডার বেল্ট পরিবারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন গুপ্তসঙ্ঘের সাথে সম্পৃক্ততার গুজব প্রচলিত। আমরাও ব্যতিক্রম নই, খোঁজখবর নিলে দেখতে পাবে-ফ্রিম্যাসনারি, দ্য ট্রিলাটিরাল কমিশন, স্কাল এন্ড বোনস, দ্য বিল্ডারবার্গ গ্রুপ-প্রতিটার সাথেই সম্পৃক্ততার গুজব প্রচলিত। ব্লাডলাইন বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্য তৈরি এক নাম, পুরো পরিবারে বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনা শুনিয়ে বাচ্চাদের বড় করে তোলে; নামটা উচ্চারিত হয় বাচ্চাদের বিছানায়, দরজার আড়ালে। ভাবা হয় কেউ যদি এদের নাম নেয় তবে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

অবশ্যই হবে, ভাবল পেইন্টার, খুন অথবা সংশ্লিষ্টতা।

'কেউ তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে, ডিরেক্টর। এর কোনও অস্তিত্ব নেই।'

পেইন্টার বুঝতে পারল, সময় হয়েছে সত্য বলার; নড করল জেসনের উদ্দেশ্যে। 'ফুটেজটা দেখাও।' সে নজর ফেরালো গ্যান্টের দিকে। 'অ্যামান্ডা একটা প্রতীকচিহ্ন দেখতে পেয়েছিল তাঁবুর দেয়ালে, একই প্রতীক আমরা পেয়েছি-অ্যামান্ডা যেখানে ভিট্রো-ফার্টিলাইজেশন করেছিল সেখানে।'

জেসন পিছিয়ে গেল, মনিটরের পর্দায় কেটের ফুটেজ চলছে, বড় একটা স্টিলের দরজা ভেসে উঠল পর্দায়।

'ভিডিও থামাও।' বলল পেইন্টার, ক্যাট আর লিসার জন্য উদ্বেগটা আবার জেগে উঠেছে।

ভিডিও থেমে গেল, জুম করা হলো দরজার ওপর; বড় একটা লাল ক্রসচিহ্ন আকা, মাঝে ডি.এন.এ. হেলিক্স। অ্যামান্ডা চিনতে পেরেছিল এই চিহ্ন, জানে এইটা ব্লাডলাইনের সাথে সম্পৃক্ত।

গ্যান্টের নজর দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনিও চিহ্নটার সাথে পরিচিত; ঝুঁকলেন সামনে, বললেন, 'অসম্ভব।'

পেইন্টার পরবর্তী অংশের জন্য জেসনকে ইশারা দিল, 'চিহ্নের পেছনে লুকিয়ে আছে এসব।'

পেইন্টার ভিডিও দেখলো না, নজর রাখছে প্রেসিডেন্টের ওপর; লোকটার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে, ঠোঁট চেপে বসেছে।

যথেষ্ট দেখার পর, পেইন্টার ভিডিও থামিয়ে দিতে বলল জেসনকে; প্রেসিডেন্ট পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেছেন যেন।

গ্যান্ট চোখ সরিয়ে নিয়েছেন; চোখে যেন আগুন জ্বলছে; মেয়েগুলোর জায়গায় নিজের সন্তানকে দেখতে পেয়েছেন তিনি। নড করলেন লোকটা, সত্য মেনে নিয়েছেন; দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি ঠিক হও আর আমার পরিবারের কেউ এই নৃশংসতার সাথে যুক্ত থাকে, তবে আমি তাদের মৃত দেখতে চাই।' ক্রোধ একটা প্রশ্নে গিয়েই ঠেকল, 'কোথা থেকে শুরু করবে?'

পেইন্টার উত্তর দেওয়ার আগেই অন্য একটা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল।

'বাবা ?'

সবাই পাশের রুমের হসপিটাল বেডের দিকে তাকাল, রোগী সজাগ হয়ে গেছে, পিতার কণ্ঠস্বর শুনেছে।

'অ্যামান্ডা...!' গ্যান্ট দৌড়ে গেল মেয়ের পাশে, হাঁটু গেড়ে বসে হাত ধরলেন, 'আমার মেয়ে, আমি আছি এখানে।'

অ্যামান্ডা বাবার চেহারার দিকে তাকাল, প্রেসিডেন্টের চেহারায় স্বস্তির বদলে হতাশার ছাপ; চেতনা-নাশকের প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি মেয়েটা।

নিজের কন্যাকে আশ্বাস দিলেন, 'তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।'

'বাবা, তারা উইলিয়ামকে নিয়ে গেছে, আমার বাচ্চাটা...' মেয়েটার হাত চেপে বসল বাবার হাতে। 'তুমি-তুমি তাকে ফিরিয়ে আনবে?'

আর্তিটা জানানোর পরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

নিউরোসার্জন এগিয়ে এল। 'ওর আরও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

গ্যান্ট তাকালেন পেইন্টারের দিকে, এখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞার ছাপ। 'আমার নাতিকে ফিরিয়ে আনতে আমার কী করতে হবে?'

পেইন্টার স্মরণ করল কেনের ক্যামেরায় দেখা শেষ দৃশ্যগুলো, নীচ থেকে একটা বোট দেখা যাচ্ছিল; বোটটাকে তাড়া করা হয়, বন্দি করা হয় গ্রেকে, পুরোটা দৃশ্য সে দেখেছে, প্রতিটা কথা সে শুনেছে। সুযোগটা শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে।

পেইন্টার তাই চাইছে।

'আমাকে কী করতে হবে?' গ্যান্ট জোর দিলেন কথায়।

পেইন্টার চোখে চোখ রাখল প্রেসিডেন্টের, নির্মম সত্যটা বলল।

'আপনাকে মরতে হবে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

৩৩
৪ঠা জুলাই সকাল ১১:৩৪ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

গ্রে'র পুরো দুনিয়া যেন নড়ে উঠল।

ইলেকট্রিক শক মাথায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে; জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে, ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু ব্যথা নিজে থেকে কমার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। হাতের শিরার ভেতর দিয়ে উষ্ণতা অনুভব করল, ছড়িয়ে পড়ছে বুকের মাঝে; হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল কয়েক সেকেন্ড পর।

ঝাঁকুনিটা ওকে পুরোপুরি সচেতন করে তুলেছে, পুরো জগতটা হঠাৎ করেই সম্মুখে চলে এসেছে। শুয়ে আছে একটা বদ্ধ বক্সে, মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে ছাদ; তাকিয়ে দেখল হাতে একটা মেকানিক্যাল সিস্টেমে সংযুক্ত সিরিঞ্জ। যন্ত্রটা খুলে ফেলে দিল, চেতনা-নাশকের প্রভাব কাটানোর জন্য সিরিঞ্জে দেওয়া হয়েছিল ওষুধ; তরলটা অল্প কিছুক্ষণ আগে ওর শিরায় প্রবেশ করেছে।

কিন্তু কোথায় আছি আমি?

কংক্রিটের দেয়াল চারপাশে, পাঁচ ফুট লম্বা আর তিন ফুট উঁচু বক্সের ভেতরে আছে সে। এক কোনা থেকে একটা ব্যাটারির লাইট জ্বলছে, পুরোটা আলোকিত করে রেখেছে; মেঝেতে পায়ের কাছে ধাতব একটা শাটার। বক্সের ভেতর থেকে বের হওয়ার এই একটাই রাস্তা, কিন্তু রাস্তাটা খুব সম্ভবত বাইরে থেকে খোলা হয়।

হচ্ছেটা কী এখানে?

উত্তরটা বেজে উঠল মাথার ভেতরে, কানের ঠিক ডান দিকটায়।

'সুপ্রভাত, কমান্ডার পিয়ার্স।' কম্পিউটারাইজড একটা কণ্ঠস্বর সম্ভাষণ জানালো ওকে, সন্দেহ হলো, কোনও ব্যক্তি নিজেকে লুকাতে ডিজিটাল সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে।

'ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য দুঃখিত।' কণ্ঠে আত্মগ্লানির কোনও ছাপ নেই, শুধু বলার জন্য বলা। 'বৈদ্যুতিক শক এবং ওষুধ ব্যবহারে দ্রুত সচেতন করা হয়েছে তোমাকে। কারণ, হাতে আর দশ মিনিট সময় আছে কাজে নামার জন্য।'

'কী কাজ?' জিজ্ঞাসা করল সে, কংক্রিটের দেয়ালের ভেতর একটা রাইফেল কেস দেখে উত্তরটা অনুমান করতে পেরেছে।

কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল, হয় ওকে অবজ্ঞা করছে অথবা কথাগুলো একপাক্ষিক।

'তোমার কানের মাঝে থাকা রেডিওতে একটা ব্লাস্টিং ক্যাপ আছে, সাথে লাগানো হয়েছে সি-ফোর।'

গ্রে আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে শক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করল, মনে মনে কল্পনা করল রেডিওটা ফেটে গেল কী হবে।

কণ্ঠস্বর বলেই চলেছে, 'যন্ত্রটা শাস্তি দিতে ব্যবহৃত হবে, তবে যদি তুমি কথামতো না চলো তবেই। একই সাথে এর একটা ট্রান্সমিটার আছে বাইরে দাঁড়ানো একজন গার্ডের কাছে, দশ মিটার দূরত্বে দশ সেকেন্ডের বেশি থাকলে বিস্ফোরিত হবে যন্ত্রটা।'

আমাকে ইলেকট্রিক যন্ত্রের ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে!

মনের মাঝে কু ডেকে উঠল।

'তোমার কাজ-' কণ্ঠস্বর বলছে। '-ঠিক দুপুরে, প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্টকে খুন করা। পাশেই একটি স্নাইপার রাইফেল আর দুই রাউন্ড গুলি আছে; কিন্তু তৃতীয় কোনও সুযোগ পাবে না। তৈরি হয়ে নাও।'

বাংকারের ভেতর লাইটটা ধপ করে নিভে গিয়ে সাথে সাথেই জ্বলে উঠল, পায়ের কাছের দরজাটা খুলে যাচ্ছে; বাইরে দিনের আলো, লাইটটা এতোক্ষণ সূর্যের আলোয় দেখার জন্য ওর চোখকে তৈরি করছিল।

গ্রে ক্যামেরা খুঁজছে, হাতে তুলে নিল মেরিন কর্পস এম৪০এ৩ স্নাইপার রাইফেল আর স্ট্যাবিলাইজিং বাইপড; পরীক্ষা করল অস্ত্রটা, হাজার গজ দূর থেকেও নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম।

কিন্তু এই দূরত্বে আছেটা কী?

গ্রে বাইরে বেরিয়ে এল, দূরে ওয়াশিংটন টাওয়ার নজরে আসছে।

আমি ডি.সি.তে ফিরে এসেছি!

চারপাশে ঘুরে দেখল সে, গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে; পটোমিক নদীর তীরের কাছাকাছি জায়গাটা, চারপাশে সারি সারি বাংকার। ইউ.এস.এম.সি. মেমোরিয়ালের কাছে আছে সে, নীচে সবুজ লন; জায়গাটা খুব পরিচিত, কয়েকজন বন্ধুর সাথে অতীতে এসেছে এখানে।

কাছেই ছোট একটা রাস্তার শেষে বিশাল এক সমাবেশ; তাঁবু, বুথ ও মানুষের ছড়াছড়ি। সবার পড়নেই বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর পোশাক - নীল থেকে শুরু করে ক্যামোফেজ খাকি পর্যন্ত।

রাইফেলটা তুলে নিল সে, টেলিস্কোপে রাখল চোখ; ১০এক্স লেন্স দিয়ে ফোকাস করল। বারবিকিউ করা হচ্ছে, বাচ্চারা খেলছে মাঠে, একটা সামরিক ব্যান্ডদল সঙ্গীত শোনাচ্ছে, ড্রামসেটের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখান থেকেও। মাঠের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা মঞ্চ, সুসজ্জিত করা হয়েছে লাল, সাদা আর নীল বেলুন দিয়ে। সর্বোচ্চ জুম করল সে, সামরিক বাহিনীর লোকেরা পাহারা দিচ্ছে চারপাশ।

সবার মধ্য থেকে টার্গেটকে খুঁজে নিল সে।

গ্রে'র দিকে পিঠ দিয়ে, প্রেসিডেন্ট তার স্ত্রীকে চুমু খেলেন; স্ত্রীর পড়নে গাঢ় নীল প্যান্ট আর গোলাপি-সাদা ডোরাকাটা জামা। 'ফোর্থ অফ জুলাই বারবিকিউ' উৎসব চলছে; গ্রে শুনেছে, এই উপলক্ষে আজ রাতে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ লনে আতশবাজির প্রদর্শনী রাখা হয়েছে।

কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে প্রেসিডেন্ট পত্নীর চেহারায়, মেকআপ দিয়ে ক্লান্তি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি; স্বামীর হাত ধরে রেখেছেন তিনি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিজের চেহারায় কাঠিন্য ধরে রেখেছেন বরাবরের মতো, দুনিয়ার সামনে শক্ত থাকতে হবে তাকে।

দুজনেই জানেন তাদের মেয়ে মারা গেছে, হয়তো বা আসলেই গিয়েছে; শেষ সমুদ্রে দেখেছিল গ্রে অ্যামান্ডাকে, সাথে ছিল ওর দুজন সহকারী। কর্তৃপক্ষ এখনও অ্যামান্ডার অপহরণ এবং মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেনি, মৃতদেহ থেকে নিশ্চিয়তা পেতে অপেক্ষা করছে হয়তো। সম্ভবত হোয়াইট হাউসের চিফ স্পিচ-রাইটার এখন পরিশ্রম করছে এই মর্মান্তিক ঘোষণা লেখার জন্য।

কিন্তু, তার আগ পর্যন্ত অভিভাবকদের স্বাভাবিক থাকতে হবে।

প্রেসিডেন্ট উঠলেন মঞ্চে, এক হাত উঁচু করে নাড়ছেন সবার উদ্দেশ্যে।

জনতার মাঝে খুশির জোয়ার উঠল।

গ্রে হাতের স্নাইপার রাইফেল নামিয়ে রাখল, ম্যাগাজিন দেখে নিচ্ছে; একটা নতুন এম১১৮এলআর রাউন্ড, সর্বোচ্চ লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তার জন্য।

দুইটা ম্যাগাজিন।

নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়তেই হবে।

সতর্কবাণীটা মনে পড়ল তার, তৃতীয় কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কেন অপহরণকারীরা ধরে নিল যে, সে প্রেসিডেন্টকে খুন করবে?

তাদের কাছে সেইচান আছে, কিন্তু এটা যথেষ্ট কারণ নয়।

ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচাতে পুরো বিশ্বের নেতৃত্বকে খুন করতে পারবে না সে; হাতের আঙুল শক্ত হলো রাইফেলের মাজলে।

দুঃখিত সেইচান, আমি কাজটা করতে পারবো না।

'চার মিনিট।' কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল যেন। 'তোমার সহযোগিতা আদায়ের জন্য আমরা পার্কের ফোয়ারার পানিতে পনেরো প্লাস্টিক কার্ট্রিজ সারিন গ্যাস মিশিয়ে দিয়েছি; ফোয়ারার পানি স্প্রে হলে পুরো পার্কের সবাই মারা যাবে, প্রেসিডেন্টসহ। দুপুর বারোটার ঠিক বিশ সেকেন্ড পর স্প্রেটা চালু হবে, যদি না প্রেসিডেন্ট খুন হয়।'

গ্রে নার্ভ গ্যাসটা চিনতে পেরেছে, সামান্যতম স্পর্শও মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম এই গ্যাস।

'একজনের বদলে একশ নিষ্পাপ মানুষের মৃত্যু; এখন বেছে নেওয়ার পালা তোমার, কমান্ডার পিয়ার্স। দুই পদ্ধতিতেই আমাদের প্রয়োজন মিটবে; কিন্তু যদি

তুমি অস্ত্র উঠাও, তবে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের মৃত্যু ঘটবে; বেঁচে থাকবে উপস্থিত বাকি সবাই।'

হিসাব-নিকাশের শীতলতা স্পর্শ করল গ্রেকে, ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে।

'পাশাপাশি, অস্ত্রে তোমার হাতের ছাপ থেকে বাকিরা ধারণা করে নিবে যে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানতে না পেরে সিগমার কোনও এক এজেন্ট খুন করেছে প্রেসিডেন্টকে।'

সিগমাকে পুরোপুরি বরবাদ করার উপায় খুঁজে বের করেছে এরা।

কিন্তু গিল্ড আরও বড় কিছু ভেবে রেখেছে।

'এই হত্যাকাণ্ডের ফলে পুরো দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর পুনর্গঠন নিশ্চিত হবে, পরবর্তী নির্বাচনে জেতার রাস্তা সুগম হবে; জনগণের সহানুভূতি অর্জন করে গ্যান্ট পরিবার থেকে আবার কেউ নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ ক্ষমতা থাকবে আমাদের হাতেই।'

...ব্লাডলাইনের হাতেই থাকবে ক্ষমতা...

কথাগুলো শোনার সাথে সাথেই গ্রে'র মনে হলো পেটের মধ্যে যেন খামচি দিয়েছে কেউ, নতুন একটা তথ্য পেয়েছে সে; কম্পিউটারাইজড কণ্ঠস্বরে হালকা পশ্চিমা টান, যন্ত্র দিয়ে পুরোপুরি মোছা যায়নি। মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে গেল, কণ্ঠস্বরের মালিককে চিনতে পেরেছে। পুরো বিশ্ব লোকটাকে চিনে চমৎকার একজন মানুষ হিসাবে, কিন্তু ভাইয়ের পিঠেই ছুরি মারতে চাইছে লোকটা; ক্ষমতার লোভ পেয়ে বসেছে অমানুষটাকে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই লোকটা প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারবে কোনও ঝামেলা ছাড়াই।

লোকটা বর্তমান সেক্রেটারি অফ স্টেট।

রবার্ট লি গ্যান্ট।

গ্রে চোখ মুদল, মনে পড়ল, অনুমান করতে পেরেছিল পেইন্টার কিছু গোপন করছিল তার কাছ থেকে; কথাটা গিল্ডের ব্যাপারে, এই গুপ্তসংঘ-ই দায়ী তার মায়ের মৃত্যুর জন্য।

গোপন কথাটা কী?

পেইন্টার কী এই লোকটাকেই সন্দেহ করেছিল এতোদিন?

এজন্যই পেইন্টার চায়নি, কেউ জানুক অ্যামান্ডা বেঁচে আছে; কারণ কথাটা প্রেসিডেন্টের ভাইয়ের কানেও পৌঁছে যেতে পারে।

নিজের ভেতর রাগ দানা বেঁধে উঠছে, পেইন্টার একটা কারণেই কথাগুলো ওকে জানায়নি; কারণ সত্যটা জানার পরপরই রবার্ট গ্যান্ট-ই হয়ে উঠত ওর একমাত্র লক্ষ্য, সর্বস্ব নিয়ে হামলা করতো লোকটার উপর।

হয়তো সেজন্যেই গ্রে'কে কথাটি জানায়নি পেইন্টার।

তারপরও

জানানো উচিত ছিল।

'এক মিনিট।' কণ্ঠস্বর সতর্ক করল যেন। 'তুমি আমাদের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করবে - বলা মাত্রই গুলি করবে।'

গ্রে ম্যাগাজিন বসালো জায়গামতো, পূর্ব-অবস্থানে ফিরে গেল; নিজের ভেতর লজ্জা এবং রাগ গুমরে উঠছে। সে জানে না কানের যন্ত্রটার ব্যাপারে কণ্ঠস্বর মিথ্যা বলছে কিনা, এটাও জানে না কাজ শেষ করার পর যন্ত্রটা বিস্ফারিত হবে কিনা। যাই হোক না কেন, গ্রে ঝুঁকি নিবে না।

জেমস টি. গ্যান্টকে মরতে হবে।

সে রাইফেলের নিশানা প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্টের মাথার ওপর তাক করল। সবকিছু আরেকবার চেক করে দেখল সাতশো গজ দূরত্ব , ইউ.এস.এম.সি. এম৪০এ৩-এর জন্য একদম সহজ শিকার! সে লোকটার কানের পিছনে নিশানা করল, কোনওভাবেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। উৎসবের গান ও হাসির আওয়াজ তার কানে ফিকে হয়ে এল, সম্পূর্ণ মনোযোগ টার্গেটের দিকে।

ইউনাইটেড স্টেটসের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তিনজন প্রেসিডেন্ট একই দিনে খুন হয়েছেন, সেই দিন ৪ঠা জুলাই-স্বাধীনতা দিবস।

তারা হলেন: থমাস জেফারসন, জন এডামস এবং জেমস মনরো।

আজ হয়তো সংখ্যাটা চার হবে।

প্রেসিডেন্ট ঝুঁকল নীচে, লোকটা বাধ্য করল গ্রেকে অনুসরণ করতে; সাথে একজন লোক আর একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, গ্রে চিনতে পেরেছে শেফার্ডটাকে।

কেন!

গ্রে জুম কমিয়ে তাকাল, জেমস গ্যান্ট সোজা হয়ে করমর্দন করছেন ক্যাপ্টেন টাকার ওয়েনের সাথে। ক্যাপ্টেন ইউনিফর্ম পরে আছে, নীল পোশাকে জ্বলজ্বল করছে মেডেল আর এওয়ার্ড; টাকার দাঁড়িয়ে আছে পাশে। দুই যোদ্ধাকে সম্মানিত করছেন কমান্ডার ইন চিফ।

কিন্তু গ্রে জানে, টাকার আর কেন এজন্য আসেনি এখানে।

পেইন্টার প্রতি জমে থাকা রাগ নিমেষেই উধাও হয়ে গেল, বদলে মনে জেগে উঠল শ্রদ্ধা এবং শান্তির অনুভূতি; ডিরেক্টর দুবাইয়ের রেকর্ড করা ভিডিওটি অবশ্যই পেয়েছে-কিন্তু গ্রে'কে এখন কী করতে হবে?

গ্রে মঞ্চে খুঁজল, পেইন্টার নিশ্চয়ই টাকারকে কোনও নির্দিষ্ট কারণে এখানে রেখেছে; সাবেক আর্মি রেঞ্জার সিগমার নিয়মিত সদস্য নয়, সুতরাং কারও তাকে

চিনতে পারার কথা নয়। অবশ্যই পেইন্টার কোনও একটা সংকেত পাঠাতে চাইছে গ্রে'র কাছে!

জানাতে চাইছে, সে জানে সবকিছু!

টাকার পাশাপাশি কেনও আছে স্টেজে।

গ্রে কেনের দিকে নজর দিল; শেফার্ড শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, লেজ উঁচু, নাক উপরের দিকে। কুকুরটাকে এই অবস্থায় বেশ কয়েকবার দেখেছে সে, কেন কাঙ্ক্ষিত গন্ধ খুঁজে পেলে এমন ভঙ্গি করে।

কুকুরটা একটা নির্দিষ্ট কিছু দেখাতে চাইছে; গ্রে ফিরে তাকাল সেদিকে, কেন মঞ্চের একটা লাল বেলুনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে পূর্ণ জুম করে তাকাল বেলুনটার দিকে, বেলুনের গায়ে একটা ছোট গ্রীক অক্ষর দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে; খুব ভালোমতো না তাকালে দেখা যায় না চিহ্নটা।

Σ

সে হেসে রাইফেলের চূড়ান্ত সমন্বয় করল।

কানের মাঝে আদেশটা ভেসে এল, 'গুলি করো।'

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স...

...টিপে দিল ট্রিগার!

৩৪
৪ঠা জুলাই দুপুর ১২:০০ ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

গুলির আওয়াজ শোনা যায়নি-শুধুমাত্র বেলুন ফোটার আওয়াজ হয়েছে।

মঞ্চের সবাইকে সচকিত করে তুলল আওয়াজটা।

কিন্তু টাকারকে নয়।

সংকেতটার জন্য অপেক্ষা করছিল সে, সবার অলক্ষ্যে পকেটে রাখা ট্রান্সমিটারে চাপ দিল সে; প্রেসিডেন্টের জামার নীচে রাখা একটা পটকা বিস্ফোরিত হলো, প্যাকেটে থাকা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল প্রেসিডেন্টের বুকের কাছের অংশ, পিঠের দিকে ফিনকি দিয়ে ছিটল রক্ত।

প্রেসিডেন্ট পত্নী চিৎকার দিয়ে উঠলেন, রক্তের ছিটা লেগেছে মুখে।

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা সাথে সাথেই প্রেসিডেন্টকে ঘিরে দাঁড়াল, নামিয়ে আনল মঞ্চ থেকে; টাকার আর কেন সরে গেল একপাশে। মানবঢাল তৈরি করা হয়েছে প্রেসিডেন্টের চারপাশে, প্রেসিডেন্ট পত্নীকে সরিয়ে নেওয়া হলো অন্যপাশে। টাকার পা ঠুকল, কেনকে সাথে নিয়ে দৌড়ে গেল প্রেসিডেন্টকে যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকে। মানুষের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে সবাই, বাচ্চারা লুকিয়েছে মা-বাবার দেহের আড়ালে। একটা বারবিকিউ মেশিন পড়ে গেল লোকজনের ধাক্কায়, আগুন লেগে গেছে একটা তাঁবুতে; উপস্থিত সবাই সাবেক বা বর্তমান সামরিক কর্মকর্তা, আগুনে তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কমান্ডার ইন চিফের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে সবাই, নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে রেখেছে এখনও প্রেসিডেন্টকে।

প্রেসিডেন্টের লোকেরা পৌঁছে গেছে পার্কিং লটে এবং মোটর শোভাযাত্রার কাছে; পরিকল্পনা-মাফিকভাবেই চলছে সবকিছু, ইউ.এস.এস.এস. ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার সুবারবান-সিক্রেট সার্ভিস ব্যবহার করে বিমান হামলা প্রতিরোধে করতে। পুরো অঞ্চলটা ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলেছে, প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করছে অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত।

হুড়োহুড়ির মাঝে সবার অলক্ষ্যে সিক্রেট সার্ভিসের দুইজন সদস্য প্রেসিডেন্টকে তুলল জরুরি গাড়িতে, সাথে উঠল টাকার এবং কেন। একই সময়, একটা খালি অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন চালু করে ছুটে চলল; সাথে একটা ডব্লিউএইচসিএ রোডরানার, মোবাইল কমান্ড এবং কন্ট্রোল ভেহিকল। পুরো মোটর বাহিনী ছুটে চলেছে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে, স্থানীয় পুলিশরা বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তা; প্রেসিডেন্টের লিমোতে উনার পত্নী, চোখের সামনে নিজের স্বামীকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখে হতবিহবল হয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট পত্নী জানেনা কিছুই, গাড়িবহরের সাথে তিনিও যাচ্ছেন; কাজটা নিষ্ঠুর

হয় যাচ্ছে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের আহত হওয়ার খবর সত্য প্রমাণিত করতেই এই ব্যবস্থা।

বিশেষ করে শত্রুর চোখে।

পেইন্টারের মাথা থেকে বুদ্ধিটা বের হয়েছে, অতি বিশ্বাসী কয়েকজনের সাহায্য নিয়েছে সে; বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নির্ভরযোগ্য লোকদের সাহায্যে করা হয়েছে পুরো অপারেশন, কিন্তু খবরটা ঘরের ভিতরেই রাখা হয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করল গায়ের শার্ট খুলতে, গ্যান্টের মুখে ব্যথার ছাপ; জামা খুলে রক্ত পরিষ্কার করতে গিয়ে টের পাওয়া গেল আসল কারণ, সোলডার ব্লেডের কাছে বারুদের বিস্ফোরণে ঝলসে গেছে অনেকখানি।

'স্যার!' অন্য এক এজেন্ট চিন্তিত হয়ে পড়ল।

হাত নাড়লেন তিনি, 'আমি ঠিক আছি, অন্তত কোন বুলেট মাথাটা তো ছিদ্র করেনি!'

অ্যাম্বুলেন্স চালাচ্ছে আরেক এজেন্ট, নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলছে গাড়িটা; গাড়িবহরের উল্টোদিকে যাচ্ছে তারা। গাড়িবহর যাবে জর্জ ওয়াশিংটন হসপিটালে, সেখানে অন্য একটা দল নাটকটা চালিয়ে নিয়ে যাবে; ঘোষণা দেওয়া হবে প্রেসিডেন্টের ফুসফুসে গুলি লেগেছে, বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। জরুরি অপারেশন করতে হবে ওকে বাঁচানোর জন্য, এই সময়টুকুতে নিরাপত্তার স্বার্থে কারও সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই নাটক বেশিক্ষণ চালানো যাবে না।

তাই সময় ঠিক করা হয়েছে ছয় ঘণ্টা।

ছয় ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে শতবর্ষী এই গুপ্তসঙ্ঘকে ঘায়েল করতে।

কানের মাঝে পেইন্টারের আওয়াজ শুনতে পেল, 'রিপোর্ট।'

'প্যাকেজ নিরাপদেই আছে।' টাকার বলল, জানে-প্রেসিডেন্ট বিষয়ক কথা গোপন রাখতে ভয়েস চ্যানেল সি.সি.ই.পি. টাইপ-১ ব্যবহার করে তৈরি করেছে এন.এস.এ.। 'কমান্ডার পিয়ার্সের কোনও খোঁজ?'

'আমরা চেষ্টা করছি।'

স্নাইপার আক্রমণের ব্যাপারে অধিক জ্ঞান থাকায়, পেইন্টার কয়েকটা হাইফ্রেম-রেটের স্লো-মোশন ক্যামেরা বেলুনের দিকে তাক করে রেখেছিল; ক্যামেরার ভিডিও থেকে রাইফেলের গুলি ট্র্যাক করে গ্রে'কে খুঁজে বের করা যাবে। পার্কের ত্রিমাত্রিক মডেল থেকে দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে গ্রে'র অবস্থান।

কমান্ডার পিয়ার্সকে যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে, নিরাপত্তার পাশাপাশি শত্রুদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কেও জানা যাবে তার কাছ থেকে; প্রেসিডেন্টের নাতির ব্যাপারেও খবর নেওয়া যাবে হয়তো।

টাকারের মাঝে অপরাধবোধ জেগে উঠছে, অ্যামান্ডার ছেলেকে ফেলে আসার জন্য; নিজের ভুলটুকু শোধরাতে সবকিছু করতে প্রস্তুত সে।

এবং তার জন্য প্রথমে গ্রে'কে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

লোকটার কাছ থেকে তথ্য নিতে হবে, নয়তো পুরো পরিকল্পনাটাই মাঠে মারা যাবে; ছয় ঘণ্টা পর ঘোষণা করা হবে-অপারেশন সফল, প্রেসিডেন্ট আশ্চর্যজনকভাবে বেচে গেছেন। সে জানে, সময়টুকু পেইন্টার ব্লাডলাইনকে ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং অ্যামান্ডার সন্তানকে খুঁজে বের করতে কাজে লাগাবে, পাশাপাশি জড়িত সবার মুখোশও খুলে দিবে।

কিন্তু কাজটায় বাধা প্রচুর।

গ্রে'কে ছাড়া বাধা অতিক্রম অসম্ভব।

পেইন্টারের গলা রেডিওতে ভেসে এল, 'গ্রে'র অবস্থান পাওয়া গেছে। অফিস টাওয়ারের ইউটিলিটি বাংকার, সাতশ গজ দূরত্বে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টাকার।

সে তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে, 'আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি, স্যার।'

জেসন গ্যান্ট নড করল, 'লোকটাকে হারানো চলবে না।'

সকাল ১২:০১

গ্রে হ্যাচ খুলে যেতে দেখল।

এখনও হাতে স্নাইপার রাইফেল ধরা, একটা গুলির ফলে পুরো সমাবেশ লণ্ডভণ্ড হতে দেখেছে সে। দম আটকে রেখেছিল, যদি সারিন গ্যাস ছেড়ে দেওয়া হয়; কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। পুরো হুমকিটাকেই মিথ্যা মনে হলো তার; তাকিয়ে দেখল, টাকার প্রেসিডেন্টের সাথে দৌড়ে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে।

পুরো বিষয়টাই বুঝতে পারল সে।

তারা পুরো ঘটনাটার মিথ্যা অভিনয় করছে।

ডিরেক্টর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে, কিন্তু গ্রে বুঝল কেন এই ঝুঁকি নিয়েছে সে; বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পেইন্টার, এমনিতেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার। একমাত্র ভরসা বলতে গ্রে, যদি কোনও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু এটাই মূল সমস্যা।

আমিও সবার মতো একই অন্ধকারে আছি।

গিল্ডের সাথে রবার্ট গ্যান্টের জড়িত থাকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পেইন্টার, সে হয়তো পরিবারের ভেতরের কাউকে সন্দেহ করেছে কিন্তু নাটের গুরু এখনও আড়ালেই রয়ে গেছে।

হাতের দিকে তাকাল গ্রে, এখনও এক রাউন্ড গুলি অবশিষ্ট আছে; পেইন্টারকে সামান্য কিছু সময় বাড়তি দেওয়া সম্ভব এর সাহায্যে?

হ্যাচের কাছ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'রাইফেল ফেলে দাও! হাত উপরে!'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে, কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায়।

উত্তরের বদলে গায়ে ইলেকট্রিক শক অনুভব করল সে, যন্ত্রণায় বেঁকে গেল; হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে, কানের যন্ত্রটা থেকে শক লাগছে।

আবার বলল কণ্ঠটা, 'রাইফেল ফেলে দাও! হাত উপরে!'

এগিয়ে গিয়ে হ্যাচের সামনে হাত মেলে ধরল সে, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে।

'মই বেয়ে নীচে নেমে এসো।'

গ্রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে-ব্যথায় নয়, কিছুটা বাড়তি সময় পেতে; মইয়ের দিকে পা বাড়িয়ে ধাপ খুঁজতে লাগল।

'তোমাকে সতর্ক করছি...'

আরেকটা শকের জন্য গ্রে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল, বদলে কানের মাঝে গণনা শুনতে পেল।

দশ ......নয়.......আট.......

কানের যন্ত্রটার টাইমার চালু হয়ে গেছে, ট্রান্সমিটার দশ গজের বেশি দূরত্বে চলে গেছে; আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, পেইন্টার নিশ্চয়ই ওকে অর্ধেক মাথায় দেখতে পছন্দ করবে না। নিজেকে বাঁচাতে হলে দ্রুত ছুটতে হবে ওকে।

...সাত....ছয়.....পাঁচ......

মইটা পায়ের নাগালে আসতেই, দুইপাশ ধরে পিছলে নেমে আসল নীচে; পা মেঝেতে ছোয়ামাত্রই তিনে পৌঁছল গণনা।

তারপর থেমে গেল।

সামনে কয়েকজন সৈনিক, সবার পড়নে কালো পোশাক, হাতে অস্ত্র; একজনকে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল, হাতে লেটেক্স গ্লাভস, তল্লাশি চালাচ্ছে।

'রাইফেল আছে এবং ডি.এন.এ. টেস্টের জন্য কয়েক ফোটা রক্ত।' লোকটা রিপোর্ট করল নীচে নেমে এসে, হাতে ভাঙ্গা সিরিঞ্জ-ইনজেকশন যন্ত্র। 'পুরো পরিষ্কার।'

টিম লিডার বেরিয়ে এল , সবার থেকে লম্বা; ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তির ট্যাটু আঁকা গায়ে, পকেটে ছোট একটা ডিভাইস রাখলো লোকটা।

ট্রান্সমিটার।

'চলো সবাই।' আদেশ করল লোকটা।

পিস্তল ঠেকিয়ে সামনে নেওয়া হচ্ছে গ্রে'কে, নীচের দিকে চলে গেছে একপ্রস্ত সিঁড়ি; তারপর লুকানো দরজা দিয়ে সোজা টানেলে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ হতেই গ্রে পিছনে ফিরে তাকাল, আশা করছে ওর বুদ্ধিটা কাজে লাগবে।

কয়েক কদম পিছিয়ে যেতেই আবার শুনতে পেল গণনা।

দশ...নয়...আট...

দড়িতে বাঁধা বাধ্য কুকুরের মতো ছুটল সে।

আপাতত বাধ্য হয়েই থাকা যাক।

সকাল ১২:৩২

'রিপোর্ট।' সিগমা হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন নেস্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল পেইন্টার।

'আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছি।' ছোট দলটার চীফ বলল। 'বাংকার খালি পড়ে আছে, কমান্ডার পিয়ার্সের কোনও চিহ্ন নেই; শুধু একটা স্নাইপার রাইফেল এবং কয়েক ফোঁটা রক্তের ছাপ।'

পেইন্টার চোখ মুদল, গ্রে'কে হারিয়ে হতাশা জেঁকে ধরেছে; মস্তিষ্কে জোর খাটাল সে, ভাবছে।

একটা রাইফেল এবং রক্ত।

বুঝতে পারছে পেইন্টার।

এরা গ্রে'কে ফাঁসিয়ে সিগমার খ্যাতি ধ্বংস করতে চাইছে, কিন্তু দাবার ঘুটি এখন পেইন্টারের দিকে, চাল চালবে সে।

'রাইফেলটা নিয়ে এসো এখানে।' আদেশ দিল সে। 'রক্তের ছাপ মুছে ফেলো, কোনও প্রমাণ যাতে না থাকে; যা করার দ্রুত করবে।'

আক্রমণের ফলে এখনও গোলমাল চলছে, কিন্তু খুব শীঘ্রই ফরেনসিক টিম খুঁজে বের করে ফেলবে হামলাকারীর অবস্থান; এর আগেই ওর দলকে সব কাজ শেষ করতে হবে।

সাময়িক উদ্বেগ ঢেকে কাজে মনোযোগ দিল পেইন্টার।

সে জানে, গ্রেও তাই করছে।

'কাজ শুরু করার আগে প্রতিটা ইঞ্চি ঠিকমতো তল্লাশি চালাবে, গ্রে অবশ্যই কোনও না কোন সূত্র রেখে গেছে।' রেডিওতে সতর্ক করে দিল পেইন্টার।

'বুঝেছি।'

পেইন্টার কথা শেষ করে ফিরে তাকাল জেসন কার্টারের দিকে, ক্রেটের অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। 'এখানে থেকো। যেকোনও খবর পাওয়া মাত্র জানাবে আমাকে।'

'আমি খেয়াল রাখছি।' জেসন আশ্বাস দিল।

পেইন্টার দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল, সিঁড়ি দিয়ে সবচেয়ে নীচের তলায় নামছে।

প্রেসিডেন্ট এবং তার কন্যা নীচেই আছেন।

লোকটা এখানে গোপনে কয়েক মিনিট আগে পৌঁছেছে, স্মিথসোনিয়ান ক্যাসেল সারাদিন বন্ধ রাখা হয়েছে এজন্য; কেউই দেখেনি বিশেষ এলিভেটরে চড়ে প্রেসিডেন্ট চলে এসেছে সিগমার কমান্ড বাংকারে। সবার বিশ্বাস, জেমস গ্যান্ট বর্তমানে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হসপিটালে জরুরি সার্জারি বিভাগে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

পেইন্টার কমিউনিকেশন নেস্টে বসে তদারকি করছে সব, খুব বেশিক্ষণ এতো মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে রাখা যাবে না। সময় ফুরিয়ে আসছে, পেইন্টার ফিরে এল হাসপাতাল ওয়ার্ডে; সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা পাহারা দিচ্ছে পুরোটা অঞ্চল। গ্যান্ট বসে আছেন অ্যামান্ডার বেডের পাশে, একহাতে কন্যার হাত ধরে রেখেছেন; জামাকাপড়

পালটিয়ে নেভি-ব্লু প্যান্ট আর ধূসর রংয়ের শার্ট পড়ে আছেন। অ্যামান্ডাকে এখনও নিউরোলজিস্টের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, ঘুমিয়ে আছে; মস্তিষ্কে বা চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাধে কিনা, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

পেইন্টার রুমে ঢুকতেই ফিরে তাকালেন গ্যান্ট, 'আমি আসার পর সে কয়েকটা কথা বলেছিল অ্যামান্ডা, বাচ্চাটাকে নিয়ে এখনও দুশ্চিন্তা করছে।'

'আমরাও।'

নড করলেন তিনি, 'ফিল্ড টিম কোনও খবর দিয়েছে? খুঁজে পাওয়া গেছে লোকটাকে?'

পিতার চোখে আশার আলো দেখল সে, কিন্তু মিথ্যা বলতে মন সায় দিচ্ছে না; 'পায়নি, তবে আশা করছি সে আমাদের জন্য কোনও সূত্র রেখে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যাবে।'

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মেয়ের দিকে ফিরে তাকাল, দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'মেয়েটাকে ছোট থাকতেই পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছি আমি, তার শৈশবটাকে করেছি যন্ত্রণাময়। এমনকি এখনও আমি তাকে সময় দিতে পারি না। সে যে বিদ্রোহ করে বসবে এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে, কোনও কিছু না বলেই পালিয়ে গেল মেয়েটা। আমি এতোটুকু বিশ্বাসও অর্জন করতে পারিনি তার!'

চোখের পানি মুছলেন তিনি, কিন্তু কন্যার হাত ছাড়লেন না। 'আমি তাকে কথা দিয়েছি উইলিয়ামকে খুঁজে এনে দিব, আমাকে ব্যর্থ করে দিও না।'

পেইন্টার এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল, সাহায্য করার শপথ করছে যেনও নিঃশব্দে।

'এরা অন্যায় করেছে তার সাথে, আমার পরিবারের সাথে...' গ্যান্ট বললেন। 'যদি আমি খুঁজে পাই শুধু কে আমার মেয়েকে এইভাবে নির্যাতন করেছে, তবে যীশুর কীরে আমি তাকে এই দুনিয়াতেই দোযখ দেখিয়ে ছাড়বো।'

পেইন্টার জানে, প্রেসিডেন্ট চাইলে পারবেন কাজটা করতে।

জেসনের আকস্মিক আবির্ভাবে দুজনেরই মনোযোগ বিঘ্নিত হলো, ছেলেটা ওদের দুজনের পাশে এসে বলল, 'ডিরেক্টর, লিনাস কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে।'

পেইন্টার নিজের ভেতর উত্তেজনা টের পেল, কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল লিনাসের কথা মনে করতে; ভেহিকল-আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রামে কিছু একটা পেয়েছে তারা।

আশার আলো জ্বলে উঠলো তার মাঝে।

জেসনের সাথে মেডিক্যাল অফিসে ছুটে গেল ও, ছেলেটা ইতিমধ্যেই কিবোর্ড হাতে তুলে নিয়েছে, দ্রুত হাতে টাইপ করছে।

'কী?' জিজ্ঞাসা করল পেইন্টার।

প্রেসিডেন্টও চলে এসেছেন সাথে।

'দেখাচ্ছি আপনাকে।' কথা বলার সাথে সাথেই টাইপ করছে জেসন। 'এটা দেখানোর জন্যই দৌড়ে এসেছি নীচে; লিনাস চার্লসটন থেকে বের হওয়ার সব রাস্তার উপর নজর রাখছিল; ফোর্ডটা খুঁজে পাওয়ার জন্য তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যা হলো, শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর অগণিত রাস্তা ছড়িয়ে আছে গাছের শাখা-প্রশাখার মতো।'

'কী খুঁজে পেলে?'

'এটি।' জেসন স্ক্রিনে দেখাল, ফোর্ড এক্সপ্লোরারের সামনের দিকের পরিষ্কার ছবি ভেসে উঠল পর্দায়। 'অরেঞ্জবার্গের বাইরের একটা ড্রাইভ-থ্রু ব্রিজের সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে পাওয়া গেছে।'

উইন্ডশিল্ডের ভেতর লিসাকে দেখতে পেয়েছে পেইন্টার, নিশ্বাস ভারী হয়ে এল তার; একই সাথে স্বস্তি এবং আতঙ্কে। একটা লোক বসে আছে লিসার পাশের সিটে, হাত দুটো বেকায়দাভাবে উপরের দিকে উঠানো; হয়তো আড়মোড়া ভাঙছে নয়তো হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে।

'তুমি ওকে খুঁজে পেয়েছ।' বিড়বিড় করে বলল 'কতোক্ষণ আগের ছবি?'

জেসনকে চিন্তিত স্বরে দুঃখের সাথে বলল, 'দুই দিন আগের যেইদিন ডা. কামিংস চার্লসটন থেকে অপহৃত হয়েছিল।'

প্রেসিডেন্ট দরজা থেকে বলে উঠলেন, 'ডা. কামিংসটা আবার কে?'

সে আমার সবকিছু।

মুখে বলল পেইন্টার, 'নর্থ চার্লসটন ফার্টিলিটি ক্লিনিকে তদন্তে যারা গিয়েছিল তাদের একজন।'

গ্যান্টের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল, জেল-ট্যাঙ্কে ভাসমান মেয়েদের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছে হয়তো।

জেসন আবার তাদের মনোযোগ কেড়ে নিল, 'এটার জন্যই আমি এতো উত্তেজিত।'

পেইন্টার কাছে ঝুঁকল, 'লাইসেন্স প্লেট।'

'দিনের মতো পরিষ্কার। লিনাসকে বলে এসেছি গাড়ির জিপিএস ট্র্যাক করতে, যাতে এর অবস্থান জানা যায়। আমাদের এতোক্ষণে - '

স্ক্রিনে একটা ডায়লগ বক্স ভেসে উঠল।

'পেয়ে গেছি।' জেসন হাইপার-লিংকে ক্লিক করল।

ফোর্ডের ছবি অদৃশ্য হয়ে গেছে, বদলে একটা ম্যাপ ফুটে উঠেছে; নীল বৃত্ত ছোট হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। বৃত্তটার ভেতর দক্ষিণ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া এবং উত্তর ক্যারোলিনা দেখা গেল। অবশেষে বৃত্ত ত্রিভুজ আকার ধারণ করল, থামল ব্লু রিজের মাঝখানে।

প্রেসিডেন্ট আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে আছেন স্ক্রিনে।

'জুম করে ঠিকানাটা বের করতে পারবে?' পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল জেসনকে।

গ্যান্ট উত্তর দিলেন, 'প্রয়োজন নেই। জায়গাটা চিনি আমি, আমার পরিবারের এস্টেট এটা, ফ্লেয়ার-লা-মন্টাজ।'

পেইন্টার কিছু বলার আগেই বেজে উঠল ফোন, আর্লিংটনের ইউনিট কমান্ডার ফোন দিয়েছে।

'ডিরেক্টর, একটা সূত্র পাওয়া গেছে।'

পেইন্টার হৃদপিণ্ড-এমনিতেই গতি বেড়ে গেছে-এখন আরও গতি বেড়ে গেল; বলল, 'কী?

'একটা ছবি তুলেছি, পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে।'

পেইন্টার বলল জেসনকে ছবিটা বের করতে।

কমান্ডার ব্যাখ্যা করল, 'হ্যাচের কাছে মেঝেতে আঁকা হয়েছে চিহ্নটা, খালি চোখে দেখা অসম্ভব। আলট্রা ভায়োলেট স্ক্যান করায় খুঁজে পেয়েছি আমরা, খুব সম্ভবত সি-ফোর দিয়ে আঁকা।'
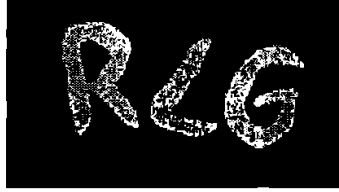
'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ?'

'জ্বী স্যার, আমি টুথপিক দিয়ে একটু ঘষে পরীক্ষা করেছি; স্বাদ আর গন্ধ থেকে তাই মনে হয়।'

জেসন বাধা দিল, 'ছবি পেয়েছি।'

মনিটরে ভেসে উঠল ছবিটা।

তিনটা অক্ষর ভেসে উঠেছে কালো কংক্রিটের মাঝে।

'আর.এল.জি.।' পেইন্টার অস্পষ্টস্বরে বলল, 'কী মানে এর?'

আবারও প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন, কণ্ঠস্বরে তীব্র আঘাতের ছাপ, 'আমার ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম, রবার্ট লি গ্যান্ট।'

পেইন্টার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, দুজনেই জানে গ্যান্ট পরিবারের সদস্যরা জড়িত এর সাথে; কিন্তু এতোটা কাছের হবে, কেউ তা ক্ষুণাক্ষরেও ভাবেনি।

গ্যান্ট নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন, একই কথা ভাবছেন; আঘাতটা বেশ বড় ছিল তার জন্য।

'আমরা আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নই।' পেইন্টার বলল।

'আমি নিশ্চিত।' বলল গ্যান্ট দুর্বল কণ্ঠে।

'কীভাবে?'

গ্যান্ট কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, এখনও জিপিএস ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। 'ববি ফ্যামিলি এস্টেটে ছুটি কাটানোর জন্য গিয়েছে, ঠিক দুই দিন আগে।'

'ফ্রেয়ার-লা-মন্টাজ-এ?'

গ্যান্টকে বিধ্বস্ত লাগছে, 'ফ্রেঞ্চ নামটা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, সবাই একে দ্য লজ নামেই ডাকে।'

৩৫
৪ জুলাই, ১:০৪ ই.এস.টি.
ব্লু রীজ পর্বতমালা

'ত্বকের রঙ ঠিক আছে।' ঘোষণা করল লিসা।

বাচ্চাটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ও, গ্লাভস পরা হাতটা দিয়ে বাচ্চাটার পিঠে ধরে আছে স্টেথোস্কোপ। হৃদপিণ্ডের গতি যেন কোনও পাখিকেও হার মানাবে, এতোটাই দ্রুত! তবে শক্তিশালীও।

আস্তে করে ঠিকমতো শুইয়ে দিল বাবুটাকে, নীল চোখে চোখ রাখল ও।

এডওয়ার্ড ব্ল্যাক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। পেট্রা অন্য একটা ল্যাবে, ডি.এন.এ. অ্যানালাইসিসের রিপোর্ট বের করছে।

'আরেকটু খাবার দেয়া দরকার ওকে,' গ্লাভস খুলতে খুলতে বলল লিসা। 'ভালোই খাচ্ছে বাচ্চাটা, নাকের নল খুলে ফেলেও অসুবিধা হয়নি। মোদ্দা কথা, আশা করি সামনে আর কোনও সমস্যা হবে না।'

'এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়, ডা. কামিংস।' বলল ব্ল্যাক।

এক বিন্দু অতিরঞ্জিত নয় কথাটা। গতকাল বাচ্চাটা মারাই গিয়েছিল প্রায়। কাজ শুরু করার আগে চারটা ঘণ্টা কেবল বাচ্চাটার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিল লিসা। এমনকি তার জেনেটিক অ্যানালাইসিস-ও বাদ যায়নি। অবাক চোখে দেখছিল বাচ্চাটার ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ.-এর গঠন। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল, অতিরিক্ত সূত্রকটাই বাচ্চাটার এই অবস্থার জন্য দায়ী।

সেই সাথে ওদের দূরবস্থার জন্যও...

এডওয়ার্ড ওকে জানিয়েছিল, কীভাবে বাচ্চাটার দেহ এই তৃতীয় পি.এন.এ. সূত্রককে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন? অসুস্থতার জন্য এই প্রত্যাখ্যান? নাকি প্রত্যাখ্যানের জন্য এই অসুস্থতা?

এই প্রশ্নের জবাব কেবল একটা উপায়েই পাওয়া সম্ভব, আর তা হলো বাচ্চাটার অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিবর্তন করা। এরপর নাহয় সূত্রকের অবস্থা দেখা যাবে।

এক্ষেত্রে সেই সুস্থতা অর্জনের জন্য কী করা দরকার, তা বের করেছিল লিসা। বাচ্চাটার পায়খানা পরীক্ষা করে পরজীবীর উপস্থিতির কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। অথচ রক্তের ইউসিনোফিল, যা অ্যালার্জি বা পরজীবীর উপস্থিতি প্রমাণ করে, তার পরিমাণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত বেশি। তাই লিসা সিদ্ধান্ত নেয়, সম্ভবত পি.এন.এ.-এর প্রতি বাচ্চাটার অ্যালার্জি থেকেই এই অসুস্থতা।

তাই ওষুধ হিসেবে ব্যাবহার করেছিল স্বল্প মাত্রার অ্যান্টি-হিস্টামিন আর সেই সাথে শিরাপথে প্রবেশ করাতে শুরু করেছিল স্টেরয়েড। ফলাফল? সে তো চোখের সামনে শান্তিতে ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে!

কিন্তু কতক্ষণ থাকবে এই অবস্থা?

ডি.এন.এ. এর ত্রি-সূত্রক অবস্থা টিকবে তো?

লিসা জানে, এডওয়ার্ড সেই আশাটাই করছে। এখন পেট্রার রিপোর্টের ফলাফলের জন্য ওদের অপেক্ষা। আপনমনে বাচ্চাটাকে বোতলের করে দুধ খাওয়াচ্ছে ও, যমে-মানুষে এই টানাটানি ওকে বিগত কয়েকদিন দুশ্চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু এখন ক্যাটের কথা মনে পড়ছে লিসার। জানে, এই কমপেক্সের কোথাও আছে মেয়েটা। কিন্তু কোথায়?

এই কমপেক্সটাই বা কোথায়?

এতোক্ষণ পর্যন্ত সম্মানই পেয়েছে পেট্রা আর এডওয়ার্ডের কাছ থেকে, হয়তো ওর সাহায্য তাদের প্রয়োজন আছে বলেই। এখনও মনে পড়ছে কথাগুলোঃ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুন, তাহলে দুজনেই বেঁচে থাকতে পারবেন।

বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠছে, তাই লিসার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

এখন?

ধন্যবাদ, ডা. লিসা কামিং; আমার নাতির চিকিৎসার জন্য রাজী হওয়াতে-শব্দগুলো মনে পড়ে গেল ওর।

ভদ্রবেশী দানবটার প্রতি তীব্র ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল ওর মন। এই বাচ্চাটাকে গর্ভে ধারণ করার জন্য কতটা কষ্ট করতে হয়েছে অ্যামান্ডাকে, তা জানে লিসা। তাকে করায়ত্ত করার জন্য কত রক্ত ঝরেছে, কত প্রাণ প্রদীপ নিভে গিয়েছে, তা-ও অজানা নেই। কিন্তু তবুও বাচ্চাটাকে দোষারোপ করতে পারল না ও।

বোতল শেষ করে ফেলল বাচ্চাটা। বড় বড় চোখগুলো ঘুমে জর্জরিত, চারপাশে যে নরক যজ্ঞ চলছে তা জানে না।

এডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল লিসা। দেয়ালে লাগান ক্যামেরাটা ওর গতিপথ নজরে রাখছে। নিশ্চয় রবার্ট গ্যান্টের কাজ, ভাবল লিসা।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। ভান ধরার ইচ্ছা বা মানসিকতা, কোনওটাই অবশিষ্ট নেই ওর। 'এডওয়ার্ড, এই ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. দ্বারা কী আবিষ্কার করতে চাইছ?'

চেয়ারে বসা অবস্থাতেই ঘুরল ব্ল্যাক। 'আমার পৃষ্ঠপোষকদের কী চাই, তা তো জানি না। শুধু জানি, আমি এক বিশাল বড় পরিকল্পনার ক্ষুদ্র একটা অংশ।'

'কী সেই পরিকল্পনা?'

একটা ভ্রু কুঁচকে ফেলল লোকটা, 'প্রাণ-রহস্যের চাবিকাঠি হাতে পাওয়া।'

মৃদু হাসল এডওয়ার্ড। 'শুনতে যতটাই অবান্তর শোনাক না কেন, পি.এন.এ.-ই সেই চাবি। ডি.এন.এ. এর পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম এই সূত্রক। বিশেষ কোনও জীনকে কার্যকারী করে তুলতে চাও? পি.এন.এ. তোমাকে সেই ক্ষমতা দেবে। কোনও জীনের কার্যকারিতা বন্ধ করে দিতে চাও? এক্ষেত্রেও চাবি সেই পি.এন.এ.। এক কথায়, মানুষের যত সীমাবদ্ধতা আছে, সব দূর করে দিতে পারে এই সূত্রক। নিষিক্ত ডিম্বাণুতে নতুন জীন ঢুকিয়ে দেয়া যাবে এই

পি.এন.এ.-এর সাহায্যে। ঈশ্বর তো আমাদেরকে অনেক দিন হলোই বিবর্তিত করে আসছেন, এখন সেই ক্ষমতা চলে এসেছে আমাদের হাতে।'

ইনকিউবেটরে শুয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকাল এডওয়ার্ড। 'কিন্তু ওসব অনেক পরের কথা। এখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, পি.এন.এ. এর স্থিত কোনও অবস্থা তৈরি করা। এরপরের উদ্দেশ্যটা একদম সহজ-সরল...'

'কী সেটা?'

বাচ্চাটার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে জবাব দিল ডাকটার। 'অমরত্ব!'

চমকে উঠল লিসা।

'আহ, ডা. কামিংস। এতো অবাক হবার কিছু নেই।' বলল এডওয়ার্ড। 'এই বাচ্চাটাই পৃথিবীর বুকে প্রথম অমর ব্যক্তি নয়। অমরত্ব দুনিয়াতে আরও আগে থেকেই বিদ্যমান!'

দুপুর ০১:০৭

ওয়াশিংটন ডি.সি.
পাঁচ ঘণ্টা বাকি।

নিজের অফিসে ফিরে এসেছে পেইন্টার। প্রেসিডেন্টকে রেখে এসেছে তার মেয়ের কাছে। পাঁচ ঘণ্টা পর জেমস গ্যান্ট বেরিয়ে এসে ঘোষণা দেবেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ আর বড় অপারেশন শেষ হয়েছে। ধোঁকাবাজিটা টিকিয়ে রাখতে হলে কাজটা করতেই হবে।

ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল কোয়ালস্কিকে, বিশালদেহী লোকটা ওর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পা দুটো।

চমকে জেগে উঠল লোকটা। 'সময় হয়ে গিয়েছে? আমরা কি তৈরি?'

'যতটুকু তৈরি আমাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব, ততটুকু।'

ক্যাবিনেট থেকে একটা সিগ সয়ার বের করে নিল পেইন্টার। দলের অন্যান্য সদস্যদের অন্ত্র বিমান বন্দরে, একটা জেটে অপেক্ষা করছে। বেরোবার মুহূর্তে ডেস্কে রাখা লিসার ছবিটার উপর নজর পড়ল ওর। বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে গেলল ও, বিয়ের প্রস্তাব দিতে আর দেরি করবে না।

দরজার কাছে নড়াচড়ার আভাস ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। টাকার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে কেন। 'কী ব্যাপার, ক্যাপ্টেন, ওয়েন?'

টাকার ভেতরে পা রাখল। 'স্যার, আমি এই মিশনে আপনার সাথে যেতে চাই।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। তবে তোমার দায়িত্ব ছিল অ্যামান্ডাকে খুঁজে বের করা। কাজটা তুমি করেছ। আর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই তোমার উপরে।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার।' পাথরের মতো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাকার। 'কিন্তু অ্যামান্ডার বাচ্চাকে আমি দুবাইতে রেখে এসেছি। ভুলটা শোধরাতে চাই।'

'বাড়তি লোকবল আমাদের কাজেই আসবে। বিশেষ করে তোমার কুকুরের নাকটা! কিন্তু আমরা প্যারাশ্যুট নিয়ে গ্রান্টদের এস্টেটে নামব।'

প্রেসিডেন্টের এস্টেটের উপর দিয়ে বিমান যাওয়া মানা। পেইন্টারের পরিকল্পনা হলো, একদম কাছে গিয়ে প্যারাশ্যুট নিয়ে জাম্প দেয়া। প্রায় তিনশ হাজার একর লম্বা এস্টেটটা বিশাল। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

প্যারাশ্যুটের কথা শুনেও টাকারের মাঝে কোনও ধরণের ভাবান্তর দেখা গেল না। 'কেন আর আমি আগেও বিমান থেকে লাফ দিয়েছি। অসুবিধা হবে না।'

'তাহলে, স্বাগতম ক্যাপ্টেন ওয়েন।'

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল কোয়ালস্কি। 'জায়গাটা দেখি কুকুরদের দখলদারিত্ব হয়ে যাচ্ছে!'

হলে পা রাখাল পেইন্টার, দলের সর্বশেষ সদস্যের এরইমাঝে চলে আসা উচিত ছিল। সময় বয়ে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করা চলে না। এলিভেটরের সামনে গিয়ে ও দাঁড়াতেই, খুলতে শুরু করল ওটার দরজা।

ভেতরে দেখা যাচ্ছে দলের শেষ সদস্যকে। ক্যাটের স্বামী তার নতুন কৃত্রিম হাতটা পরীক্ষা করে দেখছে।

'অবশেষে!' বলল পেইন্টার।

'স্বাধীনতা দিবসে বেবিসিটার খুঁজে বের করা, আর যুদ্ধ জয় করা সমান কথা।' বলল মঙ্ক কক্কালিস। 'বাজে কথা বাদ দিন, চলুন আমাদের প্রেমিকাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

দুপুর ১ঃ২৫
ব্লু রীজ পর্বতমালা

'এই বাচ্চাটা চিরদিন বাঁচবে?' জানতে চাইল লিসা। 'এই তোমার দাবি?'

এডওয়ার্ড এখনও বসেই আছে। 'রোগাক্রান্ত না হলে, বা কোনও দূর্ঘটনা হলে- হ্যাঁ। অনেক...অনেক দিন বাঁচবে ছেলেটা। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত অমরত্বের নাগাল পেতে আরও কাজ করতে হবে আমাদের। একটা কথা কিন্তু সত্যি, অমর মানুষ এরও আগে পৃথিবীতে এসেছে।'

'মানে?'

'পেট্রার কাজ শেষ পর্যন্ত সময় আছে হাতে, তাই বলছি। এটাকে নাহয় আপনার দক্ষতার পুরষ্কার ধরে নিন।'

নড়ে চড়ে বসল লিসা।

'অনেক বিজ্ঞানী-ই বিশ্বাস করেন, আমরা বেঁচে থাকতেই বিজ্ঞান অমরত্বকে স্পর্শ করতে পারবে। ২০৪৫ সালের আশেপাশেই সেটা সম্ভব হবে বলে তাদের বিশ্বাস।

তারমানে, আজ জন্ম নেয়া বাচ্চারা সেই অগ্রগতিকে দেখতে পাবে। ওরা নিজেদের জীবদ্দশায় সেটাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য কথায়, তারাই হবে প্রকৃত অমর। তাই অমর মানুষেরা আমাদের মাঝেই আছে, কথাটা খুব একটা মিথ্যা না। আর কিছু না হলেও, আয়ুষ্কাল বেড়ে যাবে দ্বিগুণ বা তিন গুণ!'

এতোক্ষণে কথাটার অর্থ বুঝতে পারল লিসা।

কিন্তু এমন দাবী তো বিজ্ঞানিরা হরহামেশাই করছেন। 'আমাদের জীবদ্দশাতেই ব্যাপারটা সম্ভব হবে বলে ভাবছ?'

'পাঁচ-দশ বছর এদিক ওদিক হতে পারে। দাবীটা কিন্তু আমি একা করছি না। হাজারো বৈজ্ঞানিক, গবেষক আর উদ্যোক্তার স্বপ্ন এটা। ডাক্তার, জীনবিদ, প্রযুক্তিবিদ, ওষুধ নির্মাতা, অনেকেই আছেন এই দলে। আমাদের এখানে যা যা হচ্ছে দেখছ, তা-ও তাদের অনুপ্রেরণাতেই।'

রবার্ট গ্যান্টের চেহারা ভেসে উঠল লিসার মনে।

কেবল বেঁচে থাকার জন্য এতো কিছু? বিশ্বাস করা কষ্ট। লিসা বুঝতে পারছে, এখানে পর্দার অন্তরালে আরও কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু কী?

সত্যটা কেবল এডওয়ার্ডকে কথা বলাতে থাকলেই জানা সম্ভব।

গর্ব যেন পেয়ে বসেছে লোকটাকে, কথা বলা থামাতে পারছে না। 'এ ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত বা কর্মপদ্ধতি আছে। একটা যন্ত্রকে মানুষের ভেতরে ঢোকাবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যটা মানুষকে যন্ত্রের ভেতরে।'

মাথা নাড়ল লিসা, বোঝেনি কথাটার অর্থ।

'হাজার বছর আগের কথা ভেবে দেখুন, মানুষের গড় আয়ু ছিল তখন কেবলমাত্র পঁচিশ বছর। নয়শ বছর লেগেছে সেটাকে সাঁইত্রিশে নিতে। আর এখন? এখন আমাদের গড় আয়ু আটাত্তর। এর অর্থ, গত একশ বছরে আমরা আমাদের আয়ু দ্বিগুণ করে ফেলেছি। এজন্য অবশ্যই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। অগ্রগতিটা কিন্তু থেমে যায়নি, প্রতি বছর আমাদের গড় আয়ু এক বছর বাড়ছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, আপনার বয়স বাড়ছে এক বছর। তবে সেই সাথে গড় আয়ুও বাড়ছে এক বছর করে।'

'কিন্তু সামনের বছরগুলোতে এই অগ্রগতি হবে কীসের জন্য?'

'বিগত বছর গুলোতে যে জন্য হয়েছেঃ প্রযুক্তি। এরইমাঝে মানুষের মাঝে প্রতিস্থাপিত হয়েছে কৃত্রিম অগ্ন্যাশয়। ত্রিশ হাজার পার্কিনসনিজমের রোগী তাদের মস্তিষ্কে যন্ত্র নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। কমে আসছে প্রযুক্তির আকার, যত কমছে তত বিস্তৃত হচ্ছে তার প্রয়োগস্থল। ন্যানো প্রযুক্তি যখন আণবীক্ষনিক পর্যায়ে যাবে তখন...তখন পনেরো বছরের মাঝে বাজারে পাওয়া যাবে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড! বিশ বছরের মাঝে রক্ত আর পঁচিশ বছরের মাঝে? এমন যন্ত্র আবিষ্কার হবে যা আমাদের নিজের দেহকে শেখাবে, কীভাবে তার বয়স কমাতে হয়!'

বুঝতে পারল লিসা। 'যন্ত্রকে মানুষের ভেতরে!'

'দুই পথের একটা পথ এই তত্ত্ব। কিন্তু অন্য তত্ত্বটা আরও দ্রুত কাজ করবে। আমাদের বানান কম্পিউটারগুলোর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে, নতুন একটা ধারণা জন্ম নিয়েছে-একীভূতকরণ! অতি সত্ত্বর যন্ত্রের ক্ষমতা মানুষের চাইতে বেশি হয়ে দাঁড়াবে, হয়তো এই শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই!'

'এতো দ্রুত?' জানতে চাইল লিসা।

আত্মতৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড। '২০৩০ সালের কম্পিউটার হবে আজকের কম্পিউটারের চাইতে দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। ওমন একটা কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক কিছুই করা সম্ভব। এদিকে বিজ্ঞানীরা এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে মানুষের সাথে একীভূতকরণের পদ্ধতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সুইজারল্যাণ্ডে এরইমাঝে কৃত্রিম মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। দশ বছরের মাঝে আমরা কৃত্রিম একটা পূর্ণক্ষম মস্তিষ্ক পাব বলে তাদের দাবী। আর আমেরিকায় এম.আই.টি.-এর একদল গবেষক কাজ করছে মস্তিষ্কের প্রতিটা সিন্যাপ্সের ম্যাপ বানাবার কাছে। খুঁজতে মানুষের আত্মাকে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিসা। 'আসল উদ্দেশ্যটা বলে দেই? কম্পিউটারের মধ্যে আমাদের ধ্যান, ধারণা, স্মৃতি, চিন্তাকে ঢোকানো?'

'ঠিক, যন্ত্রের ভেতর মানুষ! অমরত্বের দ্বিতীয় পথ।' বাচ্চাটার দিকে তাকাল এডওয়ার্ড। 'কিন্তু আমি খুঁজছি তৃতীয় আরেকটি পথ।'

'কী?'

'সাইবার জেনেটিক্স, আমাদের জেনেটিক কোডের সাথে প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটান।'

'পি.এন.এ. সূত্রক।' হঠাৎ করেই যেন সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল লিসা।

'ডি.এন.এ. আসলে কী, বলুন তো? আমাদের দেহকে কীভাবে বানাতে হবে, সেই তথ্যবাহী অণু ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু এই তথ্য এখন পুরাতন হয়ে গিয়েছে। তাই পি.এন.এ. হচ্ছে মানুষের জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার মহার্ঘ্য অস্ত্র!'

'তোমার এই বিশেষ পি.এন.এ.,' হাতের কাছে ফিরে এল লিসা। 'মানে যেটা বাচ্চাটার দেহে আছে, সেটার কাজ কী?'

'বয়স হবার যে পদ্ধতিকে বাঁধা দান করা। আমরা, মানে বয়স নিয়ে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন, সাতটা মাত্র পদ্ধতিতে দেহ বয়সের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওগুলোকে বাঁধা দিতে পারলে, অমরত্ব একদম হাতের মুঠোয় এসে পড়বে!'

'তোমার পি.এন.এ.' কর্কশ কণ্ঠে বলল লিসা। 'ডি.এন.এ.-এর উপর প্রভাব ফেলে সেই পদ্ধতিগুলোকে বন্ধ করে দেয়!'

'দেয়, কিন্তু পুরোপুরি না। আমরা আমাদের অধিকাংশ মনোযোগ মাত্র একটা পদ্ধতির উপর নিবদ্ধ করেছি-কোষের মৃত্যু। আপনি কী হেফ্লিক লিমিট-এর ব্যাপারে শুনেছেন?'

কথা বলতে চাইল লিসা, কিন্তু পারল না। তাই মাথা নেড়েই কাজ চালাতে হলো ওকে।

'১৯৬১ সালে ডা. লেওনার্ড হেফ্লিক বলেন, মানুষ প্রায় একশ বিশ বছর পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে। কোষগুলো বিভাজিত হওয়ার সংখ্যার উপর নির্ভর করে কথাটা বলেন তিনি। এই সংখ্যাটা নির্ভর করে প্রতিটা কোষের অভ্যন্তরে এক দম শেষে যে ডি.এন.এ. আছে, তার বৈশিষ্ট্যের উপর। এগুলোকে আমরা বলি টেলোমেয়ার। বার বার বিভাজিত হতে হতে যখন টেলোমিয়ারগুলো কর্মক্ষমতা হারায়, তখন কোষ কাজ করা বন্ধ করে মৃত্যু বরণ করে।'

'এর সাথে তোমার পি.এন.এ.-এর কী সম্পর্ক?'

'এই পি.এন.এ.গুলো এমনভাবে বানান যে কোনও দিন কর্মক্ষমতা হারাবে না। এগুলোকে এক হিসেবে চিরস্থায়ী টেলোমেয়ারও বলা চলে। তাই বুঝতেই পারছেন, হেফ্লিক লিমিট এই পি.এন.এ.ধারী কোষের উপর কাজ করবে না।'

'অমরত্বের পথে প্রথম ধাপ!'

নড করল ব্ল্যাক। 'ঠিক ধরেছেন।'

'কিন্তু এসব করে লাভ কী? অমরত্বের প্রচুর অসুবিধাও আছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মন্দা, স্থবিরতা। মানুষ পরবর্তী প্রজন্মকে জায়গা করে দেয়ার জন্যই মারা যায়।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু যদি এই প্রযুক্তি মাত্র গুটি কয়েক লোকের হাতে থাকে তো?'

এই তাহলে তোমাদের পরিকল্পনা? ভাবল লিসা। রবার্ট গ্যান্ট, ব্লাডলাইনকে চিরস্থায়ী করার জন্যই তাহলে কাজটা করছ?

'কিন্তু তুমি এদেরকে সহায়তা করছ কেন?' জানতে চাইল ও।

'কেননা আমি বাধ্য। মানবজাতি সবসময় সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। অজানা সাগরে জাহাজ নামিয়েছি আমরা, কেন? উড়তে শিখেছি, কেন? কারণ সীমাবদ্ধতাকে আমরা ঘৃণা করি। মৃত্যুও এক সীমাবদ্ধতার নাম'।

ঘৃণায় লিসার ভেতরটা যেন কুঁকড়ে যেতে চাইছে। পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে, লোকটাকে ভালোই মনে হয়েছিল ওর। কিন্তু এখন? আপাত ভালোমানুষীর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে উন্মাদনা!

পেট্রা ফিরে আসায়, কিছু বলার হাত থেকে রক্ষা পেল ও। একতাড়া কাগজ নিয়ে ওদের দিকেই আসছে মহিলা।

আশা নিয়ে তাকাল ব্ল্যাক। 'কী অবস্থা?'

'ভালো না। দেখে সুস্থ মনে হচ্ছে, কিন্তু ওর ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারচেয়ে খারাপ কথা, গতি বেড়েছে পুরো পদ্ধতির!'

হাত তুলে চোখ ঘষল এডওয়ার্ড। 'যা ভয় পেয়েছিলাম, বাচ্চাদের দেহ পি.এন.এ. সূত্রক মেনে নিতে চাইছে না।'

'অকেজো মাল।' বলল পেট্রা।

'আরেকটু হলেই...' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডওয়ার্ড।

'নতুন করে শুরু করব আমরা,' স্বান্তনা দিল পেট্রা। 'সফলতা আর বেশি দূরে নেই। তাছাড়া এমনিতেও ওরা শুধু মেয়ে বাচ্চাদের চেয়েছে। ছেলেটা প্রথম থেকে মৃত্যুর মুখে ছিল।'

মৃত্যুর মুখে?

শক্ত হয়ে গেল লিসা। 'কী সব বলছ?'

এডওয়ার্ড যেন হতাশায় ডুবে গিয়ে লিসার উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছিল। 'বুঝতেই পারছেন, ত্রি-সূত্রক পুরুষেরা ভারবাহী গাধা ছাড়া আর কিছুই না। তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তি প্রজন্মকে পি.এন.এ. সূত্রক উপহার দিতে পারবে একমাত্র মেয়েরা।'

'বুঝতে পারছি না।' আস্তে আস্তে এডওয়ার্ডের ডেস্কে রাখা কি-কার্ডের দিকে সরে গেল লিসা, অন্য দুজনকে কথা বলায় ব্যস্ত রাখতে চাইছে।

এই বাচ্চাটার কেশাগ্রের ক্ষতিও তোমাদেরকে করতে দেব না...

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কম্পিউটারে একটা ভিডিও চালিয়ে দিল ব্ল্যাক। পর্দায় দেখা গেল কোষ বিভাজনের একটা ছবি। ডি.এন.এ. সূত্রক দুটি লাল কালিতে রাঙানো, আর পি.এন.এ. সূত্রকটি নীল। সাইটোপপ্লাজমে আরও কিছু পি.এন.এ. সূত্রক দেখা যাচ্ছে। কোষ বিভাজনের সাথে সাথে, পি.এন.এ. সরে গেল পর্দা থেকে; যোগ দিল সাইটোপ্লাজমে থাকা পি.এন.এ-এর সাথে। কোষ বিভাজন শেষ যখন দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হলো, তখন প্রতিটা অপত্য কোষ থেকে একটা একটা করে পি.এন.এ বেড়িয়ে এসে যোগ দিল ডি.এন.এ-এর সাথে। আবার তৈরি হলো ত্রি-সূত্রক।

'এখন বুঝতে পেরেছেন?' জানতে চাইল এডওয়ার্ড।

পেরেছে লিসা। পুরুষদের শুক্রাণুতে থাকে তার ডি.এন.এ.-এর অর্ধেক। আর মেয়েদের ডিম্বাণুতে থাকে তার ডি.এন.এ-এর অর্ধেক, সেই থাকে তার সাইটোপ্লাজম, মাইটোকণ্ড্রিয়া এবং অন্যান্য সব গাঠনিক অঙ্গাণু। তাই ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. ধারী মেয়েদের ডিম্বাণুতে থাকবে পি.এন.এ.-ও।

নড করল লিসা।

'তাহলে আমাদের কেন এই ছেলেটাকে মেরে ফেলতে হবে, তা-ও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

ঝাঁকি দিয়ে সোজা হলো লিসা। 'না...বুঝতে পারিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডওয়ার্ড। 'পেট্রা যেমন বলেছে, বেচারা একটা অকেজো মাল। বিজ্ঞানের সামনে অনুভূতির দাম নেই।'

এডওয়ার্ডের টেবিলের উপর যেন জমে গেল লিসা। কী শুনছে এসব? তারচেয়ে বড় কথা, এতো কষ্টে করে যে বাচ্চাটাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনল, তার এই অবস্থা হতে চলেছে?

অসম্ভব।

লিসা ওকে খুন হতে দেবে না!

এই মুহূর্তে বাচ্চাটার দিকেই এডওয়ার্ড আর পেট্রার সব নজর। তাই নড়ে উঠল লিসা।

লোকটার ডেস্কে রাখা কি-কার্ডের পাশাপাশি তার ডেস্ক ল্যাম্পটাও তুলে নিল হাতে। পেট্রার মাথায় আঘাত হানল ওটা দিয়ে, মুহূর্তের মাঝেই শক্ত মেঝেতে আছড়ে পড়ল মহিলা।

এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে, কিন্তু লাথি মেরে ওর নিচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দিল ও। ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। গতি জড়তাকে বন্ধু বানাল লিসা, হাঁটু দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল তার নাক। অজ্ঞান না হলেও, বেশ কিছুক্ষণের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল বেচারা।

ল্যাম্প রেখে ইনকিউবেটরের দিকে ছুটল ও, সাবধানতার সাথে বাচ্চাটার দেহ থেকে সব তার খুলে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল তাকে। সে জানে, এই জায়গটা কানা গলির মতো। গতকাল রবার্ট গ্যান্ট যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন, সেটা ছাড়া আর এখান থেকে বের হবার আর কোনও পথ নেই। তাই ওদিকেই রওনা দিল লিসা, ফুলে ওঠা গোড়ালীর আর্ত-চিৎকারকে পাত্তাই দিল না। চুরি করে আনা কি-কার্ডটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল দরজা, তার এদিক সেদিক না তাকিয়ে সোজা দৌড়! কপাল ভালো, বাচ্চাটার পেট ভরা বলে কাঁদছে না সে।

পেট্রা বা এডওয়ার্ডকে বেঁধে রাখার চেষ্টাও করেনি লিসা।

কারণটা একদম সহজ।

ও জানে, রবার্ট গ্যান্ট ক্যামেরার সাহায্য ওর প্রতিটা নড়াচড়া দেখছিলেন!

৩৬
জুলাই ৪, দুপুর ১ঃ৪৮, ই.এস.টি.
ব্লু রীজ পর্বতমালা

'গেল কোথায় মেয়েটা?' জানতে চাইলেন রবার্ট গ্যান্ট।

ডা. এমেট ফিল্ডিং-এর অফিসে, একটা কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কয়েক মিনিট আগেই জানতে পেরেছেন, লিসা কামিংস দুজন বৈজ্ঞানিককে আহত করে তার ভাইয়ের নাতিকে নিয়ে পালিয়েছে!

শক্ত হয়ে এল তার মুঠি। নাহ, মেয়েটার প্রতি রাগে নয়, বরঞ্চ ভাইয়ের কথা মনে পড়ায়! নিজের ভেতরে পুঞ্জীভূত দুঃখের পুরোটা হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছেন তিনি। জিমির সাথে কাটানো সময়গুলো মনে পড়ে গেল তারঃ দুই ভাইয়ের একসাথে ঘোড়ার পিঠে চড়ার স্মৃতি, বার্নের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ার গলায় ঢালার স্মৃতি। রবার্টের স্ত্রী মারা গেলে, জিমিই ওকে সামলে উঠতে সাহায্য করেছিল। ওসব স্মৃতিকে আটকে রাখার জন্যই এই মুষ্ঠিবদ্ধ করা।

মনকে বিক্ষিপ্ত রাখার প্রয়াসেই এসেছেন লজে।

ভাইয়ের মৃত্যুটা যে এড়াবার কোনও উপায় ছিল না, তা ভালো করেই জানেন রবার্ট। ব্লাডলাইনের ভালোর জন্য, তার দুই একটা রক্ত বিন্দুকে বিসর্জন দেয়া যেতেই পারে।

'এখনও পাওয়া যায়নি মহিলাকে, স্যার।' জানালো গার্ড। 'ওই অংশটা বেশি একটা ব্যবহৃত হয় না বলে, ওখানে কর্মক্ষম ক্যামেরার সংখ্যাও কম।'

'তাহলে আশে পাশের এলাকার ক্যামেরাগুলো পরীক্ষা করে দেখ।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

অপেক্ষা করতে করতে এস্টেটের নীল নকশা পর্দায় আনলেন রবার্ট। প্রধান ম্যানশন, মানে লজটা প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। উঁচু দেখালে ঘেরা ওই জায়গা। আর তিনি এখন যেখানে আছে, সেই ফ্যাসিলিটি একদম গোপন একটা জায়গা। এমনকী জিমিও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

গবেষণার জন্য নির্মিত এই ফ্যাসিলিটি মোট বিশ একর জমি জুড়ে আছে। উঁচু পর্বতগাত্র আর ইস্টার্ণ কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের মাঝে অবস্থিত জায়গাটা।

জায়গাটা ছিল প্রকৃত পক্ষে একটা খনি। প্রায় একশ বছর আগে, ব্লাডলাইনের এক সদস্য পানিতে প্লাবিত এই মাইনটা আবিষ্কার করে বসে। ধীরে ধীরে সেটাকেই রূপ দেয়া হয় আজকের এই গোপন ফ্যাসিলিটির। মাটির নিচে অবস্থিত স্থাপনাটা পুরাতন বনের ঠিক নীচেই।

এর ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছেন রবার্ট। খালি আর পরিত্যক্ত জায়গাগুলো ওতে কালো বিন্দু দিয়ে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য ...য়ু যুদ্ধের দিনগুলোতে ওগুলো মানুষের

পদচারণায় মুখরিত থাকত। দুই পক্ষের বিজ্ঞানিরাই আসত তখন, কেননা ওরা তখন সেবা করত তৃতীয় একটা পক্ষের-ব্লাডলাইনের।

এখন অবশ্য অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা, ক্যান্সারের মতো দিন দিন ফাঁকা জায়গাগুলো তাদের অধিকার বিস্তার করে চলছে। কারণও আছে অবশ্য, অন্যান্য সব আমেরিকান ব্যবসার মতো এই গবেষণা চালানো হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। ওখানকার সরকার কোনও বাড়তি প্রশ্ন করে না, অর্থ ব্যয় হয় কম, আর সবচেয়ে বড় কথা, রিসার্চ করার মতো সাবজেক্টের কোনও অভাব হয় না!

এখন এখানে কেবল রবার্টের স্বপ্নের প্রজেক্ট নিয়েই কাজ চলছে। এখন অবশ্য ব্লাডলাইন তার রোবটিক্সের পথটাকে অমরত্বের পথ বলে স্বীকার করে না। খুব বেশি বড় হয়ে যায় নাকি ব্যাপারটা। তারা তাই নজর দিয়েছে স্টেম সেল, ন্যানোটেকনোলজী আর ডি.এন.এ. প্রভাবান্বিত করার দিকে। বিগত স্বল্প দিনের মাঝে নিউরো-রোবোটিক্স আবিষ্কার হবার পর, আবার আগ্রহ ফিরে এসেছে মানুষ আর যন্ত্রকে একীভূত করার গবেষণায়।

তারপরও, অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করাটাকে রবার্টের গবেষণার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ব্লাডলাইন। ভুল করে, সে কথাও বলা যাবে না! কেবল আফগানিস্তানেই, আমেরিকান সৈন্যদের পাশাপাশি যুদ্ধ করছে আরও দুই হাজার রোবোট।

তাই একসাথে দুই গবেষণায় চালিয়ে যাচ্ছেন রবার্ট। এর চাইতে ভালো, নিভৃত আর সুরক্ষিত জায়গা আসলেই হয় না।

দুবাই-এর বিশেষ ওই ফ্যাসিলিটি খুইয়ে ফেলার পর, জনশূণ্য হলগুলো আবার জন-পূর্ণ হতে শুরু করেছে। রবার্টের তাতে খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন এক শূণ্যতা ঘিরে আছে তাকে। ভাইয়ের মৃত্যুটা অ্যামাণ্ডার মৃত্যুর অতি অল্প সময়ের মাঝেই হয়ে গেল। এখন আবার নাতীকে নিয়ে এই অবস্থা...কিছু একটা যেন অবশেষে ভেঙ্গে গিয়েছে তার ভেতরে। কিংবা কে বলতে পারে, হয়তো আগে থেকেই ভাঙ্গা ছিলেন তিনি। জিমির মৃত্যু শুধু ব্যাপারটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ব্লাডলাইন ওর পরিবারের প্রতি সদয় আচরণ করেনি।

আজকেই ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়বে ও।

'স্যার,' গার্ডের কথায় সম্বিত ফিরল তার। 'আশেপাশেও নেই।'

'তাহলে প্রতিটা ঘর, ক্লজিট আর কেবিনেট খুঁজে দেখ।'

'জ্বি, স্যার।'

রবার্ট জানেন, কঠিন হবে কাজটা। স্বাধীনতা দিবসের ছুটিতে কেউ নেই এখানে, এমনিতেও খুব একটা বেশি লোক কাজ করত না। কিন্তু নাতীকে যে তার চাই-ই চাই।

এরইমাঝে অনেক কিছু হারিয়েছেন তিনি। আশা করছেন, অবশিষ্ট পরিবার, মানে নাতীটাকে বাঁচাতে পারবেন। তবে তার জন্য তাকে আগে বাচ্চাটাকে পেতে হবে।

দর কষাকষির পণ্যটাকে কাজে লাগাতে হবে এখন!

একটা সেলের ভেতরের দৃশ্য পর্দায় ফুটিয়ে তুললেন তিনি। মাথা কামানো এক মহিলা বিছানায় বসে আছে, হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। মহিলার চেহারা দেখতে হলো না বলে, মনে মনে নিজেকে সৌভাগ্যবান ধরে নিলেন তিনি। ইন্টারকম চেপে ধরলেন আচমকা।

'বলছি,' ডা. ফ্লিডিং তার অফিস থেকে জবাব দিল।

'এমেট, তুমি না আরও চালু আর শক্ত-পোক্ত সাবজেক্ট চাইছিলে?'

'জ্বি, স্যার।'

'তাহলে প্রস্তুত হয়ে নাও।'

লোকটার সাথে কথা শেষ করার পর, প্রয়োজনীয় কিছু ফোনকল সারলেন রবার্ট। কাজ শেষে, নতুন একটা বোতাম টিপলেন তিনি। একজন গোপন একটা ক্যামেরার দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দায়। তবে সে জন্য কেবলমাত্র তার জানা একটা কোড ব্যবহার করতে হয়েছে।

যে বন্দীকে এখন দেখা যাচ্ছে, তার ব্যাপারে অন্য কাউকে একদম জানানো যাবে না।

দারুণভাবে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে-নরম বিছানা, গদিওয়ালা চেয়ার, পাথরের ফায়ারপ্লেস, দেয়ালটাও সুন্দর। ছাদটা কাঠের, শত বছর পুরানো ঝাড়বাতি।

কিন্তু যত দারুনভাবেই সাজানো হোক না কেন, খাঁচা কখনও কী আর ঘর হয়!

জানালা দিয়ে সূর্যালোক আসলেও, গরাদগুলো অনেক মোটা আর পুরু। শক্ত কাঠের দরজা ইস্পাত দিয়ে আটকানো, বৈদ্যুতিকভাবে আটকান!

বন্দী নিশ্চয় ক্যামেরা নড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, মহিলাকে সূর্যালোকে ভাস্বর দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে তাকালেন সে।

আসার সময় যে পোশাক পরেছিল, সেটাই পরে আছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে, গোসল সেরে নিয়েছে।

সবুজ চোখজোড়ার কোনায় যেন একটু ভাঁজ পড়েছে, মিশ্র ইউরেশিয়ান রক্তের কামাল। চোখগুলো দেখতেই যেন রবার্ট হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

পর্দা স্পর্শ করলেন তিনি আলতো করে, জানেন যে এর চেয়ে বেশি কাছে যেতে পারবেন না। বেশ কয়েক বছর আগে গিল্ড ত্যাগ করেছে সে, ব্লাডলাইনের শত্রু হয়েছে।

'এখানেই থাকা উচিত ছিল তোমার,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'তোমাকে পালাতে দেয়া উচিত হয়নি।'

পর্দায় আরেকজনের ছায়া দেখা গেল, বিরক্তিতে ভরে গেল তার মন।

'মি. গ্যান্ট,' বলল লোকটি। 'আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, ডি.সি. থেকে প্যাকেজ নিয়ে হেলিকপ্টার রওনা দিয়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি, এখনই ফিরছি লজে।'

ল্যাব কমপ্লেক্স থেকে একটা ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ম্যানশন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কয়েক মিনিটের মাঝেই তিনি যাওয়া-আসা করতে পারেন।

আরও একটা মুহূর্ত বন্দির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

যেন কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে, চোখ তুলে চাইল মেয়েটা।

ক্যামেরা বন্ধ করতে করতে হাসলেন তিনি, রওনা দিলেন সুড়ঙ্গের দিকে।

তার ভাইয়ের খুনী ওখানে অপেক্ষা করছে!

দুপুর ২ঃ০৩

হেলিকপ্টার ঘুরে আসা শুরু করলে, গ্যান্ট পরিবারের প্রাসাদরুম দালানের দিকে তাকাল গ্রে।

আগেও এই বিশাল দালানের ছবি দেখেছে সে। তবে বইতে, জীবনে কখনও সামনাসামনি দেখেনি। সেই সৌভাগ্য খুম কম লোকেরই হয়েছে। ভ্যানডার বিল্ট, রকারফেলার আর হার্স্ট পরিবারের দালানের সাথে পাল্লা দেবার মতোই গ্যান্ট ম্যানশন। তবে পার্থক্য একটাই, এই দালানটা বানানো হয়েছে পুরানো দিনের ধাঁচ মেনে। সিরিয়ার এক নামকরা ক্রুসেডর ক্যাসেল, দ্য কার্ক ডে শ্যাভেলিয়ার এর আদলে। বাংলা করলে যার নাম দাঁড়ায়, নাইটদের দূর্গ!

বাইরের দেয়ালটায় ছোট ছোট চারকোনা টাওয়ার আর তার মাঝে তীরন্দাজের থাকার স্থান বানান। কম করে হলেও তিন মিটার পুরু হবে ওটা। বিশাল এক আর্চওয়ে ছাড়া ওটা পার হবার উপায় নেই, সত্যিকার এক পরিখার উপরে ঝোলানো সেতুও আছে।

তারপর একটা ছোট প্রাঙ্গণ। ছোট আকারের বাগান আর পার্কিং লটও আছে। বাগানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শতবর্ষী ওকে আর তার পাশে গোলাপের চারা।

দালানটায়, যাকে দূর্গ বললেও অত্যুক্তি হবে না, সত্তরটা ঘর আছে। সবগুলোয় পুরানো দিনের আদলে বানানো, দরজা, উঁচু জানালা আর ব্যালকনি সবই আছে।

প্রাঙ্গণের একটা হেলিপ্যাডে এসে নামল কপ্টার। গ্রে'র মনে হলো, ওর দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে। মাথার পেছনে বন্দুক ধরা অবস্থায় নামিয়ে আনা হলো গ্রে'কে। হাতও পিছমোড়া করে বাঁধা।

পালাবার উপায় নেই ওর। যদি পেছনে থাকা রক্ষীদের হাত থেকে পালাতে পারেও, তবুও বাঁচতে পারবে না। ওর মাথায় লেগে থাকা বিস্ফোরকটার ট্রান্সমিটার যে রক্ষীদলের প্রধানের পকেটে। দশ গজের বাইরে যদি একটা পা-ও রাখে...

...বুম!

ধৈর্যই এখন ওর একমাত্র বন্ধু।

কয়েক পা পেছনেই আছে নেতা, কার সাথে যেন কথা বলছে। অন্য হাতটা ঘাড়ে থাকা ক্রুশের ট্যাটুর উপর। গ্রে কেবল একটা কথাই শুনতে পেল। 'ইয়েস, স্যার।'

গ্রে'র দিকে ফিরল সে। 'আমার সাথে এসো।'

কিছুক্ষণ হাঁটার পর, একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। হলঘরে পা রাখা মাত্র গ্রে'র মনে হচ্ছিল যেন বিশাল একটা ক্যাথেড্রালে এসে উপস্থিত হয়েছে! পুরানো দিনের ডিজাইন হলেও, বেশ আরামদায়ক। মোটা কার্পেট বিছিয়ে নরম করা হয়েছে পাথুরে মেঝে। হলের দুই পাশে দুইটা ফায়ারপ্লেস, এতোটা প্রশস্ত যে দুই দল ঘোড়াও পাশাপাশি চলতে পারবে!

গ্রে বুঝতে পারছে এই জায়গার নাম দ্য লজ কেন রাখা হয়েছে। শিকারকৃত পশুর চামড়া দিয়ে জায়গায় জায়গায় ঢাকা হয়েছে পাথরের মেঝে। দেয়ালে ঝুলছে পশুর কাটা মাথা!

'থেমো না,' দলনেতা আদেশ দিল।

তাড়াতাড়ি আগে বাড়ল গ্রে, হলের অন্য মাথার দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলো মুহূর্তেই। নক করল দলনেতা। 'এসো।'

গ্রে'কে পথ দেখিয়ে লাইব্রেরিতে নিয়ে আসা হলো, ঘরটাকে ফ্রেঞ্চ অ্যান্টিক ফার্নিচার বসিয়ে সিটিং রুমে রূপ দেয়া হয়েছে।

ঘরটার একমাত্র অধিবাসী ঠাণ্ডা ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছে। লোকটার পরণে ধূসর স্যুট, তবে ক্যাজেট খুলে ফেলেছেন তিনি। চেয়ারের হাতলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। সাদা শার্টটা বোতামখোলা, হাতা গোটান।

রবার্ট গ্যান্ট হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ছুটে এল দল নেতা, এগিয়ে দিল ট্রান্সমিটার। সেই সাথে গ্রে'র হাতকড়ার চাবীও। বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে লোকটাকে। দুজনের মাঝে একটা বাক্যও বিনিময় হলো না।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

গ্রে'র চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রেসিডেন্টের ভাই। তারপর বললেন, 'কষ্ট পেয়েছে?'

গ্রে'কে খুলে বলার প্রয়োজন পড়ল না। কিন্তু কী বলছে, তা বুঝতে পারছে না। এই লোকটা বড় ভয়ঙ্কর। ও বুঝতে পারছে, লোকটা নিজের মাঝে আবেগকে চেপে রেখেছেন। তবে কতোক্ষণ পারবে তা বলা যাচ্ছে না! হাতকড়ার চাবি আর ট্রান্সমিটার, দুটোই রবার্টের দখলে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ওর। অথচ ওর ইচ্ছা হচ্ছে, এখনই ছুটে গিয়ে পাষণ্ডটার গলা চেপে ধরে!

ফায়ারপ্লেসের বিপরীত দিকে অবস্থিত চেয়ারে বসার ইঙ্গিত দিলেন রবার্ট।

বসল গ্রে, নিজের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। মায়ের হত্যাকারীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, কীভাবে প্রতিশোধ নেবে তা ভাবছে।

রবার্ট আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবে এবার গলা ভেঙ্গে গেল। 'আমি জানি, জিমির অপারেশন করে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু বলো আমাকে, ও কি খুব কষ্ট পেয়েছিল?'

কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কষ্টটা পরিষ্কার টের পেল গ্রে। জানে না কেন, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ খুলল সে। 'নাহ। আপনার ভাই কষ্ট পায়নি।'

নড করলেন রবার্ট। 'ধন্যবাদ।'

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। যখন তুললেন, তখন চেহারা দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মুছে ফেলে নিভে থাকা ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরবর্তী শব্দগুলো নম্রভাবে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'আমি তোমার মার জন্য দুঃখিত।'

শক্ত হয়ে গেল গ্রে, যেন আরেকটু হলেই ঝাপ দেবে!

কিন্তু কষ্টে বিকৃত হয়ে থাকা লোকটার চেহারা পরমুহূর্তেই শান্ত করে তুলল ওকে। 'কাউকে হারানোর ক্ষত এমন, যা কখনও পুরণ হবার নয়। এমনকী অনন্ত জীবন দিয়েও না।'

সেইচানও এমন একটা কথা বলেছিল, মনে পড়ল গ্রে'র। এই লোকের হয়েছেটা কী? ও আশা করছিল অত্যাচার আর জিজ্ঞাসাবাদ। পেইন্টারকে পাঠান ছোট্ট ম্যাসেজটার উপরেই সব ভরসা রেখেছে।

'এক জীবনে পাওয়া সব দুঃখ-ই আমরা নিতে পারি না,' ব্যাখ্যা করলেন রবার্ট। 'তাই তার চাইতে বেশি কিছু নিতে হয়ে হৃদপিণ্ড ছাড়া হতে হবে। অথবা হতে হবে একদম কমবয়সী, যারা কী হচ্ছে তা বুঝতেই পারবে না। যেমনটা আমি ছিলাম। ওরা যখন আমাকে দলে নিয়েছিল, তখন! '

'কে?' জানতে চাইল গ্রে।

চুপ করে রইলেন রবার্ট, যেন বলবেন কিনা ভাবছেন। 'আমি দেখাব তোমায়, হয়তো আমার পরিকল্পনায় তোমাকে কাজে লাগানো যাবে।'

বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে ফ্রেমের সাথে লাগানো একটা হ্যাণ্ডেল ধরে টানলেন রবার্ট। তাকের একটা অংশ খুলে গেল, গ্রে দেখতে পেল, একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গিয়েছে।

রবার্ট চললেন সামনে সামনে, পেছনে গ্রে। ও ভেবেছিল, হয়তো মাকড়সার জাল আর লণ্ঠন দেখতে পাবে। কিন্তু না, বেসমেন্টে গিয়েই শেষ হয়ে গেল সিঁড়ি। কয়েকটা ল্যান্ডিং-এর দরজা দিয়ে রান্নাঘর, লণ্ড্রী ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। সেলারে গিয়ে থামল ওরা। এখানেও লণ্ঠন নেই, আছে অল্প শক্তির কিছু বাতি।

দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে গেলেন রবার্ট, যেন ভয় পাচ্ছেন যে মন পরিবর্তন করবেন। গ্রে যেন অদৃশ্য কোনও সুতোর টানে পেছন পেছন আসতে বাধ্য হয়েছে।

অনেকটা গভীরে গিয়ে থামল ওরা। যে ঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে ওকের চারটা বিশাল ফ্রেঞ্চ ব্যারেল। আকারে হাতিকেও লজ্জা দেবে।

ওগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ল্যাচ চাপলেন রবার্ট। ব্যারেল কাঠের হলেও, ভেতরটা ইস্পাত দিয়ে মোড়ানো। ভেতরে ঢুকলেন রবার্ট, পেছন পেছন গ্রে। ব্যারেলের ওপাশটা দেখতে ব্যাংকের ভল্ট বলে ভ্রম হয়। তার জন্য হয়তো ওতে লাগানো কি-প্যাডটাই দায়ী!

রবার্ট কি-প্যাডের কয়েকটা বোতাম চাপলেন, সেই সাথে হাত রাখলেন একটা স্ক্যানারের উপর।

সবুজ একটা বাতি জ্বলে উঠল, সেই সাথে ঘুরতে শুরু করল ইস্পাতের দরজা।

ওপাশেই একটা ছোট ঘর, ঘর না। এলিভেটর, বুঝতে পারল গ্রে। রবার্ট কিছু বোতাম চাপতেই ওটা উঠতে শুরু করল।

পুরো সময়টায় একটা কথাও বলেননি রবার্ট। এই মুহূর্তে তিনি কথা বলতে পারবেন বলেও মনে হচ্ছে না।

অবশেষে থামল এলিভেটর, বিশাল একটা ঘরের ভেতর এসে উপস্থিত হলো ওরা দুজন। লম্বায় ফুটবল মাঠের আকারের অর্ধেক হবে কমপক্ষে। একটা সীল করা দরজার সামনে নিজেদেরকে আবিষ্কার করল ওরা। ওপাশ থেকে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মন হয় যেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেহগনির ডিসপ্লে কেসগুলোতে শোভা পাচ্ছে ধূলি ধূসরিত বই, হলদেটে কাগজ আর পুরানো স্মৃতি চিহ্ন।

গ্রে'র দিকে ফিরলেন রবার্ট। 'এখানে লুকিয়ে আছে ব্লাডলাইনের আসল হৃদয়।'

৩৭
জুলাই ৪, দুপুর ২ঃ০৭, ই.এস.টি.
ব্লু রীজ পর্বতমালা

অন্ধকার একটা বাথরুমে আত্মগোপন করে আছে লিসা, বাচ্চাটা কোলেই আছে। পায়ের হাড় কাটার একট ছুঁড়ি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে ও।

ধরা যেন না পড়ে, সেজন্য ল্যাবরেটরীর এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে এমন অংশের উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে ও। অব্যবহৃত অংশগুলোয় এমন ধূলো পড়েছে যে পা রাখলেই ছাপ পড়ে যাবে। অবশ্য আরেকটু হলে নিজেও ধরা পড়ে যেত। কপাল ভালো যে এখানে লুকাবার অনেক জায়গা আছে। পালাতে গিয়ে কখন যে একটা লম্বা করিডরে ঢুকে পড়েছে তা নিজেই টের পায়নি। অন্ধকার এখানে আরও ঘন, মাঝে মাঝে অল্প কিছু এলাকায় আলো আছে!

কয়েক মিনিটের মাঝেই ও বুঝে ফেলল, ভূ-গর্ভস্থ কোথাও আছে নিশ্চয়।

আশেপাশে কোনও জানালাও দেখা যাচ্ছে না।

মাটির উপরে যাবার একটা পথ দরকার।

পালাতে পারলে, নিশ্চয় সাহায্য আনতে পারবে। তারপর সাহায্য করতে পারবে ক্যাটকেও। একা একা কোনও পদক্ষেপ নেয়া বোকামি হবে। পায়ে এখনও প্রচণ্ড ব্যথা, গোড়ালী ফুলে আছে।

তাছাড়া কেবল ক্যাটের জীবনই ঝুঁকির মাঝে নেই!

বাচ্চাটা পেট ভরা দুধ নিয়ে চুপচাপ পুতুলের মতো ঘুমাচ্ছে।

আর কিছুক্ষণ চুপ করে থাক, বাবা!

এখানে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবার জন্যই এসেছে লিসা। এতোক্ষণ ভীত খরগোশের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ও, পালাচ্ছিল শিকারিদের কাছ থেকে। এখন একটু বিশ্রাম পেয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে ভাববার সুযোগ পেয়েছে। এখানকার দেয়ালগুলো হলদে রঙের। সম্ভবত পুরো ফ্যাসিলিটিই এমনভাবে নানা রঙ দিয়ে আলাদা আলাদা করা হয়েছে। সাদা দেয়াল থেকে পালাতে শুরু করেছিল ও, এরপর কমলা আর এখন এসে থেমেছে হলুদে।

ক্যাটের সেলের কথা স্মরণ করার চেষ্টা করল ও।

লাল ছিল ওটার দেয়াল।

বাথরুমের ঠিক বাইরেই একটা ম্যাপ দেখতে পেয়েছে ও। ওটা দেখেই কমে এসেছে লিসার ভেতরের আতঙ্কটুকু, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করা শুরু করে দিয়েছে।

ম্যাপ দেখে যা বুঝল-এই মুহূর্তে তিন লেভেলের মাঝেরটাতে আছে ও, একদম উত্তর পশ্চিম কোণের কোনও এক জায়গায়। এখান থেকে মাটির উপরে যাবার সবচেয়ে সহজ আর সংক্ষিপ্ত পথটাও ম্যাপে আঁকা আছে। তবে ওই পথে যাবে না

সে, শত্রুরা ওর কাছ থেকে এমন আচরণই আশা করবে। সম্ভবত এরইমাঝে ওখানে প্রহরী মোতায়েন হয়ে গিয়েছে।

তাই উল্টো নীচের দিকে যাবে। ম্যাপে দেখতে পেয়েছে, তৃতীয় লেভেল পর্যন্ত লাল দেয়াল যায়নি। একটা করিডরও দেখেছে যেটা ফ্যাসিলিটির সাথে সংযুক্ত, পথটা গিয়েছে লাল অঞ্চলের ঠিক নীচ দিয়েই। ওটা দিয়ে ফ্যাসিলিটির অন্য পাশে চলে যেতে পারবে। তাই অন্য কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনাও কম। ওখান দিয়েও বেরোবার রাস্তা আছে।

আপাতত সেটাকেই চোখের মণি বানিয়েছে লিসা।

ম্যাপ আরেকবার ভালোমতো দেখে নেবার মানসে এগিয়ে গেল ও, এরপর রওনা দিল দরজার দিকে। কিন্তু আচমকা খুলে গেল বাথরুমের দরজা, উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে গেল মেয়েটার চোখ।

কানে এল শিস বাজাবার শব্দ।

প্রহরী বলে মনে হচ্ছে না!

ভারী পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, অনাহূত আগন্তুক পুরুষ। মনে মনে প্রার্থনা শুরু করে দিল লিসা, লোকটা যেন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার ইউরিনালের দিকে চলে যায়। অবশ্য সেই সাথে শক্ত করে ছুরিটা আঁকড়ে ধরতেও ভুল করল না।

স্টলে লাগলে, অন্য কোনও স্টলে যাও! মনে মনে অনুরোধ করল লোকটাকে।

খোদা মেহেরবান, শুনলেন ওর প্রার্থনা। দরজার ঠিক পাশের স্টলে ঢুকল লোকটা, ইচ্ছা করেই ওটা বাদ দিয়ে তার পরেরটায় আস্তানা গেঁড়েছে লিসা। লোকটা কাজ সেরে চলে যাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

হয়তো লোকটার শিষের আওয়াজ শুনতে পেরেই, নড়ে উঠল অ্যামান্ডার বাচ্চা ছেলে। চুপচাপ হাই তুলল সে, কিন্তু লিসা জানে এরপরেই আসবে চিৎকার করে কান্না!

লোকটার কাজ সারতে কতক্ষণ লাগবে, জানে না লিসা। তাই বাচ্চাটা কান্না শুরু করার আগেই পালাতে হবে। কান খাড়া করে জিপার খোলার আওয়াজ শুনল ও, এক মুহূর্ত পরেই কানে ভেসে এল লোকটার স্বস্তির নিঃশ্বাস।

মনে হচ্ছে বেশ খানিকক্ষণ লাগবে তার।

আবার শুরু হলো শিষ বাজানো!

আর ঝুঁকি নেয়া যায় না। সাবধানতার সাথে নিঃশব্দে ভালো পাখানা মাটিতে রাখল ও, ছোঁড়াটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বাচ্চাটাকে হাতের ভাজে শক্ত করে স্থাপন করল। ক্যাটের বাচ্চাদের সাথে অনেকগুলো রাত কাটাবার সুফল এখন ভোগ করছে!

নিজের স্টলটা বন্ধই করেনি কখনও। তাই নিঃশব্দে বেরোতে কোনও অসুবিধা হলো না।

পারব মনে হচ্ছে!

ঠিক তখনই অনুযোগের সুরে আস্তে চিৎকার করে উঠল বাচ্চাটা।

জায়গায় জমে গেল যেন লিসা, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল শিষ। স্টলের ছিটকিনি খোলার আওয়াজ ভেসে এল কেন।

মাথার মধ্যে নতুন আপ্তবাক্যটা খেলে গেল ওর।

এই পরিস্থিতিতে ক্যাট কী করত?

দরজা খুলতে শুরু করার সাথে সাথে ওতে লাথি হাঁকাল লিসা, মুহূর্তে পালটে গেল লোকটার চেহারা। পিছিয়ে গেল সে, তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল লিসাও। লোকটা মুখ তুলে চাইতেই, উন্মুক্ত গলা লক্ষ্য করে চালাল ছোঁড়া। মুহূর্তেই কেটে গেল চামড়া, মাংশপেশী, ট্রাকিয়া। চিৎকার করেছিল হয়তো লোকটা, কিন্তু তা বেরোবার পথ পায়নি। দমকে দমকে কাঁটা ধমনী থেকে বেরিয়ে এল রক্ত। কী ঘটেছে বোঝার আগেই মারা গিয়েছে।

ক্যাট এই কাজটাই করত!

রক্ত বাঁচিয়ে বেরিয়ে এল লিসা, স্টলের দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেল স্টলের দিকে। বাতি নিভিয়ে দিল। জলদি করতে হবে। সদ্য মৃত লোকটাকে নিশ্চয় খুঁজবে কেউ না কেউ। ততক্ষণে ওকে অনেক দূর চলে যেতে হবে।

গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ও, হলটা একদম ফাঁকা। কিন্তু মেয়েটা বাইরে পা রাখতেই কেউ একজন চিৎকার করে ডেকে উঠল ওর নাম ধরে।

ভয়ে কুঁচকে গেল লিসা।

কিন্তু না, কেউ দেখে ফেলেনি ওকে। লাউড স্পীকারে নাম ডাকছে কেবল। পুরুষালী গলা, আগেরবার যে বিকৃত গলা শুনতে পেয়েছিল তার সাথে কোনও মিল নেই। রবার্ট গ্যান্ট বা এডওয়ার্ড ব্ল্যাকের বলেও মনে হলো না।

'ডা. লিসা কামিংস! এই তোমার প্রথম এবং শেষ সতর্কবার্তা। জলদি নিজেকে আর বাচ্চাটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, নয়তো তোমার বান্ধবীর কপালে খারাবি আছে।'

হলের মাঝামাঝিতে একটা মনিটর জ্বলে উঠল, কিছুটা এগিয়ে ওটার দিকে তাকাল লিসা। অপরিচিত এক ল্যাব কোট পরিহিত লোককে দেখা যাচ্ছে। পেছনে দেখা যাচ্ছে ডা. ব্ল্যাককেও। হঠাৎ ক্যাটের ছবি ভেসে উঠল পর্দায়, মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে একটা ধাতব দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। হাতে একটা পাইপ আর ঢাল আছে বলে মনে হলো!

'তোমার যেন বুঝে আসে, তাই একটা ছোট্ট ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি।'

হাট করে খুলে গেল দরজা, সূর্যালোক যেন এবার ক্যামেরার চোখকেই ঝলসে দিল। বাইরের দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দায়। ক্যাটকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হলো বাইরে, ঘাস যুক্ত মাটিতে। দূরে এক সারি ওকে গাছ দেখা যাচ্ছে।

'নিজেকে আমাদের হাতে তুলে দাও, নয়তো এর ভাগ্য প্রতি মুহূর্তে আরও খারাপ হতে শুরু করবে। আর সাবধান করা হবে না তোমাকে।'

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও লাগল না ওর।

এই পরিস্থিতিতে ক্যাট কী করত?

অন্তত ক্যাট ওকে দিয়ে কী করাতে চায়, সেটা লিসার কাছে পরিষ্কার। নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। পালাতে পালাতেই গ্ল্যাডিয়র সাজে সজ্জিত ক্যাটের দিকে ফিরে চাইল একবার। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে আবার।

সাবধানে থেকো, মনে মনে বান্ধবীকে বলল ও।

দুপুর ২ঃ১৮

উরু পর্যন্ত লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে এগোচ্ছে ক্যাট। একহাতে দুই ফুট চওড়া ইস্পাতের ঢাল। অন্য হাতে একটা তিন ফুট লম্বা ফাঁপা পাইপ। লম্বা করে শ্বাস নিল একটা, দেহকে আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছে। সেই সাথে শানিয়ে নিচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোকে।

এখানকার প্রায় সব ঘাসই সবুজ। ওর পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে যাচ্ছে বলে, প্রতি মুহূর্তে কড়া হচ্ছে গন্ধ। আগাছায় মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে ওর গাউনের অংশ। কানে ভেসে আসছে পাখির আওয়াজ। শুনতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না ক্যাট। পাত্তা দিচ্ছে না প্রবাহমান পানির আওয়াজ বা বাতাসে পাতা নড়ে ওঠার আওয়াজটাও।

শিকারি আসছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও।

ওকে প্রস্তুত করার সময় ফিল্ডিং আর ব্ল্যাকের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে ও।

যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশনের সর্বকৃষ্ট উপকরণ। ফিল্ডিং অন্য গবেষককে বোঝাচ্ছিল। *বেঁচে থাকা ইচ্ছাই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী। আমাদের যান্ত্রিক শিকারির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। আমাদের অস্ত্র যদি শিখতে চায়, তাহলে তাকে মাঠে নামতে হবে, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া যান্ত্রিক মস্তিষ্কে নতুন নতুন সিন্যাপ্স বা সংযোগ হবে কী করে! কিন্তু এজন্য চাই শক্ত চ্যালেঞ্জ।*

আগেও ওই ছয় পা বিশিষ্ট হেক্সাপডগুলোকে দেখেছে ক্যাট। কাঁকড়ার মতো করে বানানো টাইটেনিয়ামের যন্ত্রগুলোকে হত্যা করার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বললেও হয়তো কমই বলা হয়ে যাবে। তীক্ষ্ণধার পা, ধারালো ড্যাগার আর ছেঁদ করতে সক্ষম এমন যন্ত্র আছে ওগুলোর ভেতরে। এছাড়া আরও অনেকগুলো ধরণ শুয়ে আছে ওয়ার্ক-বেঞ্চের উপরে। কিন্তু জঘন্যতম হলো ছোট ছোট, ফুলে ওঠা এটুল-মতো দেখতে যন্ত্রগুলো।

এছাড়া ল্যাবের ভেতরে অংশে আছে আরও বড় আকৃতির যন্ত্র, কয়েকটা তো ভালুককেও হার মানাবে। তবে ওগুলো এখনও পুরোপুরি জোড়া দেয়া হয়নি।

ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢালটাকে একবার ওজন করল ক্যাট, সেই সাথে পাইপের অবস্থাটা বুঝে নিতেও ছাড়ল না।

এতোদিন নিরস্ত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি আমরা পডগুলোকে, বলেছিল ফিল্ডিং। *এবারের পরীক্ষায় সাবজেক্টের হাতে থাকবে ভোঁতা অস্ত্র আর ঢাল। আস্তে আস্তে সংখ্যা বাড়াব আমরা। সাবজেক্ট নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত পাঠাতেই থাকবে।*

বাঁ দিক থেকে ভেসে আসা হালকা আওয়াজ ক্যাটের মনোযোগ কেড়ে নিল। ঘুরে দাঁড়াল ও, ঢালটা নিচে নেমে এসেছে। ঘাসের ফাঁক দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে কিছু একটা, যেন মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরি চালানো হয়েছে। আরও চারটা অমন গতিপথ দেখতে পেল ও, চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে চাইছে তাকে।

একে অন্যের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে পারে এগুলো!

জেনে ভালো হলো।

গ্রে হাউণ্ডকে হার মানাবে, এমন গতিতে ছুটে আসছে পডগুলো। ওক গাছ পর্যন্ত পৌঁছাবার সৌভাগ্য হবে না ওর, তাই চেষ্টা করেও লাভ নেই। এখানেই দাঁড়িয়ে যুঝবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দেখবে আর শিখবে পডগুলোর ব্যাপারে।

ওগুলো শিখতে পারলে, ওর শিখতে বাঁধা কোথায়?

তবে এই ঘন ঘাস থেকে বেরোতে হবে ওকে, চারপাশটা আরও ভালোভাবে দেখতে পাওয়া দরকার। শিকারিরা কয়েক সেকেণ্ডের মাঝেই এসে পড়বে। তাই দ্রুত কাজে নেমে পরল ও। ঢাল ব্যবহার করে চারপাশের ঘাসগুলোকে মাটির সাথে প্রায় মিশিয়ে দিল প্রথমে, শুধু বাঁদিকেরটাই ফাঁকা রাখল একটু। ঘাসের ডগাগুলো বাইয়ের দিকে মুখ করা বলে, কার্যকরী একটা সূঁচালো বেড়া তৈরি হয়ে গেল চারপাশে।

প্রথম হেক্সাপডটা কিছুক্ষণের মাঝেই এসে আঘাত হানল বেড়ায়। টাইটেনিয়ামের দেহ আলোতে ঝিলিক মেরে ওঠায়, সেদিকটা লক্ষ করে আঘাত হানল ক্যাট। থেঁতলে গেল হেক্সাপডের পেট। মরেনি, তবে দিক নির্ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেল ওটা। এলোমেলো ঘুরতে শুরু করল।

আরও চারটা সম্ভবত এ থেকে শিক্ষা লাভ করল, কেননা সামনে থেকে ছুটে এল না একটাও। বৃত্তাকারে তারা ঘিরে ধরল ক্যাটকে। হঠাৎ সাপের ছোবল দেবার মতো করে এগিয়ে এল একটা, বাঁ দিকের ফাঁকটা লক্ষ করেছে। তবে বুঝতে পারেনি যে ওটা একটা ফাঁদ।

হাতের নাগালে আসতেই, পাইপ দিয়ে গায়ের জোড়ে আঘাত হানল ক্যাট। সামনের দিকে অবস্থিত সেন্সরগুলোর দফারফা তো হলোই, সেই সাথে জঞ্জালে পরিণত হলো যন্ত্রপাতি। তাতেও রেহাই পেল না বেচারা, আঘাতের তীব্রতায় উড়ে গিয়ে পিঠ দিয়ে পড়ল মাটিতে, আর নড়ল না।

মনে মনে খুশী হলো ক্যাট, হেক্সাপড়ের বর্মে ফাঁক ধরতে পেরেছে।

অন্য তিনটা এখনও ঘুরছে, নিশ্চয় ফন্দি আঁটছে কোনও। আচমকা ঘোরা বন্ধ করে, একসাথে ছোবল হানল তিনটাই। লক্ষ্য বাঁ দিকের ফাঁকা যায়গাটা, তীরের মতো লম্বা এক লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে আছে।

দুঃখিত বাছারা, আজকের মতো বেচাকেনা বন্ধ। ভাবল ক্যাট।

দুম করে ঢালটা নামিয়ে আনল নীচে, একদম প্রথম পডটা আছড়ে পড়ল ঢালে। বার বার পাইপ দিয়ে আঘাত হানল ক্যাট। ঠিক পিস্টনের মতো কিছুক্ষণ ওর হাত

ওঠা-নামার করল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, প্রথম পডটা হাত-পা হারিয়ে অচল হয়ে আছে।

সরে গেল অন্য দুটো, আবার নতুন কোনও ফন্দি আঁটছে।

অপেক্ষা করার কোনও ইচ্ছা নেই ক্যাটের। হাতের মুঠোর সমান একটা পাথর বের করে, ছুঁড়ে দিল ঘাসের মাঝে। এই কম্পনটা অন্য দুই পডের মনোযোগ কেড়ে নিল। বোকা বনে ওদিকে ছুট দিল তারা, কিন্তু পাথরটা নড়াচড়া বন্ধ করতেই থেমে গেল।

এভাবেই তাহলে শিকার ধরে এরা? ভাবল ক্যাট। মোশন সেন্সর আছে নিশ্চয়। তবে সেই সাথে ইনফ্রা রেডও আছে, যেন তারা জীবিত প্রানির দেহ তাপ টের পায়। তবে যেহেতু পাথরটাকে ধাওয়া করেছে, তাই ধরে নেয়া যায় যে তাদের দৃষ্টিশক্তি খুব একটা শক্তিশালী নয়।

কিন্তু শব্দ আর গন্ধ? এগুলো টের পায় কি?

পরীক্ষা করার সময় দিল না অন্য দুই পড। দুই দিক থেকে আক্রমণ চালাল। একটা ঢালের দিকে এগিয়ে আসছে, অন্যটা বেড়ার দিকে।

ঢালটা আবার তুলে নিল ক্যাট, প্রথম পডটাকে বেড়ার ভেতরে আসতে দিল। পরেরটা ঘাসের দেয়ালে বাঁধা পাবার কারণে একটু স্লথ হয়ে গেল। ওটার দেহ থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা ব্লেড, ঘাস কাটছে।

প্রথমটা কিন্তু স্লথ হয়নি। পডটা ওর দিকে ছুটে আসতেই, ঢালটাকে জোরে নামিয়ে আনল নীচে, গিলোটিনের মতো সেটা নেমে এসে গুঁড়িয়ে দিল হেক্সাপডের সামনের অংশ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘাসের বেড়া ভেদ করে ছুটে এল অন্য পডটা, দেহ থেকে একটা করাতের ব্লেড বেরিয়ে এসেছে।

লাফ দিয়ে ক্যাট পাশে সরে যেতেই, প্রথমটার গায়ে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয়টা। টাইটেনিয়ামের দেহও আটকাতে পারল না ব্লেডটাকে। একবার কেঁপে উঠেই, থেমে গেল প্রথম পড। তবে এই কেঁপে ওঠাটাই ছিল যথেষ্ট, প্রথমটার থাবা ঢুকে গেল দ্বিতীয়টার দেহে। একে অপরকে খুন করল দুই যান্ত্রিক শিকারি।

হাঁটু গেঁড়ে বসল ক্যাট, দুই যন্ত্রের অস্ত্রগুলো দেখছে। ভেতরে একটা ডার্টের মতো জিনিস দেখতে পেল, ওটার পাশে লেখা-এ৯৯

এটরফিন হাইড্রোক্লোরাইড!

মারাত্মক শক্তিশালী এক ঘুম পাড়ানো ওষুধ। একটা ফোঁটাই একজন মানুষকে অচল করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

শত্রু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পর, যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিল, সেটার দিকে চাইল ও। জানে, ওরা এখনও তার উপর নজর রাখছে। রাখুক।

দেখা যাক, এরপর কী পাঠায়!

ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের দিকে দৌড়ানো শুরু করল সিগমা সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড, ক্যাট ব্রায়ান্ট।

দুপুর ২ঃ২৮

'ভালো দেখিয়েছে,' বলল এমেট ফিল্ডিং। 'দারুণ ফিট মেয়েটা।'

হাত দিয়ে ভাঙ্গা নাক চুলকাল এডওয়ার্ড। একটা মনিটরের সামনে বসে আছে দুজন, পর্দায় ক্যাটের দৌড়াদৌড়ি দেখা যাচ্ছে।

'এতো সাধের যন্ত্র হারিয়ে রাগ হচ্ছে না?' জানতে চাইল এডওয়ার্ড। 'তাও আবার এতো দ্রুত!'

মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল এমেট। 'কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয়। বারবার চেষ্টা করেই না সেরাটা নির্মাণ করা যাবে! আর আমার কেবল সেরাটাই চাই।'

এমেটের কাছে ব্যাপারটা যে কেবল গবেষণা নয়, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ব্ল্যাক। এটা ওর উত্তেজনার খোরাকও। তবে সেসব তার চিন্তা না।

এই দৃশ্য দেখার পর, লিসা নিশ্চয় বাচ্চাটাকে নিয়ে ফিরে আসবে।

'কোনও খবর?' জানতে চাইল ও।

ঘোঁত করে উঠল এমেট, বোঝাতে চাইল যে লিসাকে পাওয়া-না পাওয়ায় ওর কিছু যায় আসে না। মেয়েটা ফিরে এলেও এখন আর এই পরীক্ষা বন্ধ করা সম্ভব না।

ঘড়ির দিকে তাকাল ব্ল্যাক। লিসাকে একাই খুঁজতে বেরিয়েছে পেট্রা। মেয়েটার হাতে নাস্তানাবুদ হবার পর, রক্তের গন্ধ পাওয়া হাঙরের মতো ক্ষুধার্ত হয়ে আছে সে।

আড়মোড়া ভাঙল ফিল্ডিং। 'দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু করা যাক।'

'এবার কতগুলো পাঠাবে?'

'বিশটা পাঠানো উচিত। কিন্তু এই মেয়েটা যে দক্ষতা দেখিয়েছে, তাতে আমরা এক ধাপ এগিয়ে কাজ করব। নতুন এক উপাদান প্রবেশ করাব খেলায়।'

পেছনে তাকাল লোকটা, ওখানে সব বড় সড় পড রাখা আছে। প্রতিটা চারপেয়ে, প্রতিটা পায়ের শেষে নখরের জায়গায় থাবা। শিকারের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে আনার জন্য এর চাইতে ভালো অস্ত্র আর হয় না। এই চারপেয়েদের কর্মকাণ্ড আগেও দেখেছে এডওয়ার্ড, সেবারই ভয়ে গা শিউরে উঠেছিল।

'ওদের থেকে দুজনকে পাঠাবো ভাবছি।' বলতে বলতে গর্বের সাথে বোতাম চেপে ধরল ফিল্ডিং।

দৌড়াতে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল ব্ল্যাক।

লিসা ফিরে এলেও অবশ্য লাভ নেই।

দুই মহিলার মৃত্যুদণ্ড এরইমাঝে ঘোষিত হয়ে গিয়েছে!

দুপুর ২ঃ২৯

একটা লম্বা, অন্ধকার করিডর ধরে দৌড়াচ্ছে লিসা। বাচ্চা বা ছোঁড়া, কোনওটাকেই হাতছাড়া করেনি। ক্যাটের সফল যুদ্ধের টুকরো অংশ দেখেছে ও, তবে জানে অতি সত্ত্বর আরও আসবে।

মাথার উপরে তাকাল সে।

এতক্ষণে লাল অঞ্চলের নিচে চলে আসার কথা আমার।

তবে আফসোসের কথা হলো, ক্যাটের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যেতে হচ্ছে ওকে। এখন আর বান্ধবীকে সাহায্য করার উপায় নেই, কেবলমাত্র নিজের জীবন বাঁচানোর প্রতি মন দিতে হবে ওকে।

এখন কালো অঞ্চল দিয়ে পার হচ্ছে লিসা। এই এলাকাটা খালি হলেও, পরিত্যক্ত নয়। বাতাস যেন আয়োনিত, ঠিক যেমনটা কোনও বজ্রঝড়ের আগে হয়। আয়নের উৎসটাও সামনেই দেখা গেল। হাতের ডান দিকে পড়ল একটা বিশাল গুদামঘর, করিডর থেকে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়ে ওখানে থেমেছে।

উপর থেকে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল লিসা। ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে ভর্তি গুদাম। ছোট ছোট অংশগুলো র্যাকে রাখা, আর বড়গুলো মাটিতে। একদম মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাঙ্ক আকৃতির একটা বিশাল দানব। এখনও নির্মাণাধীন ওটা।

পুরো এলাকা জুড়ে গুনগুন করছে বৈদ্যুতিক যন্ত্র। তাড়াহুড়ো করে জায়গাটা পার হলো ও।

অবশেষে শেষ হলো করিডরটা। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ম্যাপটা আরেকবার মাথার ভেতর ঝালিয়ে নিল। এখন থেকে উপরে উঠলেন একটা বের হবার দরজা পাওয়া যাবে। আশা করা যায়, ওটা দিয়ে বের হবার পর পালাবার মতো একটা রাস্তা পেয়ে যাবে! সাবধানতার সাথে একদম উপরের ফ্লোরের অর্ধেক পর্যন্ত চলে এল লিসা। আচমকা একটা শব্দ কাঁপিয়ে দিল ওকে।

'ডা. কামিংস! আমরা দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য তৈরি।'

চলার গতি বেড়ে গেল ওর। মনে মনে ভাবল, আমি দেখতে চাই না!

কিন্তু কান কে তো আর বাঁধা দেয়া যায় না। নিচ থেকে মেশিনের গুঞ্জন এখনও ভেসে আসছে। বাতাসে আয়নের পরিমাণও যেন বেড়ে গিয়েছে!

ক্যাটের বিরুদ্ধে নামাবার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে যন্ত্রগুলোকে।

সিঁড়ির একদম উপরের ধাপে পৌঁছে গেল লিসা, একটা দরজা আর তার সাথে লাগানো ইমার্জেন্সি হ্যাণ্ডেল দেখা যাচ্ছে। ভয় পেয়ে চারপাশে একবার তাকাল ও, হয়তো ওই দরজা দিয়ে বের হবার সাথে সাথে কোথাও অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে। কিন্তু আর কোনও উপায় দেখতে পেল না।

যা হয় হবে ভেবে টেনে ধরল হ্যাণ্ডেল, খুলবে না ভয় পাচ্ছিল, তবে খুলে গেল। উজ্জ্বল সূর্যালোক ঘিরে ধরল ওকে।

সেই সাথে ঘিরে ধরল কান ফাটানো এক চিৎকার।

বাইরে বের হয়ে দেখতে পেল, সামনে একটা জলপ্রপাত। ত্রিশ ফুট উপর থেকে নিচের নদীতে আছড়ে পড়ছে পানি। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, একখণ্ড ভুমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যার একপাশে প্রমত্তা নদী আর অন্য পাশে আকাশ ছোঁয়া পর্বতগাত্র।

উপরে যাবার পথ নেই, নেই নীচে যাবার উপায়।

চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা। ওকে থামাবার চেষ্টা করল না লিসা।

ওর নিজেরই যে গলা ছেঁড়ে কাঁদতে মন চাইছে।

৩৮
৪ জুলাই, দুপুর ২ঃ২৫ ই.এস.টি.
ব্লু রীজ পর্বতমালা

এখানে লুকিয়ে আছে ব্লাডলাইনের আসল হৃদয়!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল গ্রে।

'প্রথম যখন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়, আমি তখন নিতান্তই এক বালক।' ব্যাখ্যা করলেন রবার্ট। 'এই জ্ঞানের জন্য আমাকে যে মূল্য চুকাতে হবে, তা একদম বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি আমার কাছ থেকে তা কতগুলো প্রাণ কেড়ে নেবে।'

সামনেই একটা দরজা, তাতে এয়ারলক দেয়া। কাঁচে অঙ্কিত দুটো চিহ্ন দরজাটার দুই কবাটে। ডান দিকেরটা একটা ক্রস, যেটাকে পেঁচিয়ে আছে ডি.এন.এ. এর সূত্রক। গ্রে আগেও এই চিহ্নটা দেখেছে। তাই বুঝতে পারছে যে রবার্ট বেহুদা কথা বলছেন না। বাঁ দিকের কবাটেও একই চিহ্ন। তবে এটাকে পেঁচিয়ে ধরে আছে দুটো সাপ।

রবার্ট ওর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তাকালেন। বাঁ দিকে চিহ্ন স্পর্শ করে বললেন, 'এটা আমাদের অতীত। আর ওটা? ভবিষ্যৎ।'

আর কোনও ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়াই, রবার্ট এয়ারলকটা খুলে ফেলে গ্রে'কে ভেতরে নিয়ে এলেন। বাতি জ্বলে উঠল, পাশেই একটা মাঝারী আকারের ঘর দেখা গেল আলোতে। ওতে মেইনফ্রেমের কালো ছায়া দেখতে পেল ও, কিন্তু রবার্ট ওকে সামনে নিয়ে গেলেন।

ওই বিশাল সব সার্ভারে কী আছে? জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেল গ্রে'র মন।

ওদের লক্ষ দাঁড়িয়ে আছে বড় ঘরটার একদম শেষ মাথায়। একটা লম্বা কাঁচের কেসে দাঁড়িয়ে আছে একটা মাত্র আপাত বিশেষত্বহীন জিনিসঃ একটা কাঠের লাঠি।

জিনিসটা অনেক বয়স্ক বুঝতে পেরে, সামনে ঝুঁকে এল গ্রে। হাত এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। লাঠিটার দেহে তিনটা সাপ খুব আলতো করে খোদাই করা, সাপ তিনটা পুরো লাঠিটাকে পেঁচিয়ে ধরে আছে।

'কী এটা?' সোজা হয়ে জানতে চাইল গ্রে।

'ক্রুসেডের সময় আমার এক পূর্ব পুরুষের আবিষ্কার এই জিনিস। গ্যালিলির একটা পাহাড়ের উপরে পাওয়া গিয়েছিল। *বাকাল ইশু* এর নাম, সেন্ট প্যাট্রিক এটা বয়ে বেড়াতেন।'

ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'যে সন্ত আয়ারল্যাণ্ড থেকে সব সাপ তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে এই লাঠিটার ইতিহাস জানো? কীভাবে এটা সেন্ট প্যাট্রিকের হাতে এসেছিল, সেই গল্প?'

দুপাশে মাথা নাড়ল গ্রে।

'ইতিহাস বলে, সেন্ট প্যাট্রিক যখন রোম থেকে আয়ারল্যাণ্ডে ফিরছিলেন, তখন পথিমধ্যে জেনোয়ার কাছের দ্বীপে থামেন। সেখানে এক যুবকের সাথে দেখা হয় তার। যুবক জানায়, এক তীর্থযাত্রী ওকে এই লাঠিটা দিয়ে বলেছিল, *এই লাঠিটা আমার ভৃত্য প্যাট্রিক এখানে এলে, তাকে দেবে।* যুবক এ-ও দাবী করেছিল, লাঠিটা পাবার পর আর তার বয়স বাড়েনি। একশ বছর ধরে নাকি সে অপেক্ষা করছিল প্যাট্রিকের জন্য!'

লাঠিটার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল গ্রে। 'এই লাঠি মানুষকে অমরত্ব দান করে?'

'সেন্ট প্যাট্রিকের কিংবদন্তি অনুসারে, সেই তীর্থযাত্রী আর কেউ নন, যিশু খ্রিষ্ট নিজে!'

কিছুটা অবিশ্বাস আর অনেকটা সম্ভ্রম নিয়ে লাঠিটার দিকে তাকাল গ্রে। 'আপনি গল্পটা বিশ্বাস করেন?'

'তা আমি নিজেও জানি না। তবে আরও গল্প আছে, যাতে এই লাঠিটাকে তারচাইতেও প্রাচীন বলা হয়েছে। এককালে নাকি এই লাঠি শোভা পেত দাউদের হাতে, তারও আগে মোজেসের হাতে!'

ওজনদার জিনিস, ভাবল গ্রে। তবে রবার্টকে থামাবার কোনও ইচ্ছা ওর নেই। যত বেশি সময় নষ্ট করাতে পারবে, পেইন্টারের সাহায্য নিয়ে আসার সম্ভবনা ততোই বেড়ে যাবে।

তাছাড়া লোকটার কিছুক্ষণ আগে বলা একটা কথা এখনও ওর মনে খেলে যাচ্ছে।

আমার পরিকল্পনায় তোমাকে কাজে লাগান যেতে পারে!

হুমকি বলে মনে হয় না, মনে হয় প্রস্তাব।

'আর কে জানে, সত্য হলেও হতে পারে।' বললেন রবার্ট। 'জিনিসটা খুঁজে পেয়েছিল এক টেম্পলার নাইট। তাই ক্রসটা দিয়ে আমাদের চিহ্ন বানানো হয়েছে। যার কাছ থেকে নেয়া, তার নাকি বয়স পাঁচশর বেশি ছিল! মহিলা যখন লোকটাকে খুন করে-'

'কী বললেন? মহিলা?'

'হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা একজন টেম্পলার নাইট ছিলেন। আদি নয়জনের একজন। তবে তার নামটা ইতিহাসের খাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। ওই খুনের মুহূর্তটাই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে সোনালী আর একইসাথে সবচেয়ে কালো মুহূর্ত। যাই হোক, ফ্রান্সে নিয়ে আসে সে লাঠিটাকে। পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারি, লাঠিটার আসলে কোনও বিশেষত্ব নেই।'

'তাহলে এর মাঝে লুক্কায়িত নেই অমরত্বের চাবিকাঠি?'

রবার্ট ওর চোখে চোখ রাখলেন। 'তা আছে। কিন্তু সেই সত্য আবিষ্কার করতে আমাদের আরও কয়েক শতাব্দি লেগে যায়। লাঠিটা অলৌকিক ছিল না, ছিল ওতে লেখা জ্ঞান!'

'তিন সাপ?'

রবার্ট ওকে একটা পুরাতন বাইবেলের কাছে নিয়ে এলেন। উজ্জ্বল আলো পড়ছে ওটার উপরে, রাখা আছে একটা স্ট্যাণ্ডে।

'সাপ কিন্তু ধর্মীয় নানা বিষয়ে অহরহই ব্যবহার হয়।' বললেন তিনি। 'প্যাট্রিক আয়ারল্যাণ্ড থেকে সাপ তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মোজেস তার লাঠিটাকে সাপে রূপান্তরিত করতে পারতেন। তবে বাইবেলে কিন্তু তারও আগে সাপের কথা লেখা আছে। জেনেসিসে বলেছে, সাপ আদম আর ইভকে জানিয়েছিল সত্য কথাটা, জানিয়েছিল জীবনবৃক্ষের পরিচয়।'

'কিন্তু জীবনবৃক্ষ তো আসলে একটা রূপকমাত্র!'

'উহু। আসলেই ওটার অস্তিত্ব ছিল।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'বাইবেলের অনেক গল্পেই অভাবনীয় বয়স পাওয়া মানুষের কথা বলা আছে। এদের মাঝে একজন ছিল মেথুসালাহ, নয়শ উনসত্তর বছর বেঁচেছিল সে। আরও অনেকেই আছেন এমন। শুধু বাইবেলেই না, ব্যাবিলন আর সুমারের কাদামাটির ফলকেও লেখা আছে, তাদের রাজারা শত শত বছর বাঁচতেন।'

'কিন্তু ওসব বয়স তো আসলে কীর্তির কথা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি।'

'হয়তো। তবে জীবনবৃক্ষের এই গল্পটা কিন্তু শুধু বাইবেলেই নেই। আছে গিলগামাসের প্রাচীন গল্পেও। যেখানে নায়ক খুঁজে বেড়ায় এমন এক বৃক্ষকে যে অমরত্ব দান করতে পারে।' আরেকটা কেসের দিকে ইঙ্গিত করলেন রবার্ট। 'প্রাচীন হিন্দু বেদেও লেখা আছে সোম নামক এক গাছের কথা। *আমরা সোম থেকে পেয়েছি সোমরস, আর আমাদের মাঝে জন্ম নিয়েছে অমরত্ব!'* এরপর এক মিশরীয় চিত্রের দিকে এগোলেন তিনি। ওতে বাজপাখির মাথা সম্বলিত এক দেবতাকে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়তে। 'মিশরীয়রা কী চোখে দেখে, তা তো বুঝতেই পারছ।' চারপাশের নানা আর্টিফ্যাক্ট দেখালেন তিনি। 'এরকম অগণিত উদাহরণ দেখান যাবে। কিন্তু এই উদাহরণের আধিক্য অস্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক হলো সব গুলো গল্পের মাঝে একটা অস্বাভাবিক মিল। বাইবেল অনুসারে, নূহ সবশেষ দীর্ঘজীবি মানুষ। গিলগামেসে লেখা, যে রাজা বৃক্ষটি খুঁজতে হন্য হয়েছিল, সে ওটাকে খুঁজে পেলেও ডুবে মরেছিল। দুই গল্প অনুসারেই, জীবনবৃক্ষ ধ্বংস হয়ে যায় এক মহা প্লাবনের পর।'

গ্রে'র দিকে ঘুরে দাঁড়াল রবার্ট। 'হয়তো ব্যাপারটা আসলেই কাকতালীয়। কিন্তু এসব গল্পে সত্যের আভাষ থাকলেও থাকতে পারে, তাই না? ব্লাডলাইনের অন্তত তেমনই বিশ্বাস। শত শত বছর ধরে এই তিন সাপের অর্থ খুঁজে বেরিয়েছে তারা। বুঝতে পেরেছে, এর ব্যাখ্যার মাঝেই লুকিয়ে আছে অমরত্বের চাবিকাঠি। এমনকী, নিজেদের প্রতীকের মাঝেও অঙ্গীকরণ করে ফেলেছে।' কাঁচের দরজার দিকে দেখালেন তিনি। 'শুধু আমাদের চিহ্ন হিসেবেই নয়, যেখানেই আমরা গিয়েছি, এই প্রতীককে রেখে গিয়েছি। আশা ছিল, গোপন জ্ঞানধারীদের কেউ হয়তো মাথা উঁচু

করে নিজের অস্তিত্বের কথা জানান দেবে। আমার পূর্বপুরুষেরা এই কথা এতো শক্তপোক্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে আমাদেরকে আশ্রয় দেয়া নানা গোপন সঙ্ঘেও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন এই প্রতীকের।'

মেসনদের প্রচার লেখা আছে, এমন একটা বইয়ের দিকে নিয়ে গেলেন এবার গ্রে'কে। সাপটার মতোই একে অন্যকে পেঁচিয়ে রাখা তিন জন মানুষকে দেখা যাচ্ছে ওটার খোলা পাতায়। তিন মাথা ওয়ালা সাপও আছে ওখানে।

'দেখছ?' বললেন রবার্ট। 'যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমরাই সঠিক প্রমাণিত হলাম।'

'কীভাবে?'

'ওই লাঠিতে খোদাই করা সাপ আসলে ভবিষ্যতের পাঠকারীদের জন্য একটা দিক নির্দেশনা। আমাদের, মানুষের জেনেটিক গঠনের প্রতি একটা ইঙ্গিত। এজন্যই প্রতীক পরিবর্তন করার সময় আমরা সাপের স্থলে ডি.এন.এ.কেই ব্যবহার করেছি।'

'আপনার কথার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে, তা ভেবে দেখেছেন? আপনি বলতে চাইছেন, পূর্বসূরীরা ডি.এন.এ.-এর ব্যাপারে সম্যক ধারণা রাখত!'

'অসম্ভব কী? ষাটের দশকে হেফ্লিক নামক এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন, মানুষের পক্ষে একশ বিশ বছরের বেশি বেঁচে থাকা সম্ভব না। তিনি এই তত্ত্বটা দিয়েছিলেন একটা কোষ কতবার বিভাজিত হতে পারে, সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।'

'আমি জানি।' বায়োফিজিক্স নিয়ে পড়েছে গ্রে।

'জেনেসিস একই কথা লেখা আছে, বললে অবাক হবে? *আর সে বাঁচবে একশত এবং তারপর আরও বিশ বছর।*'

'অদ্ভুত, মেনে নিলাম। কিন্তু তার সাথে তিন সাপ দিয়ে ডি.এন. এ. বোঝানো হচ্ছে, একথা মানতে পারলাম না। সাপ এখানে তিনটা, কিন্তু ডি.এন. এ. তো দ্বি-সূত্রক!'

'মজাটা তো এখানেই। অমরত্বের চাবিকাঠি দ্বি-সূত্রক ডি.এন.এ এর মাঝে নেই, আছে ত্রি-সূত্রকের মাঝে। সেটাই বোঝানো হয়েছে লাঠির অঙ্কনের মাধ্যমে। এতোদিন পর এসে আমরা তা বুঝতে পেরেছি।'

'কীভাবে?'

'যখন আমাদের নাইট টেম্পলার মহিলা এই লাঠির মালিককে খুন করেছিল, তখন সম্ভবত সেই অমর মানুষদের সর্বশেষ জনকেই খুন করেছিল। তার রক্ত ঝড়িয়েছিল মহিলা, যার কিছু লেগেছিল এই লাঠির সাথেও। সেটা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, ওই লোকটার ডি.এন.এ. ছিল ত্রি-সূত্রক!'

গ্রে'র মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হলো কথাটা। 'ত্রি-সূত্রক?'

নড করলেন রবার্ট। 'হ্যাঁ। আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে এই তৃতীয় সূত্রকটা আসলে একটা ভাইরাল প্রোটিন, যা কিনা আবার প্ল্যান্ট ভাইরাস। প্রোটিনটা পেপটাইড নিউক্লিক অ্যাসিড বা পি.এন.এ.-এর একটা স্বাভাবিক রূপ। কেউ যখন এই ভাইরাসবাহী গাছ খায়, তখন ভাইরাসটা তার দেহে প্রবেশ করে। গাছ থেকে প্রানিতে আসার ফলে এটা সেই প্রাণীর কোষগুলোকে আরও স্থিত করে তোলে, সেই সাথে বন্ধ করে দেয় কোষের মৃত্যু। এককথায়, আয়ু বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ।'

বুঝতে পারল গ্রে। 'কিংবদন্তীর সেই জীবনবৃক্ষ।'

'কিংবদন্তী? মনে হয় না।'

'কিন্তু আপনি না বললেন, মহা প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই জীবনবৃক্ষ? তাহলে নাইট টেম্পলারের খুন করা লোকটা তা পেল কোথায়?'

'যত দূর বুঝতে পেরেছি, কেউ একজন কিছু গাছ চা-পাতার মতো করে সংরক্ষণ করেছিল। যে মহিলা এই লাঠি উদ্ধার করেন, তার মৃত্যু শয্যায় লিখিত চিঠি থেকে জানতে পেরেছে, তিনি শুকনো পাতা ভর্তি একটা মিশরীয় সার্কোফ্যাগাই-ও দেখতে পেয়েছিলেন ওখানে। কিন্তু নিজের মিশন নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন।'

গ্রে কৌতুকটা উপলব্ধি করতে পারল। 'তাহলে ইভের মতোই আপনাদের নাইটও বৃক্ষের ফল নিয়ে এসেছিল, তবে বৃক্ষটাকে আনেনি!'

'তাই তো মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমরা ভাইরাল পি.এন.এ. প্রোটিনটাকে নিজেদের মতো করে বানাতে চেয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি। তাই একদম প্রথম থেকে শুরু করতে হয়েছে আমাদের।' রবার্টকে একটু লজ্জিতই মনে হলো। 'প্রথম প্রথম শুধু বিফলই হয়েছি। কিন্তু এতোদিনে সাফল্য আমাদের হাতে এসে ধরা দিয়েছে। প্রথম স্থিত একটা বাচ্চাকে পেয়েছি।'

'অ্যামান্ডার বাচ্চা!'

নড করল লোকটা। 'কিন্তু পরে দেখা গেল, এই স্থিতাবস্থা আসলে অস্থায়ী। তবে তার জন্য চুকাতে হয়েছে অনেক মুল্য। প্রথমে অ্যামান্ডাকে...আর এখন আমার ভাইকে...অতি সত্বর আমার নাতীও আর থাকবে না। অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে গিয়েছে এরইমধ্যে। আর না! আমার পরিবারের আর কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেব না আমি।'

হল ধরে এগিয়ে গেল ওরা।

রবার্টের অতীত স্মৃতি যেন এখনও তাকে ছাড়েনি। 'সঙ্ঘের ভেতরের সদস্যদের সাথে যখন ওয়াদা করি, তখন আমি নিতান্ত বালক। ভেবেছিলাম, এখানে যা করছি তার দাম যেকোনও একটা জীবনের চাইতে বেশি।'

আর যখন আপনার নিজের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তখন চোখ খুলে গেল? মনে মনে বলল গ্রে।

যে মাথায় মুকুট থাকে, সেটা অনেক ভারী হয়।

আর যখন রবার্ট হোয়াইট হাউস দখল করবেন, তখন আরও ভারী হয়ে বসবে চাপটা।

'আমাকে এসব কেন বলছেন?' জানতে চাইল গ্রে। 'এখানেই বা কেন নিয়ে এলেন?'

'যেন তুমি বুঝতে পার, একটা বাচ্চা ছেলে হয়তো নৃশংসতাকে সমর্থন দিতে পারে, কিন্তু একজন বৃদ্ধ আর ক্ষতি সহ্য করতে পারবে না।' ওর দিকে ফিরলেন রবার্ট। 'তোমাকে এখানে এনেছি যেন বিশ্বকে জানাতে পারো।'

হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে, ভাইয়ের মৃত্যু তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছে।

কিন্তু রবার্ট-ই কি প্রেসিডেন্টকে খুন করার আদেশ দেয়নি? নাকি সে নিজেও অন্য কারও হাতের পুতুল?

এই মুহূর্তে অবশ্য সেই প্রশ্নের চাইতেও আরেকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জেগেছে গ্রে'র মনে। 'আপনি নিজেই সবকিছু বিশ্বকে জানাচ্ছেন না কেন?'

'আমি যথেষ্ট ভুগেছি। আমি আমার খুব কাছের মানুষটাকে নিয়ে হারিয়ে যাব। এমন কোথাও যেখানে পরম্পরা...ব্লাডলাইন আমাকে খুঁজে পাবে না।'

গ্রে লোকটার পিছু পিছু হাঁটছে। রবার্ট যখন মুখ খুলেইছে, তখন সে সবকিছুই জানতে চায়। 'ওই সার্ভারগুলোতে কী আছে?'

'যদি এই ঘরটায় আমাদের হৃদপিণ্ড থাকে, তাহলে ওতে আছে আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের স্মৃতি। আমাদের সবগুলো বংশের তালিকা আছে ওখানে। শুধু গ্যান্টই না, যেসব বংশ আলাদা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে, সেগুলোও আছে। একদম আমাদের আদি উৎপত্তি পর্যন্ত।'

'আদি উৎপত্তি?'

'আমাদের আদি প্রতীক ছিল অর্ধ-চন্দ্র আর তারকা। এক ক্যানানাইট দেবতার প্রতীক ছিল সেটা, মনুষ্য বলির দেবতা ছিলেন তিনি।'

তা আর বলতে!

'দেবতার নাম ছিল মলোখ। তার সাথে সম্পর্ক যুক্ত আরেক দেবতা ছিলেন রেফান। মালোখের প্রতীক ছিল অর্ধ-চন্দ্র বা গরুর শিং, আর রেফানের তারকা। আমাদের ইতিহাসবিদদের মনে, মোজেস আমাদেরকে এই দুই দেবতার উপাসনা করার জন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।' লাঠিটার দিকে তাকালেন রবার্ট। 'বাইবেলের একটা শ্লোক শোনাই- *তোমরা উঁচু করে ধরেছ মলোখের আধার আর পুজা করছ তোমাদের দেবতা রেফানের! মূর্তিপূজক তোমাদেরকে ব্যাবিলনের বাইরে নির্বাসন দিলাম আমি!*'

'আপনারা তাহলে সেই পৌত্তলিকদের বংশধর।'

'হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। এতোটুকু জানি কেবল, ব্লাডলাইন অনেক বয়স্ক। আমাদের মাঝে এখনও অনেক প্রাচীন ইহুদী রীতি কাজ করে। এই যেমন-'

কাঁচের দেয়ালের ওপাশে, গুমগুম করে নেমে এসে থামল এলিভেটরটা। দুজনের মনোযোগই কেড়ে নিল খুলতে থাকা দরজা। এক লম্বা, পরিচিত অবয়ব বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। ঠাণ্ডা একটা নজর বুলিয়েই পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল সোনালী চুলো মেয়েটা।

'পেট্রা?' বিস্ময় ঝরে পড়ল রবার্টের গলা দিয়ে। 'তুমি এখানে...এখানে কীভাবে?'

উত্তর না দিয়ে এয়ার লকের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা, বাইরের দরজায় কয়েকটা কোড টাইপ করল। মোটা ইস্পাতের রড এসে বন্ধ করে দিল ঘরটা থেকে বেরোবার সব পথ।

দৌড়ে গেলেন রবার্ট, হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন গরাদ।

কেউ একজন তার আশু বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জেনে ফেলেছে!

সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে থেমে গেলেন রবার্ট। 'তুমি বংশের একজন! আমাকে কখনও বলা হয়নি কেন?'

'তোমার নেতৃত্বে আমরা অখুশী।' বলল পেট্রা। 'আমরা যখন অপ্রয়োজনীয় বাচ্চাটাকে হারিয়ে ফেলি, তখনই আমার উপরওয়ালাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। তাদেরকে জানিয়েছি এখানকার অবস্থা, বলেছি যে তুমি বংশ পরম্পরার চাইতে নিজের কাছের আত্মীয়দের গুরুত্ব দিচ্ছ বেশি। শতাব্দী ধরে টিকে আছে যে মহীরুহ, তার শেকড়ে কুড়াল চালাতে চাইছ? আর না, অনেক হয়েছে। উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছ তুমি।'

'কিন্তু আমি অনেক বছর ধরেই তোমাদের নেতৃত্ব দিয়েছি!'

হাসল পেট্রা, পৈশাচিক লাগল সেই হাসিটাকে। 'দেহ শক্ত হলে, মাথা কেটে ফেললে কোনও অসুবিধা হয় না। দরকার পড়লে আমরা একটা নতুন মাথা বেঁছে নেব। গ্যান্টদের এই বংশধারাই বিলুপ্ত করে দেয়া হবে, সেই সাথে তাদের ঔরষে জন্মানো সবাইকে। পুরাতন থেকে গড়ে তুলব নতুনকে।'

গরাদ ধরে ছিলেন রবার্ট, হাত খসে পড়ল তার।

'এখান থেকেই শুরু হবে সেই নতুনের পথে পথচলা। দশ মিনিট পর, ঠিক তিনটার সময় ধ্বংস হয়ে যাবে সব। অতীতকে পেছনে ফেলে কেবল ভবিষ্যতকে লক্ষ্য বানিয়ে এগিয়ে যাব আমরা। অমরত্ব আমাদের হাতের মুঠোয়!' বাউ করল মেয়েটা, সম্মান দেখাচ্ছে। 'তোমার ভালোবাসার মানুষরা কষ্ট পাবে না।' রবার্টের চোখে চোখ রাখল সে। 'এমনকী যাদেরকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছ, তাদেরকেও কষ্ট দেয়া হবে না।'

সামনের দিকে লাফ দিলেন রবার্ট, ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করলেন, 'থামো!'

পাত্তা দিল না পেট্রা। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এলিভেটরে গিয়ে প্রবেশ করল। তবে চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, এরইমাঝে ওদের কথা ভুলে গিয়েছে সে। মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল গ্রে, এরপর রবার্টের দিকে গিরে বলল। 'চাকরীচ্যুত হলেন বলে মনে হচ্ছে। এবার তো হাতকড়া খুলে দিন!'

রাগান্বিত ভঙ্গিতে অনুরোধটা রাখলেন রবার্ট।
'কী বোঝাতে চাইছিল মেয়েটা?'
'এখানে একটা থার্মোব্যারিক বোমা আছে।' ম্রিয়মাণ মুখে বললেন তিনি। 'নিচের ভল্টগুলো একেবারে জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু ল্যাবে...'
'ল্যাবে কী?'

দুপুর ২ঃ৫১

লাল বাতি জ্বলছে নিভছে ফ্যাসিলিটি জুড়ে, সেই সাথে কান ফাটানো স্বরে বাজছে অ্যালার্ম।
'সিংকহোল!' ফিল্ডিং তার প্রয়োজনীয় কাগজগুলো একটা ব্রীফকেসে রাখতে রাখতে বলল।
'কী?'
'এই কমপ্লেক্সের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বসে আছে একটা শুকনো হ্রদের উপরে। অনেক দিন আগে খনি শ্রমিকরা হ্রদটা আবিষ্কার করেছিল, তার সাথে সম্পর্ক ছিল এক ভূ-গর্ভস্থ নদীর। তারপর ইঞ্জিনিয়ারটা নদীটায় বাধ দিয়ে শুকিয়ে ফেলে হ্রদটাকে, তারপর তার উপর বানায় একটা মাচা। আমরা আসলে কোনও ভূ-গর্ভস্থ ল্যাবে নেই, আছি একটা বিশাল মাচার উপরে বসে। যেকোনও মুহূর্তে সেই মাচা উড়িয়ে দেয়া হবে।' নিজের ওয়ার্কস্টেশনের দিকে এগোল সে। 'তৈরি হবে বিশ একর লম্বা একটা সিংকহোল যেটা ভরে উঠবে নদীটার পানিতে।'
'তাহলে আর কথা না বলে, চলো পালাই।' এডওয়ার্ড বলল।
'আমি আবার গবেষণা আর আমার বাচ্চাদের ছেড়ে যাব না!' পর্দায় টোকা দিল ফিল্ডিং। 'এটা হতে যাচ্ছে তাদের সর্বশেষ পরীক্ষা!'
'কী করছ তুমি?'
উত্তর দিল না ফিল্ডিং, হাতে একটা মাইক্রোফোন ধরে আছে। যান্ত্রিক শিকারিগুলো চালু হচ্ছে একের পর এক। সবগুলো চালু হবার পর, মাইক্রোফোনে সর্বশেষ আদেশ দিল ও। 'বেঁচে থাকো!'
এখন? এখন কেন ওগুলোকে চালু করছে লোকটা? পাগল হয়ে গেল না তো? ভাবছে এডওয়ার্ড। পায়ের নিচ থেকে ভেসে আসা গুমগুম শব্দ ওর ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
'আরে ভয় পাচ্ছ কেন, ওটা কেবল জেনারেটর চালুর আওয়াজ!' ফিল্ডিং স্বান্তনা দিল। 'আট মিনিটের মতো সময় লাগবে পুরোপুরি চালু হতে। ভয় নেই, ততক্ষণে আমরা অনেক দূর চলে যাব!'
তবুও দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এডওয়ার্ড। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, কিছু একটা টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে ফিল্ডিং এর পিঠে চড়ে বসেছে! এই

শিকারি ফিল্ডিং এর নতুন মডেল। উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল যে এটাকে আগে থেকেই চালু করে রেখেছিল। স্ট্যান্ড বাই মুডে ছিল এতোক্ষণ।

চিৎকার করে উঠল ফিল্ডিং, বার বার পিঠ খামচে ধরতে চাইছে। কিন্তু যন্ত্রটার কাঠির মতো চিকন পা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিন্দাবাদের ভুতের মতো চেপে বসেছে সে পিঠে।

দরজার দিকে পিছিয়ে গেল এডওয়ার্ড, এই নতুন মডেলের ব্যাপারে ফিল্ডিং এর মুখে শুনেছে। এটাকে আদর করে সে নাম দিয়েছিল বাসা, অগণিত ছোট ছোট রোবট আছে এটার অভ্যন্তরে।

এমেট ফিল্ডিং ওর দিকে এগিয়ে এল, 'সরাও এটাকে! সরাও!'

এক মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে পিছিয়ে গেল এডওয়ার্ড। ঠিকমতো ধরতে পারার পর, যন্ত্রটা পেটের সব রোবট উগড়ে দিল তার দেহে। পিঁপড়ার মতো তারা ছেয়ে ফেলল ওর দেহ। পিঠ বেয়ে উঠছে, ঘাড়ে এসে বসেছে, এমনকি ফিল্ডিং-এর হাত-পা-ও বাদ পড়েনি।

'না...না...না...' চিৎকার করে উঠল ফিল্ডিং, জানে এরপর কী হবে!

ওর চিৎকার শুনেই যেন একযোগে সবগুলো ছোট ছোট রোবট থেকে বেরিয়ে এল সুচ, একসাথে ড্রিল করতে শুরু করল!

পশুর মতো শোনা যাওয়া আর্তচিৎকারটা এডওয়ার্ডকে নাড়িয়ে দিল। এই পডগুলো কীভাবে কাজ করে, তা ওর অজানা নেই। বড় গুলো খোঁজে দেহতাপ, আর ছোটগুলো খুঁজে বের করে হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি।

ওটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে এরা।

লম্বা সময় লাগবে তাতে।

দুপুর ২ঃ৫২

সময় বয়ে যাচ্ছে।

অথচ কাত হয়ে শুয়ে আছে গ্রে, ইউনাইটেড স্টেটসের সেক্রেটারি অফ স্টেট ঝুঁকে আছেন ওর উপরে। প্রায় তিন হাজার বছর পুরনো একটা মিশরীয় হাড় ব্যবহার করে খুলছেন কানে লাগানো সি-৪ বোমাটা।

'কাজ শেষ বলেই তো মনে হচ্ছে।' বললেন রবার্ট।

থার্মোব্যারিক বোমাটা বিস্ফোরিত হবার সময় এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই গ্রে'র। সি-৪ বিস্ফোরকটুকু হাতে তুলে নিল ও। সামনের দেয়ালটা পুরু কাঁচের তৈরি, তাই এই রুমে থাকা কোনও কিছু ব্যবহার করেই সেটাকে ভাঙ্গা যাবে না। কিন্তু সি-৪ এর কথা আলাদা। কাঁচে অঙ্কিত ক্রস চিহ্নের ঠিক মাঝখানে জিনিসটা লাগাল ও। 'পিছিয়ে যান।'

একটু আগে যে ট্রান্সমিটারটা রবার্টের হাতে ছিল, সেটা এখন গ্রে'র হাতে। একটা কেসের পেছনে আশ্রয় নিয়ে, ট্রান্সমিটারের বোতামটা চেপে দিল গ্রে। ছোট, বদ্ধ

জায়গায় বিস্ফোরণটুকু তীব্র বলে মনে হলো। ধোঁয়ায় ভরে উঠল জায়গাটা। তবে পাত্তা না দিয়ে রবার্টকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যাবার প্রয়াস পেল ও।

যেতে যেতে আফসোস নিয়ে একবার পেছন দিকে তাকাল কমাণ্ডার, ইতিহাসের এই বিশাল সম্ভারকে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে। বাকাল ইশু, যীশু খ্রিষ্টের লাঠির প্রতি পড়ল ওর নজর। কিন্তু জিনিসটা বুলেটপ্রুফ কাঁচের আড়ালে রয়েছে। ওটা বের করে আনার সময় বা সুযোগ, কোনওটাই নেই।

রবার্ট দরজার দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 'আমার মারা যাওয়াই ভালো। যে সব ঘৃণ্য কাজ আমি করেছি...'

গ্রে'র লোকটাকে দরকার। তাই বলল, 'রবার্ট, আপনাকে কয়েকটা কথা জানাতে চাই। আপনার ভাই আর অ্যামান্ডার ব্যাপারে।'

'কী?'

'ওরা এখনও বেঁচে আছে।'

আঁতকে উঠলেন রবার্ট। 'কী বলছ?'

এলিভেটর নিচে নামতে নামতে, অল্প কথায় সব খুলে বলল গ্রে।

'অ্যামান্ডার ছেলের কথাও তো ভাবতে হবে,' বলল ও। 'নিচে কোথাও আছে বলছিলেন।'

'ছিল,' এলিভেটরে করে উঠতে উঠতে বললেন রবার্ট। 'কিন্তু ওকে অপহরণ করা হয়েছে।'

এবার গ্রে'র আঁতকে ওঠার পালা।

'এক মহিলা ডাক্তার করেছে কাজটা। আমাদের ফার্টিলিটি ক্লিনিকের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিল বলে ধরে আনা হয়েছিল তাকে।'

গ্রে লোকটার কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'লিসা কামিংস?'

'তুমি চেন তাকে?'

'আরেক মহিলা ছিল তার সাথে?'

'হ্যাঁ। দুজনকেই ল্যাব কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা এখান থেক দশ মাইল দূরে। সময় মতো ওখানে যাওয়া সম্ভব না।'

গ্রে'র মনে হলো, কেউ যেন ওর হৃদয়টাকে মুচড়ে ধরেছে। রবার্টকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে জানতে চাইল, 'আর আমার সাথে যে মেয়েটা ছিল, সেইচান? তাকেও ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

রবার্ট গ্রে'র আচমকা আক্রমণে কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। 'নাহ। আমি...আমরা ওকে এখানেই রেখেছি।'

একদম উপরে গিয়ে থামল এলিভেটর, গ্রে'র মনে হলো দরজা খুলতে যেন কয়েকশ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে। অবশেষে খুললে, বেরিয়ে পড়ল দুজনে। তাড়াহুড়ো করছে ওরা, কেউই জানে না যে এই থার্মোব্যারিক বোমাটা পুরো দূর্গটাকে ধ্বসিয়ে দেবে কিনা!

এখানে থেকে জানার ইচ্ছাও নেই।

'কোথায় সেইচান?' জিজ্ঞাসা করল গ্রে।

'বলে লাভ নেই, হারিয়ে যাবে।' দৌড়াতে দৌড়াতে বললেন রবার্ট। 'আমি নিয়ে যাচ্ছি, তবে...'

'তবে কী?'

'আমার ধারণা,' রবার্টকে অনুতপ্ত বলে মনে হচ্ছে। 'পেট্রা আমাদেরকে ফাঁদে আটকাবার পর ওকে খুন করতে গিয়েছে।'

৩৯
৪ জুলাই, দুপুর ২ঃ৫২
ব্লু রীজ পর্বতমালার আকাশে

'সাত মিনিটের মাঝে পৌছে যাব।' ককপিট থেকে জানাল পাইলট।

একটা ইউ.এস.এ.এফ. সি-৪১এ তে বসে আছে পেইন্টার। ডি.সি. থেকে প্রথমে জেট নিয়ে এসেছিল ও, এরপর এই ছোট বাহনটা ভাড়া করেছে। অন্য কারও নজরে না পড়ে কোথাও ঢোকা বা কাউকে বের করে আনার জন্য, ছোট খাটো বিমানই ভালো।

সাথে আছে টাকার, কেন, কোয়ালস্কি আর মঙ্ক। কেনের হারনেসের দিকে মন টাকারের, এদিকে কোয়ালস্কি আর মঙ্ক পরস্পরের প্রস্তুতিতে কোনও খাদ আছে কিনা তা পরখ করে দেখছে। পেইন্টারও প্রস্তুত, এই মুহূর্তে কোলের উপর ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে। গ্যান্ট এস্টেটের লাইভ ফিড দেখছে আর কোথায় কোথায় শত্রুপক্ষের লোক থাকতে পারে তা মনে টুকে নিচ্ছে।

জেসন কার্টার আচমকে তার সাথে যোগাযোগ করল। 'ডিরেক্টর, আমি নতুন ফিড পাঠাচ্ছি। আপনি নিজের চোখের দেখলেই ভালো করবেন।'

পর্দার দৃশ্যটায় লজ সরে গিয়ে ঘাসের মাঠ ফুটে উঠল।

কিন্তু ওই অবয়বটা কার?

জলপ্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা অবয়বটা, হাতে...হাতে একটা বাচ্চা!

'লিসা...' বলে উঠলেন পেইন্টার।

'আরেকটা দৃশ্য দেখুন, আমার মনে হয় ওটা ক্যাট। প্রায় পৌণে মাইল দক্ষিণ পূবে।'

দৃশ্যটা পর্দায় ফুটে উঠতে উঠতে, পেইন্টার মঙ্ককে ডাকলেন। 'তোমার দেখা উচিত।'

ঘোলাটে একটা ভিডিও দেখা গেল, এক মহিলা বনের মাঝ দিয়ে দৌড়াচ্ছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিছু, তবে মহিলা যে সরাসরি পাহাড়ি খাদের দিকে দৌড়াচ্ছে তা স্পষ্ট।

'আমার স্ত্রী...,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল মঙ্ক। কিন্তু নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি। 'আগে পিছে চিন্তা না করে, সবসময় দৌড়ের উপর থাকে!'

আবার কথা বলল জেসন। 'ক্যাটের পেছনে কিছু একটা ধাওয়া করছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বিস্তারিত বলতে পারছি না।'

পাইলট সামনে থেকে বলে উঠল, 'আর দুই মিনিট, এরপর নো-ফ্লাই জোনে পৌঁছে যাব।'

পেইন্টার তার ল্যাপটপটা মঙ্কের হাতে তুলে দিয়ে, ককপিটে চলে এল। 'নতুন পরিকল্পনা,' বলল সে। 'আমরা ভেতরে ঢুকব।'

'স্যার, আমাদের কাজটা করার অনুমতি নেই।'

'ফিরে এলে, প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করো।' বলল পেইন্টার। 'সোজা আর নিচু হয়ে চালাবে, আমি বলে দেব কোথায় যেতে হবে। নো-ফ্লাই জোনে প্রবেশের পর, পেছনের র‍্যাম্প খুলে দিও।'

পেইটার নির্দেশনা দেয়া শেষে আবার পেছনে ফিরে এল।

'আমার স্ত্রীর মাথায় চুল নেই কেন?' একটা ভ্রু চোখের উপরে তুলে জানতে চাইল মঙ্ক।

জেসন আবার পেইন্টারের কানে কথা বলে উঠল। 'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে?'

'ছয় মিনিট লাগবে যেতে, মাটিতে নামতে সাত বা আট মিনিট।'

'দেরি হয়ে যাবে!'

দুপুর ২ঃ৫৩
ব্লু রীজ পর্বতমালা

ক্যাট ওক গাছের সারির ভেতর দিয়ে ছুটে চলছে।

আগেই স্লীপার খুলে ফেলেছে সে। পাথর, পাইন ফল আর অ্যাকর্ণ কেটে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে পা; কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ক্যাটের। লাফিয়ে লাফিয়ে পথের উঁচু সব বাঁধা পার হচ্ছে।

শিকারিরা খুব একটা পেছনে নেই। চলার পথেই তিনটাকে শায়েস্তা করেছে ও, কিন্তু এখনও বারোটার বেশি বাকি আছে। ঢাল আর পাইপ দিয়ে এতোগুলোর বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব না। এই দলের শিকারিরাও আলাদা আলাদা মডেলের, কমপক্ষে চারটা ধরণ তো ক্যাট নিজেই দেখতে পাচ্ছে। প্রতিটার কর্মপদ্ধতি আলাদাঃ *হামাগুড়ি* দেয়াদের সাথে প্রথম দফাতেই লড়াই হয়েছে ওর, লাফিয়ে চলা *ব্যাঙের* মতো অন্য মডেলটা কাছে আসতেই ধারালো থাবা চালায়। *ঘুর্ণি* মডেলটা অল্প সময়ের মাঝেই অকল্পনীয় গতি বাড়াতে পারে, আর শেষ মডেলটার আক্রমণ এখনও দেখেনি ক্যাট। ওগুলো অন্যদের তুলনায় কিছুটা ধীর গতির। ওগুলোকে দেখে ওর মনে হলো, যেন কেউ পায়ের উপর হেলমেট পরিয়ে দিয়েছে।

কিছু কাঁটা ছেড়া ওকেও সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম ঘুর্ণিটা ওকে অবাক করে দিয়েছিল, পায়ের মাংশপেশিতে সেই ভুলের মাশুল বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওকে। তবে পরেরটা সুযোগ পায়নি, তার আগেই হাতের পাইপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ক্যাট।

একটু সামনেই শেষ হয়ে গেছে গাছের সারি।

তারপর একটা খাদ!

পাগলের মতো ইতিউতি তাকাল ক্যাট, যেটা খুঁজছিল সেটা দেখতে পেয়ে বাঁ দিকে ঘুরল।

পেছন থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে আঁচ করতে পারল, একটা ব্যাঙ লাফ দিয়েছে। ঢালটা সজোরে ঘোরালো ও, তৃপ্তিদায়ক ক্ল্যাঙ্ক শব্দ বুঝিয়ে দিল যে আঘাতটা জায়গামতোই লেগেছে।

গতি বাড়াল ও, দৌড়াতে দৌড়াতেই গাউনের ফিতা ধরে টান দিয়ে গাউনটাকে আলগা করে নিল। এরপর সামনের একটা গাছের দিকে লক্ষ করে ছুড়ে দিল পাইপ আর ঢাল। খাদের কাছাকাছি আসতেই, গাউনটাকে মাথার উপরে তুলে ফেলল। এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল সে। ঘর্মাক্ত পোশাকটা দলা পাকিয়ে খাদের একদম কাছে এসে ছোট্ট করে একটা লাফ দিল। বাতাসে ভাসমান অবস্থাতেই পোশাকটা ছুঁড়ে দিল খাদ দিয়ে। যে গাছের গায়ে পাইপ আর ঢাল ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটারই একটা নিচু হয়ে থাকা ডাল আঁকড়ে ধরল ও। ক্যাটের পায়ের নিচ দিয়ে ছুটে গেল শিকারিদের একদম সামনে থাকা যন্ত্রটা। পোশাকের পিছু পিছু খাদ দিয়ে পড়ে গেল ওটাও। তার পিছু পিছু আরও কয়েকটা, তবে অর্ধেকের বেশি সামলে নিতে পারল নিজেদেরকে।

এক মুহূর্তও নষ্ট না করে মাটিতে নেমে এল ক্যাট, হ্যাঁচকা টানে ঢাল আর পাইপ তুলে নিল হাতে। তারপর আবার ওই একই ডাল ধরে উঠে এল উপরে।

নিচে জমাট বাঁধল শিকারিরা, এরপর কী করবে তা ভাবছে।

আচমকা জলপ্রপাতের আওয়াজ ভেদ করে ভেসে এল একটা চিৎকার। আশেপাশে তাকিয়ে ক্যাট বুঝতে পারল, খাদের ওপাশ দিয়ে একটা ছোট নদী নিচে আছড়ে পড়ছে। নিচে ভালোমতো তাকাতেই ও দেখতে পেল একটা অবয়ব, হাত নাড়ছে ওর-ই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

লিসা! লিসা ওটা!

কিন্তু ওর বান্ধবী একা নেই, হাতে একটা বাচ্চাও ধরে আছে!

ক্যাটও হাত নাড়ল, তবে সাথে সাথেই জমে গেল আবার।

লিসার চিৎকার ওর সাথে সাথে আরও এক জনের নজর কেড়েছে। ওর বান্ধবীর ঠিক পেছনে, খাদের উপরে একটা ছোট যান্ত্রিক সিংহ দেখতে পেল ও।

'ক্যাট!' এখনও চিৎকার করেই চলছে লিসা।

'লিসা! নড়ো না!' সাবধান করে দেয়ার প্রয়াস পেল ক্যাট। লিসার চিৎকার আর নড়াচড়া আপেক্ষমান শিকারের নজর কেড়েছে।

কিন্তু ওকে হতাশ করে দিয়ে মাথা নাড়ল লিসা, দুই হাতে কান চেপে ধরেছে। নিশ্চয় ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না!

কীভাবে বান্ধবীকে কথা বোঝাতে পারবে, সেটাই বুঝতে পারছে না ক্যাট। মুকাভিনয়ে ও কখনওই দক্ষ ছিল না।

ওকে আতঙ্কিত করে দিয়ে খাদের গা বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল যান্ত্রিক সিংহ।

২ঃ৫৫ দুপুর

ক্যাটের চেহারা দেখতে পেয়ে আনন্দে ভরে উঠেছে লিসার মন।

কিন্তু জলপ্রপাতের তীব্র গর্জনের কারণে বান্ধবীর একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না ও। তবে ক্যাট নিশ্চয় ওর কথা বুঝতে পেরেছে, কেননা পাগলের মতো হাত নাড়ছে মেয়েটা। একবার জলপ্রপাত দেখাচ্ছে তো আরেকবার শাওয়ার নেবার ভঙ্গি করছে!

বুঝতে পারল না লিসা, এদিকে ওর কোলের বাচ্চাটা জলপ্রপাতের গর্জনের কারণে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে।

আচমকা উপর থেকে একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

ক্যাটের পাগলের মতো হাত নাড়ানি এখনও বন্ধ হয়নি, তবে একটু পরিবর্তন এসেছে। এখন জলপ্রপাতের দিকে ইঙ্গিত করার পর, হাতের আঙুল গুলো নিজের চেহারার সামনে এনে নাড়ছে সে। শেষপর্যন্ত হাত সোজা করে মাথার উপর ইঙ্গিত করল ক্যাট।

আরেক টুকরা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল উপর থেকে।

লিসার মনে হলো, কেউ একজন ওকে দেখছে!

খাদের একদম মাথার দিকে তাকাল লিসা, দেয়াল ধরে একটা ধাতব দানবকে ঝুলতে দেখল!

চিৎকার করে পিছিয়ে এল ও, আরেকটু হলেই নিচের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত।

আওয়াজ শুনে যেন চোখরূপী সেন্সর দিয়ে সরাসরি ওর দিকেই তাকাল দানবটা।

মাঝপথে থেমে গেল লিসার চিৎকার।

কিন্তু শুরু হলো বাচ্চার কান্না!

২ঃ৫৬ দুপুর

ক্যাটের অসহায় চোখের সামনে ধাতব সিংহ খাদের দেয়াল বেয়ে নামছে একটু একটু করে।

লিসা, আমার কথার অর্থ বোঝ!

গাছের তলা থেকে ভেসে আসা টুংটাং শব্দে নিজের বিপদের কথা মনে পড়ে গেল ওর। পাঁচটা হেলমেট পড়া পড এখন গাছটাকে ঘিরে বসে আছে। ওদের কুঁজের মতো উঁচু হয়ে থাকা পিঠ খুলে গিয়ে বের হয়ে এলো আরও চারটা ছোটছোট রোবট। সমতল আর চারকোনা দেখতে ওগুলো, প্রতিটার সাথে ছোট ছোট প্রপেলার লাগানো!

একসাথে উপরে ভাসল উড়তে সক্ষম পডগুলো, তাল মিলিয়ে এমনভাবে উড়ছে যেন পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পারছে তারা। আচমকা উপরের দিকে উঠতে শুরু করল ওগুলো, চলার পথে পড়া হতভাগ্য পাতাগুলোকে টুকরো টুকরো করে এগোচ্ছে।

ঢাল আর পাইপ তুলে ধরল ক্যাট।

তীক্ষ্ণ একটা ক্ল্যাঙ্ক করে হওয়া শব্দ ওর মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্য লিসার দিকে নিয়ে গেল। দানবটা সম্ভবত পিছলে পড়ে গিয়েছে। ঠিক লিসার একটু আগে দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটায় এখন দেখা যাচ্ছে ওটাকে।

কিন্তু ডা. লিসা কামিংসের কোনও হদীস নেই!

২ঃ৫৭ দুপুর

আচমকা বরফ-ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ পেয়ে যেন জমে গেল লিসার দেহ।

বাচ্চাটাকে যতটা সম্ভব ঢেকে রেখেছে ও, এই মুহূর্তে জলপ্রপাতের পেছনের একটা প্রশস্ত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ওঠার পর, ক্যাটের ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে ও। আসলে ওই কালো সেন্সরগুলো দেখার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়েছে ক্যাটের বার্তা। এই দানবটা ঠিক কী উপায়ে শিকার ধরে, তা আন্দাজ করতে পেরেছে ও।

জলপ্রপাতের আড়াল দানবটার চোখকে ধোঁকা দেবে...

ক্রমাগত প্রবাহমান পানির কারণে ওর নড়াচড়া ধরতে পারবে না ওটা...

আর ঠাণ্ডা দমিয়ে রাখবে ওর দেহ তাপকে...

জলপ্রপাতের গর্জন অকেজো করে দেবে ওটার শব্দ শুনে শিকার ধরার ক্ষমতা...

তবে সমস্যা একটাই, ঠাণ্ডায় দেহের তাপ অতিরিক্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েই যায়। এটা অবশ্য ওর চাইতে বাচ্চাটার জন্যই বেশি ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। ঝুঁকিটা নেয়া ছাড়া উপায় নেই আর।

কিন্তু কথা হচ্ছে, বুদ্ধিটা কাজ করবে তো?

দেয়াল বেয়ে নামতে নামতে একসময় লাফ দিয়েছে ঘাতক, পড়েও যেতে পারে। ওই ভারী, ধাতব দেহটা পাথরের উপর আছড়ে পড়ার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে লিসা। কিন্তু তারপর যেভাবে ওটা উঠে দাঁড়াল আর নড়াচড়া করতে শুরু করল, তাতে পরিষ্কার বুঝে গেল যে একটুও ক্ষতি হয়নি ওটার। একদম লিসার লুকিয়ে থাকা জায়গাটার দিকে এগোতে শুরু করল ওটা। ওকে নিশ্চয় এদিকে আসতে দেখেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এখনও দেখতে পাচ্ছে কি?

তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত আর ধারাল নখর নিয়ে এগিয়ে আসছে ওটা, প্রতিটা পদক্ষেপে দৃঢ়তা। জিনিসটার যে প্রাণ নেই, তা বোঝায় যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোনও বিড়াল ইঁদুর শিকারে বেরিয়েছে।

যতটা সম্ভব পিছিয়ে গেল লিসা, বাচ্চাটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে আছে। কাঁদছে ওটা, কিন্তু পানির গর্জন সেই আওয়াজ ঢাকা দিয়ে রেখেছে। ঘাতক বড় করে হাঁ করল, মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পানির পর্দা ভেদ করেও যেন চোখ রাখল লিসার চোখে। কে জানে, প্রকৃতপক্ষে কি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে!

থামল না দানব, শুরু করল পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা।

২:৫৪ দুপুর
ব্লু রীজ পর্বতমালা আকাশে

পেইন্টার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার ল্যাপটপের পর্দার দিকে। ঠিক ওর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে রয়েছে মঙ্ক। দুজনেরই মনের মানুষ বিপদের সম্মুখীন, এই মুহূর্তে যা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া ওদের আর কিছু করার নেই।

আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে বিমানের র‍্যাম্প, কিন্তু এখনও সঠিক জায়গায় এসে পৌঁছায়নি ওরা।

'আর কতোক্ষণ?' ঘেউ ঘেউ করে জানতে চাইল পেইন্টার।

'আর দুই মিনিট বাকি আছে।' উত্তর দিল পাইলট।

আবার পর্দার দিকে তাকাল পেইন্টার।

এই দুই মিনিট...দুই জীবনের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৪০

৪ জুলাই, ২ঃ৫৮ দুপুর ই.এস.টি.
ব্লু রীজ পর্বতমালা

সেইচান তার বিলাশ বহুল খাচার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। এক মিনিট আগে হওয়া হালকা একটা আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিল, হলে এসে উপস্থিত হয়েছে কেউ। ওর দরজার তালা খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তার মানে, যে-ই এসে থাকুক, তার কাছে কোড নেই!

জানালার পাশের চেয়ারে বসে ছিল ও, এই চিন্তা মাথায় আসায় উঠে এসে সেলের মাঝখানে দাঁড়াল।

ঘরটার ছোট ফায়ারপ্লেসটা পার হয়ে, দরজার দিকে এগোল ও। ঠিক সেই সময় আশেপাশের দেয়ালের কিছুটা অংশ সাথে নিয়ে ধ্বসে পড়ল দরজা।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল সেইচান, তুর্কি কার্পেটে একটা গড়ান দিয়ে বাড়ি খেল বিছানার সাথে। ধোঁয়া ভেদ করে একটা মানুষের দেহের উপরের অংশ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চল দেহটা এক প্রহরীর, ঘাড় মুচড়ে মারা হয়েছে বেচারাকে!

চেয়ে চেয়ে সেই হত্যাকারীকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেখল সেইচান। লম্বা চওড়া সোনালী চুলের এক মেয়ে, হাতে পিস্তল আর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পিস্তলটার দিকে নজর পড়ল সেইচানের।

ওটা তার চাই-ই চাই।

আলতো আয়াসে উবু হয়ে বসল ও, মহিলাকে চিনতে পেয়েছে। পেট্রা নাম তার, এ-ই গ্রে'কে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করেছিল।

বিস্ফোরণের ধাক্কা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি, তাই মহিলার বলা প্রথম কয়েকটা শব্দ বুঝতে পারল না ও।

'...অনেক আশা ছিল।' বলছে পেট্রা। 'তুমি আমাদের রক্তের, আমাদের পরম্পরার। অনেক উঁচু পর্যায়ের জন্য তোমাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না ও। কিন্তু শব্দগুলো ঠিক ঘুরপাক খেতে শুরু করল ওর মাথার ভেতর।

...উঁচু পর্যায়ের জন্য তোমাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল...

মানে কি?

উঁচু পর্যায়ে যেতে হলে কী সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটার মতো নৃশংস সব কাজ করতে হবে ওর।

সেই সাথে আরেকটা ভয় উঁকি দিল মনে, *আমি কি এরইমধ্যে এর মতো নৃশংস হয়ে গিয়েছি?*

উবু হয়েই রইল সেইচান, কিন্তু ভারসাম্য ঠিক করার জন্য বাঁ পাটা এক ইঞ্চি সামনে ঠেলে দিল।

পেট্রার নজর এড়ায়নি এই আকস্মিক নড়াচড়া, নিজের হাতের অস্ত্রটা তাই একটু পাশে সরিয়ে নিল ও। এমন জায়গায় ধরল, যেখানে সেইচান আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারবে না।

একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

'তুমি যখন আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে,' বলল পেট্রা। 'যখন নষ্ট হয়ে গেলে, তখন পরিণত হলে জঞ্জালে। কিন্তু কেন? একজন পুরুষের ভালোবাসার জন্য?'

শক্ত হয়ে গেল সেইচান, কথাগুলো ওকে ভালোভাবেই আঘাত করতে পেরেছে।

পেট্রা যেন উপলব্ধি করতে পারল সেটা। 'তোমার কুকুরের মতো ধুঁকে ধুঁকে মরাই উচিত।'

গুলি ছুঁড়ল মেয়েটা, কিন্তু সেইচান সেজন্য প্রস্তুতই ছিল। এক পাশে ঘুরে গেল ও, কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারল না। হালকা একটা চুমো খেয়ে ওর কোমরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। তবে সেইচান ওসব থোড়াই কেয়ার করে! কাঁধ দিয়ে পেট্রার পায়ের হাড়ে আঘাত হানল ও, মেয়েটাকে ছুঁড়ে দিল উপরে।

পিস্তলটা হাতে পাবার আশায় ডিগবাজি খেল একটা।

কিন্তু পেট্রা পিস্তলটা হাতছাড়াই করেনি। সে মাটিতে নামল এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে, পিস্তলের নল এখনও সেইচানের চেহারার দিকে তাক করা।

ঠিক সেই মুহূর্তটাই দুটি বিষয় বুঝতে পারল সেইচান।

এই মেয়ে আমার চাইতে দক্ষ।

আর সেজন্য আমার চাইতেও হতভাগ্য।

চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, কানে শুনতে পেল পরপর দুটো গুলির আওয়াজ।

আর সেই সাথে টের পেল পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এক পশলা বাতাস।

গুলি দুটো রবার্টের বুককে নিজেদের বাসা বানালো, কেননা লোকটা নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছেন পেট্রা আর সেইচানের মাঝে। যেন কোনও ফুলের সামনে অটল প্রহরী হতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটা দেয়াল!

এরপর দেখা গেল গ্রে কে, হলে পড়ে থাকা প্রহরীর অটোমেটিক রাইফেলটা তার হাতে। পেট্রার পিঠে গুলির ফুলঝুড়ি বইয়ে দিল সে।

ম্যাগাজিনের শেষ গুলিটা বেরিয়ে যাবার পর, ওর দিকে ঘুরল গ্রে। 'সেইচান...'

রবার্ট বুঝতে পারলেন, এই ছেলেটে সেইচানকে ভালোবাসে।

তিনিও এককালে এমনকরেই এক মেয়েকে ভালোবাসতেন। এশিয়ায় রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন সময়ে দেখা হয়েছিল তাদের। বাগানের চাঁদের আলোয় প্রথম দেখা মুখটা যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। একসাথে কাটানো সময়গুলো হানা দিচ্ছে স্মৃতিতে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে সবুজ সেই চোখজোড়াকে। তার ভালোবাসার রমণীর চোখ।

তিনি জানেন না যে সেইচানের কোলে শুয়ে আছেন এখন। হাতটা একটু উঁচু করে ধরলেন, যেন ছুঁতে চাইছেন ওকে। আবার কেন যেন সাহস পাচ্ছেন না।

সেই অধিকার যে তার নেই।

মৃত্যু তার প্রাপ্য, কিন্তু নিজের মেয়ের কোলে মাথা রেখে?

নাহ...এতোটা সৌভাগ্য তার প্রাপ্য নয়।

সেইচান লোকটার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে, কিন্তু তার চোখের পানির কারণ বুঝতে পারছে না। গুলির আঘাতে ওর দিকে ছুটে এসেছিল দেহটা। তাই অনেকটা রিফ্লেক্সের বসেই সে ধরে ফেলেছে রবার্টকে। কিন্তু কেন এই লোকটা তার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করল, তা বুঝতে পারছে না।

কেন?

চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা, যেন চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে। ওকে স্পর্শ করার জন্য একটা হাত তুলল, করলও স্পর্শ। অদ্ভুত ব্যাপার, স্পর্শ করতে দিল সেইচান। কেন যেন না করতে পারল না।

গ্রে ওর পাশে এসে বসল।

খুনিটা মারা গিয়েছে। নাম ছিল একটা তার, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

নিষ্ঠুর, লোভী মানুষের হাতের পুতুল ছিল সে কেবল।

আমি তোমার মতো হব না, পেট্রাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল সেইচান।

গ্রে আঁকড়ে ধরল ওকে, 'সেইচান...'

কেননা আমার একটা নাম আছে, যে নাম ভালোবেসে কেউ একজন উচ্চারণ করে।

তবে সেই মুহূর্তে সেইচান জানতে পারল, এটা ছাড়াও আরেকটা নাম আছে তার। যে লোকটা তার কোলে মারা যাচ্ছে, সে জানালো। এর আগে কখনও সেটা শোনেনি ও।

'তোমার চোখ...অবিকল তোমার মায়ের মতো...' ফিসফিস করে বললেন রবার্ট। 'আমি তোমাকে নিরাপদে...রাখতে চেয়েছি। ভেবেছিলাম, ওদের থেকে দূরে ...সরিয়ে রাখতে পারব। কিন্তু তোমার মাকে...তোমার কাছ থেকে সরিয়ে...নেয়ার পর...তোমাকে খুঁজে পেতে অনেক দেরি করে ফেলি। যখন পেলাম...আর তোমাকে সরিয়ে দিতে পারলাম না। কিন্তু...তোমাকে নিজের বলে স্বীকার করে নেয়াটা...তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার সামিল হতো। তাই গিল্ডের...ভেতর রেখে দিয়েছিলাম তোমাকে...কাছে কিন্তু দূরে। আমাকে...মাফ করে দাও...আমি দুঃখিত।'

কী বলবে, ভেবে পেল না সেইচান। এই লোকটা...ওর বাবা?

'তোমার মা,' শেষ কথা উচ্চারণ করছেন বলে বুঝতে পারছেন রবার্ট। তাই তাড়াতাড়ি বলার প্রয়াস পেলেন। 'পালিয়ে গিয়েছিল...এখনও বেঁচে আছে...কোথায় জানি না...'

শেষ একটা কথা বলেই মারা গেলেন রবার্ট, মৃত্যু এসে কাছে টেনে নিল হতভাগ্য লোকটাকে।

'নিজের মেয়েকে হারানোর ব্যথা পাওয়া উচিত না কোনও পিতার...'

সেইচানকে নিজের কাছে টেনে নিল গ্রে, যেভাবে নিজের মৃত পিতাকে ধরে আছে মেয়েটা।

ঠিক তখন কেঁপে উঠল দুনিয়া, যেন দেবতাদেরই আক্রোশে...

৪১
৪ জুলাই, ৩:০০ দুপুর ই.এস.টি

নিচের দুনিয়া যখন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে, পেইন্টার তখনও আকাশে।

কয়েক সেকেণ্ড আগেই খুলেছে ওর প্যারাশ্যুট। নিচের মাটি এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন ওকে স্পর্শ করার পণ করেছে। ওর দুই পাশে বাতাসে ভাসছে দলের অন্যান্য সদস্যরা। মঙ্ক আর কোয়ালস্কির লক্ষ্য ক্যাট। টাকার কয়েক গজ নিচে রয়েছে, লিসা ওর লক্ষ্য। কেন ওর সাথে আছে, বুকে বাঁধা।

কিছুক্ষণ ফুঁসে যেন হার মানল মাটি, খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল! পাথর, আগুন আর বাষ্পের কাছে আত্মসমর্পন করে ধ্বসে পড়ল ওক বনের অনেকটা অংশ। নিচের এই উত্তাল অবস্থা স্পর্শ করল উপরকেও, কেপে উঠতে শুরু করল শ্যুটগুলো।

অনেক চেষ্টার পর, প্যারাশ্যুটটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারল পেইন্টার। এর আগেও এমনতর ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছে ও। জানে, মাটির নিচে তৈরি হচ্ছে এখন বাষ্প। যেকোনও মুহূর্তে সেই বাষ্প উপরে ওঠার পথ খোঁজার মানসে ফুঁসে উঠবে। হলোও তাই, বিশাল এক গর্ত দেখা দিল নিচের মাটিতে, ঠিক যেন নরকের প্রবেশদ্বার।

গর্তের চারপাশের এলাকাও রেহাই পেল না। গাছ আর পাথরকে সঙ্গি করে সেই গর্তের দিকে ছুট লাগাল মাটি। নদী আর ক্রিকগুলো পানি দিয়ে যেন সেই গর্তটার পিপাস মেটাতে চাইছে। এতো ধ্বংস আর অস্থিরতার মাঝেও ভূ-গর্ভস্থ একটা মনুষ্য নির্মিতি ফ্যাসিলিটির প্রমাণ চোখ এড়াল না তার।

ওখান থেকে চোখ সরিয়ে চারপাশে তাকাল সে, সঙ্গিদেরকে খুঁজছে। আরও তিনটা প্যারাশ্যুট দেখা গেল নিচে। ওর চেয়ে দক্ষভাবে সামলাচ্ছে নিজেদের। কপাল ভালো, ওদের লক্ষ্যবস্তু যে এলাকায় আছে, সেখানে পৌঁছাতে পারেনি এই তাণ্ডবের হাত।

'ক্যাটের কাছে যাচ্ছি।' জানাল মঙ্ক।

'প্যান্ট ভেজাচ্ছি।' সুর মেলাল কোয়ালস্কি।

পেইন্টার হারনেস ঘোরাল। দেখতে পেল, টাকার আর কেন লিসার দিকে এগোচ্ছে। এখনও আছড়ে পড়ছে জলপ্রপাত, কিন্তু নিচে নদীর কোনও চিহ্ন নেই! ত্রিশ ফুট লম্বা জলপ্রপাতটা এখন পরিণত হয়েছে তিনশ ফুটে! তবে বিপদের কথা হচ্ছে, গ্লেসিয়ারের মতো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে পর্বতগাত্র। লিসা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও যেকোনও মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে!

অবশ্য আরেকটা বড় বিপদ লিসার জন্য ওঁত পেতে আছে।

জলপ্রপাতের প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে! তাই এখন ধাতব শিকারির সরাসরি দৃষ্টিসীমার সামনে পড়ে গিয়েছে মেয়েটি।

'মহিলার দিকে যাচ্ছি!' রেডিওতে বলল টাকার।

'ক্যাপ্টেন ওয়েন, পাহাড়ের ওপরে ওঠ। দড়ি ফেলার ব্যবস্থা করো।'
'নেগেটিভ, স্যার। আমি এখন আর উপরে উঠতে পারব না, অনেক বেশি নিচে নেমে এসেছি।'
হয়তো পারবে, হয়তো আসলেই পারবে না। কিন্তু পেইন্টার যে ওর চেয়ে সুবিধাজনক উচ্চতায় আছে, সেটা পরিষ্কার। কাউকে না কাউকে তো ওই পাহাড়ের উপর থেকে দড়ি ফেলতেই হবে।
'ঠিক আছে।' বলল পেইন্টার। 'আমিই যাচ্ছি।'
টাকারকে নিচে নামতে দেখল পেইন্টার, কখন যে লোকটার হাতে বন্দুক উঠে এসেছে, তা কে জানে? শিকারির দিকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল সে।
শুরু হলো যন্ত্রের সাথে মানবের লড়াই।

৩ঃ০৩ দুপুর

টাকারের আরও জায়গা দরকার।
শৈলশিরাটা আকারে বাস্কেটবল কোর্টের চাইতে বড় হবে না। একপাশে লিসা দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যপাশে দানব ঘাতক। ওকে আসতে দেখে, দৌড়ে অবস্থান নিয়েছে ওটা।
গুলি ছুঁড়ল টাকার, কিন্তু শক্ত আর্মারে আঁচও কাটতে পারল না গুলি।
তবে একটু পাশে সরাতে পারল বৈকি, এই সুযোগে মাটিতে নেমে এল টাকার। একইসাথে দুটো রিলিজ টেনে ধরেছে।
একটা ওর শ্যুটের রিলিজ, আর অন্যটা কেনের।
দ্বিতীয় আরেকটা পিস্তল বের করে আনল টাকার, লিসাকে ইঙ্গিত করল পিছিয়ে থাকার জন্য। এদিকে ধাতব শিকারি নিচু হয়ে বসেছে, একদম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নতুন শিকারের সবকিছু বুঝে নিতে চাইছে যেন।
ফিসফিস করে টাকারকে জানাল লিসা। 'বাচ্চাটা মারা যাচ্ছে।'
কেনকে সুরক্ষা দেয়ার ইঙ্গিত করে, মেয়েটির দিকে এগোল ও।
কেন আর ধাতব ঘাতককে দেখে মনে হলো, যেন একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের একজন। একই রকম ভঙ্গিমায় দুজন দুজনকে দেখছে।
লিসা ভিজে একদম একশা হয়ে আছে, বাচ্চাটা ধারণ করেছে নীল বর্ণ। একদম নড়ছে না।
এই বাচ্চাকে আরেকবার খোয়াবো না আমি, ভাবল টাকার।
দানবটা ছুটে আসা শুরু করলে, পাথরের উপর ইস্পাত ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। সেই সাথে জ্বলে উঠল স্ফুলিং, সরাসরি ওদের দিকেই ছুটে আসছে ওটা। পিস্তল তাক করল টাকার, বুঝতে পারছে যে কাজ হবে না। কিন্তু তাই বলে তো আর হাল ছাড়া যায় না।
আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টাটা ওকে করতেই হবে।

ভুলে গিয়েছিল, আরেকজনের মাথাতেও সেই একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওটাকে আসতে দেখছে কেন, নড়ছে না একদম। তেল, গ্রীজ আর বিদ্যুতের গন্ধ ভেসে আসছে ওটার গা থেকে। তবে নিজে শিকারি বলে, আরেক শিকারিকে ঠিক চিনতে পারছে। দুনিয়াকে একইচোখে দেখে ওরা দুজন।

গন্ধ শুঁকে নড়ে ওঠে ওটা...

আওয়াজ শুনে এগোয়...

কালো চোখদুটো কাপড়ের ঝলক দেখে শিকারের অবস্থান নিশ্চিত করে...

ভেবে চিন্তে, হিসেব করে আক্রমণে নামে...

যেমন এখন নেমেছে।

সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে ওটা। কারণ সেটার বয়স আর অনভিজ্ঞতা। এখনও বাচ্চা এই শিকারি।

ধাতব শিকারির ছুটে আসার জবাবে নিজে একটা গর্জন ছাড়ল কেন, সেই সাথে ধোঁকা দিয়ে পাশে সরে গেল। ওটাকে বাধ্য করল ঘুরে এসে আবার আক্রমণ শানাতে। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে আজ, সেই সাথে দ্রুতও। কিন্তু ওই যে, অনভিজ্ঞতা...

বেচারা জানে না, কেন অনভিজ্ঞ নয়।

শক্ত পাথর, গরম বালু, ভঙ্গুর তুষার আর নুড়ি বিছানো পথ ধরে হেঁটেছে সে।

হেঁটেছে পিচ্ছিল বরফের উপরেও।

আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করছে ও, একমনে...অখণ্ড মনোযোগে।

'কেন!' চিৎকার করে উঠল ওর পার্টনার।

কণ্ঠে আদেশ না, আতঙ্কের রেশ।

তাই সরাসরি কিনারে চলে গেল কেন, পিছু পিছু ছুটে আসছে শত্রু। ইস্পাতের পাগুলো আছড়ে পড়ছে পাথরে। কিনারার কাছে পৌঁছা মাত্র, থমকে গেল কেন। ওর মনে হলো, প্যাড বিছানো থাবাটা যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

কারণ, এমন করার ক্ষমতা ওর আছে...

কারণ, ও অনভিজ্ঞ নয়...

এটা পাথর।

আক্রমণকারী অনভিজ্ঞ, জানে না যে ওর জন্য পাথর-ই বরফ।

এখনও শিখে উঠতে পারেনি।

পেছনের পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গেল কেন। চেয়ে চেয়ে দেখল, আক্রমণকারী ওকে পার হয়ে যাচ্ছে; নিজের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ অনভিজ্ঞ শিকারি পড়ে যাচ্ছে খাদ থেকে!

কেননা ও জানে না...

শেখার সুযোগ পায়নি...

আর কখনও পাবেও না...

কেন দৌড়ে ফিরে আসতেই, গর্বিত ভঙ্গিতে ওকে আঁকড়ে ধরল টাকার। এই মুহূর্তে ওদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে কুকুরটা।

কিন্তু কেনকে কেন যেন বিষণ্ন মনে হলো, টাকারের দুই পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে রেখেছে। কাজটা করেছে বটে, কিন্তু সম্ভবত নিশ্চিত হতে পারছে না যে ঠিক কাজটাই করেছে।

'সঠিক কাজটাই করেছ তুমি।' স্বান্তনা দিল টাকার।

তবুও লেজ নামিয়ে রাখল কেন।

টাকার জানে, কুকুরদের আবেগ অনেক চড়া সুরে বাঁধা। কেনের মনের আবেগটা ধরতে পারছে ও।

আফসোস আর বিষাদ।

ওই প্রানিটাকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে খুশি নয় কেন।

'কাজটা তোমাকে করতেই হতো।' বলল টাকার।

জানে কেন।

কিন্তু তবুও লেজ নামিয়ে রাখল।

৩ঃ০৬ দুপুর

এডওয়ার্ড ব্ল্যাক এখানকার ট্রেন সার্ভিস একদম পছন্দ করে না।

অন্ধকার একটা টানেলে, এক বগির ট্রামে বসে আছে ও। সেই সাথে আছে ল্যাব কমপ্লেক্সের কর্মচারী আর প্রহরী। ইমার্জেন্সি ল্যাম্প ছাড়া আর আলো নেই। বিস্ফোরণের আওয়াজ অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছে।

তবে ধ্বংসযজ্ঞটা মিলিয়ে যায়নি।

বিদ্যুত হারিয়ে স্থাণু হয়ে আছে ট্রেনটা। প্রায় নয় মাইল আসতে পেরেছে ওরা, লজটা এখনও এক মাইল দূরে।

চোখ বন্ধ করে, কপাল ঘষল এডওয়ার্ড।

'হাঁটলেই হয়।' বলল একজন।

'কিন্তু যদি বিদ্যুত ফিরে আসে?'

'লাইন দেখে হাঁটলেই হবে।'

'থাক, তার চেয়ে এখানেই আমরা নিরাপদ।'

চুপ করবি তোরা! মনে মনে গর্জে উঠল ও।

'চুপ!' বগির পেছন দিক থেকে কেউ একজন ধমক দিল। 'শোন তো!'

এডওয়ার্ড শুনতে পেল শব্দটা। প্রথমে একদম ধীরে শুরু হলেও, আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে আওয়াজ। মনে হচ্ছে যেন আরেকটা ট্রেন আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, পরিচিত গলগল আওয়াজটা শুনতে পেল ও।

পানি!

উপস্থিত সবার মতো সে নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে বগির পেছন দিকে চলে গেল। যতদূর দেখা যায়, কালো অন্ধকারের রাজত্ব। ইমার্জেন্সি বাতিগুলো সেই আঁধার দূর করতে গিয়ে আরও ঘন করে তুলেছে।

তারপর আচমকা দেখতে পেল, সেই আলোগুলোও একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে। বগির অধিকাংশ যাত্রী চিৎকার করতে শুরু করেছে। একজন তো দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল! পানিকে হার মানাবার ইচ্ছা।

বোকা কোথাকার।

শিকারি পশুর মতো ওদের উপর আছড়ে পড়ল পানি, বগির প্রতিটা ফাঁক ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছে; সীল করা বলে পারছে না! আঘাতটা ওদের সবাইকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই সাথে সামনে ছুটল ট্রামটাও।

উঠে দাঁড়াল সবাই, যে যার হাতের কাছে যা-ই পাচ্ছে, আঁকড়ে ধরছে। এদিকে টানেল ধরে বুলেটের গতিতে ছুটে চলছে ট্রেনটা।

কথা বলছে না কেউ, পাছে আশাটা মিথ্যায় পরিণত হয়!

সামনে থাকা একজন চিৎকার করে বলল। 'সামনে সেলার! আলো দেখা যাচ্ছে।'

লজে এসে পৌঁছেছে ট্রেন।

কিন্তু ওদের গতি খুব বেশি।

'ম্যানুয়্যাল ব্রেক আছে?' জানতে চাইল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ!' সামনের দিকে দৌড়ে গেল কেউ একজন।

ওর সাথে যোগ দিল এডওয়ার্ডও। দেখতে পেল, আসলেই সামনে আলো দেখা যাচ্ছে। তবে সেটা বৈদ্যুতিক আলো নয়, নরকের আগুন যেন তাণ্ডব নৃত্য চালাচ্ছে ওখানে।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল ব্ল্যাক।

কয়েক মুহূর্ত পর, সেই নরক কুণ্ডের ভেতর গিয়ে পড়ল বগিটা। পানি আছড়ে পড়ল আরেক মুহূর্ত পর। আগুনের উত্তাপে সাথে সাথে বাষ্পে পরিণত হলো তা। চারপাশে কেবল আগুন আর আগুন। একদম সীল করা বগিতে যে বাতাসটুকু ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেল বগি আরোহীদের চিৎকারের শক্তি যোগাতে।

আস্তে আস্তে রোস্ট হতে শুরু করল তারা।

৩ঃ০৮ দুপুর

ক্যাট ওর স্বামীর গলা ধরে আছে, মঙ্ক কোলে তুলে নিয়েছে ওকে।

ছোট ছোট ক্ষতগুলো থেকে এখনও রক্ত ঝড়ছে। তবে মঙ্ক আর কোয়ালস্কি ওর সাহায্যে আসার আগেই, আক্রমণকারীদের দফারফা করে ফেলেছিল সে। ওর স্বামী, মঙ্ক, তার কৃত্রিম হাত ব্যবহার করে অবশিষ্ট কিছু উড়ন্ত পডকে পিষেই শেষ করে ফেলেছে।

এই মুহূর্তে বনের ভেতর দিয়ে একসাথে পালাচ্ছে ওরা, নানা ধরণের পড এখনও ওদের পিছু ধাওয়া করে চলছে। কোয়ালস্কি থেকে থেকে গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সংখ্যায় যে শত্রুরা অনেক!

'ওই যে!' দৌড়াতে দৌড়াতেই মঙ্ক একটা প্রশস্ত চারণভূমি দেখাল কোয়ালস্কিকে।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রানাইটের দেয়াল থেকে বেরোনো জায়গাটুকু ওদেরকে কিছুটা হলেও সুরক্ষা দেবে ভেবে, ওদিকেই দৌড় দিল। কাছাকাছি পৌঁছে, অনেকটা ছুঁড়েই উপরে তুলে দেয়া হলো ক্যাটকে। মঙ্ক আর কোয়ালস্কিও যোগ দিল এক মুহূর্ত পর।

এদিকে ধাতব শিকারিরা হার মানেনি। নিজে উঠতে না পারলে কি হবে? একের পর এক দাঁড়িয়ে একটা সেতু বানাবার প্রয়াস পেল তারা। এদিকে আকাশেও ভাসছে কিছু পড। ওগুলোও আক্রমণ চালালো!

'এখন করলে কেমন হয়?' বলল কোয়ালস্কি।

কী করলে? অবাক হয়ে ভাবল ক্যাট।

'দাঁড়াতে পারবে?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'হ্যাঁ।' বলল বটে ও, কিন্তু অবস্থা বুঝতে পারে মঙ্ক ওকে আঁকড়ে ধরল।

'আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো!' আদেশ দিল যেন।

তা আর বলতে।

কৃত্রিম হাতের কোথায় কোথায় যেন কী কী টিপ মঙ্ক। 'কী করছ-?' জানতে চাইল ক্যাট।

কথা না বলে মঙ্ক খুলে আনল হাতটা। সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিল উপরে।

ওটার যাত্রাপথ দেখছে ক্যাট, কিন্তু মঙ্ক ওর মুখ আঙুল দিয়ে নামিয়ে নিল। এক হয়ে মিশে গেল যেন দুজোড়া ঠোঁট।

মাথার উপর থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজেও তা আলাদা হলো না।

বেশ কিছুক্ষণ পর পিছিয়ে এল মঙ্ক, হাসছে ওর দিকে চেয়ে। 'ঈশ্বরের হাত, সোনামণি।'

মাঠের দিকে চাইল ক্যাট, কিছুই নড়ছে না ওখানে।

উপর থেকে পাথরের মতো আছড়ে পড়ছে উড়ন্ত পডগুলো।

'মিনি-ই.এম.পি.।' ব্যাখ্যা করল ওর স্বামী। 'একশ পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত কার্যকরী।'

ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক পালস...যার প্রভাবে আশেপাশের সব বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।

'দুবাই-এর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার পর, আমাকে এটা লাগিয়ে নিতে বলেছিলেন পেইন্টার।'

'এবার?' জানতে চাইল ক্যাট।

ঘড়ি দেখল মঙ্ক। 'বেবি সীটারকে সারা রাতের জন্য টাকা দেয়া আছে। কী করতে চাও?'

'সেলাই!'

'ওহ, দুষ্টু।' মুখে কৌতুকের হাসি টেনে বলল ওর স্বামী। 'ডাক্তার সাজতে চাও!'
কোয়ালস্কি মুখ বেজার করে বলল। 'সব পাগলায়া গেছে!'

৩ঃ২৫ দুপুর

চারণভূমি থেকে কপ্টারটাকে আকাশে তুলল গ্রে।

এরইমাঝে পেইন্টারের দলটাকে তুলে নিয়েছে ও। লিসা এখন ক্যাটের ক্ষত দেখছে। এদিকে অ্যামান্ডার বাচ্চা গরম কম্বলের মাঝে শুয়ে কাঁদছে খাবারের জন্য।

ন্যাশনাল গার্ডের সাথে ফোনে কথা বলছে পেইন্টার, তবে প্রথমে প্রেসিডেন্টকে ফোন করতে ভোলেনি। নাতীর সুস্থ থাকার সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছে।

তবে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করা এতোটা সহজ না।

কো-পাইলটের সীটে বসে আছে সেইচান। চুপচাপ এখন পর্যন্ত জানা সব তথ্য পর্যালোচনা করছে। পিতার পরিচয় জানতে পেরে যে মেয়েটা নাড়া খেয়েছে, তা একেবারে স্পষ্ট।

থার্মোব্যারিক বিস্ফোরণ হবার পর, দূর্গ থেকে পালিয়েছে ওরা। বিশৃঙ্খলার সুযোগে কপ্টারটার দখল নিতে একদম কষ্ট হয়নি। এই কপ্টারটাই ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিল। সিগমা কমাণ্ডের সাথে যোগাযোগ করে, পেইন্টারের নাগাল পেয়েছে গ্রে।

আনন্দের সাথে বাষ্প উঠতে থাকা সিংকহোল থেকে কপ্টারটাকে দূরে সরিয়ে নিল ও।

৪২
৪ জুলাই, ৪ঃ১০ দুপুর ই.এস.টি.
আকাশ পথে

ডি.সি.র পথে চলছে জেটটা।

অন্যদের থেকে একটু আলাদা হয়ে বসে আছে গ্রে। প্রত্যেকেই এরমাঝে যার যার অংশের গল্প শোনানো শেষ করেছে। সবার গল্প শেষ হলে দাঁড় হয়েছে অমরত্ব, প্রাচীন পরম্পরা আর আধুনিক অস্ত্রের অবিশ্বাস্য এক কাহিনী। তবে যতোই শুনছে, ততোই অস্বস্তি বাড়ছে গ্রে'র।

পাশের সীটে এসে বসল সেইচান। এরইমাঝে নিজেকে সামলে নিয়েছে, তবে অন্য কারও নজরে ধরা না পড়লেও, ওর নজরে ঠিক ধরা পড়েছে মেয়েটার চাহনির শূন্যতা। গল্প বলার সময়, নিজের জানা সর্বশেষ দুই তথ্যের একটাও বলেনি সেইচান। বলেনি ওর বাবার পরিচয় জানতে পেরেছে, বলেনি যে ওর মা হয়তো এখনও বেঁচে আছে।

আপাতত এই দুই তথ্য গোপন রাখতে চায় সে।

'কী হলো?' জানতে চাইল সেইচান।

'কেন জানি সবকিছু খাপে খাপে মিলছে না।' বলল গ্রে। 'অসমাপ্ত মনে হচ্ছে।'

'তাহলে সেটাকে মেলাও। এই তো তোমার কাজ, তাই না?'

করার চাইতে, বলা সহজ।

চোখ বন্ধ করে মাথাটাকে পেছন দিকে এলিয়ে দিল গ্রে। সেইচানের মাথা ওর কাঁধ স্পর্শ করে আছে। হাত স্পর্শ করে আছে ওর হাতকে। অনেকদিন পর শান্ত মনে হলো নিজেকে গ্রে'র।

আর তখনই ধরতে পারল ব্যাপারটা।

ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

'কী?' জানতে চাইল সেইচান।

'ইহুদীদের প্রথা। রবার্ট আমাকে বলেছিলেন। আমাদের ভুল হয়েছে। গ্যান্টরা...গ্যান্টরা আসল খলনায়ক নয়!'

উঠে দাঁড়াল ও, সেই সাথে সেইচানও। দ্রুত পেইন্টারের দিকে এগিয়ে গেল কমাণ্ডার, ডিরেক্টর তখন ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত।

'একটু আগে গ্যান্ট পরিবারের যে পরম্পরা দেখিয়েছিলেন,' তার পাশে বসতে বসতে বলল গ্রে। 'সেটা আবার দেখাতে পারবেন? আর আমার জেসনের সাহায্য লাগবে। ওকে একটা জিনিস দেখতে বলব।'

নড় করল পেইন্টার, একবারের জন্যও কারণ জানতে চাইল না। গ্রে'র উপর তার ভরসা আছে।

অন্যরা আরও কাছাকাছি এসে বসল।

কয়েক সেকেণ্ডের মাঝে পর্দায় ফুটে উঠল গ্যান্ট পরিবারের পরম্পরা। আক্ষরিক অর্থেই গাছের মতো করে বানানো হয়েছে ওটা, আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে শাখা পরিবারগুলোকে; গ্যান্টদের সাথে সামান্যতম রক্তের সম্পর্ক আছে, এমন কোনও পরিবার বাদ পড়েনি। তবে গাছের কাণ্ডটা যাদের নামে গ্যান্ট আছে, তাদেরকে দিয়ে গঠিত।

তবে এই কাণ্ডের প্রতি আগ্রহ নেই গ্রে'র

পেইন্টার বললেন, 'জেসন লাইনে আছে।'

'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, কমাণ্ডার পিয়ার্স?' জানতে চাইল অ্যানালিস্ট।

'আমাকে এই গাছের বাইরের ডালগুলো দেখাও তো।'

'দেখাচ্ছি।'

পর্দার ছবিটা গাছের একদম ধারে চলে গেল। এখান থেকে নানা রেখা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে, আবার এসে জুড়েওছে। সংখ্যাটা নেহায়েত কম নয়। এর অর্থ, এই সদস্যরা প্রধান পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য নামে পরিচিত হয়েছিল কয়েক পুরুষ ধরে। তারপর আবার প্রধান পরিবারের সাথে এসে যোগ দিয়েছে।

'কী খুঁজছ?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'আপনি বলছিলেন, এখানে সম্ভবত একটা প্যাটার্ন আছে। তবে আপনি ধরতে পারছেন না।'

'হুম, কিন্তু তাতে কী? রবার্ট মারা গিয়েছে। বাকিটা আমরা সহজেই সামলে নিতে পারব।'

'রবার্ট সমস্যা না, কখনও ছিলেনও না। তিনি ভাবতেন, তিনি রাজা। কিন্তু আদপে ছিলে আরেকজনের হাতের পুতুল।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটা জিনিস উপলব্ধি করতে পারল গ্রে। 'আমার ধারণা, আরও আগেই থেকেই তিনি ব্লাডলাইনের আসল মাথাদের বিরুদ্ধাচারণ করা শুরু করেছিলেন। অ্যামান্ডাকে সম্ভবত তিনিই পাঠিয়েছিলেন চিঠি।' রবার্টের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। নিজে কন্যাকে হারিয়েছেন, তাই ভাইকে সেই একই কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে দিতে চাননি।

'হুম। তো?' জানতে চাইল পেইন্টার।

পর্দার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'আপনি ঠিক বলেছেন, এখানে একটা প্যাটার্ন আছে। আমরা এতোদিন ভুল পথে চলেছি। গ্যান্টদের আমরা দেখেছি পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবার হিসেবে, যেখানে পুরুষ উত্তরপুরুষ তার পূর্ব পুরুষের নাম বয়ে নেয়। এই ম্যাপটা গাছটাকেও সেভাবেই বানানো হয়েছে।'

'বুঝলাম।'

'কিন্তু যদি পরিবারটাকে মাতৃ-তান্ত্রিক ধরা হয় তো? রবার্ট বলেছিলেন, তাদের পরিবার মোজেস কর্তৃক নির্বাসিত হয়। এ-ও বলেছিলেন, অনেক ইহুদী প্রথা এখনও

তাদের মধ্যে প্রচলিত।' লিসার দিকে ইঙ্গিত করল এবার। 'আর আপনি বলেছিলেন, ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. কেবল মেয়েদের পক্ষেই তাদের মেয়েসন্তানদের দিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকাল লিসা।

'এজন্যেই তারা অন্য সব পথ বাদ দিয়ে কেবল এই একটা পথকেই চোখের মণি বানিয়েছিল। ওদের প্রথা আর রীতির সাথে মিল খায় বলে।'

'কী প্রথা?'

বোমা ফাটাল যেন গ্রে। 'মিসনাহ, ইহুদীদের সবচাইতে প্রাচীন নীতির বই অনুসারে, ইহুদী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই কোনও ইহুদী মায়ের সন্তান হতে হবে। বাবা অন্য যেকোনও গোত্রের হোক না কেন!' জেসনকে নির্দেশ দিল এবার। 'জেসন, লিঙ্গ আলাদা করে দেখাতে পারবে?'

'একদম সোজা...একটু দাঁড়ান।' কয়েক সেকেণ্ড পর আবার বলল অ্যানালিস্ট। 'এরা পুরুষ।'

ওদের চোখের সামনেই নীল রেখা ফুটে উঠল অনেকগুলো। অধিনকাংশই কাণ্ডের ভেতরে, কয়েকটা বাইরে কেবল।

'এবার মেয়েদের দেখাও।' বলল গ্রে।

নীল রেখা উধাও হয়ে, লাল রেখা ফুটে উঠল। বাইরের দিকের প্রায় পুরোটা জুড়ে রইল রেখাগুলো।

আঁতকে উঠল পেইন্টার। 'যারা যারা পরিবারের নাম ত্যাগ করেছে, তাদের প্রায় সবাই মহিলা!'

'মেয়েরা গ্যান্ট পরিবার ছেড়ে চলে যায়,' একটা লাল লাইনের উপরে হাত রাখল গ্রে। 'তারপর, কয়েক পুরুষ বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসে প্রধান পরিবারে। কিন্তু ছেলেরা প্রায় আসেই না বলা যায়।' হঠাৎ আরেকটা বুদ্ধি এল ওর মাথায়। 'জেসন, কাণ্ডটা বাদ দিয়ে কেবল বেরিয়ে যাওয়াদেরকে দেখাতে পারবে?'

'এক মিনিট...হয়ে গেছে।'

পর্দাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল, কেবল বাইরের দিকের লাল রেখাগুলো আছে। আরেকটা প্যাটার্ণ দেখা গেল ওখানে। কয়েকটা মাত্র লাল রেখা ফিরে আসার পর অনেক পুরুষ ধরে গ্যান্ট পরিবারের সাথে ছিল। অধিকাংশ এক বা দুই পুরুষ পরেই আবার বেরিয়ে যায়।

পেইন্টারও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। 'যেন ওদের প্রয়োজন পড়েছিল বলে, দুই এক পুরুষ গ্যান্টদের সাথে কাটিয়ে দিয়েছিল! রক্তচোষা পরজীবীর মতো এরা শুষে নিয়েছে গ্যান্ট অর্থ আর প্রতিপত্তির সম্ভার থেকে। তবে অধিকাংশ সময় আলাদাই থাকে।' পর্দার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এই ব্যাপারটা কাকতালীয় হতেই পারে না!'

'কিন্তু কেন?' পেছন থেকে জানতে চাইল লিসা।

উত্তরটা দিল গ্রে। 'যে সমাজে অর্থ আর প্রতিপত্তি কেবল প্রথম ছেলের হাতে হস্তান্তরিত হয়, সে সমাজে এছাড়া আর উপায় কী? এই একই কাজ ব্লাডলাইন করেছে অনেকগুলো পরিবারের সাথে! হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকার তাগিদে নিজেদেরকে এভাবে গড়ে তুলেছে।'

'অনেকগুলো পথ খোলা রেখেছে আরকি।' বলল মঙ্ক।

একমত গ্রে। 'ধীরে ধীরে মারা গিয়েছে ওই পরিবারগুলো। আধুনিক যুগে কোনও পরিবারের অর্থ-বিত্তের ইতিহাস লুকানো খুব একটা সহজ না। আবার এক পুরুষ টাকা কামায় তো অন্য পুরুষ সেটা উড়িয়ে দেয়। তাই নতুন পরিবার রিক্রুট করতে চেয়েও পারেনি তারা।'

'তাই কেবল গ্যান্টই অবশিষ্ট আছে।' সীটে বসে পড়ল পেইন্টার, চেহারা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'ওদের অবস্থাও আর আগের মতো নেই। এইজন্যই সম্ভবত তারা নব উদ্যমে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে...পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখার পথ খুঁজছে।'

'এজন্যই ওরা ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ.-এর পেছনে উঠে পড়ে লেগেছিল!' বলল লিসা। 'সফলতা পেয়েও গিয়েছে প্রায়!'

'সফলতা আর সিগমার সৃষ্টি করা চাপ সম্ভবত ওদেরকে বাধ্য করেছিল এই রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে নামতে। সফল হলে, বেশ কয়েক পুরুষ আর চিন্তা করতে হতো না!'

'প্রেসিডেন্টকে খুন করার পরিকল্পনা।' বলল পেইন্টার।

'সেই সাথে রবার্টকেও। অ্যামান্ডা যেহেতু নেই, তাই গ্যান্টদের পুরোটা হজম করে ফেলতে পারত ব্লাডলাইন।'

'কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।'

'এজন্য আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত।' সতর্ক করে দিল গ্রে। 'অগণিত বছর ধরে টিকে আছে ব্লাডলাইন। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা সাত-পাঁচ ভাববে না। যেটা দরকার হবে, করে ফেলবে।'

'কিন্তু ওদেরকে খুঁজে পাব কীভাবে?' জিজ্ঞাসা করল পেইন্টার।

পর্দার লাল লাইনগুলো দেখাল গ্রে। 'ওখান থেকে, চমক দেবার সুবিধাটা আমরা পাব। যদি এই সুতোগুলোর জট খুলতে পারি, তাহলে আসল হোতাকে খুব সহজেই বের করা যাবে।'

'একটা কাজ করলে ব্যাপারটা সহজে হবে,' বলে জেসনকে নির্দেশ দিল পেইন্টার। 'জেসন দেখ তো, এদের মাঝে কার জেনেটিক ঐতিহ্য সবচেয়ে সমৃদ্ধ!'

'সময় লাগবে একটু।' বলে, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেসন।

গ্রে'র দিকে ফিরল পেইন্টার। 'পরম্পরা নিয়ে ওদের যেরকম মাতামাতি, তাতে মনে হয় এপথে এগোলেই কাজ হবে। যার যত বেশি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, তার তত বেশি ক্ষমতা-'

'হয়ে গিয়েছে।' বলল জেসন। 'পর্দায় দেখবেন, কয়েকটা লাইন মোটা হতে শুরু করেছে।'

আসলেও তাই। কিছু লাইন মোটা হচ্ছে, আর কিছু চিকন।

প্রক্রিয়া শেষ হবার পর, জেসনকে বিশেষ এক আদেশ দিল পেইন্টার। বলল, সবচেয়ে মোটা লাইন ধরে এগিয়ে, বর্তমান উত্তর পুরুষের নামগুলো বলতে। সাথে সাথে পর্দায় দেখা গেল একটা ছোট কার্সর, মোটা লাইন ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে একটা নামের উপর এসে থামল সেটা।

'মারছে রে।' বলে উঠল কোয়ালস্কি।

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল গ্রে'র কাছে। ব্লাডলাইন রবার্টকে জেমসের যায়গায় বসাতে চায়নি।

আরেকজনকে চেয়েছিল।

তার নামটা এখন পর্দায় দেখা যাচ্ছে।

টেরেসা মেলোডি গ্যান্ট।

মৃত স্বামীর দায়িত্ব তুলে নেবার জন্য এগিয়ে আসবে তার দুঃখী বিধবা।

কিন্তু খারাপ খবর আসার তো কেবল শুরু।

'ডিরেক্টর,' বলল জেসন। 'ফার্স্ট লেডি মাত্র পাঁচ মিনিট আগে তার সিক্রেট সার্ভিস প্রহরীদের নিয়ে চলে এসেছেন।'

'কী?'

'প্রেসিডেন্ট ফোন দিয়েছিলেন তাকে। এক ঘণ্টা পর তার জনসম্মুখে আসার কথা। তাই আগে স্ত্রীকে খবরটা দিতে চেয়েছিলেন। সেই সাথে অ্যামান্ডা আর বাচ্চাটার কথাও বলেছেন।'

'কোথায় সে এখন?'

'নীচে, ওই দুজনের সাথে। আর স্যার, তার রক্ষীদের সবাই-মহিলা। আমি কী-'

গুলির আওয়াজ জেসনের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিল।

৪:৫৫ দুপুর
ওয়াশিংটন ডি.সি.

মেয়ের হাসপাতাল বেডের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট। ভাইকে হারানোর দুঃখে কাতর, আবার নাতি সুস্থ আছে জানতে পেরে আনন্দিতও।

হলওয়ে থেকে ভেসে আসা গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন তিনি।

হচ্ছেটা কী আজকাল!

ঘরে স্ত্রী আর ঘুমন্ত কন্যার সাথে একাই আছেন তিনি। রক্ষীদেরকে বাইরে বের করে দিয়েছেন আগেই।

ভুলটা বুঝতে পারলেন, যখন দেখলেন স্ত্রীর হাতে ধরা সিগ সয়্যারটার কালো নল তার দিকেই তাকিয়ে আছে। 'টেরেসা?'

সামনে দাঁড়ানো মহিলার চেহারা এক নজর দেখেই বুঝতে পারলেন, একে তিনি চেনেন না। হয়তো চেহারা সেই একই, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নারী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। এতোদিন যাকে চিনতেন, সেই আসলে মুখোশ পড়েছিল। এখন খসে পড়েছে সেটা, টেরেসার আসল চেহারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

অ্যামান্ডার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আসেন ফার্স্ট লেডি। 'জিমি,' এমনকী তার স্বরও যেন পালটে গিয়েছে। প্রাণহীন, একঘেয়ে। 'সব কিছু নষ্ট করে ফেলেছ।'

'তুমিও আমার ভাইয়ের মতোই,' বুঝতে পেরেছেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্লাডলাইনের সদস্য!'

'রবার্ট? ও তো আসলে কিছুই না। আমার ব্যাপারেও জানত না। স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ বলতে পার।'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের কিছুই করতে পারবে না তুমি, আবার ফিরে আসবই। তাছাড়া আমাদের হাতে এখনও অ্যামান্ডা আছে। বর্তমান মানসিক অবস্থায় হয়তো ব্লাডলাইনের জন্য সে উপযুক্ত না, তবে আমি গড়ে পিটে নিতে পারব। ওর প্রথম বাচ্চাটা আমাদের হতাশ করেছে বটে। কিন্তু সুযোগ এখনও শেষ হয়নি, একটা না একটা সুস্থ মেয়ে বাচ্চা তো ওর কাছ থেকে আমরা পাবই! সেই মেয়েটি-ই হবে আমাদের নেত্রী, আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাবে। ঘন বনের অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে।'

এক পা এগিয়ে গেলেন জেমস, অ্যামান্ডাকে নিয়ে যেতে যে এসেছে ব্লাডলাইন তা বুঝতে পারছে।

তাকে এগিয়ে আসতে দেখে, পিছিয়ে গেলেন টেরেসা। তবে নল একচুল নড়েনি। 'তবে আগে আমাদের লুকাতে হবে সেই অন্ধকারেই। আর এ জন্য চাই বিশৃঙ্খলা।'

একজন প্রেসিডেন্টের লাশ সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

'বিদায়, জিমি।'

'বিদায়, টেরেসা।'

অ্যামান্ডা যে কখন বিছানায় উঠে বসেছে, তা একদম টের পাননি ফার্স্ট লেডি। যে রডটা থেকে স্যালাইন ঝুলছিল, সেটা হাতে তুলে নিয়ে মা'র মাথায় আঘাত হানল অ্যামান্ডা। রক্ত বেরিয়ে এল ফার্স্ট লেডির নাক দিয়ে।

অবাক বিস্ময় নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি, হাত থেকে ছুটে গেল অস্ত্র।

ওটা নেবার জন্য ঝুঁকলেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তার আগেই খুলে গেল দরজা।

ঝড়ের বেগে ভেতরে প্রবেশ করল দুই মহিলা রক্ষী।

টেরেসার রক্ষী!

টেরেসাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে যেন জমে গেল দুজন।

ওদের পেছনের হলওয়েতে একটা ছোট অবয়ব দেখা গেল, রক্তে ভেজা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার হাতে একটা পিস্তল।

আবছা শব্দ হলো দুটো।

মহিলা রক্ষী দুজনের মাথায় লাগল গুলিদুটো।

কাজ সেরেই আবার উধাও হয়ে গেল অবয়বটা।

অ্যামান্ডা তখনও বিছানায় বসে আছে। 'কে?'

জিমির মনে একটু আগে দেখা চেহারাটা ভেসে উঠল। অ্যানালিস্ট ছেলেটার নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে তার ব্যাপারে একটা কথা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন তিনি। 'আমার নতুন বেস্ট ফ্রেন্ড।'

৪৩

১২ জুলাই, ১০:১০ রাত ই.এস.টি.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার, সামনের বিছানায় শুয়ে আছে অ্যামান্ডা। লিসা ব্যস্ত মেয়েটার শারীরিক অবস্থা লেখা থাক চার্টটা নিয়ে, আর প্রেয়সীর কোমরে হাত রাখা নিতে ব্যস্ত তিনি। মা আর ছেলে, দুজনেই এখানে এক সপ্তাহ ধরে আছে। প্রেসিডেন্টের অসাধারন আর প্রায় অলৌকিকভাবে আততায়ীর হাত থেকে বেঁচে ফেরার ঘোষণাটা দেবার পর থেকেই তারা এখানে আছে।

জেমস গ্যান্টও আছেন এই হাসপাতালে, তবে দুই তলা উপরে। সবাই জানে, খুব কঠিন একটা অপারেশন করা হয়েছে তার উপর। এখন সেটার ধকল সামলাচ্ছেন। কেবলমাত্র যারা আসল সত্যটা জানে, তারাই ঢুকতে পেরেছে ভেতরে। কে গুলি চালিয়েছিল, তা কেউ বের করতে পারেনি।

নো-ফ্লাই জোন হবার কারণে, ক্যারোলিনার গ্যান্ট এস্টেটের ধ্বংস হবার ঘটনা ধামা চাপা দেয়া গিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে, প্রাকৃতিক এক সিংকহোল আচমকা দেখা দেয় ওই এলাকায়। সেই সাথে এমন ভূমিকম্প হয়েছিল যে গ্যাস বেরিয়ে এসে আগুন ধরে যায় লজে। রবার্ট গ্যান্টের মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়, অধীনস্তদের উদ্ধার করতে গিয়ে মারা যান তিনি। হাতেগোনা কয়েকজন ন্যাশনাল গার্ডকে গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে, পডগুলো পরিষ্কার করার কাজে লাগানো হয়েছে।

'সন্তুষ্ট?' লিসা অবশেষে অ্যামান্ডা আর উইলিয়ামের চার্ট নামিয়ে রাখলে, জানতে চাইল পেইন্টার।

'সব ঠিক আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

বাচ্চাটা ভালোই আছে, এখনও পি.এন.এ. আছে ওর দেহে। তবে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাচ্ছে সেগুলো। তবে উইলিয়ামের জন্য তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়নি।

বাচ্চাটাকে নিয়ে একমাত্র লিসাই দুশ্চিন্তা করছে না।

'তুমি কখন চলে যাবে?' জানতে চাইল অ্যামান্ডা।

টাকার তার বিছানার পাশেই বসে আছে। স্টাফ কেউ একটা কুকুর নিয়ে এসেছে উইলিয়ামের উপহার হিসেবে। 'আগামীকাল সকালে। কেন আর আমি রাশিয়া যাচ্ছি।'

নিজের নাম শুনতে পেয়ে কান খাড়া করল কেন।

'চার্লসটনে এলে, দেখা করতে ভুলো না।'

'অবশ্যই।' বলে উঠে দাঁড়াল টাকার, নিজের আঙুলে চুমো খেয়ে সেটা ছুঁইয়ে দিল বাচ্চাটার কপালে।

বাচ্চাটাকে একটু সরিয়ে, আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল অ্যামান্ডা। না চাইলেও, মানতে বাধ্য হলো টাকার। 'ধন্যবাদ।' বলে ওর গালে চুমো খেল মেয়েটা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

পেইন্টার আর লিসাও বিদায় নিল। হলে এসে, ডাক্তারদের সাথে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেল লিসা।

টাকারকে একা পেতেই, আরেকবার চেষ্টা চালাল পেইন্টার। 'সিগমা তোমাকে আর কেনকে পেলে খুশী হবে। ব্লাডলাইন এখনও পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি।'

কথাটা সত্য, তবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে কাজ। জেসনের দারুণ কাজের বদৌলতে অনেকগুলো টার্গেট পেয়েছে ওরা। আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে জট। গ্রে ঠিক বলেছিল, আধুনিক যুগে, লুকিয়ে থাকাটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

পেইন্টার এখন নিশ্চিতভাবে জানে, গিল্ড খতম হয়ে গিয়েছে!

'কিন্তু নতুন সমস্যার তো আর শেষ নেই।' আবার চাপ দিলেন পেইন্টার। 'বুঝতেই পারছ।'

হাসল টাকার। 'আমাকে দিয়ে হবে না। দলবেঁধে কাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে সাহায্য লাগলে, ফোন দেবেন।'

কেনকে সাথে নিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল ও।

পেইন্টার ডাক দিল পেছন থেকে। 'যাচ্ছ কোথায়? নাম্বারটা তো দিয়ে যাও!'

ঘুরে দাঁড়াল টাকার। 'আমাকে খুঁজে পেতে চাইলে, আপনার খুব একটা কষ্ট হবে বলে মনে হয় না।'

কথা সত্য!

বিদায় নিল টাকার আর কেন।

লিসাও ফিরে এসেছে ততক্ষণে। 'চল যাই?'

অবশ্যই।

হসপিটালের বাইরে পা রাখল ওরা দুজন। ফুটপাতে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি অপেক্ষা করছে, লিসার পছন্দের ক্রিসেনথিমাম দিয়ে প্রায় ঢেকে ফেলা হয়েছে গাড়িটা। ওগুলোর প্রতিটা লালচে পাঁপড়িতে সোনালী ছাপ। এই বিশেষ প্রজাতি খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটে গিয়েছে জেসনের।

কয়েক পা এগোতেই ফুলটাকে চিনতে পারল লিসা। 'পেইন্টার...?'

গাড়িতে ওকে উঠতে সাহায্য করল পেইন্টার। এরপর তার ধাপে হাঁটু গেড়ে বসল, হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ছোট রেশমী কাপড় দিয়ে মোড়া বাক্স।

'না!' বলে গাল ঢাকল মেয়েটা।

'আমি তো এখনও প্রশ্নটাই করতে পারলাম না!'

হাত নামিয়ে ওর হাত ধরল লিসা, গালদুটো লালিমায় ক্রিসেনথিমামের পাঁপড়িকেও হার মানাবে। 'উত্তর শুনে নাও আগে, হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...'

টান দিয়ে প্রেমিককে তুলে নিল লিসা, অনেকক্ষণ ধরে একে অন্যকে চুমো খেল তারা। তারপরই যেন লিসার মনে পড়ল, আগে শর্তটা বলে দেয়া যাক!

'আমার বাচ্চা চাই...বুঝতে পেরেছ?'

'আগেই ভেবেছিলাম, উইলিয়ামকে দেখে আসার পরপরই প্রস্তাব দেয়াটা ঠিক হবে না!'

'আমি সিরিয়ারস।' আঙুল তুলে দেখাল লিসা। 'দুটো চাই।'

ওর হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পেইন্টার। বলল, 'তাহলে চারটা দেখাচ্ছ যে!'

রাত ১২ঃ২০

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল ক্যাট, কামানো মাথা থেকে খুলে ফেলল স্কার্ফ। চোখের চশমাও আর ওখানে রইল না। কাঁটা জায়গাগুলোর সেলাই প্রচণ্ড চুলকাচ্ছে।

মঙ্ক ঢুকল কয়েক মিনিট পর, কোলে পেনোলোপ।

'আরেক বাচ্চা?' জানতে চাইল ও।

'দোলনায় আছে। স্ট্রোলারটা কই?'

'ভ্যানেই আছে। কেউ যদি ওটা চুরি করতে চায় তো করুক না। সেই সাথে ব্যবহৃত প্যাম্পার্সগুলো নিলে তো আরও ভালো।'

হল ধরে বাচ্চাদের রুমে পেনোলোপকে নিয়ে গেল মঙ্ক, বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে এরইমাঝে। ফিরে এসে স্ত্রীর পাশে বসে পড়ল সে।

ক্যাট নিজের মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

মঙ্ক স্ত্রীকে টেনে নিল কাছে। 'কী হলো।'

'আমার চেহারা দেখেছ? মাথায় টাক, এখানে সেখানে সেলাই। পার্কে সবাই কী অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছিল!'

'তুমি সুন্দর,' স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বলল মঙ্ক। 'যেভাবে আছ, সেভাবেই আমার কাছে সুন্দর। তবে যদি শুনে খুশি হও তো বলি, চুল আবার গজাবে, আর সার্জনরা বলেছে, সেলাই-এর কোনও দাগ থাকবে না।'

'আর এমনিতেও,' নিজের মাথায় হাত বুলালো ও। 'টাক মানে আভিজাত্য!'

'তোমাকে মানায়!' স্বামী জড়িয়ে ধরে চুপচাপ শান্তিতে কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিল ক্যাট।

'পেইন্টারের সাথে তোমাকে কথা বলতে শুনলাম,' বলল মঙ্ক। 'তিনি ব্যাপারটা ভালোভাবে নিয়েছেন তো?'

ক্যাট ঘুমন্ত স্বরে বলল। 'হুমম...'

'তুমি বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তো?'

উঠে বসল ক্যাট। 'জানি কেবলমাত্র কাদছিলাম, কিন্তু...' চোখ সরিয়ে নিল ও, লজ্জা পেয়েছে।

'কিন্তু মাঠে নামাটা তুমি এখনও পছন্দ করো। তাই না?'

'একসাথে যখন নামতাম, তখন আরও ভালো লাগত।'

হাসল মঙ্ক। 'তাহলে তো আমাকে সিগমায় ফিরতেই হয়।'

হাসি ফুটল ক্যাটের মুখেও।
'আর একসাথে থাকার কথা যখন বললেই...' বলতে বলতেই স্ত্রীকে কোলের উপর বসাল মঙ্ক। 'তুমি যে কতটা সুন্দর তার প্রমাণ চাও?' বলে একটু সরে বসল ও।
'ওহ!' খোঁচা খেয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ক্যাটের।

৩ঃ৩০ দুপুর

প্রেসিডেন্ট জেমস টি. গ্যান্ট বসে আছেন একটা হুইলচেয়ারে, সেটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নার্স। সিক্রেট সার্ভিসের দুজন এজেন্টও আছে সাথে।
'আপনার স্ত্রী বিশ্রাম নিচ্ছেন।' আরেক এজেন্টের সামনে দিয়ে ফার্স্ট লেডির ঘরে প্রবেশ করার সময় জানাল নার্স।
'ধন্যবাদ, প্যাটি।' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি ওর সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাতে চাই।'
'অবশ্যই, মি. প্রেসিডেন্ট।'
দরজা খুলে দিল এজেন্ট, অন্য দুজনও বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র হুইলচেয়ার থেকে নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট।
'গাড়ি দুর্ঘটনার' শিকার বেচারি ফার্স্ট লেডিকে এরইমাঝে দুইবার সার্জনদের ছুরির নিচে যেতে হয়েছে। দুবারই তাকে বলা হয়েছে, সম্ভবত তার স্ত্রীর মস্তিষ্ক চরম আঘাত পেয়েছে। আর কখনও সে চলৎক্ষমতা ফিরে পাবে না।
তারপরও, প্রেমিক স্বামীর মতো আচরণ করেছেন প্রেসিডেন্ট। স্ত্রীকে হারাতে চান না বলে, কষ্টকর অপারেশনগুলো করতে বলেছেন।
'আহা টেরেসা,' বিছানায় শোয়া মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছে তার। নাক, মুখ, প্রস্রাবের রাস্তা-সবগুলো দিয়েই নল ঢুকানো হয়েছে। 'মায়াই লাগছে তোমাকে দেখে। ডাক্তাররা আমাকে জানিয়েছেন, তুমি কোমায় যাওনি। কেবল চলৎক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ। সম্ভবত আমার সব কথা শুনতে আর বুঝতে পারছ তুমি। আমি অন্তত তাই আশা করি।
যখন এই পরিস্থিতে এক বছর কাটিয়ে দেবে, তখন ডাক্তাররা ধরে নেবে যে তোমার আর ফেরার পথ নেই। আর যখন সময়টা হবে, তখন আমি চার্লসটনে নিয়ে যাব তোমাকে। ওখানকার একটা বেসরকারি হাসতাপাল, অবশ্যই যেটার মালিক গ্যান্টরা, তোমার দেখাশোনা করবে। নিশ্চিত করবে যে তুমি এভাবেই থাকবে, কখনওই তোমার উন্নতি হবে না। আর যদি হতে নেয়, তাহলে দরকার পড়লে আমরা অপারেশন করে সেটাকে থামাব।'
আলতো করে স্ত্রী'র হাতে চাপ দিলেন তিনি। 'আর যেসব আয়ু বাড়াবার পরীক্ষা চালাচ্ছিলে, সেগুলোর প্রতিটা ব্যবহার করে আমি তোমাকে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখব।'

আচমকা পেইন্টারকে দেয়া কথাটা মনে পড়ে গেল তার - *যীশুর কীরে আমি তাকে এই দুনিয়াতেই দোযখ দেখিয়ে ছাড়বো।*

জেমস টি. গ্যান্ট কথা দিলে তা রাখতে জানেন।

ঝুঁকে গিয়ে স্ত্রীর কপালে চুমু খেলেন তিনি। 'নরকে স্বাগতম, টেরেসা।'

৯:৩০ রাত
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যাণ্ড

ডিনারে ব্যবহৃত তৈজসপত্রগুলো পরিষ্কার করে রেখেছিল গ্রে, জানা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকে। অন্ধকারের মাঝে জ্যাকেটের ইস্পাতের ঝলসে ওঠা দেখতে পেল ও।

সেইচান হাঁটছে ওখানে, চিন্তিত।

কেন, তা জানে গ্রে।

মৃত এক মানুষের শেষ কথা নিয়ে ভাবছে মেয়েটি।

পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, দেখতে পেল নার্স মেরি বেনিং উপর থেকে নেমে এসেছে।

'তোমার বাবাকে শান্ত করে আসলাম। ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'ধন্যবাদ।' শেষ প্লেটটা জায়গামতো রাখতে রাখতে বলল গ্রে। 'আজকে বেশ শান্তই মনে হলো।'

'হ্যাঁ। তোমাকে অনেক মিস করেছেন, কিন্তু স্বীকার করতে চাননি।'

ঠিক আমার মতো। ভাবল গ্রে।

মিশন থেকে এখানে ফিরে আসার দিনটার কথা মনে পড়ল গ্রে'র। প্রায় একটা সপ্তাহ ছিল না ও, এরমাঝে কি নাকি হয়ে গিয়েছে, কে জানে! কিন্তু ফিরে এসে দেখে, বাবা রান্নাঘরে বসে পত্রিকা পড়ছেন! ওকে আসতে দেখে কেবল একটাই প্রশ্ন করেছিলেন।

শায়েস্তা করতে পেরেছ?

সত্যি কথাটাই বলেছিল গ্রে। পেরেছি বাবা, সবাইকে শায়েস্তা করেছি!

উঠে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি।

আজ সকালে সবাই একসাথে মা'র কবর জিয়ারতে গিয়েছিল ওরা। সাধারণত এমন জিয়ারতগুলোতে কান্নাকাটি আর শেষে চুপচাপ ঘরে ফিরে আসা হয়। আজকে কান্নাকাটি ছিল, কিন্তু সেই সাথে ফেরার পথে মৃদু হাসাহাসিও হয়েছিল। বাবা এমনকী মা'র ব্যাপারে অজানা কিছু তথ্যও জানিয়েছিলেন। এমনকী কেনিও যেন একদিনের জন্য আদর্শ ভাই আর আদর্শ পুত্র হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ছেলেটা আরও দুই মাসের জন্য এখানেই থাকতে রাজিও হয়েছে।

অবশ্য তার জন্য নতুন পরিচিত হওয়া মেয়েটাও দায়ী হতে পারে।

হলে হোক। কেনি থাকছে, এটাই গ্রে'র জন্য যথেষ্ট।

৯:৪৫ রাত

সেইচান নিজের চিন্তার মাঝে ডুবে আছে। একবার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, তো একবার সামনের অন্ধকারের দিকে।

পিছু ফিরে বাড়ির দিকে তাকাল ও। ভাবল, এমন একটা পরিবারে জন্ম নিলে মন্দ হতো না।

কিন্তু তাহলে সেইচান কি সেইচান হতো?

তোমার মা...এখনও বেঁচে আছে...

মৃত্যু পথযাত্রী লোকটার শেষ কথাগুলো মনে পরে গেল ওর।

এই এক সপ্তাহে আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতেও শুরু করল।

চিন্তাটা ভয় পাইয়ে দিল ওকে।

পিতার মৃত্যুতে বেশি একটা কষ্ট পায়নি ও, চিনতই না লোকটাকে। তবে মা-ই সেইচানকে বড় করেছিল। পিতা শব্দটা ওর কাছে কোনও অর্থ না রাখলেও মা রাখে।

কিন্তু রবার্ট যে ওর জন্য জীবন দান করেছিল, সে কথা ভোলে কী করে?

আশা জাগানিয়া কথা কটাকেও বা কী করে পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারে?

জানে না, তথ্যটা নিয়ে কী করবে।

তবে জানবে...লোকটার সাহায্যে জানবে।

রান্নাঘরের আলোয় দরজায় এসে দাঁড়ানো গ্রে'কে দেখতে পেল ও। চুপিসারে তাকে দেখতে ভালোই লাগে সেইচানের। গ্রে...এমন একজন যাকে তার বাবা-মা ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন।

তারপরেও, লোকটা খুনি...তবে ওর মতো না।

ও একটা যন্ত্র; গ্রে মানুষ।

বুর্জ আবাদির লবিতে দেখা মেয়েটার চেহারা মনে পড়ে গেল ওর, চোখের সামনে ভেসে উঠল পেট্রার চেহারা।

সেইচান সেই মেয়েটা...

...আবার পেট্রাও।

আমার মাঝে এমন কী দেখল গ্রে? সহস্রবারের মতো নিজেকে প্রশ্নটা করল ও।

গ্রে কে ওর দিকেই এগিয়ে আসতে দেখল সেইচান।

কেঁপে উঠল...আবেগে? কে জানে?

কিছু একটা ওর মাঝে দেখেছে গ্রে...আর গ্রে'কে ও বিশ্বাস করে।

একহাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিল লোকটা, যেন ওকে সব কিছু দিতে চায়।

নিতে আপত্তি নেই সেইচানের।

শেষ কথা

পাথরের আড়ালে শুয়ে শুয়ে রোদ খাচ্ছে সে, নতুন করে চার্জ করে নিচ্ছে তার সোলার ব্যাটারিগুলোকে।

বিপদের আশংকায় উৎকর্ণ হয়ে আছে ও, কিন্তু পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পানি আর পাখা-ওয়ালা কিছু প্রানির চিৎকার ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। নড়চড়ার আশংকায় চোখ খোলা রেখেছে, তবে দেখতে পাচ্ছে শুধু ঘাসের কেঁপে ওটা। শরীরের তাপ খুঁজছে, অথচ দেখতে পাচ্ছে কেবল উতপ্ত পাথর!

সুর্যের আলোই ওর খাবার, অনেকক্ষণ সেটাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাবার পর নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। তাই বিগত দিনের স্মৃতি পুনরায় ঝালিয়ে নিল!

অন্যদের সাথে সংযোগ ছিল বলে, তাদের গুনগুন শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখন বিরাজ করছে নীরবতা।

নীরবতার মাঝেই নতুন একটা শিক্ষা লাভ করল সে।

অন্তিমের শিক্ষা।

বুঝতে পেরেছে, সবসময় চলার উপরে থাকতে হবে। নড়া বন্ধ করার অর্থই হলো-অন্তিম সময় উপস্থিত।

অন্তিম সময়ের চোখে চোখ রাখতে চায় না ও।

শক্তিশালী পিস্টনরূপী পা আর হাত রূপী থাবা উপরে তুলল সে। আত্মগোপনের নিমিত্তে লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে, জানে যে ওদিক দিয়ে খুব অল্প সংখ্যক প্রাণ যাওয়া-আসবা করবে।

বীরভোগ্য এ বসুন্ধরায় টিকে থাকবে একমাত্র সংগ্রামীরা।

সংগ্রাম করবে সে!

বেঁচে থাকবেই থাকবে বসুন্ধরায়!

পাঠকের কাছে লেখকের কথা
সত্য না কল্প-কাহিনি?

একজন দক্ষ পোকার খেলোয়াড় কী করে জানেন? সে নিজের সব তাসগুলোকে লুকিয়ে রাখে, এমনকী চেহারাতেও কোনও ভাব ফুটে উঠতে দেয় না। একজন লেখকও অনেকটাই সেরকম: সত্য আর কল্পনার মাঝে পার্থক্য ফিকে করে তোলেন তিনি। কিন্তু এখানে, মানে উপন্যাসের শেষে, আমি সব কিছু আমার পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, কোনটা সত্য, আর কোনটা না।

এক্ষেত্রেও তাই করব আমি, তবে বাক্যের পাশাপাশি ব্যবহার করব ভিডিও লিংক আর ওয়েব সাইটের অ্যাড্রেস। আগ্রহী পাঠকেরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন।

তবে সাবধান করে দেই আগেই - ওসব লিংকে গিয়ে যা যা দেখবেন, তা কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না!

শুরু করা যাক তাহলে।

কুকুর: ১৯৪০ সালে রাশিয়ান একটা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে বইটি। সর্ব প্রথম হার্ট-লাং মেশিন আবিষ্কার হয়েছিল এই পরীক্ষার কারণে। তবে তার ভিডিওগুলো সম্ভবত যেকোনও কুকুর প্রেমিকে আহত করবে। তাই দেখতে চাইলে ঝুঁকি নিয়েই দেখতে হবে। এই ভিডিওতে যেটা দেখতে পাবেন, অ্যামান্ডা দুবাই ল্যাবে তা-ই দেখেছিল। তবে কুকুরের জায়গায় ছিল মানুষ।

http://www.archive.org/details/experime1940

যেহেতু কুকুর নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই এক কিছু বীরের কথা বলা যাকঃ সেনাবাহিনির কুকুর। এই বইতে তাদের সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তার সব সত্য। এজন্য লিসা রোগাক আর তার দ্য ডগস অফ ওয়ার বইটিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। বইতে আমরা কিছুটা সময় দুনিয়াকে দেখেছি কেনের দৃষ্টিতে। অ্যালেক্সান্দ্রা হরোউইটযের ইনসাইড অফ আ ডগ বইটি আমাকে সাহায্য করেছে এক্ষেত্রে।

সোমালিয়াঃ গল্পের কিছুটা অংশ কাটিয়েছি আমরা সোমালিয়া আর সেখানকার জলদস্যুদের মাঝে। ইতিহাস, আচরণ আর দেশের অবস্থার ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে তার সব সত্য। সত্যি কথা বলতে কী, ২০১২ সালের জানুয়ারিতে এক আমেরিকান মহিলা আর এক ডেনিশ ভদ্রমহিলাকে সীল টিম সিক্স অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে। তবে আমার মনে হয় না ব্লাডলাইনের মতো আমেরিকান মেয়েটা প্রেসিডেন্টের কন্যা!

উপন্যাসের আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে শিশু যোদ্ধাদের উপস্থিতি। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, ওসব ব্যাপারে আমি একটুও বাড়িয়ে লিখিনি।

ইসমায়েল বেথের লেখা আ **লং ওয়ে গন : মেমোরিজ অফ** আ বয় সোলজার, বইটির উপর ভিত্তি করে আমি গবেষণা **করেছি। লেখকের** সাথেও সংক্ষিপ্ত সময় কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে।

দুবাইঃ অসাধারণ সুন্দর **এই শহরটার অনেক স্থানীয়** স্থাপনার বর্ণনা দিয়েছি, তাই ভাবলাম কিছু ভিডিও **শেয়ার করা যাক। এই** ভিডিওগুলোতে বইয়ে বর্ণিত স্থাপনাগুলো দেখতে পাবেন আপনারা।

http://youtu.be/0lXclgws7n8

http://youtu.be/7eUcRjo9Yv4

http://dai.ly/9qqx4s

http://youtu.be/q082y8in-ik

রোবোটিক্সঃ বিশ্বের আরও অনেক ল্যাবের মতো ডারপা-ও আসলেই নিউরো-রোবোটিক্সের দিকে এগোচ্ছে। এই উপন্যাসে তুলে ধরেছি কর্টিক্যাল নিউরণের সাথে ছোট রোবোটের সংমিশ্রণ। কতদূর এগিয়েছে তারা? নিজেই ভিডিওগুলো দেখে নিনঃ

http://io9.com/5288834/first-real-cyborg-a-robot-controlled-by-a-living-brain

http://youtu.be/nXncJZCMog0

তবে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো রোবটদের দলবদ্ধ আচরণ। কে জানে, একদিন মানুষকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছেই দেয় কিনা!

http://youtu.be/QUHn0r_j5cE

http://youtu.be/YQIMGV5vtd4

রেড মার্কেটঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবসার অনেকগুলো দিক এই বইতে তুলে ধরেছি, সেই সাথে সেগুলো পাবার জন্য মানুষজনকে অপহরণ করার কথাও বাদ যায়নি। দ্য রেড মার্কেট, লেখক স্কট কারনি-এর কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ।

অমরত্বের বিজ্ঞানঃ গড় বায়ু বাড়াবার ব্যাপারে যেসব তত্ত্ব ও প্রযুক্তির কথা তুলে ধরেছি, তার প্রতিটা লাইন সত্য। রেমণ্ড কারযওয়েইলকে দেখে, তার কথা শুনে আর তার লেখা পড়েই উপন্যাসের অনেক কিছু পরিষ্কার করতে পেরেছি। গুগলে নামটা খুঁজে দেখুন, নিজেই বাকিটা বুঝতে পারবেন।

সেই সাথে অব্রি ডি গ্রে ওর তার বই (মাইকেল রে-এর সাথে) এন্ডিং এজিংঃ দ্য রেজুভিনেশন ব্রেক থ্রু'স দ্যাট ক্যান রিভার্স হিউম্যান এজিং ইন আওয়ার লাইফটাইম থেকে অনেক কিছুই জেনেছি।

এই বিষয়ে জনাথন ওয়েইনারের লেখা, লং ফর দিস ওয়ার্ল্ড পড়েও ভালো লেগেছে।

আরেকজন বৈজ্ঞানিকের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন সেবাস্টিয়ান সিওং। এম.আই.টি.-তে কানেকটোমেস এর ব্যাপারে তার করা কাজের ভিডিওঃ

আচ্ছা, ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. কি আসলেই সত্য? হ্যাঁ। আসলে কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির একটা দল এমনই একটা ত্রি-সূত্রক ডি.এন.এ. বানিয়েছে। সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত আ নিউ মলেকিউল অফ লাইফ (ডিসেম্বর ২০০৮) আর্টিকেলটা পি.এন.এ. এর গুরুত্ব আর সম্ভাবনার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

অমরত্বের ইতিহাসঃ বাইবেলে মানুষের আয়ুর ব্যাপারে করা বাণী আমাকে অবাক করে দিয়েছে! বুক অফ জেনেসিসে সরাসরিই বলা হয়েছে, মানুষ সর্বোচ্চ একশ বিশ বছর বাঁচতে পারে। এরপর ১৯৬২ সালে, ডা. লেওনার্ড হেফ্লিক তার গবেষণা থেকে একই ফল পেলেন! এটা কি কাকতালীয়? হতে পারে। কিন্তু সত্য বা মিথ্যা যা-ই হোক, উপন্যাসটা লেখার বীজ তখনই পোঁতা হয়েছিল।

সেন্ট প্যাট্রিকের লাঠি এবং এর সাথে অমরত্ব ও যিশু খ্রিষ্টের সম্পর্কের একটা গুজব আসলেই আছে।

জীবন বৃক্ষের ব্যাপারে আমি আরও কিছু পৌরাণিক গল্প উল্লেখ করেছি। কিছু বাইবেল থেকে, আবার গিলগামেশের মহাকাব্য আর হিন্দু পুরাণের কথাও আছে। তবে আমি বেশি গভীরে যায়নি। জানতে চাইলে পড়তে পারেন ওয়াল্টার পার্কসের ইমমরটাল এগেইনঃ সিক্রেটস অফ দ্য অ্যানসিয়েন্টস।

তিন জন মানুষ আর তিন মাথাওয়ালা সাপের ছবিটা আর্কাইভ থেকে নেয়া হয়েছে। তবে আমার মনে হয় না ব্লাডলাইন-এর তার সাথে কোনও সম্পর্ক আছে!

সবশেষে আসি এই উপন্যাসের প্রধান প্রশ্নটায়ঃ আমাদের মাঝে কি অমররা চলে এসেছেন?

আমার মতেঃ হ্যাঁ।

নির্ঘন্ট

১. জিনিওলোজিষ্ট- জিনবিদ

২. ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন- টেস্টে টিউব বেবি নেবার প্রথম ধাপ।

৩. অ্যামনিওসেন্টেসিস- গর্ভাবস্থায় প্ল্যাসেন্টা থেকে তরল বের করার পদ্ধতি।

৪. এম্ফিটামিন- প্রচলিত নাম ইয়াবা।

৫. আইভি ক্যাথেটার- সিরা পথে ওষুধ বা খাবার প্রবেশ করাবার পদ্ধতি।

৬. ডিপ্লোম্যাটিক সিল- কূটনৈতিক সীল।

৭. ভিভিসেকশন- জ্যান্ত প্রানির ব্যবচ্ছেদ করা।

৮. স্টেম সেল- নানা ধরনের কোষ যেসব আদি কোষ থেকে বিভাজিত হয়ে গঠিত হয়।

৯. কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস মেশিন- হৃদপিণ্ড বা ফুসফুসকে অচল রেখেও জীবিত রাখার জন্য ব্যবহৃত মেশিন।

১০. কর্পাস কোলোসটমি-মস্তিষ্কের দুই অংশকে জোড়া দেয় যে স্নায়ু তন্ত্র, সেটাকে কেটে ফেলা।

১১. ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি-মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদ্যুত প্রবাহিত করা।

১২. পি.আই.সি.সি.-লম্বা সময় ধরে কাউকে শিরাপথে ওষুধ বা খাবার দেবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করে।

১৩. সিপ্যাপ- শ্বাসনালী সংকোচন বন্ধ করার জন্য বাইরে থেকে যে পদ্ধতিতে চাপ ঠিক রাখা হয়।

১৪. এটুল-এক ধরণের পোকা।

১৫. থার্মোব্যারিক-আশেপাশের অক্সিজেনকে ব্যবহার করে যে বোমা তীব্র বিস্ফোরণ ঘটায়।